জাতক-মঞ্জরী

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ

কর্ত্তৃক

তৎকৃত সমগ্র জাতকের বঙ্গানুবাদ হইতে সঙ্কলিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৯৩৪

উপক্রমণিকা

'জাতক' শব্দটী বৌদ্ধ সাহিত্যে বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত। ইহাতে ভগবান্ গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মবৃত্তান্ত বুঝায়। বৌদ্ধেরা বলেন, শুদ্ধ এক জন্মের কর্ম্মফলে কেহই গৌতম প্রভৃতির ন্যায় অপারবিভূতিসম্পন্ন সম্যক্সম্বুদ্ধ হইতে পারেন না; যিনি বুদ্ধ হইবেন, তাঁহাকে বোধিসত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধাঙ্কুরবেশে কোটিকল্পকাল নানা যোনিতে জন্মজন্মান্তর পরিগ্রহপূর্ব্বক দানশীলাদি পারমিতার অনুষ্ঠান-দ্বারা উত্তরোত্তর চরিত্রের উৎকর্ষসাধন করতে হয়। পরিশেষে তিনি পূর্ণপ্রজ্ঞা লাভ করিয়া অভিসম্বুদ্ধ হন। অভিসম্বুদ্ধ অবস্থায় তাঁহার 'পূর্ব্বনিবাসজ্ঞান' জন্মে, অর্থাৎ তিনি স্বকীয় ও পরকীয় অতীত জন্ম-বৃত্তান্তসমূহ নখদর্পণে দেখিতে পান।[১] গৌতমবুদ্ধেরও এই অলৌকিক ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। তিনি শিষ্যদিগের অধিকার-ভেদ বিবেচনাপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধর্ম্মদেশন করিতেন এবং অনেক সময়ে ভবান্তর-প্রতিচ্ছন্ন উপদেশমূলক অতীত কথা শুনাইয়া তাহাদিগকে নির্ব্বাণসমুদ্রের অভিমুখে লইয়া যাইতেন। গৌতমপ্রোক্ত জাতকগুলি বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রের নবাঙ্গের এক অঙ্গ এবং সুত্তপিটকান্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের শাখা।

মূল জাতকগুলির প্রকৃত সংখ্যা কত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। অধ্যাপক ফৌসবোল পালিভাষায় লিখিত 'জাতকত্থবণ্ণনা' নামক যে গ্রন্থের সম্পাদন করিয়াছেন, তাহাতে ৫৪৭টী জাতক আছে। কিন্তু সূক্ষ্মরূপে গণনা করিলে ইহাও প্রকৃত সংখ্যা নহে; কারণ, দেখা যায়, একই জাতক কোথাও কোথাও ভিন্ন ভিন্ন নামে, কোথাও কোথাও বা একই নামে পুনরুক্ত হইয়াছে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, প্রকৃত জাতকের সংখ্যা, অর্থাৎ যে সকল আখ্যায়িকায় বোধিসত্ত্বের এক এক জন্মের কথা আছে, সেইগুলি গণনা করিলে জাতকত্থবণ্ণনার জাতকসংখ্যা ৫৪৭ অপেক্ষা কম হইবে। কিন্তু জাতকত্থবণ্ণনার জাতকগুলিই সমগ্র জাতক নহে। এই গ্রন্থেই মহাগোবিন্দ-জাতক প্রভৃতি দুই একটী জাতকের নাম আছে, কিন্তু তাহাদের আখ্যায়িকাগুলি ইহার মধ্যে স্থান পায় নাই। সুত্তপিটকে এবং শ্যাম ও তিব্বত দেশেও কয়েকটী

[১] পূর্ব্বনিবাসজ্ঞান কেবল অভিসম্বুদ্ধ-লক্ষণ নহে; যাঁহারা অর্হত্ত্ব লাভ করেন, তাঁহাদেরও এই ক্ষমতা জন্মে।

স্বতন্ত্র জাতক প্রচলিত আছে। ফলতঃ 'জাতক' নামে অভিহিত আখ্যানগুলির কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা নাই। যিনি যখন সুবিধা পাইয়াছেন, তিনি তখন প্রচলিত কোন কোন আখ্যানকে বৌদ্ধ বেশে সজ্জিত করিয়া এবং বোধিসত্ত্বকে তাহার নায়কের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জাতক নামে চালাইয়া গিয়াছেন।

জাতকত্থবণ্ণনা পালিভাষায় রচিত। পালি সংস্কৃতের সোদরা বা পুত্রী, ইহার উৎপত্তি-স্থান মগধে বা কলিঙ্গে, তাহা ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দিগের বিচার্য্য। শব্দগত, উচ্চারণগত, এমন কি ব্যাকরণগত সাদৃশ্য দেখিলে মনে হয়, ইহা উৎকল, বঙ্গ প্রভৃতি কতিপয় প্রাচ্যভাষার জননীও হইতে পারে। অধ্যাপক অটো ফ্রাঙ্ক বলেন যে, এক সময়ে ভারতবর্ষে ও লঙ্কাদ্বীপে পালিই আর্য্যদিগের সাধারণ ভাষা ছিল। সে যাহা হউক, প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতির পূর্ব্বে ইহাতে যে কোন গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না; কিন্তু গৌতমবুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্যগণের যত্নে শেষে ইহা নানারত্নের প্রসূতি হইয়াছিল। উত্তরে কপিলবস্তু ও শ্রাবস্তী হইতে দক্ষিণে রাজগৃহ ও বুদ্ধগয়া, পশ্চিমে সাঙ্কাশ্য হইতে পূর্ব্বে অঙ্গ ও বৈশালী, এই সুবিশাল অঞ্চল গৌতমবুদ্ধের প্রধান লীলাক্ষেত্র। আপামরসাধারণকে মুক্তিমার্গ প্রদর্শন করাই যখন তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল, তখন স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি প্রচলিত ভাষাতেই ধর্ম্মদেশন করিতেন এবং তাঁহার শিষ্যগণ যত্নসহকারে তাঁহার বাক্যগুলি যথাসাধ্য অবিকৃত অবস্থায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। অতএব পালি যে উল্লিখিত সমস্ত অঞ্চলেই জনসাধারণের ভাষা ছিল এরূপ অনুমান করা, বোধ হয়, অসঙ্গত নহে। উত্তরকালে বৈষ্ণবদিগের প্রযত্নে হিন্দী ও বাঙ্গালাভাষার যে সৌষ্ঠব সাধিত হইয়াছে, বৌদ্ধদিগের চেষ্টায় পালির তদপেক্ষাও অধিক সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। তিপিটক, বিসুদ্ধিমগ্‌গ, দীপবংস, মহাবংস, মিলিন্দপঞ্‌হ প্রভৃতি পালি গ্রন্থ সাহিত্যভাণ্ডারে মহার্ঘ রত্ন।

দাক্ষিণাত্য বৌদ্ধেরা বলেন যে, খ্রীষ্টের ২৪১ বৎসর পূর্ব্বে মৌর্য্যসম্রাট্ ধর্ম্মাশোকের পুত্র স্থবির মহেন্দ্র [১] যখন ধর্ম্মপ্রচারার্থ সিংহলে গমন করেন, তখন তিনি পালি ভাষায় লিখিত সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্র ও তাহাদের অর্থকথা সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন এবং সিংহলী ভাষায় অর্থকথাগুলির অনুবাদ করিয়াছিলেন। শেষে, কি কারণে বলা যায় না, অর্থকথাসমূহের পালি মূল বিনষ্ট হইয়া যায়। অনন্তর খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে মাগধব্রাহ্মণ-কুলজাত সুপ্রসিদ্ধ বুদ্ধঘোষ সিংহলে গিয়া পালিভাষায় উহাদিগের পুনরনুবাদ করেন। বিস্ময়ের কথা এই যে, শেষে সৈংহল অনুবাদও বিনষ্ট

[১] উদীচ্য বৌদ্ধ গ্রন্থে মহেন্দ্র অশোকের ভ্রাতা বলিয়া বর্ণিত।

হইয়াছিল এবং সিংহলবাসীরা বুদ্ধঘোষের পালি অনুবাদকেই মূলস্থানীয় করিয়া পুনর্ব্বার উহার অনুবাদ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, জাতকত্থবণ্ণনাও বুদ্ধঘোষের লেখনীপ্রসূত। কিন্তু ইহা বোধ হয় সত্য নহে। বুদ্ধঘোষ ভারতবর্ষে রেবতের নিকট এবং সিংহলে সঙ্ঘপালির নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু জাতকত্থবণ্ণনার প্রারম্ভে গ্রন্থকার ইঁহাদের কোন উল্লেখ না করিয়া আপনাকে অর্থদর্শী, বুদ্ধমিত্র ও বুদ্ধদেব নামক অপর তিনজন পণ্ডিতের নিকট ঋণী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধঘোষ-কর্তৃক অনূদিত না হইলেও জাতকত্থবণ্ণনা তাঁহারই সময়ে বা তাঁহার অব্যবহিত পরে পুনর্ব্বার পালিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

জাতকত্থবণ্ণনায় প্রত্যেক জাতকের তিনটী অংশ। প্রথম অংশের নাম প্রত্যুৎপন্নবস্তু বা বর্ত্তমান কথা। গৌতমবুদ্ধ কি উপলক্ষে বা কোন্ প্রসঙ্গে আখ্যায়িকাটী বলিয়াছিলেন তাহা বুঝাইয়া দেওয়া এই অংশের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় অংশটী প্রকৃত জাতক, অর্থাৎ মূল আখ্যায়িকা; ইহার নাম অতীতবস্তু, কারণ ইহা গৌতমবুদ্ধের অতীত জন্ম-বৃত্তান্ত। পরিশেষে সমবধান অর্থাৎ অতীতবস্তু-বর্ণিত পাত্রদিগের সহিত বর্ত্তমানবস্তু-বর্ণিত ব্যক্তিদিগের অভেদ-প্রদর্শন। এই পুস্তকে ৮৩-ম হইতে ৮৮-ম পৃষ্ঠে সঞ্জীব জাতক নামে যে আখ্যায়িকা মুদ্রিত হইল, তাহাতে জাতকের তিন অংশই দেখিতে পাওয়া যাইবে।

উল্লিখিত অংশবিভাগ হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, বর্ত্তমানবস্তুটী মূল জাতকের অঙ্গ নহে, ব্যাখ্যামাত্র। সমবধানগুলি বৌদ্ধদিগের জন্মান্তরবাদের সমর্থক। যাঁহারা আত্মা মানেন না তাঁহারা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন ইহা কিছু বিচিত্র নয় কি? বৌদ্ধমতে জীবগণ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পঞ্চ স্কন্ধের সমষ্টি; মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই স্কন্ধগুলির ধ্বংস হয়; কিন্তু জীবের কর্ম্ম তন্মুহূর্ত্তে নূতন স্কন্ধ উৎপাদিত করিয়া লোকান্তরে নবজীবন লাভ করে। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যদি এরূপ হয়, তবে কর্ম্মকেই আত্মা বল না কেন? বৌদ্ধেরা উত্তর দিবেন, নামে কিছু আসিয়া যায় না; কিন্তু আত্মবাদীরা আত্মা নামে যে নিত্য পদার্থ স্বীকার করেন, কর্ম্ম তাহা নহে; স্কন্ধ অপেক্ষা কর্ম্মের স্থায়িত্ব অধিক বটে; কিন্তু কর্ম্মও নশ্বর—বহু 'সংসার' ভ্রমণের পর, বহু সাধনা ও ধ্যান-ধারণার পর কর্ম্মের লয় হয়; তখন আর পুনর্জন্ম ঘটে না; ইহারই নাম নির্ব্বাণ। জগতে আকাশ ও নির্ব্বাণ কেবল এই পদার্থ দুইটী নিত্য, অন্য সমস্ত অনিত্য।

জাতকগুলির অতীতবস্তু গদ্য-পদ্য-মিশ্রিত। পদ্যাংশের কবিতাগুলির নাম 'গাথা'। গাথাগুলি আখ্যায়িকার বীজস্বরূপ। ইহাদের ভাষা অতি প্রাচীন—এত প্রাচীন যে অংশবিশেষ দুর্ব্বোধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে অনুমান হয় যে, প্রাচীন

সময়ে, আখ্যানগুলি লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে, তাহাদের সারাংশ সচরাচর গাথাকারেই লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল; গাথা শুনিয়া লোকে হয় সমস্ত আখ্যানটী, নয় তাহার উপদেশ বুঝিয়া লইত। এখনও দেখা যায়, "যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে, ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেবহি," "এক বুদ্ধিরহং ভদ্রে ক্রীড়ামি বিমলে জলে" প্রভৃতি শ্লোকের বা শ্লোকাংশের, এবং "পুনর্মূষিকো ভব," "বিড়ালতপস্বী," "বকোঽহং পরমধার্ম্মিকঃ," "অস্থ ভক্ষ্যো ধনুগুণঃ" ইত্যাদি বাক্যের বা বাক্যাংশের সাহায্যে কত প্রাচীন কথা সাহিত্যে ও কথাবার্ত্তায় প্রচ্ছন্নভাবে প্রচলিত রহিয়াছে।

কোন কোন জাতকের গাথায় এবং তৎসংলগ্ন গদ্যাংশে ভাষার ও ভাবের কোন প্রভেদ নাই; গদ্যাংশ যেন গাথারই পুনরুক্তি মাত্র। ইহাতেও বোধ হয় গাথার প্রণয়ন আখ্যায়িকাগুলি লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী। আখ্যায়িকাকার গাথাগুলি সন্নিবেশিত করিবার সময়ে অনবধানতাবশতঃ পুনরুক্তি-দোষ পরিহার করিতে পারেন নাই।

জাতকের প্রাচীনত্ব

জাতকের উৎপত্তি-সম্বন্ধে বৌদ্ধদিগের মত বলা হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত জাতকই যে গৌতমবুদ্ধ-কর্ত্তৃক রচিত, প্রাচীন সাহিত্য অনুসন্ধান করিলে ইহা স্বীকার করা যায় না। আখ্যানগুলির রচনার পার্থক্য, পুনরুক্তি-দোষ এবং গাথাসমূহের ভাষাগত ও কবিত্বগত বিভেদ হইতে দেখা যায়, এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি-দ্বারাই রচিত হইয়াছিল। কোন কোন আখ্যায়িকায় বৌদ্ধভাব নিতান্ত কৃত্রিম বলিয়াও প্রতীয়মান হয়; তাহাতে বোধিসত্ত্ব বৃক্ষদেবতাদিরূপে ঘটনাটী পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন মাত্র; নিজে কোন ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করিতেছেন না।

কথাচ্ছলে সদুপদেশ দিবার পদ্ধতি স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। মৃগয়াজীবী ও অরণ্যবাসী প্রাচীন মানব সর্প-শৃগাল-কাক-পেচক-উষ্ট্র-গর্দ্দভাদির প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইতেন; তিনি রসজ্ঞ হইলে ইহাদের চরিত্র অবলম্বনপূর্ব্বক কথা রচনা করিতেন, ঐ সকল কথা-দ্বারা কখনও সভা-সমিতিতে লোকের চিত্তরঞ্জন করিতেন, কখনও মানব-হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য লক্ষ্য করিয়া পরিহাস করিতেন, কখনও শিশুদিগকে বা শিশুকল্প প্রতিবেশীদিগকে সাধুতা, প্রভুপরায়ণতা, পিতৃভক্তি প্রভৃতি সহজ ধর্ম্মগুলি শিক্ষা দিতেন।

ক্রমে সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলিরও উন্নতি হইল; পশুপক্ষীর পর ভূত, প্রেত, মনুষ্য প্রভৃতি কল্পিত ও প্রকৃত প্রাণী এবং জিহ্বা, উদর, মৃন্ময়পাত্র, কাংস্যপাত্র প্রভৃতি নির্জীব পদার্থও কুশীলবরূপে দেখা দিল, ; সাধুতা, সত্যবাদিতা, ত্যাগ, দান, একতার গুণ, অসমীক্ষ্যকারিতার দোষ প্রভৃতি অনেক জটিল ধর্ম্ম তাহাদের উপদেশের বিষয়ীভূত হইল। যে কথা অল্পে অধিকভাব ব্যক্ত করিত, হাসাইয়া কান্দাইত বা কান্দাইয়া হাসাইত, তাহাই অধিক চিত্তগ্রাহিণী হইত। তাহাতে যুক্তাযুক্ত-বিচারণা ছিল না; কোন্ অংশ স্বাভাবিক, কোন্ অংশ অস্বাভাবিক, লোকে সে দিকে লক্ষ্য করিত না। ব্যাঘ্র কখনও কঙ্কণ পরিধান করে কি না, ব্যাঘ্রে চান্দ্রায়ণব্রত করিতেছে একথা কখনও মানুষে বিশ্বাস করিতে পারে কি না, লোকের মনে এরূপ প্রশ্নের উদয় হইত না; মোটের উপর কথাটী রসযুক্ত হইলেই তাহারা যথেষ্ট মনে করিত। রচকদিগেরও ক্রমে সাহস বাড়িয়া যাইত; তাঁহারা ব্যাঘ্র-দ্বারা মহাভারতের বচন আবৃত্তি করাইতেন, বিড়ালকে তপস্বী সাজাইয়া তাহার মুখে আতিথ্যধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেন।

এইরূপে কত কথার উৎপত্তি ও বিলয় হইত, তাহা কে বলিতে পারে? যে গুলি সরস ও সারগর্ভ, লোকে তাহা সযত্নে স্মরণ রাখিত; যেগুলি অসার ও নীরস তাহা উৎপত্তির পরেই বিলুপ্ত হইত। সম্ভবতঃ সকল দেশেই প্রাগৈতিহাসিক সময়ে এইরূপে বহুকথার উৎপত্তি হইয়াছিল; কিন্তু সকল দেশে সেগুলি লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা হয় নাই। কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিবার প্রথম চেষ্টা দেখা যায় কেবল ভারতবর্ষে এবং গ্রীস্ দেশে। এখনও যে সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা নহে; এখনও এদেশেই কত মজ্‌লিশি গল্প বা খোস্ গল্প কেবল লোকের মুখে মুখে চলিতেছে।

শুদ্ধ ধর্ম্মনীতি-সম্বন্ধে কেন, তর্কশাস্ত্রে এবং রাজনীতিতেও আখ্যায়িকার মনোমোহিনী শক্তি অপরিজ্ঞাত ছিল না। অন্ধ-গোলাঙ্গুল-ন্যায়, লাজাবন্ধন-ন্যায়, অর্দ্ধজরতী-ন্যায়, অন্ধ-হস্তিন্যায়, পিঙ্গলার আখ্যায়িকা প্রভৃতি দৃষ্টান্তে তর্কশাস্ত্রে ও দর্শন-শাস্ত্রে কথার প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। একপর্ণজাতক (১৪৯), রাজাববাদজাতক (১৫১), বর্দ্ধকিশূকরজাতক (২৮৩) প্রভৃতি রাজনীতিমূলক; পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপ-দেশের ত কথাই নাই, কারণ এই গ্রন্থদ্বয় রাজকুমারদিগেরই শিক্ষাবিধানার্থ রচিত হইয়াছিল। প্রতীচ্য খণ্ডেও দেখা যায়, গ্রীসে ও রোমে কথার প্রভাবে সময়ে সময়ে রাজনীতিঘটিত জটিল প্রশ্নের মীমাংসা হইত। ঈষপ শৃগাল, শল্লকি ও জলৌকার কথা বলিয়া রাজদ্রোহাভিযুক্ত এক ব্যক্তির পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন; মেনিনিয়াস এগ্রিপা উদরের সহিত অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিবাদ ও তাহার পরিণাম শুনাইয়া প্রাচীন রোমের কুলীনসম্প্রদায়দ্বেষী জনসাধারণকে বশে আনিয়াছিলেন।

কথাসমূহ সঙ্কলিত হইবার পূর্ব্বেই সাহিত্যে তাহাদের প্রয়োগ আরম্ভ হইয়াছিল। পৃথিবীর মধ্যে বেদচতুষ্টয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। ইহাদেরও কোন কোন অংশে কথা দেখিতে পাওয়া যায়। পুরূরবা ও উর্ব্বশীর আখ্যায়িকা অনেকেরই সুবিদিত। অনেকে মনে করেন, ঋগ্বেদে (১০।২৮।৪) ক্ষুদ্রকায় মৃগ-কর্ত্তৃক মদোন্মত্ত সিংহের প্রাণনাশসংক্রান্ত কথার ধ্বনি আছে। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে যে বিবাদ ঘটিয়াছিল, তাহার আভাস ছান্দোগ্য উপনিষদে দৃষ্ট হয়।[১] রসাল ও স্বর্ণলতিকার কথা মহাভারতে অঙ্কুরিত হইয়াছিল।[২] এ সমস্ত গ্রন্থই গৌতমবুদ্ধের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী। ইহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, যখন গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাব হয় নাই, তখনও গ্রাম্য কথাগুলি সাহিত্যের মধ্যে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতেছিল এবং তাহাদের চিত্তাকর্ষিণী শক্তি লক্ষ্য করিয়াই বুদ্ধদেব সেগুলিকে ধর্ম্মদেশনের সহায় করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণও এই উপায় অবলম্বন করিতেন এবং গাথাগুলিকে বর্ণনাত্মক গদ্যের সহিত ইচ্ছামত সাজাইয়া মনোহর গল্পের সৃষ্টি করিতেন। গল্পের সাহায্য ব্যতিরেকে পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া অভিধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে গেলে তাঁহারা কখনও এত কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না।

কিন্তু গাথাগুলি প্রাচীন হইলেও গদ্যাংশ যে নিতান্ত অপ্রাচীন তাহা বলা যায় না। অনেক স্থানে, বিশেষতঃ গাথার সংখ্যা অল্প হইলে কেবল তৎসাহায্যে সমস্ত আখ্যায়িকাটী ব্যক্ত করা যায় না। কাজেই গদ্যে গল্প রচনা করিয়া তাহার সঙ্গে গাথাগুলি সংযোজিত করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। এই রূপেই জাতকত্থ-বর্ণনার উৎপত্তি হইয়াছিল। ভাহুট ও সাচীর স্তূপে কোন কোন জাতকের নাম ও গদ্যময় অংশের ঘটনা প্রস্তরে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। কাজেই স্বীকার করিতে হইবে যে, গদ্যপদ্যাত্মক জাতকের রচনা খ্রীষ্টের অন্ততঃ ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে সম্পাদিত হইয়াছিল।

অধিকাংশ জাতকের প্রারম্ভেই "অতীতে বারাণসিয়ম্ ব্রহ্মদত্তে রাজ্জং কারেন্তে" এইরূপ ভণিতা আছে।[৩] আরব্য নৈশোপাখ্যানমালাতেও অনেক গল্পে "খলিফা

[১] ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৫ম অধ্যায়, প্রথম খণ্ড, ৬ষ্ঠ হইতে ১৫শ মন্ত্র। ঠিক এই ভাবে না হউক, এই আকারে গঠিত একটী গল্প প্রাচীন মিশরে ও পারস্য দেশে প্রচলিত ছিল। মিশরের গল্পটী বোধ হয় খ্রীষ্টের বার-তের শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত।

[২] শান্তিপর্ব্ব—সাগর ও নদী-সংবাদ।

[৩] ৫৪৭ জাতকের মধ্যে ৩৭২টীর ঘটনা বারাণসী রাজ্যে হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত।

হারুন উর্-রসীদের রাজত্বকালে” এইরূপ ভণিতা দেখা যায়। হারুন উর্-রসীদ ইতিহাস-বর্ণিত ব্যক্তি; তিনি অস্মদ্দেশীয় বিক্রমাদিত্যের ন্যায় নানাবিষয়ে অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইয়া আদর্শমহীপালরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন; অতএব কথার মনোহারিত্ব-সম্পাদনের জন্য লোকে যে তাহার সহিত এবংবিধ লোকরঞ্জক ভূপালের নাম সংযোজিত করিবে ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু জাতকের ব্রহ্মদত্ত কে?

কেহ কেহ অনুমান করেন, বুদ্ধদেবের শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে কাশীতে প্রকৃতই ব্রহ্মদত্ত নামে একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন; তিনি কোশলরাজ দীঘীতিকে যুদ্ধে নিহত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে কোশলরাজের পুত্র দীর্ঘায়ুর উদারতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে তাঁহার পৈতৃক রাজ্য দান করিয়াছিলেন। দীঘীতিকোসল-নামক যে একটী জাতক আছে (৩৭১), তাহাতে এই ঘটনা বর্ণিত দেখা যায়। এ অনুমান সত্য কি ভ্রমাত্মক, তাহা বলা কঠিন। কিন্তু ভ্রমাত্মক হইলেও এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, সকল দেশেই একটা না একটা মামুলি ভাবে কথা আরম্ভ করিবার রীতি আছে এবং পাশ্চাত্ত্য কথাকারেরা ‘একদা’-(once upon a time) দ্বারা যে কাজ করেন, জাতককার ‘বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বসময়ে’-দ্বারাও তাহাই সিদ্ধ করিয়াছেন।

জাতকাখ্য সমস্ত কথার প্রথম রচক না হইলেও বৌদ্ধেরাই যে এদেশে তাহাদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্কলনে অগ্রণী, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইতঃপূর্ব্বে সুত্তপিটকের [১] জাতকগুলির কথা বলা হইয়াছে। ইহাদের দুই একটী ব্যতীত অন্য সমস্তই জাতকত্থবণ্ণনার অন্তর্ভূত হইয়াছে। বৌদ্ধেরা বলেন, গৌতমের দেহত্যাগ ঘটিলে সপ্তপর্ণীগুহায় যে সঙ্গীতি সমবেত হয়, পিটকত্রয় তাহাতেই সঙ্কলিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদিগের কেহ কেহ ইহা বিশ্বাস করিতে চান না; কিন্তু তাঁহারাও স্বীকার করেন যে, মহাপরিনির্ব্বাণের এক শত বৎসর পরে বৈশালীতে যে সঙ্গীতি হইয়াছিল, তাহাতেই পিটকগুলির অধিকাংশ বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছিল। অতএব শেষোক্ত মতের অনুসরণ করিলেও দেখা যায় জাতকসমূহের সঙ্কলনকার্য্য খ্রীষ্টের প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে নিষ্পন্ন হইয়াছিল। ইহার সঙ্গে তুলনা করিলে বৃহৎকথা, পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগরাদি সে দিনের গ্রন্থ মাত্র।

অপিচ, অনেকগুলি জাতকের উপাখ্যানভাগ গৌতমবুদ্ধ স্বয়ং কিংবা তাঁহার শিষ্যগণ রচনা করিয়াছিলেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অপণ্ণকজাতক,

১ দীঘনিকায়, মজ্ঝিমনিকায় ও সংযুত্তনিকায় সুত্তপিটকেরই শাখা। এই সকল গ্রন্থেও কোন কোন জাতক দেখা যায়।

ন্যগ্রোধমৃগজাতক, খদিরাঙ্গারজাতক, লোসকজাতক, নক্ষত্রজাতক, মহাশীলবজ্জাতক, শীলবন্নাগজাতক, তৈলপাত্রজাতক প্রভৃতি আখ্যায়িকায় বৌদ্ধভাব এতই পরিস্ফুটিত যে, তাহাদিগকে বৌদ্ধেতর ব্যক্তি-কর্তৃক রচিত মনে করা যায় না। তবে জাতকথবর্ণনার অধিকাংশ কথার কোন্ কোন্টী বৌদ্ধ সময়ে, কোন্ কোন্টী গৌতমের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে রচিত ইহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ইহাদের কোন কোন কথা মহাভারতে দেখা যায়; দশরথ-জাতকটী ত একখানি ছোটখাট রামায়ণ। ঘট-জাতকও এক হিসাবে সংক্ষিপ্ত ভাগবত। কিন্তু এসম্বন্ধে কে কাহার পূর্ব্ববর্ত্তী, কে উত্তমর্ণ, কে অধমর্ণ, ইহা বিচার করিতে গেলে সাহিত্যসেবীদিগের মধ্যে তুমুল বিবাদের সম্ভাবনা। অনেকে বলিবেন, মহাভারত প্রভৃতি অতি প্রাচীন গ্রন্থ এবং গৌতমবুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী; অতএব বুঝিতে হইবে যে, বৌদ্ধেরাই এই সকল গ্রন্থ হইতে কথা অপহরণ করিয়া তাহাদিগকে নূতন বেশে সাজাইয়াছেন এবং নিজস্ব বলিয়া চালাইয়াছেন। কিন্তু প্রতিবাদীরা উত্তর দিবেন, "কে বলিল, রামায়ণ ও মহাভারত গৌতমের পূর্ব্বেই তাহাদের বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল? মহাভারতে যে কত সময়ে কত আখ্যায়িকা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? মহাভারতের যে যে অংশে লোকায়তিক ও ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী সৌগতদিগের উল্লেখ আছে, সেই সেই অংশ যে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে ইহা কি অস্বীকার করা যায়? অতএব ইহাই বা বলিব না কেন যে, তদন্তর্গত জাতকসাদৃশ্যযুক্ত আখ্যায়িকাগুলিও প্রক্ষিপ্ত? যে সকল আখ্যায়িকা হিন্দু ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের সাধারণ সম্পত্তি, সেগুলি সূক্ষ্মরূপে বিচার করিলেও বৌদ্ধ আখ্যায়িকাগুলির পূর্ব্ববর্ত্তিতা প্রতিভাত হয়। সে সমস্ত বৌদ্ধের হস্তে অমার্জ্জিত, অসংস্কৃত ও কাব্যোৎকর্ষবর্জ্জিত; পক্ষান্তরে রামায়ণ-মহাভারতেই বল, বা পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশেই বল, বর্ণনাচাতুর্য্যে, ভাবমাধুর্য্যে ও চরিত্রবিশ্লেষণে উৎকৃষ্টতর। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে না কি যে, জাতকসংগ্রহকালে বা তাহারও পূর্ব্বে এই সকল আখ্যানের অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছিল; শেষে বাল্মীকি-ব্যাসাদির প্রতিভাবলে মনোহর পুষ্পপল্লবের বিকাশ হইয়াছে? মানবসমাজে সর্ব্বত্রই যখন ক্রমোন্নতি দেখা যায়, তখন সাহিত্যেই বা তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন? যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণগুল্ম জন্মিয়া ও পচিয়া ভূমির সসারতা সম্পাদন করিলে তাহাতে শেষে শালতালাদি মহাবৃক্ষের উদ্ভব হয়, সেইরূপ ক্ষুদ্র কবি, ক্ষুদ্র কথাকার প্রভৃতির উৎপত্তি ও বিলয়ের পরে তাহাদের সঞ্চয়সমবায়ের প্রভাবে মহাকবিদিগের আবির্ভাব ও পরিপুষ্টি ঘটে। কেবল ভারতবর্ষে কেন, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি প্রতীচ্য দেশের সাহিত্যেও প্রাচীন কথার এইরূপ সংস্করণ ও পরিমার্জ্জন দেখিতে পাওয়া যায়। যে নিয়মে রাম-পণ্ডিতের ও কাষ্ঠহারিণীর কথা রামায়ণে

ও শকুন্তলাবৃত্তান্তে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, সেই নিয়মেই লিয়ারের ও ম্যাক্‌বেথের কথা সেক্‌স্‌পিয়ার প্রণীত তত্তন্নামধেয় নাটকে কাব্যোৎকর্ষের পরা কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। অপিচ, বৌদ্ধজাতকগুলির রচনাকালে রামায়ণ ও মহাভারত যদি বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় জনসমাজে সুবিদিত থাকিত, তাহা হইলে বৌদ্ধ উপাখ্যানকারেরা বোধ হয় মূল ঘটনার কোন বিকৃতি ঘটাইতে সাহসী হইতেন না। সর্ব্বজনগ্রাহ্য কোন আখ্যানের অপকর্ষ ঘটাইলে শ্রোতার ও পাঠকের মনে বিরক্তিরই উদ্রেক হয়; তাহাতে ধর্ম্মপ্রচারের সুবিধা ঘটে না। যদি বলা যায়, বৌদ্ধেরা রামায়ণ ও মহাভারত জানিতেন না, তাহাও অসম্ভব, কারণ তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মহামহোপাধ্যায় ছিলেন; তাঁহাদের আদিগুরু গৌতমও প্রব্রজ্যাগ্রহণের পূর্ব্বে ও পরে বহুশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান রামায়ণের ও মহাভারতের ন্যায় গ্রন্থ তাঁহাদের সময়ে প্রচলিত থাকিলে তাঁহারা যে সেগুলি অধ্যয়ন করিতেন না, ইহা একেবারেই অবিশ্বাস্য।"

জাতক যে বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম, শ্যাম, তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি বৌদ্ধদেশে অনেক জাতক তত্তদ্দেশীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। যেমন পুরাণ-শ্রবণে নিরক্ষর লোকে হিন্দু ধর্ম্মের তত্ত্ব শিক্ষা করিতে পারে, সেইরূপ জাতক-শ্রবণে বৌদ্ধ দেশেও জনসাধারণে বৌদ্ধ ধর্ম্মের তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া থাকে। সিংহল প্রভৃতি দেশে দিনান্তে বিশ্রাম করিবার সময়ে জাতক-শ্রবণ একরূপ নিত্যকার্য্য। এদেশের শিশুরা সন্ধ্যার পর যেমন উপকথা শুনে, সিংহলের শিশুরাও সেইরূপ জাতক-কথা শুনিয়া থাকে। শিশুরা শুনে, বৃদ্ধেরাও শুনেন। বকজাতক বা ভীমসেনজাতক বা কটাহকজাতক শুনিলে শিশুর মুখে হাস্য দেখা দেয়; বিশ্বন্তরজাতক বা শিবিজাতক শুনিলে বৃদ্ধের চক্ষু প্রেমাশ্রুপ্লাবিত হয়।

যখন বৌদ্ধ প্রভাব ছিল, তখন ভারতবর্ষে আপামরসাধারণ সকলেই জাতক-কথা জানিত। ভাহু‌ঁট, সাঁচী ও সারনাথের বৌদ্ধ বিহারগুলিতে অনেকগুলি জাতকের চিত্র শিলাখণ্ডে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহাদের কোন কোন চিত্রের পার্শ্বে তত্তৎ জাতকের নাম পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ঐ সকল বিহারের নির্ম্মাণকালে, অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে, অনেক জাতক লোকসমাজে সুবিদিত ছিল। হর্ষচরিতে বাণভট্ট বিন্ধ্যাটবীস্থিত দিবাকর মিত্রের আশ্রমবর্ণনপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, তত্রত্য পেচকগুলি পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ শ্রবণহেতু বোধিসত্ত্বজাতকসমূহ জপ করিতে শিখিয়াছিল। শেষে ভারতবর্ষে যখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতি ঘটে, তখন জাতকগুলির বৌদ্ধভাবও ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়; অনেক জাতক নূতন আকারে হিন্দুদিগের গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়, অনেকগুলি বা এদেশ হইতে একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়।

ভারতবর্ষীয় সাহিত্যে জাতকের প্রভাব

রামায়ণ ও মহাভারতে যে জাতক-কথা পরিদৃষ্ট হয় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে অন্ধ্ররাজ হালের রাজত্বকালে গুণাঢ্য-নামক এক ব্যক্তি "বৃহৎকথা" নাম দিয়া পৈশাচী ভাষায় এক বিশাল কথাকোষ রচনা করিয়াছিলেন। গুণাঢ্যের গ্রন্থ কিরূপ ছিল তাহা জানা অসম্ভব, কারণ উহা এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। বাণের হর্ষচরিতে, দণ্ডীর কাব্যাদর্শে, ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরীতে এবং সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে বৃহৎকথার নাম দেখা যায়; তাহার পর ইহা যে কাহারও দৃষ্টিগোচর হইয়াছে এমন বোধ হয় না। সোমদেব যখন বৃহৎকথা অবলম্বন করিয়াই কথাসরিৎ-সাগর রচনা করিয়াছিলেন এবং সোমদেবের গ্রন্থে যখন অনেক জাতকের আখ্যান দেখা যায়, তখন বৃহৎকথাতেও যে জাতকের প্রভাব ছিল ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

বৃহৎকথার পর খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে সংস্কৃত ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ পঞ্চতন্ত্র প্রণীত হয়। ইহার কোন কোন কথা বৌদ্ধ জাতক হইতে এবং অনেকগুলি সম্ভবতঃ বৃহৎকথা হইতে ও জনশ্রুতি হইতে সংগৃহীত। পণ্ডিতবর বেন্‌ফি দেখাইয়াছেন যে, প্রাচীনকালে এই গ্রন্থ দ্বাদশ কিংবা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল; তখন ইহার নামও বোধ হয় স্বতন্ত্র ছিল; শেষে কি কারণে বলা যায় না, পাঁচটী অংশ পৃথক্ হইয়া পঞ্চতন্ত্র নামে অভিহিত হইয়াছে।[১] বেন্‌ফির মতে পঞ্চতন্ত্র বৌদ্ধ গ্রন্থ, কারণ ইহাতে অনেক জাতকের আখ্যান আছে; জাতকের ন্যায় ইহার আখ্যানগুলিও গদ্যপদ্য-মিশ্রিত; এমন কি কোথাও কোথাও পালি গাথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে অনূদিত। অধিকন্তু কোন কোন আখ্যানের বৌদ্ধভাব সুস্পষ্ট, কোথাও কোথাও ব্রাহ্মণদিগের প্রতি পরিহাস-কটাক্ষও লক্ষিত হয়। অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল কিন্তু বলেন যে পঞ্চতন্ত্রের গ্রন্থকার হিন্দু ছিলেন। আমাদেরও সেই বিশ্বাস, কারণ গ্রন্থারম্ভে লেখক আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন। তিনি লোকচরিত্রের যে সকল দোষ দেখাইয়াছেন তাহা সম্প্রদায়বিশেষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নহে। দোষী হইলে হিন্দু বৌদ্ধ সকলেই তাঁহার নিকট তুল্য নিন্দার পাত্র। আরও একটী কথা এই যে, যদি তিনি বৌদ্ধ হইতেন তাহা হইলে কখনও জাতকমূলক কথাগুলি হইতে বোধিসত্ত্বকে বিলুপ্ত করিতে পারিতেন না।

[১] কেহ কেহ বলেন, আদিম অবস্থায় এই গ্রন্থ সম্ভবতঃ "করটক ও দমনক" নামে অভিহিত হইত এবং পারস্য, আরব প্রভৃতি দেশের লোকে এই নামই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তথাপি তিনি যে বৌদ্ধ জাতকের নিকট ঋণী, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু তাহার রচনাকৌশল অতি সুন্দর। তাহার হাতে পড়িয়া বকজাতক, বানরেন্দ্র-জাতক, কূটবাণিজজাতক, মিতচিন্তিজাতক, সঞ্জয়জাতক প্রভৃতি বৌদ্ধকথা শতগুণে সরস ও চিত্তরঞ্জক হইয়াছে। পঞ্চতন্ত্রের কথাগুলি পৃথগ্‌ভাবে কথিত নহে; এক একটী তন্ত্রে এক একটী কথাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহার আশে পাশে অন্য বহু কথা সংযোজিত হইয়াছে। উত্তরকালে অস্মদ্দেশে বেতালপঞ্চবিংশতিকা ও হিতোপদেশ প্রভৃতি, আরবে নৈশোপাখ্যানমালা এবং য়ুরোপে Decameron, Pentameron, Heptameron, Canterbury Tales প্রভৃতি গ্রন্থের রচনাতেও এই পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে। পঞ্চতন্ত্রের কথাগুলি উক্তরূপে একসূত্রে নিবদ্ধ না থাকিলে বোধ হয় দেশদেশান্তরে ভ্রমণের সময়ে ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইত।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্যরাজ খস্‌রু নসীরবানের রাজত্বকালে পঞ্চতন্ত্র পহ্‌লবী ভাষায় অনূদিত হয়। অতঃপর খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সিরিয়াক ও আরবী ভাষাতেও ইহার অনুবাদ হইয়াছিল। ইহার নাম সিরিয়াক ভাষায় "কলিলগ ও দমনগ," এবং আরবী ভাষায় "কলিলা ও দিমনা।" ইহা পঞ্চতন্ত্র-বর্ণিত করটক ও দমনক নামক শৃগালদ্বয়ের নামের রূপান্তর। আরববাসীরা মনে করিতেন, কলিলা ও দিমনার আদিরচক বিদ্‌পাই (বিদ্যাপতি)। এই বিদ্‌পাই শব্দ অপভ্রষ্ট হইয়া শেষে "পিল্‌পাই" বা "পিল্পে" হইয়া পড়ে; কাজেই য়ুরোপবাসীরা যখন কলিলা ও দিমনা স্ব স্ব ভাষায় অনুবাদ করিলেন, তখন পঞ্চতন্ত্রের আখ্যানগুলি য়ুরোপখণ্ডে 'পিল্পের গল্প' নামে প্রচারিত হইল। হিন্দুই হউন, বৌদ্ধই হউন, পঞ্চতন্ত্রকার অতি শুভক্ষণে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। লোকমুখে বা গ্রন্থাকারে তাঁহার কথাগুলি সভ্য অসভ্য সর্ব্বদেশে যেরূপভাবে পরিজ্ঞাত হইয়াছে, এক বাইবল ভিন্ন অন্য কোন পুস্তকের ভাগ্যে বোধ হয় সেরূপ ঘটে নাই।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যান পিল্পের গল্প নামে পরিচিত। ইহাতে বোধ হয়, পহ্‌লবী ভাষায় যে গ্রন্থের অনুবাদ হয় তাহা আদিম দ্বাদশখণ্ডাত্মক "পঞ্চতন্ত্রের" অংশ। উত্তরকালীন অনুবাদকেরা ইচ্ছামত ইহার কোন কোন অংশ গ্রহণ করিয়াছেন বা পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া গল্পগুলিরও পার্থক্য ঘটিয়াছে।

হিতোপদেশকে পঞ্চতন্ত্রের সংক্ষিপ্তসার বলিলেও চলে। ইহাতে শ্লোকের প্রয়োগ অধিক এবং সেই সকল শ্লোকের অধিকাংশই সুরচিত ও উৎকৃষ্টভাবপূর্ণ। পঞ্চতন্ত্রের ন্যায় হিতোপদেশেও অনেক জাতক-কথা পরিবর্ত্তিত আকারে স্থান পাইয়াছে।

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে গুণাঢ্যের বৃহৎকথাবলম্বনে কাশ্মীর-দেশীয় ক্ষেমেন্দ্র বৃহৎকথামঞ্জরী এবং সোমদেব কথাসরিৎসাগর রচনা করেন। ক্ষেমেন্দ্র "মঞ্জরী"

নাম দিয়া মহাভারতেরও একখানি সংক্ষিপ্তসার রচনা করিয়াছিলেন। স্থক নামক জনৈক বৌদ্ধ বন্ধুর অনুরোধে তিনি বৃহৎকথামঞ্জরী সঙ্কলন করিয়াছিলেন। কথাসরিৎ-সাগর অতি বিশাল গ্রন্থ। ইহাতে পঞ্চতন্ত্রের প্রথম তিনটী তন্ত্র আছে, সমগ্র বেতাল-পঞ্চবিংশতিকাখানি আছে, শিবিরাজার ও বাসবদত্তার কথা আছে, আরও কত শত কথা আছে। পঞ্চতন্ত্রে যে সকল জাতক-কথা দেখা যায়, কথাসরিৎসাগরে তাহার অতিরিক্ত দুই চারিটী লক্ষিত হইয়া থাকে।

সংস্কৃত ভাষায় সিংহাসনদ্বাত্রিংশতিকা, শুকসপ্ততি প্রভৃতি আরও কয়েকখানি আখ্যায়িকাসংগ্রহ আছে, জৈনেরাও কথাকোষ প্রভৃতি অনেক আখ্যায়িকাগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। উল্লিখিত প্রায় সকল গ্রন্থেই অংশবিশেষে বৌদ্ধ জাতকের প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

উদীচ্য বৌদ্ধ সাহিত্যে "অবদান" নামে অভিহিত গ্রন্থগুলি প্রধান কথা-ভাণ্ডার। অবদানসমূহ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। 'জাতক' বলিলে বুদ্ধের অতীত জন্মসমূহের ইতিহাস বুঝায়; 'অবদান' বলিলে অন্যান্য মহাপুরুষদিগেরও চরিত্র বুঝিতে হইবে। উদীচ্য বৌদ্ধদিগের অবদানগুলি জাতকের অনুকরণেই রচিত। তাহাদের যেগুলি বোধিসত্ত্বের নামে প্রচলিত, সেগুলি জাতকস্থানীয়।

বিদেশের সাহিত্যে জাতকের প্রভাব

বিদেশের প্রস্তাবে সর্ব্বপ্রথম গ্রীক্‌দিগের কথা তুলিতে হয়, কারণ অনেকের বিশ্বাস গ্রীস্ দেশের ঈষপ-নামধেয় এক ব্যক্তিই আদিম কথাকার। পক্ষান্তরে কাহারও কাহারও মতে ঈষপনামে প্রকৃত কোন ব্যক্তি কখনও বর্ত্তমান ছিলেন কি না তাহাই সন্দেহস্থল। সে যাহাই হউক, ইহা নিশ্চয় যে, যে সকল কথা ঈষপের গল্প বলিয়া ইদানীন্তন সাহিত্যে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহাদের অধিকাংশই ঈষপরচিত নহে, অনেকগুলি জাতকের রূপান্তর, অনেকগুলি বা অপরের রচনা।

গ্রীক্‌সাহিত্যে ঈষপের প্রথম উল্লেখ দেখা যায় হেরোডোটাসের গ্রন্থে।[১] তদনুসারে ঐ কথাকার খ্রীষ্টের প্রায় ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ গৌতমবুদ্ধের জন্মসময়ে জীবিত ছিলেন; তিনি সেমস্ দ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং য়াড্‌মন নামক এক ব্যক্তির ক্রীতদাস ছিলেন। পশুপক্ষিসম্বন্ধে কথা রচনা করিতে তাঁহার অদ্ভুত নৈপুণ্য

[১] ২।১৩৪ (হেরোডোটাসের গ্রন্থ খ্রীষ্টের প্রায় ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত)।

জন্মিয়াছিল এবং তিনি ডেল্‌ফাই নগরে নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহার কথাগুলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পরিহাসচ্ছলে লোকচরিত্রের তীব্র সমালোচনা করা। তৎকালে গ্রীস্ দেশে কেহ কেহ বিধিবিরুদ্ধ রাজকীয় ক্ষমতা ভোগ করিতেন। সম্ভবতঃ এইরূপ রাজপদস্থ এক ব্যক্তির চরিত্র লক্ষ্য করিয়া কোন কথা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া ঈষপ তাঁহার কোপদৃষ্টিতে পতিত হন এবং উৎকোচবশীভূতা দৈববাণীর আদেশে প্রাণদণ্ড ভোগ করেন।

কিন্তু প্রচলিত কথাগুলির মধ্যে কোন্ কোন্‌টী ঈষপ-প্রণীত তাহা কিরূপে বলা যাইবে? খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে বিখ্যাত পণ্ডিত এরিষ্টটল তাঁহার অলঙ্কার-সংক্রান্ত গ্রন্থে রাজনীতিক বক্তৃতায় কথার উপযোগিতা প্রদর্শন করিতে গিয়া দুইটী কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন :—একটী অশ্ব ও হরিণের সম্বন্ধে, অপরটী শৃগাল, শল্লকি ও জলৌকার সম্বন্ধে।* ইহাদের মধ্যে প্রথমটী তিনি ষ্টেসিকোরাস্-প্রণীত (খ্রীঃ পূঃ ৫৫৬) এবং দ্বিতীয়টী ঈষপ-প্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে দুইটীই ঈষপের নামে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ইহার পূর্ব্বেও গ্রীস্ দেশে আরও অনেক কথা প্রচলিত ছিল এবং সাহিত্যে স্থান পাইয়াছিল। হেরোডোটাস্ তাঁহার গ্রন্থে (১ম অধ্যায়, ১৪১-ম প্রকরণে) একটী কথা দিয়াছেন ; উহা পারস্যরাজ সাইরাস্ গ্রীক্ দূতদিগকে বলিয়াছিলেন। ইহাতে দেখা যায়, অতি প্রাচীন সময়েই প্রাচ্য খণ্ড হইতে প্রতীচ্য খণ্ডে কথার বিস্তার হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে অতঃপর সবিস্তর আলোচনা করা যাইতেছে। এখানে ইহা বলিলেই বোধ হয় পর্য্যাপ্ত হইবে যে, অধুনা যে সকল কথা ঈষপের গল্প নামে পরিচিত, তাহাদের অধিকাংশই নানা সময়ে নানা ব্যক্তি-কর্ত্তৃক রচিত এবং নানা দেশ হইতে গৃহীত। কিন্তু ঈষপ একজন প্রসিদ্ধ কথাকার ছিলেন, এবং কথারচনার জন্যই প্রাণদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন, এই জনশ্রুতিবশতঃ উত্তরকালে সমস্ত কথাই তাঁহার নামে প্রচলিত হইয়াছিল। অনেক উৎকৃষ্ট উদ্ভট কবিতা যেমন কালিদাসের রচনা বলিয়া গৃহীত, অনেক ডাকের বচন যেমন খনার বচন নামে অভিহিত, অনেক উৎকৃষ্ট কথাও সেইরূপ ঈষপ-রচিত বলিয়া কল্পিত।

* (১) হরিণকে মাঠের ঘাস খাইতে দেখিয়া অশ্ব তাহাকে দণ্ড দিবার জন্য মানুষের সাহায্য প্রার্থনা করে ; মানুষ অশ্বের মুখে বল্গা দিয়া এবং তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া হরিণ মারিল ; কিন্তু তদবধি অশ্ব মানুষের দাস হইল। (২) শৃগাল নদী পার হইবার সময়ে স্রোতোবেগে নর্দ্দামায় পড়িয়া গেল ; সেখানে তাহার গায়ে অনেক জোক লাগিল। সজারু তাহার কষ্ট দেখিয়া জোকগুলি তুলিয়া ফেলিতে গেল, কিন্তু শৃগাল বলিল, "না ভাই ! তুলিয়া কাজ নাই। ইহারা যতদূর সাধ্য রক্ত খাইয়াছে ; ইহাদিগকে ফেলিয়া দিলে আর এক দল আসিয়া জুটিবে।"

গ্রীঃ পূঃ পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীর গ্রীক্ সাহিত্যেও কতিপয় কথা দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে ডিমক্রিটাস্ বর্ণিত কুক্কুর ও প্রতিবিম্বের এবং প্লেটোবর্ণিত সিংহচর্ম্মাচ্ছাদিত গর্দ্দভের কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, কারণ এই উভয় কথাই আমরা বৌদ্ধ জাতকে দেখিতে পাই। কুক্কুর ও প্রতিবিম্বের কথা চুল্লধনুগ্‌গহ-জাতকের (৩৭৪) রূপান্তর। গ্রীক্ কথায় দেখা যায়, কুক্কুর প্রতিবিম্বকে মাংসখণ্ড মনে করিয়াছিল; ইহা কিছু অস্বাভাবিক। জাতকে (এবং তৎপরবর্ত্তী পঞ্চতন্ত্রে) দেখা যায়, শৃগাল নদীতটে মাংস রাখিয়া মৎস্য ধরিতে গিয়াছিল, ইত্যবসরে শকুনে উহা লইয়া যায়; ইহা স্বাভাবিক। সিংহচর্ম্মাচ্ছাদিত গর্দ্দভের কথাও সীহচম্ম-জাতকের (১৮৯) অনুরূপ। গ্রীক্ গল্পে গর্দ্দভের সিংহচর্ম্ম পরিধান করিবার কোন হেতু দেখা যায় না; কিন্তু বৌদ্ধ গল্পে দেখা যায়, গর্দ্দভস্বামী তাহাকে সিংহচর্ম্মে আচ্ছাদিত করিয়া শস্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিত। অতএব উক্ত আখ্যায়িকাদ্বয়ের রচনা-পদ্ধতিতে ভারতবর্ষীয় কথাকারেরাই অধিকতর নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন; বিশেষতঃ সিংহ ভারতবর্ষের লোকের নিকট যত পরিচিত ছিল, গ্রীক্‌দিগের নিকট তত ছিল না। এই সমস্ত বিবেচনা করিলে একথা বলা যাইতে পারে কি না যে, উক্ত কথা দুইটী ভারতবর্ষ হইতেই গ্রীসে গিয়াছিল? পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে হেরোডোটাস্ একটী আখ্যায়িকাকে পারস্যদেশ হইতে গৃহীত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

পশুপক্ষিপ্রভৃতি-সংক্রান্ত অনেক কথা ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রায় একরূপ কেন, সাধারণতঃ ইহার ত্রিবিধ হেতুনির্দ্দেশ হইয়া থাকে। জার্ম্মান্ দেশীয় কথাসংগ্রাহক গ্রীম্‌ভ্রাতৃদ্বয় বলেন, ভিন্ন ভিন্ন আর্য্যসম্প্রদায় যখন একত্র বাস করিতেন, তখনই এই সকল সাধারণ কথার উৎপত্তি হইয়াছিল। ম্যাক্‌সমূলার প্রভৃতি বলেন, শুদ্ধ আর্য্যসম্প্রদায় লইয়া বিচার করিলে চলিবে কেন? আর্য্যেতর জাতিদিগের মধ্যেও ত এই সকল সাধারণ কথার প্রচলন দেখা যায়। অপিচ, ভিন্ন ভিন্ন আর্য্যসম্প্রদায়ের মধ্যেও একইরূপ কথা ভিন্ন ভিন্ন আকারে ও ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য প্রচলিত হইয়াছে। যদি এগুলি আর্য্যজাতির আদিম বাসভূমিতে উৎপন্ন হইয়াছিল, তবে এত পার্থক্য ও পরিবর্ত্তন ঘটিবার কারণ কি? তাঁহাদের মতে মনুষ্য প্রায় সকল দেশেই উপমাপ্রয়োগপ্রবণ। পর্য্যবেক্ষণশীল মানব সকল দেশেই কাকের লৌল্য, শৃগালের ধূর্ত্ততা, সিংহের সাহস প্রভৃতি দোষগুণ দেখিতে পাইত এবং উপমাপ্রয়োগ-প্রিয়তাবশতঃ সেই সকল অবলম্বন করিয়া কথা-রচনাপূর্ব্বক সমসাময়িক লোকের চরিত্র সমালোচনা করিত বা জনসাধারণকে উপদেশ দিত। অতএব ভিন্ন ভিন্ন দেশে স্বাধীনভাবেও যে একরূপ কথার উৎপত্তি হইতে পারে ইহা আর বিচিত্র কি? বেন্‌ফি বলেন, অন্য আখ্যানসম্বন্ধে যাহাই হউক, যে সকল সাধারণ কথায় কেবল পশুপক্ষ্যাদির উল্লেখ

দেখা যায়, সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন দেশে স্বাধীনভাবে রচিত হইলে তাহাদের মধ্যে কখনও বর্ণনাগত এত সাদৃশ্য থাকিত না। কাকের স্তুতিবাদ দ্বারা তাহাকে কথা বলাইতে হইবে, নচেৎ জম্বুফল বা ক্ষীরের মিঠাই পাইব না, শৃগালের এই বুদ্ধি, হৃৎপিণ্ডটা গাছে রাখিয়া আসিয়াছি বলিয়া প্রত্যুৎপন্নমতি মর্কটের আত্মরক্ষা, হংসদিগের সাহায্যে কচ্ছপের আকাশপথে গমন এবং কথা বলিতে গিয়া পতন ও মৃত্যু—এরূপ সৌসাদৃশ্য আদানপ্রদানের ফল, স্বাধীন রচনার নিদর্শন নহে।

আদানপ্রদানের কথা তুলিতেই পৌর্ব্বাপর্য্য বিচার করিতে হইবে। গ্রীক্‌জাতি যে স্বাধীনভাবে কতকগুলি কথা রচনা করিয়াছিলেন ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু যে সকল গ্রীক্‌কথা ভারতবর্ষেও প্রচলিত ছিল, তাহাদের সম্বন্ধে কে উত্তমর্ণ, কে অধমর্ণ তাহা বিচার করা আবশ্যক। এখন দেখা যাউক, কোন্ সময়ে গ্রীকেরা ভারতবর্ষের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন? সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক্ দার্শনিক পিথাগোরাস্ খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসিয়া দর্শন-শাস্ত্র ও জ্যামিতি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, ইহা নিতান্ত সম্ভবপর। ঐ শতাব্দীতে পারস্যরাজ দরায়ুস পাঞ্জাবের কিয়দংশ জয় করিয়াছিলেন এবং গ্রীস্ দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র জারক্‌সেস্‌ও গ্রীস্ জয় করিতে গিয়া অপদস্থ হইয়াছিলেন। দরায়ুসের সময়ে এবং তাঁহার পূর্ব্বেও সাইরাস প্রভৃতির রাজত্বকালে পারস্য-রাজসভায় গ্রীক্ ও হিন্দু উভয় জাতিরই গতিবিধি ছিল। যে বিপুলবাহিনী গ্রীস্ জয় করিতে গিয়াছিল, তাহার মধ্যে অনেক ভারতবর্ষীয় ভৃতিভুক্ সৈনিক ছিল। জারক্‌সেসের পুত্র আর্টাজারাক্‌সেসের সভায় টিসিয়াস্ নামক একজন গ্রীক্ চিকিৎসক ছিলেন; তিনি ভারতবর্ষসম্বন্ধে অনেক প্রকৃত ও অনেক অপ্রকৃত বিবরণ সংগ্রহ করিয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অতএব গৌতমবুদ্ধের সময়ে, অথবা তাঁহার কিছু পূর্ব্বেও গ্রীকেরা অন্ততঃ পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষের পরিচয় পাইয়াছিলেন। এ অবস্থায় ডিমক্রিটাস্ ও প্লেটো যে পূর্ব্ববর্ণিত কথা দুইটীর জন্য পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষের নিকটই ঋণী ইহা বলা অসঙ্গত নহে। তাঁহারা লোকমুখে এই কথা দুইটী শুনিয়াছিলেন এবং স্ব স্ব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে আলেক্‌জাণ্ডারের অভিযান উপলক্ষে গ্রীক্ ও হিন্দুর প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে এবং অতঃপর বৌদ্ধপ্রচারকদিগের চেষ্টায় উভয় জাতির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মে। মিশরে, সিরিয়ায় ও বাহ্লীক দেশে গ্রীক্‌রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে ভারতবর্ষের লোকের সহিত গ্রীক্‌দিগের আরও মিশামিশি হইয়াছিল। কাজেই এই সময়ে জাতকের ও ভারতবর্ষজাত অন্যান্য কথা যে তাহাদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

ঈষপের অনেক কথা যে প্রাচ্যের আদর্শে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহার অপর একটী প্রমাণ প্রত্যেক কথার শেষে তাহার উপদেশ-ব্যাখ্যা। এই প্রথা জাতকথবন্ননাদিতেই প্রথম দেখা যায়; কিন্তু ইহা রচনানৈপুণ্যের পরিচায়ক নহে। যে কথা সুরচিত, তাহার উপদেশ ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন থাকে না। তাহা শুনিবামাত্র লোকে আপনা হইতেই উপদেশটী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে; স্বতন্ত্রভাবে তাহার উপদেশ শুনাইতে গেলে পুনরুক্তি ও রসভঙ্গ ঘটে। কিন্তু প্রাচ্য কথাসংগ্রাহকেরা, প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক, একটা না একটা উপদেশ যোজনা করিয়া কথাগুলিকে নিরর্থক ভারাক্রান্ত করিয়াছেন এবং তাঁহাদের অনুকরণ করিতে গিয়া পাশ্চাত্ত্যেরাও এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। অধিকন্তু মূলের সহিত প্রকৃষ্ট পরিচয় না থাকায় পাশ্চাত্ত্য লেখকেরা উপদেশব্যাখ্যায় সর্ব্বত্র কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কচ্ছপ-জাতকে বাচালতার পরিণাম প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু তথাকথিত ঈষপের সংগ্রাহক ইহা ধরিতে পারেন নাই।

কেবল উপদেশ-যোজনার প্রথা নহে, ছবিদ্বারা কথাগুলি লোকের প্রত্যক্ষীভূত করিবার রীতিও য়ুরোপবাসীরা ভারতবর্ষ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাহ্রুট, সাঞ্চী ও সারনাথের বিহারের ছবিগুলি যে কত প্রাচীন তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। উত্তরকালে বিদ্‌পাইএর গল্প প্রভৃতিতে আরববাসীরাও ছবি ব্যবহার করিতেন এবং য়ুরোপবাসীরা এই সমস্ত গ্রহণ করিবার সময় শুদ্ধ আখ্যানগুলির অনুবাদ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, ছবিগুলিও নকল করিয়া লইতেন।

প্রাচ্যখণ্ডেও প্রচারকদিগের চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার ঘটিয়াছিল এবং অনেক জাতককথা ইহুদীপ্রভৃতি জাতির সুবিদিত হইয়াছিল। বাইবলের পূর্ব্ব খণ্ডে * সলোমনের অদ্ভুতবিচারপটুতা-সম্বন্ধে একটী আখ্যান আছে। (এই পুস্তকের ২৫০-ম হইতে ২৫২-ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।) এই আখ্যানটী যে মহাউন্মগ্‌গ-জাতক হইতে গৃহীত, তাহাতে বোধ হয় সন্দেহ নাই। ইহা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে ইটালী পর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত হইয়াছিল, কারণ পম্পিয়াই নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ইহার একটী ছবি পাওয়া গিয়াছে। পণ্ডিতবর গেইডোজ্ দেখাইয়াছেন যে, রোমাণেরা ইহা ভারতবর্ষ হইতে পাইয়াছিলেন, ইহুদীদিগের নিকট হইতে নহে। সত্য বটে, পোম্পিয়াই নগরের ছবিতেও শিশুটীকে দুইখণ্ড করিবার আয়োজন প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু সম্ভবতঃ গল্পটীতে আদিম অবস্থায় এইরূপ বর্ণনাই ছিল; পরে জীবহিংসাবিরত বৌদ্ধদিগের দ্বারা কাটিবার পরিবর্ত্তে টানিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

* I Kings 3.

বাইবলের এই অংশে ভারতবর্ষীয় কতিপয় দ্রব্যের সংস্কৃতজাত নাম দেখা যায়। * ফিনিকীয় বণিকেরা ভারতবর্ষের পশ্চিমোপকূলবর্ত্তী অভীর নামক পট্টন হইতে ইহুদীরাজের জন্য এই সমস্ত দ্রব্য লইয়া গিয়াছিল। অতএব জাতকের উক্ত কথাটী যখন বাইবলের এই অংশ অপেক্ষা প্রাচীন, তখন স্বীকার করিতে হইবে যে ইহুদীরাই ইহা এদেশ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। শুদ্ধ জাতকের আখ্যায়িকা কেন, বাইবলের কোন কোন অংশে বেদের প্রভাবও লক্ষিত হয়। বাইবলের উত্তরখণ্ডের ত কথাই নাই; তাহাতে বৌদ্ধপ্রভাব জাজ্বল্যমান। মথিলিখিত সুসমাচারে দেখা যায়, যীশু খ্রীষ্ট দুইবার অতি অল্প খাদ্য-দ্বারা বহু লোকের ভূরিভোজন সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইল্লীস-জাতকের প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে দেখা যায়, গৌতমও ঠিক এইরূপে নিজের লোকাতীত শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। এবংবিধ সাদৃশ্যপরম্পরা দেখিয়া আর্থার লীলি-প্রমুখ পণ্ডিতেরা বলেন যে, খ্রীষ্টীয় সুসমাচারগুলির কোন কোন কথা গৌতমবুদ্ধের জীবন-বৃত্তান্তের পুনরুক্তি মাত্র।

ইহুদীদিগের প্রাচীন সাহিত্যে যে সমস্ত কথা দেখা যায়, তাহাদের কতকগুলি ভারতবর্ষ ও গ্রীস্ উভয়ত্রই প্রচলিত ছিল; কতকগুলি ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, কিন্তু গ্রীসে ছিল না; কতকগুলি গ্রীসে প্রচলিত ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষে ছিল না; আর কতকগুলি ভারতবর্ষেও ছিল না, গ্রীসেও ছিল না। প্রথমোক্ত শ্রেণীর মধ্যে বিরোচন-জাতকের ও জবসকুণ-জাতকের এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে কাক-জাতকের ও সঞ্জীব-জাতকের আখ্যান দেখা যায়; তদ্‌ভিন্ন পঞ্চতন্ত্রবর্ণিত কোন কোন কথাও পাওয়া গিয়াছে। ইহুদীরা কখনও পশুপক্ষিসংক্রান্ত গল্পরচনায় নৈপুণ্য লাভ করেন নাই। তাঁহাদের সাহিত্যে এইরূপ কথার সংখ্যা ত্রিশের অধিক হইবে না। ইহার মধ্যে পাঁচ ছয়টী মাত্র তাঁহারা আত্মরচিত বলিতে পারেন। ইহাতে স্বতঃই মনে হয়, এসম্বন্ধে ভারতবর্ষ দাতা এবং ইহুদীরা গ্রহীতা। যেমন গ্রীসে, সেইরূপে যুডিয়াতেও রাজনীতিক আলোচনার জন্যই পশ্বাদিসংক্রান্ত আখ্যানের প্রচলন ঘটে (খ্রীঃ প্রথম শতাব্দী)।

কোন কোন জাতককথার দেশভ্রমণবৃত্তান্ত বলা হইল। যাঁহারা জাতক-সাহিত্যের অত্যধিক ভক্ত, তাঁহারা ইহাতে অডিসিউসের ভ্রমণবৃত্তান্তেরও আভাস পাইয়াছেন (যথা মিত্তবিন্দক-জাতক)। কিন্তু অনেকেই ততদূর অগ্রসর হইতে সাহস পাইবেন না। তথাপি মনে হয় মিত্রবিন্দকের সহিত সিন্দবাদের হয় ত কোন সম্পর্ক থাকিতে

* যথা, তুক্কিম্, কোফ্, শেন্‌হব্বিম্। তুক্কিম তামিল-মলয়ালাম্ ভাষায় তুকেই (সংস্কৃত শিখী অর্থাৎ ময়ূর); কোফ্=কপি; শেন্‌হব্বিম্=গজদন্ত (সম্ভবতঃ সংস্কৃত 'ইভ'-শব্দজ)।

পারে। ইটালী দেশীয় পণ্ডিত কম্পারেট্টির মতে মিত্রবিন্দকই সিন্দবাদের আদিপুরুষ রাধ-জাতক প্রভৃতি দুই একটী জাতক যে আরব্য নৈশোপাখ্যানমালাতে স্থান পাইয়াছে, ইহা আমরাও বুঝিতে পারি। নৈশোপাখ্যানমালা খুব প্রাচীন গ্রন্থ নহে। মুসলমান-ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে এশিয়ার মধ্যখণ্ডে বৌদ্ধধর্ম্মেরই প্রভাব ছিল; আবার এই বৌদ্ধেরা শেষে মুসলমান হইয়াছিলেন। কাজেই তাঁহাদের অনেক আখ্যান মুসলমান সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছিল। আরববাসীদিগের সংস্পর্শে আসিয়া নিরক্ষর নিগ্রোরা পর্য্যন্ত জাতককথা শিখিয়াছে। দক্ষিণ ক্যারোলিনার নিগ্রো শিশুরা রিমাস্ কাকার যে সকল কথা শুনে, তাহাদের একটীর মধ্যে পঞ্চাবুধ-জাতকের প্রভাব দেখা যায়। উত্তরকালে যখন যীশুখ্রীষ্টের সমাধিমন্দির লইয়া প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্যের সঙ্ঘর্ষ হয়, তখনও কোন কোন প্রাচ্যকথা য়ুরোপে প্রবেশ করে। ইংল্যাণ্ডরাজ সিংহবিক্রম রিচার্ড্ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিদ্রোহী ভূস্বামীদিগকে ভৎর্সনা করিবার সময়ে সচ্চংকির-জাতকের আখ্যায়িকাটী বলিয়াছিলেন; মহাকবি চসার বেদব্ভ-জাতক অবলম্বন করিয়া Pardoner's Tale রচনা করিয়াছিলেন। অধুনাতন সময়ে লা-ফণ্টেন প্রভৃতি কথাকারেরাও ভারতবর্ষীয় কথাকারদিগের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন; গ্রীম্‌ভ্রাতৃদ্বয়-সগৃহীত কথাকোষে দধিবাহন-জাতক প্রভৃতি সতর আঠারটী জাতক স্থান পাইয়াছে।

জাতকের উপযোগিতা

এখন জাতকের উপযোগিতা-সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে। কথাতত্ত্বের আলোচনা করিতে হইলে এবংবিধ প্রাচীন গ্রন্থ যে নিতান্ত আবশ্যক, ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। যে সকল কথা সাহিত্যে ও লোকমুখে চলিয়া আসিতেছে, আদিম অবস্থায় তাহারা কিরূপ ছিল ও কি উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল, কি কারণে দেশভেদে তাহাদের পরিবর্ত্তন ঘটিল, ইত্যাদি নির্ণয় করিতে হইলে জাতক ও অন্যান্য প্রাচীন কথা পাঠ করিতে হয়। এই উপযোগিতা দেখিয়াই পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা জাতকের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে সমগ্র পালি জাতকত্থবন্ননা ইংরাজী অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে এবং নানা ভাষায় ইহার অনুবাদ সম্পন্ন হইয়াছে।

জাতকের আলোচনা করিলে আমাদের কি কি উপকার হইতে পারে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

প্রথমতঃ—জাতকের সমস্ত কথাই উপদেশাত্মক, এবং ইহাদের সকলগুলি না হউক, অধিকাংশ মহাপুরুষবাক্য। কাজেই ইহা হইতে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে নির্ম্মল আনন্দের সহিত উপদেশ লাভ করিতে পারিবে। ইহার কোনও কোনও

অংশ এমন সুন্দর যে, পাঠের সময় মনে হয়, যেন সেই করুণাবতার জগদ্‌গুরুর অমৃতময়ী বচনপরম্পরা এখনও আমাদের কর্ণকুহরে ঝঙ্কৃত হইতেছে। কিরূপে কথাচ্ছলে ও বচনমাধুর্য্যে অতি দুরূহ ধর্ম্মতত্ত্বও সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারা যায়, জাতকে তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন আছে।

দ্বিতীয়তঃ—জাতক-পাঠে সৃষ্টির একত্ব উপলব্ধি হয়, সর্ব্বজীবে প্রীতি জন্মে। খ্রীষ্টধর্ম্মে বলে, মানবমাত্রকেই ভ্রাতৃভাবে দেখ। বৌদ্ধধর্ম্মে বলে, জীবমাত্রকেই আত্মবৎ বিবেচনা কর। যিনি এ যুগে বুদ্ধ, তিনি অতীত যুগে মৃগ, মর্কট, মৎস্য বা কূর্ম্ম ছিলেন; যে এ যুগে মৃগ বা মর্কট, সেও ভবিষ্যদ্‌যুগে পূর্ণেন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়া দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিবে। অতএব, অদ্যই হউক, আর কল্পান্তেই হউক, সমস্ত জীবই এক—স্কন্ধসমষ্টিমাত্র—এবং কর্ম্মক্ষয়ান্তে সকলেই নির্ব্বাণ লাভ করিবে।

তৃতীয়তঃ—জাতকের অনেক আখ্যায়িকায়, বিশেষতঃ প্রত্যুৎপন্নবস্তুতে পুরাকালের রীতিনীতি ও আচারব্যবহার-সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়। কথা কল্পনা-সম্ভবা, কিন্তু সত্যগর্ভা। কথাকার অসম্ভবকে সম্ভবপর বলিয়া বর্ণনা করিবেন ইহাই তাঁহার ব্যবসায়; কিন্তু তিনি পারিপার্শ্বিক অবস্থার বাহিরে যাইতে পারেন না; নানা প্রসঙ্গে সমসাময়িক বিধিব্যবস্থা, রাজনীতি ও সমাজনীতি হয় স্পষ্টভাষায়, নয় ধ্বনি-দ্বারা বলিয়া যান, নচেৎ তাঁহার কথার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া পড়ে। জাতক-সংগ্রহকালে বিদেশের সহিত ভারতবর্ষের তত মিশামিশি ঘটে নাই; কাজেই তদানীন্তন সমাজের নিখুঁৎ চিত্র দেখিতে হইলে, এই সকল আখ্যায়িকা পাঠ করা আবশ্যক। আমরা দেখিতে পাই, তাদৃশ প্রাচীন সময়েও এতদ্দেশীয় ধনী লোকে সপ্তভূমিক প্রাসাদে বাস করিতেন; বণিকেরা পোতারোহণে দ্বীপান্তরে বাণিজ্য করিতে যাইতেন; জলপথে জল-নিয়ামকেরা ও স্থলপথে মরুকান্তার অতিক্রম করিবার সময়ে স্থলনিয়ামকেরা পথ প্রদর্শন করিয়া দিতেন; মহানগরসমূহের অধিবাসিগণ চাঁদা তুলিয়া অনাথাশ্রম চালাইতেন, এবং দরিদ্র ছাত্রেরা ধর্ম্মান্তেবাসিকরূপে পরিগৃহীত হইয়া অধ্যাপকদিগের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিত। পাঠশালার বালকেরা কাষ্ঠফলক বা তক্তিতে লিখিত ও অঙ্ক কষিত। তখন ভারতবর্ষের মধ্যে তক্ষশিলা নগরই বিদ্যালোচনার সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান ছিল; কাশী প্রভৃতি অঞ্চল হইতে শতসহস্র ছাত্র বিদ্যাশিক্ষার্থ তক্ষশিলায় যাইত। তখন তক্ষশিলায় চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষা দিবার অতি সুন্দর ব্যবস্থা ছিল এবং তত্রত্য কোন কোন ছাত্র শল্য-চিকিৎসায় এরূপ নৈপুণ্যলাভ করিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান শল্যকর্ত্তাদিগের মধ্যেও সে শ্রেণীর লোক সচরাচর দেখা যায় না।

তখন এ দেশে দাসত্ব-প্রথা প্রচলিত ছিল; অবস্থাপন্ন লোকে মূল্য দিয়া দাস ক্রয় করিতেন। তখন শাসনপ্রণালী সাধারণতঃ রাজতন্ত্র ছিল বটে, কিন্তু রাজপদ নিতান্ত

নিরাপদ্ ছিল না। রাজা অত্যাচারী হইলে প্রজারা বিদ্রোহী হইত এবং সময়ে সময়ে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত বা নিহত করিয়া অন্য কাহাকেও রাজত্ব দিত; কখনও কখনও রাজার পুত্রেরা পর্য্যন্ত পিতার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিতেন। এই নিমিত্ত রাজাকে সর্ব্বদা অতি সাবধানভাবে চলিতে হইত। তখন কন্যাগণ যৌবনোদয়ের পরে পাত্রস্থা হইতেন; ক্ষত্রিয়েরা পিতৃস্বস্সুতা প্রভৃতি নিকট আত্মীয়াদিগকে বিবাহ করিতে পারিতেন। তখন রমণীদিগের মধ্যে অনেকে সুশিক্ষা লাভ করিতেন; সম্ভ্রান্ত বংশেও বিধবার পুনর্বিবাহ হইত এবং পতি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে পত্নীর পক্ষে পত্যন্তরগ্রহণ বিধিসঙ্গত ছিল। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখনও লোকে দুঃস্বপ্ন ও দুর্নিমিত্ত দেখিয়া ভয়ে কাঁপিত এবং ভূতবলি, পিশাচবলি প্রভৃতি দিয়া শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিত; তখন লোকে অর্থদ্বারা অপরের পুণ্যাংশ ক্রয় করিত।

যাঁহারা প্রব্রাজক হইতেন তাঁহারা কামিনী ও কাঞ্চনকে ভয় করিতেন। এই জন্য কোন কোন জাতকে নারীচরিত্রের প্রতি ঘোর অবিশ্বাস করা হইয়াছে—উদ্দেশ্য, যাহাতে ভিক্ষুদিগের মনে নারীসম্বন্ধে বিতৃষ্ণার উদ্রেক হয়। কিন্তু উৎপলবর্ণা, বিশাখা, আম্রপালী প্রভৃতির ইতিবৃত্তে দেখা যায়, তখন নারীরাও ধর্ম্মচর্য্যায় পুরুষদিগের তুল্যকক্ষ ছিলেন।

চতুর্থতঃ—জাতকের প্রত্যুৎপন্নবস্তুতে প্রাচীন ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ কোশল, বৈশালী ও মগধরাজ্যের, অনেক ইতিবৃত্ত আছে। কেহ কেহ বলেন প্রত্যুৎপন্ন অংশ যখন অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী সময়ে রচিত, তখন তদন্তর্গত ঐতিহাসিক বিবরণ সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য নহে। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে রচিত হইলেও ইহা নিতান্ত অপ্রাচীন নয়,—কারণ ইহা বর্ত্তমান সময়ের প্রায় সার্দ্ধসহস্রবর্ষ পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। সার্দ্ধসহস্রবৎসর পূর্ব্বে পুরাতত্ত্ব-সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, প্রামাণিক ইতিবৃত্তের বিরোধী না হইলে তাহা আমরা অবিশ্বাস করিব কেন? আমরা দেখিতে পাই, প্রসেনজিতের পিতা মহাকোশল বিম্বিসারকে কন্যা দান করিয়াছিলেন এবং স্নানাগারের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ কাশীগ্রাম যৌতুক দিয়াছিলেন। দেবদত্তের কুপরামর্শে বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু পিতৃবধ করিলে প্রসেনজিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ গ্রাম আত্মসাৎ করিয়াছিলেন; তন্নিবন্ধন অজাতশত্রুর সহিত তাঁহার যুদ্ধ ঘটিয়াছিল; ঐ যুদ্ধে প্রসেনজিৎ প্রথমে পরাস্ত হইলেও পরে জয়লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে অজাতশত্রুকে কন্যাদান করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন। অতঃপর প্রসেনজিৎ নিজের পুত্র বিরূঢ়ক-কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন এবং নির্ব্বাসিত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন; এই বিরূঢ়কই কিয়ৎকাল পরে কপিলবস্তু বিধ্বস্ত করিয়া শাক্যকুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন। অজাতশত্রু পরিণামে অনুতপ্ত

হইয়া বুদ্ধের শরণ লইয়াছিলেন। তখন আর্য্যাবর্ত্তে চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বী ও বারাণসী এই ছয়টী নগর সর্ব্বপ্রধান বলিয়া গণ্য ছিল; ইহাদের মধ্যে বারাণসীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখনও বারাণসীর কৌশেয়বস্ত্র সর্ব্বত্র সমাদৃত হইত। বৈশালী সমৃদ্ধিশালী হইলেও উক্ত নগরগুলির তুল্যকক্ষ হইতে পারে নাই। বৈশালীতে কুলতন্ত্র-শাসন প্রবর্ত্তিত ছিল; তত্রত্য লিচ্ছবিগণ সম্প্রীতভাবে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন এবং সকলেই রাজা নামে অভিহিত হইতেন। এইরূপ অনেক বৃত্তান্ত জাতকের প্রত্যুৎপন্ন বস্তু হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে এবং এ সমস্ত অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। ভিন্‌সেণ্ট্‌ স্মিথ্‌ প্রভৃতি পুরাবৃত্তকারেরা জাতককে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের অন্যতম ভাণ্ডার বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পঞ্চমতঃ—যেমন গ্রীক্‌ শিল্পে হোমারের ও হেসিয়ডের, হিন্দুশিল্পে বাল্মীকির ও ব্যাসের, সেইরূপ বৌদ্ধ শিল্পে জাতককারের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সাচী, ভাহ্‌রুট, বরবুদোরো * প্রভৃতি স্থানের ধ্বংসাবশেষে পুরাতন বৌদ্ধ তক্ষকগণের অদ্ভুত প্রতিভার যে সকল নিদর্শন আছে তাহা সুন্দররূপে বুঝিতে হইলে জাতকের সহিত পরিচয় আবশ্যক।

ষষ্ঠতঃ—জাতক-পাঠে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃতি অতি বিশদভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়। অনেকের বিশ্বাস, বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী। কিন্তু শাক্ত, শৈব, সৌর, বৈষ্ণব প্রভৃতি মতের ন্যায় বৌদ্ধ মতকেও হিন্দুধর্ম্মেরই একটী শাখা বলা যাইবে না কেন? ইহাতে জন্মান্তরবাদ আছে, পরলোক আছে, স্বর্গ ও নরক আছে, কর্ম্মফল আছে; ইহাতে

* বরবুদোরো যবদ্বীপের অন্তঃপাতী একটী স্থান; সাঁচী ভূপালরাজ্যের অন্তর্গত—ভূপাল হইতে গোয়ালিয়র যাইবার পথে জি. আই. পি. রেলওয়ের একটী ষ্টেসন; ভাহ্‌রুট মধ্যপ্রদেশে সাতনা ষ্টেসনের অনতিদূরে। পূর্ব্বকালে উজ্জয়িনী মগধরাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল। সাঁচী ও ভাহ্‌রুট উভয় স্থানই উজ্জয়িনী হইতে পাটলিপুত্রে যাইবার পথে অবস্থিত। সাঁচীর ৩ ক্রোশ দূরে বেত্রবতীতীরস্থ বিদিশা বা ভিল্‌সা।

ভাহ্‌রুটস্তূপে নিম্নলিখিত জাতকগুলির ছবি চিনিতে পাওয়া গিয়াছে:—মখাদেবজাতক (৯), নিগ্রোধমিগজাতক (১২), নচ্চজাতক (৩২), আরামদূসকজাতক (৪৬), অণ্ডভূতজাতক (৬২), দুভিয়মক্কটজাতক (১৭৪), অসদিসজাতক (১৮১), কুরঙ্গমিগজাতক (২০৬), কক্কটজাতক (২৬৭), সুজাতজাতক (৩৫২), লটুকিকজাতক (৩৫৬), কুক্কুটজাতক (৩৮৩), দসরথজাতক (৪৬১), চন্দকিন্নরজাতক (৪৮৫), ছদ্দন্তজাতক (৫১৪), অলম্বুসজাতক (৫২৩), মুগপক্‌খজাতক (৫৩৮), বিধুরপণ্ডিতজাতক (৫৪৫), মহাজনকজাতক (৫৩৯)। তদ্ভিন্ন এখানে নিদানকথাবর্ণিত অনেক দৃশ্যও শিলাখণ্ডে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। সাঁচীস্তূপেও অসদিসজাতকের (১৮১), মহাকপিজাতকের (৪০৭), সামজাতকের (৫৪২), এবং বেস্‌সন্তরজাতকের (৫৪৬) ছবি পাওয়া গিয়াছে। সারনাথে খন্তিবাদি-জাতকের ছবি আছে।

ইন্দ্রাদিদেবতা, বৃক্ষদেবতা, যক্ষরাক্ষসাদি অপদেবতা আছেন। ইহা সর্ব্বজনীন হইলেও উচ্চজাতির প্রাধান্য স্বীকার করে, শ্রমণ ব্রাহ্মণকে সমান আদর করে, নীচ বর্ণে জন্মপ্রাপ্তি পাপের পরিণাম বলিয়া মনে করে। ইহার ক্ষণিকত্ববাদ, শূন্যবাদও বোধ হয় নিতান্ত অহিন্দু নহে ; ইহার পরিনির্ব্বাণে ও হিন্দুর কৈবল্যে প্রভেদ অতি অল্প। তবে ধর্ম্মের যাহা বহিরঙ্গমাত্র, যাহাতে আড়ম্বর আছে, কিন্তু নিষ্ঠা বা কর্ম্মশুদ্ধি নাই, যাহাতে যজ্ঞ হয় প্রাণিবধেরজন্য, বৌদ্ধেরা তাহারই বিরোধী। সে ভাব ত বৈষ্ণবদিগের মধ্যেও দেখা যায়। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজেও বৌদ্ধপ্রভাব সর্ব্ববাদিসম্মত। যখন আমরা নিরীশ্বর সাংখ্যকারকে হিন্দু বলিতে কুণ্ঠিত নহি, তখন বুদ্ধকেই বা অহিন্দু বলিতে যাইব কেন? আমরা বরং তাঁহাকে ও তাঁহার শিষ্যগণকে হিন্দু বলিব। তাহা হইলে বুঝিব, হিন্দুর মাহাত্ম্য, হিন্দুর আধ্যাত্মিক প্রভাব কেবল ভারতবর্ষে সীমাবদ্ধ নহে ; সমগ্র ভূমণ্ডলে দেদীপ্যমান—বুঝিব যে হিন্দুর সংখ্যা বিংশতি কোটি নহে, সপ্ততি কোটি, বুঝিব যে কেবল দশগুণোত্তর অঙ্ক-লিখনে নয়, কেবল বীজগণিতে বা রেখাগণিতে বা চিকিৎসাবিদ্যায় নয়, ধর্ম্মে ও দর্শনেও হিন্দু জগদ্‌গুরু। বৌদ্ধধর্ম্মের নিকট খ্রীষ্টধর্ম্মের ঋণ এবং খ্রীষ্টধর্ম্মের নিকট মোহম্মদীয় ধর্ম্মের ঋণ এখন আর অস্বীকারের বিষয় নহে।

সপ্তমতঃ—জাতক পাঠ করিলে দেখা যায়, বৌদ্ধেরা তখন কিরূপ উৎসাহের সহিত কুসংস্কারের বিরোধী হইয়াছিলেন। তাঁহারা যখনই সুবিধা পাইতেন, তখনই ফলিত-জ্যোতিষ, শকুনবিদ্যা প্রভৃতির অসারতা বুঝাইয়া দিতেন। ইহার নিদর্শনস্বরূপ মঙ্গল-জাতকের (৩২ পৃঃ) ও নক্‌খত্ত-জাতকের (৩৫ পৃঃ) গাথাগুলি দ্রষ্টব্য। মানবের মনকে ভ্রমপাশ হইতে মুক্ত করা, শাস্ত্র অপেক্ষা যুক্তির প্রাধান্য ঘোষণা করা বৌদ্ধদিগের প্রধান কার্য্য। তাঁহারা যতদুর পারিয়াছিলেন এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষে নানা বিষয়ে এত উন্নতি হইয়াছিল।

তবে কোন কোন লোকাচার যুক্তিবিরুদ্ধ হইলেও বৌদ্ধেরা তাহা পদদলিত করিতেন না। গগ্‌গ-জাতকে (১৫৫) দেখা যায় একদিন বুদ্ধদেব ধর্ম্মসভায় হাঁচিলে ভিক্ষুরা চতুর্দ্দিক্ হইতে 'জীবতু সুগত' বলিয়া এমন মহাচীৎকার করিয়াছিলেন যে তাঁহাকে বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইয়াছিল, "কেহ হাঁচিলে যদি 'জীব' বলা যায় তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির আয়ুর্বৃদ্ধি হয় কি? আর 'জীব' না বলিলেই কি উহার আয়ুঃক্ষয় হয়?" ইহার পর তিনি আদেশ দিয়াছিলেন, "তোমরা এখন অবধি কাহাকেও হাঁচিতে শুনিলে 'জীব' বলিও না, কিংবা কেহ তোমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া 'জীব' বলিলেও তোমরা 'চিরংজীব' বলিয়া প্রত্যাশীর্ব্বাদ করিও না।" কিন্তু এই আদেশ পালন করিতে গিয়া ভিক্ষুরা লোকসমাজে অসভ্য বলিয়া নিন্দিত হইলেন। তখন বুদ্ধদেব পূর্ব্বের আদেশ প্রত্যাহার করিয়া বলিলেন, "গৃহীরা ইষ্টমঙ্গলিক (অর্থাৎ তাহারা নিমিত্তাদি হইতে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা

করে); অতএব আমি আদেশ দিলাম, তোমরা হাঁচিলে যখন তাহারা 'জীবথ ভন্তে' বলিবে, তখন তোমরাও 'চিরংজীব' বলিয়া প্রত্যাশীর্ব্বাদ করিবে।"

অষ্টমতঃ—বাঙ্গালা ভাষার নিত্যব্যবহৃত অনেক শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করিতে হইলে পালি সাহিত্যের, বিশেষতঃ জাতকের, আলোচনা আবশ্যক। অনেক শব্দ সংস্কৃতজাত হইলেও এত বিকৃতি পাইয়াছে যে, আমরা সহজে তাহাদিগের মূল নির্দ্ধারণ করিতে পারি না এবং অভিধানাদিতে তাহাদিগকে 'দেশজ' আখ্যা দিয়া 'সাধুভাষার' বাহিরে রাখি কিন্তু পালির সাহায্যে সময়ে সময়ে আমরা এই বিকৃতির প্রথমসোপান প্রত্যক্ষ করি, কাজেই তাহাদের উৎপত্তিনির্ণয় সুকর হয়। জাতক পাঠ করিবার পূর্ব্বে আমার ধারণা ছিল 'নর্দ্দামা' শব্দ দেশান্তরাগত; প্রকৃতিবাদ-প্রণেতা ইহাকে দেশজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু যখন কুক্কুরজাতকে (২২) দেখিলাম রাজভৃত্যেরা বলিতেছে, "দেব, নিদ্ধমন-মুখেন সুনখা পবিসিত্বা রথস্‌স চর্ম্মং খাদিংসু" (মহারাজ, কুকুরেরা নর্দ্দামার মুখ দিয়া প্রবেশ করিয়াছে এবং রথের চর্ম্ম খাইয়াছে), তখন বুঝিলাম এই সমাজচ্যুত শব্দটী বহুপ্রাচীন এবং ভদ্রবংশজাত—সংস্কৃত 'ধ্মা' ধাতু হইতে উৎপন্ন। সুশ্রুতে 'নির্ধ্মাপন' শব্দ দেখা যায়। ইহার অর্থ ফুৎকারদ্বারা নিষ্কাশিত করা। অনন্তর বোধ হয় লক্ষণাদ্বারা ইহা জলনিষ্কাশক প্রণালী বুঝাইয়াছে। 'ছানি' (নেত্ররোগ-বিশেষ) আপাতদৃষ্টিতে 'ছদ্‌' ধাতুজ বলিয়া মনে হয়; কিন্তু পালিতে দেখা যায় 'সাণী' শব্দটী 'পর্দ্দা' অর্থে ব্যবহৃত হইত; ইহা 'শণ' শব্দজ, এবং ইহার উৎপত্তিগত অর্থ শণসূত্র-নির্ম্মিত বস্ত্র বা চট। প্রকৃতিবাদকার কিন্তু অতি অন্ত্যজ মনে করিয়া অভিধানে ইহাকে স্থানই দেন নাই। পূর্ব্ববঙ্গে চাষারা বলে "অমুক ঘরে নাই, পাট লইতে গিয়াছে।" সকুণ-জাতকে (৩৬) দেখা যায় চাষারা ক্ষেত নিড়াইয়া, ফসল কাটিয়া ও মলিয়া (নিড্ডায়িত্বা, লায়িত্বা ও মদ্দিত্বা) ভিক্ষুর পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিবে বলিয়াছিল। কাজেই এখানে কেবল 'লওয়া' শব্দের নহে, 'নিড়ান' এবং 'মলন' শব্দেরও মূল বাহির হইল—বুঝা গেল যে প্রথম দুইটী যথাক্রমে ছেদনার্থক 'লু' ও 'দা' ধাতুর সহিত এবং তৃতীয়টী 'মর্দ্দ' ধাতুর সহিত সম্বদ্ধ। এইরূপ আরও অনেক 'দেশজ' শব্দের উৎপত্তি জানা যাইতে পারে, যেমন :—

সংস্কৃত	পালি	বাঙ্গালা
অর্দ্ধ+তৃতীয়	অড্‌ঢতিয়	আড়াই
অলাবু	লাপু	লাউ
উদঙ্ক	উলুঙ্ক	ওড়ং

সংস্কৃত	পালি	বাঙ্গালা
উদ্ধান, উদ্ধ্মান	উদ্ধান	উনান
কোল বা কুবল	কোল	কুল (বদরি ফল)
কৃষ্ণ	কণ্‌হ	কানাই
—	কুল্ল	কুলা (শূর্প)
ক্ষাম	ঝাম	ঝামা
খাদ্য	খজ্জ	খাজা
গবী	গাবী	গাভী
—	চঙ্গোটক	চাঙ্গারী
গূথ	গূথ	গূ (বিষ্ঠা) ; ঘুটা
ছন্দক	ছন্দক	চাঁদা
দরথ	দরথ	দরদ (ব্যথা)
—	জূজক	জুজূ
—	তট্টক	টাট
দুহিতা	ধীতা	ঝি
দ্বিতীয়+অর্দ্ধ	দিয়ড্‌ঢ	দেড়
—	পিল্লক	পোলা (ছেলেপিলে)
প্লোতিকা, প্রোতিকা	পিলোতিকা	পল্‌তে
ফাণিত	ফাণিত	ফেণি (ফেণি বাতাসা)
—	বড্‌ঢন	(ভাত) বাড়া
ভস্ত্রা	ভস্তা	বস্তা
যবাগূ	যাগু	যাউ
শাটক	সাটক	শাড়ী
শাল্মল	সিম্বল	শিমুল
স্থবিকা	থবিকা	থলি
স্নান	নহান	নাওয়া (ইত্যাদি)

অপিচ, জাতক পাঠে দেখা যায় পুরাকালে এমন অনেক প্রয়োজনীয় শব্দ ছিল যাহা এখন আমরা হারাইয়াছি। তখন pilot ছিল, তাহারা 'জলনিয়ামক' নামে অভিহিত হইত ; তখন foundation stoneকে মঙ্গলেষ্টক, laying the foundationকে মঙ্গলেষ্টক-

স্থাপন, viceroyকে উপরাজ, viceroyaltyকে ঔপরাজ্য, crown-princeকে পরিনায়ক, manumitted slaveকে ভুজিষ্য, plebesciteকে সংবহুল, hospitalকে বৈদ্যশালা, surgeonকে শল্যকর্ত্তা, nosegayকে পুষ্পগুল, sugar millকে গুড়যন্ত্র, benchকে ফলকাসন, earnest money (বায়না)কে সত্যঙ্কার (সচ্চকার), breakfastকে প্রাতরাশ, সায়াহ্নভোজনকে সায়মাশ বলা হইত। এই সকল অচল শব্দ গ্রহণ করিলে আমাদের ভাষার সৌষ্ঠব সম্পাদিত হয় কি না, তাহা সাহিত্যসেবীদিগের বিবেচ্য।

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠ

পরিশিষ্ট

জাতক-মঞ্জরী

চুল্লকসেট্‌ঠি-জাতক[১]

পুরাকালে বারাণসী নগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠিকুলে জন্ম গ্রহণ করেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর শ্রেষ্ঠিপদে নিযুক্ত হইয়া "চুল্লকসেট্‌ঠি" এই উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি পরম বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন এবং নিমিত্ত[২] দেখিয়া শুভাশুভ নির্ণয় করিতে পারিতেন।

একদিন বোধিসত্ত্ব রাজদর্শনে যাইবার সময়ে পথে একটী মৃত মূষিক দেখিতে পাইলেন। তৎকালে আকাশে গ্রহ ও নক্ষত্রগণের যেরূপ সংস্থান ছিল, তাহা গণনা করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "যদি কোন বুদ্ধিমান্ সদ্‌বংশজ ব্যক্তি এই মৃত ইন্দুরটা তুলিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে সে ব্যবসায় করিয়া দারাপত্য-পোষণে সমর্থ হইবে।"

ঐ সময়ে এক ভদ্রবংশীয় অথচ নিঃস্ব যুবক সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। সে বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া ভাবিল, 'ইনি ত কখনও না জানিয়া শুনিয়া কোন কথা বলেন না।' অনন্তর সে ইন্দুরটা তুলিয়া লইয়া গেল। নিকটে এক দোকানদার তাহার পোষা বিড়ালের জন্য খাবার খুঁজিতেছিল। সে যুবকের নিকট হইতে এক কাকণিকা[৩] মূল্যে

[১] চুল্লক, চুল্ল, চূড়=ছোট (সংস্কৃত 'খুল্ল' শব্দের অনুরূপ; 'খুল্ল' শব্দ আবার 'ক্ষুদ্র' শব্দেরই রূপান্তর)। ইহার বিপরীতার্থবাচক শব্দ 'মহা'। 'সেট্‌ঠি'—শ্রেষ্ঠী, শেঠ।

[২] নিমিত্ত—লক্ষণ (যেমন যাত্রাকালে বামে বা দক্ষিণে শৃগালাদি-দর্শন, নরনারীর অঙ্গস্পন্দন, অঙ্গবিশেষে জ্যেষ্ঠীপতন ইত্যাদি।

[৩] কাকণিকা (সংস্কৃত 'কাকণি' বা কাকিণি'।)—কাহারও মতে ইহা এক কাহণের ১/৮; আবার কাহারও মতে ইহা এক কাহণের ১/৬। প্রাচীন কালের মুদ্রাসমূহের মধ্যে কাকণির মূল্য ছিল সর্ব্বাপেক্ষা কম।

ইন্দুরটা কিনিল। যুবক তখন উহা দিয়া গুড় কিনিল এবং এক কলসী জল লইয়া, যে পথে মালাকারেরা বন হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া ফিরে, সেইখানে গিয়া বসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মালাকারেরা পুষ্প লইয়া ক্লান্তভাবে সেখানে উপস্থিত হইল; যুবক তাহাদিগের প্রত্যেককে একটু একটু গুড় ও এক এক ওড়ং[১] জল খাইতে দিল। মালাকারেরা তৃপ্ত হইয়া তাহাকে এক এক মুষ্টি ফুল দিয়া গেল। সে উহা বেচিয়া যে পয়সা পাইল তাহা দিয়া পর দিন আবার গুড় কিনিল এবং ফুলের বাগানে গিয়া মালাকারদিগকে আবার খাওয়াইল। মালাকারেরা সে দিন তাহাকে যাহা হইতে অর্দ্ধপরিমাণ ফুল তোলা হইয়াছিল এমন এক এক গুচ্ছ ফুলগাছ দিয়া গেল। এইরূপে ফুল ও ফুলগাছ বেচিয়া সে দুই চারি দিনের মধ্যে আট কাহণ পুঁজি করিল।

অনন্তর এক দিন খুব বড় বৃষ্টি হইল এবং রাজার বাগানে বিস্তর শুক্না ও কাঁচা ডালপালা ভাঙ্গিয়া পড়িল। মালী বেচারি কি উপায়ে এই আবর্জ্জনারাশি সরাইবে তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিল না। এমন সময়ে ঐ যুবক তাহার নিকট গিয়া বলিল, "যদি তুমি এ সমস্ত আমাকে বিনামূল্যে ছাড়িয়া দাও, তবে এখনই আমি বাগান পরিষ্কার করিয়া দিতে পারি।" "আপনি এ সমস্তই লইয়া যান, মহাশয়," ইহা বলিয়া মালী এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। তখন চুল্লকশ্রেষ্ঠীর সেই উপযুক্ত শিষ্য, পাড়ার ছেলেরা যেখানে খেলা করিত সেখানে গেল এবং ছেলেদিগকে একটু একটু গুড় খাইতে দিয়া বলিল, "ভাই সকল, তোমরা আমার সঙ্গে এস, রাজার বাগানটী পরিষ্কার করিতে হইবে।" ছেলেরা গুড় পাইয়া বড় খুসি হইল; তাহারা সন্তুষ্টচিত্তে ডালপালা সমস্ত তুলিয়া আনিয়া রাস্তার উপর গাদা করিয়া রাখিল।

সে দিন রাজার কুম্ভকারের কাষ্ঠের অনটন হইয়াছিল। সে রাজবাড়ীর ব্যবহারার্থ হাঁড়ি কলসী পোড়াইবার জন্য কাঠ কিনিতে

[১] পালি 'উলুঙ্ক'; সংস্কৃত 'উদঙ্ক'।

গিয়া ডালের গাদা দেখিতে পাইল এবং নগদ ষোল কাহণ, কয়েকটী মাটির গামলা ও পাঁচখানি মাটির বাসন দিয়া সমস্ত গাদাই কিনিয়া লইল।

সমস্ত খরচখরচা বাদে যুবকের হাতে এইরূপে চব্বিশ কাহণ মজুত হইল। সে তখন একটা নূতন ফিকির বাহির করিল। বারাণসীতে পাঁচ শ ঘেসেড়া ।ছল। তাহারা প্রতিদিন মাঠে ঘাস আনিতে যাইত। যুবক নগরদ্বারের অদূরে এক স্থানে একটা বড় জালায় জল পূরিয়া রাখিল এবং উহা হইতে ঘেসেড়াদিগকে পিপাসার সময়ে জল দিতে লাগিল। ঘেসেড়ারা তৃপ্ত হইয়া বলিল, "তুমি, ভাই, আমাদের এত উপকার করিতেছ; বল, আমরা কোন প্রত্যুপকার করিতে পারি কি না।" যুবক কহিল, "তাহার জন্য এত ব্যস্ত কেন? যখন প্রয়োজন হইবে, তোমাদিগকে জানাইব।"

অনন্তর নানাস্থানে বিচরণ করিয়া যুবক নগরের এক স্থলপথ-বণিক্ ও এক জলপথ-বণিকের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিল। একদিন স্থলপথ-বণিক্ তাহাকে সংবাদ দিল, "ভাই, কাল একজন অশ্ব-বিক্রেতা এই নগরে পাঁচ শত অশ্ব লইয়া আসিবে।" এই কথা শুনিয়া যুবক ঘেসেড়াদিগকে বলিল, "ভাই সকল, তোমরা প্রত্যেকে আজ আমায় এক আটি ঘাস দিবে এবং আমার ঘাস বেচা শেষ না হইলে তোমাদের ঘাস বেচিবে না।" ঘেসেড়ারা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাহার বাড়ীতে পাঁচ শ আটি ঘাস রাখিয়া দিল। অশ্ববণিক্ আর কোথাও ঘাস না পাইয়া যুবকের নিকট হইতে ঐ ঘাস হাজার কাহণ দামে কিনিয়া লইল।

ইহার কয়েক দিন পরে যুবক জলপথ-বণিকের নিকট জানিতে পারিল, পত্তনে [১] একখানি বড় জাহাজ মাল লইয়া আসিয়াছে। তখন সে আর একটা মতলব আঁটিল। সে কালবিলম্ব না করিয়া আট কাহণ ভাড়ায় একখানি সুসজ্জিত ঠিকা গাড়ী [২] আনিল এবং উহাতে চড়িয়া

[১] পত্তন—বন্দর (port)।

[২] মূলে "তাবৎকালিক রথ" আছে। ইহার অর্থ, যাহা নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য অর্থাৎ ঘণ্টা, দিন প্রভৃতি হিসাবে ভাড়া খাটে।

মহাসমারোহে পত্তনে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে সে জাহাজের সমস্ত মালের দর ঠিক করিয়া নিজের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দিয়া বায়না[১] করিল; পরে অদূরে তাঁবু খাটাইয়া তাহার মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিল এবং অনুচরদিগকে বলিয়া দিল, "কোন বণিক্ দেখা করিতে আসিলে আমাকে যেন একে একে তিনজন আরদালি দিয়া খবর দেওয়া হয়।"

এদিকে পত্তনে বড় জাহাজ আসিয়াছে শুনিয়া বারাণসীর এক শত বণিক্ উহার মাল কিনিবার জন্য সেখানে গমন করিল; কিন্তু যখন শুনিল কোন মহাজন একাই সমস্ত মাল বায়না করিয়াছেন, তখন তাহারা অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই যুবকের শিবিরে উপস্থিত হইল। পূর্ব্বকথিত আদেশানুসারে পরিচারকেরা একে একে তিনজন প্রতিহারী পাঠাইয়া যুবককে প্রত্যেক বণিকের আগমনবার্ত্তা জানাইল। তাহারা এক এক করিয়া যুবকের সহিত দেখা করিল এবং মালের এক এক অংশ পাইবার জন্য এক এক হাজার মুদ্রা লাভ দিতে অঙ্গীকার করিল। অনন্তর যুবকের নিজের যে অংশ রহিল, তাহাও কিনিবার জন্য তাহারা আর এক লক্ষ মুদ্রা লাভ দিল। এইরূপে যুবক দুই লক্ষ মুদ্রা লইয়া বারাণসীতে ফিরিয়া গেল।

যুবক দেখিল, বোধিসত্ত্বের পরামর্শ মত কাজ করাতেই তাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়াছে। অতএব কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ সে এক লক্ষ মুদ্রা লইয়া বোধিসত্ত্বকে উপহার দিতে গেল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি করিয়া এত অর্থ পাইলে?" তখন যুবক মরা ইন্দুর তুলিয়া লওয়া অবধি কিরূপে চারি মাসের মধ্যে সে বিপুল বিভবশালী হইয়াছে, সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল। তাহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বিবেচনা করিলেন, 'এই বুদ্ধিমান্ যুবক যাহাতে অন্য কাহারও হাতে গিয়া না পড়ে তাহা করিতে হইবে।' অনন্তর তিনি তাহার সহিত নিজের প্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহ দিলেন। বোধিসত্ত্বের অন্য কোন সন্তান

[১] মূলে "সচ্চকার" (সত্যঙ্কার) এই শব্দ আছে।

ছিল না; কাজেই যুবক তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইল এবং বোধিসত্ত্ব নিজকর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তরে গমন করিলে স্বয়ং বারাণসীর শ্রেষ্ঠিপদ লাভ করিল।

☞ কথাসরিৎসাগরের ষষ্ঠ তরঙ্গে এই আখ্যায়িকাটি সংক্ষিপ্তাকারে প্রদত্ত হইয়াছে।

কট্‌ঠহারি-জাতক

পুরাকালে বারাণসী-রাজ ব্রহ্মদত্ত একদিন মহাসমারোহে উদ্যান-বিহারে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি ফল-পুষ্পাদির আহরণের নিমিত্ত ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, এক রমণী গান করিতে করিতে উদ্যানবনে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতেছে। ব্রহ্মদত্ত তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে কলত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। অতঃপর বোধিসত্ত্ব এই রমণীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন। রমণীকে গর্ভবতী জানিয়া রাজা তাহার হস্তে স্বনামাঙ্কিত একটী অঙ্গুরীয় দিয়া বলিলেন, "যদি কন্যা প্রসব কর, তবে ইহা বিক্রয় করিয়া তাহার ভরণপোষণ করিবে; আর যদি পুত্র প্রসব কর, তবে তাহাকে এই অঙ্গুরীয়সহ আমার নিকট লইয়া যাইবে।"

রমণী যথাকালে বোধিসত্ত্বকে প্রসব করিল। বোধিসত্ত্ব যখন ছুটাছুটি করিতে শিখিয়া পাড়ার ছেলেদের সহিত খেলা আরম্ভ করিলেন, তখন অনেকে তাঁহাকে "নিষ্পিতৃক" বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল। তাহাদের কেহ বলিত, "দেখ, নিষ্পিতৃক আমাকে মারিয়া গেল;" কেহ বলিত, "দেখ, নিষ্পিতৃক আমাকে ধাক্কা দিল।" ইহাতে বোধিসত্ত্বের মনে দারুণ আঘাত লাগিত। তিনি একদিন জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার বাবা কে, মা?"

রমণী বলিল, "বাছা, তুমি বারাণসীরাজের ছেলে।"

"আমি যে রাজার ছেলে তাহার প্রমাণ কি, মা?"

"বাছা, রাজা যখন আমায় ছাড়িয়া যান, তখন এই আঙ্‌টি দিয়া গিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার নাম আছে। তিনি বলিয়াছিলেন, 'যদি কন্যা জন্মে, তবে ইহা বেচিয়া তাহার ভরণপোষণ করিবে, আর যদি পুত্র জন্মে, তবে অঙ্গুরীয়সহ তাহাকে আমার নিকট লইয়া যাইবে'।"

"তবে তুমি আমাকে বাবার কাছে লইয়া যাও না কেন?"

রমণী দেখিল, বালক পিতৃদর্শনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। সুতরাং সে তাহাকে লইয়া রাজভবনে উপনীত হইল এবং রাজাকে আপনাদের আগমনবার্ত্তা জানাইল। অনন্তর রাজসকাশে যাইবার অনুমতি পাইয়া সে সিংহাসনপার্শ্বে গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিল, "মহারাজ, এই আপনার পুত্র।"

সভার মধ্যে লজ্জা পাইতে হয় দেখিয়া, রাজা প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিয়াও না জানার ভাণ করিলেন। তিনি বলিলেন, "সে কি কথা? এ আমার পুত্র হইবে কেন?" রমণী কহিল, "মহারাজ, এই দেখুন আপনার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়। ইহা দেখিলেই বালক কে, জানিতে পারিবেন।" রাজা এবারও বিস্ময়ের চিহ্ন দেখাইয়া বলিলেন, "এ আঙ্‌টি ত আমার নয়।" তখন রমণী নিরুপায় হইয়া বলিল, "এখন দেখিতেছি, একমাত্র সত্যক্রিয়া[১] ভিন্ন আমার আর কোন সাক্ষী নাই। অতএব আমি ধর্ম্মের দোহাই দিয়া বলিতেছি, যদি এ বালক প্রকৃতই আপনার পুত্র হয়, তবে যেন এ মধ্যাকাশে স্থির হইয়া থাকে, আর যদি আপনার পুত্র না হয়, তবে যেন ভূতলে পড়িয়া বিনষ্ট হয়।" ইহা বলিয়া সে দুই হাতে বোধিসত্ত্বের দুই পা ধরিল এবং তাঁহাকে ঊর্দ্ধদিকে ছুড়িয়া দিল।

বোধিসত্ত্ব মধ্যাকাশে উঠিয়া উপবেশন করিলেন এবং মধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, আমি আপনার পুত্র; আপনি আমাকে

[১] জাতকের নানা আখ্যায়িকায় সত্যক্রিয়ার বা শপথের প্রভাব দেখা যায়। সীতা দেবী পাতাল-প্রবেশ-কালে (রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড) যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও সত্যক্রিয়ার একটী দৃষ্টান্ত।

পোষণ করুন। আপনি কত লোকের ভরণপোষণ করিতেছেন; আমি আপনার আত্মজ, আমার সম্বন্ধে আর বলিবার প্রয়োজন কি ?”

আকাশস্থ বোধিসত্ত্বের মুখে এই ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য শুনিয়া রাজা বাহুবিস্তারপূর্ব্বক বলিলেন, “এস, বৎস, এস; এখন অবধি আমিই তোমার ভরণপোষণ করিব।” তাঁহার দেখাদেখি আরও শত শত লোকে বোধিসত্ত্বকে ক্রোড়ে লইবার জন্য বাহু তুলিল, কিন্তু বোধিসত্ত্ব রাজারই বাহুযুগলের উপর অবতরণ করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে উপবেশন করিলেন। রাজা তাঁহাকে ঔপরাজ্যে নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহার জননীকে মহিষী করিলেন। কালক্রমে রাজার যখন মৃত্যু হইল, তখন বোধিসত্ত্ব “মহারাজ কাষ্ঠবাহন” এই উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনারোহণ করিলেন এবং দীর্ঘকাল যথাধর্ম্ম রাজ্য শাসন করিয়া কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তরে চলিয়া গেলেন।

☞ মহাভারত-বর্ণিত দুষ্মন্ত-শকুন্তলার আখ্যায়িকার সহিত এই জাতকের আংশিক সাদৃশ্য বিবেচ্য। মহাভারতেও দেখা যায়, শকুন্তলা পুত্র লইয়াই ভর্ত্তৃদর্শনে গিয়াছিলেন এবং রাজা লোকলজ্জার ভয়ে প্রথমে তাঁহাকে পত্নী বলিয়া স্বীকার করেন নাই; কিন্তু শেষে যখন দৈববাণী দ্বারা সমবেত লোকের সংশয়াপনোদন হইল, তখন রাজা সপুত্রা শকুন্তলাকে গ্রহণ করিলেন। কালিদাস দুর্ব্বাসার শাপদ্বারা রাজার স্মৃতিভ্রংশ ঘটাইয়া এবং গর্ভিণী শকুন্তলাকে তাঁহার নিকট লইয়া গিয়া এক দিকে যেমন রাজাকে কপটাচার হইতে মুক্তি দিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি রাজার পশ্চাত্তাপ, সর্ব্বদমনকে দেখিয়া তাঁহার মনে অপত্য-হীনতাজনিত বিষাদ ইত্যাদির বর্ণনা দ্বারা কাব্যের উৎকর্ষসাধনেরও সুবিধা পাইয়াছেন।

নিগ্রোধমিগ-জাতক

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব হরিণজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহ হেমবর্ণ, শৃঙ্গ রজতবর্ণ, মুখ রক্তকম্বলবর্ণ এবং চক্ষুর্দ্বয় মণিগোলকবৎ উজ্জ্বল ছিল। তাঁহার খুরগুলি যেন

লাক্ষাসংযোগে চিক্কণ হইয়াছিল বলিয়া মনে হইত। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই তাঁহার পুচ্ছ হইয়াছিল চমরী-পুচ্ছের ন্যায়, শরীর হইয়াছিল অশ্বশাবকের শরীরের মত বৃহৎ। তিনি 'ন্যগ্রোধমৃগরাজ' নাম গ্রহণ করিয়া পঞ্চ শত মৃগসহ অরণ্যে বিচরণ করিতেন। অনতিদূরে তাঁহারই ন্যায় হেমবর্ণ আর একটী মৃগেরও পঞ্চ শত অনুচর ছিল। তাহার নাম ছিল 'সাখমৃগ'।

রাজা ব্রহ্মদত্ত অত্যন্ত মৃগয়াসক্ত ছিলেন; মৃগমাংস না পাইলে তাঁহার আহার হইত না। তিনি প্রতিদিন পুরবাসী ও জনপদবাসী বহু প্রজা সঙ্গে লইয়া মৃগয়া করিতে যাইতেন। ইহাতে তাহাদিগের সাংসারিক কাজকর্ম্মের এত ব্যাঘাত হইত যে, শেষে জ্বালাতন হইয়া তাহারা পরামর্শ করিল, "চল ভাই, রাজার উদ্যানে মৃগদিগের আহারার্থ তৃণ রোপণ এবং পানার্থ জলের আয়োজন করি। তাহার পর আমরা বন হইতে মৃগ তাড়াইয়া আনিয়া উদ্যানের ভিতর পূরিব এবং রাজাকে সমস্ত অবরুদ্ধ মৃগ দেখাইয়া দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিব।"

ইহা স্থির করিয়া তাহারা রাজোদ্যানে তৃণ রোপণ ও কূপ, পুষ্করিণী খনন করিল এবং মুদ্গর প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সকলে একসঙ্গে মৃগান্বেষণে বাহির হইল। তাহারা বনে প্রবেশ করিয়া এক যোজন বেষ্টন করিয়া ফেলিল; ন্যগ্রোধমৃগ এবং সাখমৃগ উভয়েরই বিচরণক্ষেত্র ঐ চক্রের মধ্যে পড়িল। অনন্তর বেষ্টনকারীরা মৃগ দেখিতে পাইয়া ভূমির ও বৃক্ষ গুল্ম প্রভৃতির উপর মুদ্গরের আঘাত করিতে লাগিল। ইহাতে মৃগগণ নিতান্ত ভীত হইয়া স্ব স্ব গহনস্থান হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তখন ঐ সকল লোকে তরবারি, শক্তি, ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতি আস্ফালনপূর্ব্বক বিকট শব্দ আরম্ভ করিল এবং মৃগগুলিকে তাড়াইয়া উদ্যানের অভিমুখে লইয়া চলিল। উদ্যানের দ্বার পূর্ব্ব হইতেই উন্মুক্ত ছিল। ভয়বিহ্বল মৃগগুলি উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। তাহার পর লোকে অর্গল দিয়া তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিল।

এইরূপে বহু মৃগ সংগ্রহপূর্ব্বক তাহারা ব্রহ্মদত্তের নিকট গিয়া বলিল, "মহারাজ, আপনি প্রতিদিন মৃগয়ায় গিয়া আমাদের কার্য্যহানি

করেন। আজ আমরা আপনার উদ্যান মৃগপূর্ণ করিয়া রাখিলাম। এখন হইতে ঐ সকল বধ করিয়া ভোজন করুন।"

ব্রহ্মদত্ত উদ্যানে গিয়া দেখিলেন, উহাতে বাস্তবিকই শত শত মৃগ রহিয়াছে। তিনি হেমবর্ণ মৃগ দুইটী দেখিয়া বলিলেন, "তোমাদিগকে অভয় দিলাম; তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে বাস কর।" ইহার পর কোন দিন তাঁহার পাচক, কোন দিন বা তিনি নিজে উদ্যানে গিয়া এক একটী মৃগ শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধনুক দেখিবামাত্র মৃগগণ প্রাণভয়ে ছুটাছুটি করিত, দুই তিন বার আঘাত পাইয়া ক্লান্ত ও অবসন্ন হইত। এইরূপে প্রতিদিনই একটীর স্থলে বহু মৃগ মারা যাইত।

মৃগেরা শেষে বোধিসত্ত্বকে এই ব্যাপার জানাইল। তিনি সাখমৃগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "ভাই, বহু মৃগ অকারণ বিনষ্ট হইতেছে। মরণ অপরিহার্য্য বটে, কিন্তু কাল থেকে কোন মৃগই যেন শরাহত না হয়। আমাদের দুই দল হইতে পর্য্যায়ক্রমে এক এক দিন এক একটী মৃগ স্ব স্ব বারানুসারে 'ধর্ম্মগণ্ডিকার'[১] উপর গ্রীবা স্থাপন করিবে এবং রাজপাচক সেখানে গিয়া উহার শিরশ্ছেদ করিবে। তাহা হইলে যেদিন যে মৃগের বার আসিবে, সেদিন কেবল তাহারই প্রাণ যাইবে; অপর কেহ আহত বা উদ্বিগ্ন হইবে না।" তদবধি এই নিয়মানুসারে কাজ হইতে লাগিল; যে মৃগ ধর্ম্মগণ্ডিকার উপর গ্রীবা রাখিয়া থাকিত, রাজপাচক তাহারই প্রাণ সংহার করিত; অন্য কাহারও উপর কোন উপদ্রব করিত না।

অনন্তর একদিন সাখমৃগের দলভুক্ত এক গর্ভিণী হরিণীর বার উপস্থিত হইল। সে সাখমৃগের নিকট গিয়া বলিল, "প্রভু, আমি এখন সসত্বা; প্রসবের পর আমরা একটী প্রাণীর যায়গায় দুইটী হইব; পালামত উভয়েই প্রাণ দিতে পারিব। অতএব এবার আমায় ছাড়িয়া

[১] ধর্ম্মগণ্ডিকা—The executioner's block; যে কাষ্ঠখণ্ডের উপর হন্তব্য প্রাণীর গ্রীবা রাখিয়া তাহার শিরশ্ছেদ করা হয়। ধর্ম্মের নামে অপরাধীর শিরশ্ছেদ হইত, যজ্ঞার্থে পশুঘাতন হইত। এই জন্য বোধ হয় উক্ত কাষ্ঠখণ্ডের ধর্ম্মগণ্ডিকা নাম হইয়াছিল।

দিতে অনুমতি করুন।" সাখমৃগ উত্তর দিল, "তাহা হইতে পারে না; তোমার অদৃষ্টফল তোমাকেই ভোগ করিতে হইবে, আমি অন্য কাহারও স্কন্ধে তোমার পালা চাপাইতে পারি না। তুমি দূর হও এখান থেকে।" সাখমৃগের কাছে অনুগ্রহ না পাইয়া হরিণী বোধিসত্ত্বের নিকট গেল এবং তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিল। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি দলে ফিরিয়া যাও; যাহাতে এবারকার মত তুমি বার অতিক্রম করিতে পার আমি তাহার উপায় করিতেছি।" অতঃপর তিনি নিজেই পশু-বধক্ষেত্রে গিয়া গণ্ডিকার উপর মস্তক-স্থাপনপূর্ব্বক শুইয়া রহিলেন।

যথাসময়ে পাচক গণ্ডিকার নিকট উপস্থিত হইল। সে বোধিসত্ত্বকে দেখিয়া বিস্মিত হইল, কারণ রাজা তাঁহাকে অভয় দিয়াছিলেন। সে দৌড়াইয়া রাজাকে বলিতে গেল; রাজা শুনিবামাত্র পাত্রমিত্রসহ রথারোহণে সেখানে উপনীত হইলেন এবং বোধিসত্ত্বকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সখে মৃগরাজ! আমি ত তোমায় অভয় দিয়াছি। তবে তুমি কেন গণ্ডিকার উপর মাথা রাখিয়াছ?"

বোধিসত্ত্ব কহিলেন, "মহারাজ, আজ যে মৃগীর বার হইয়াছিল, সে সসত্ত্বা; সে যখন আমার সাহায্য প্রার্থনা করিল, তখন দেখিলাম একের প্রাণ-রক্ষার্থ অন্যের প্রাণ বিনাশ করিতে পারি না। কাজেই ভাবিলাম, নিজের প্রাণ দিয়া তাহার প্রাণ বাঁচাইব—তাহার পরিবর্ত্তে আমিই মরিব। ইহার ভিতর আর কোন কথা নাই, মহারাজ।"

"মৃগরাজ, আজ আপনি যে ক্ষান্তি, মৈত্রী ও দয়ার পরিচয় দিলেন, তাহা ত মানুষের মধ্যেও দেখা যায় না। আপনি উঠুন; আমি প্রসন্নমনে আপনাকে ও সেই মৃগীকে অভয় দিলাম।"

"দুইটী মাত্র মৃগ অভয় পাইল, নরনাথ! অবশিষ্ট মৃগদিগের ভাগ্যে কি হইবে?"

"অবশিষ্ট মৃগদিগকেও অভয় দিলাম।"

"আপনার উদ্যানস্থিত সমস্ত মৃগ নিঃশঙ্ক হইল বটে, কিন্তু অপর মৃগদিগের কি দশা হইবে?

"তাহাদিগকেও অভয় দিলাম।"

"মৃগকুল নিস্তার পাইল বটে, কিন্তু অপর চতুষ্পদদিগের ভাগ্যে কি ঘটিবে ?"

"তাহাদিগকেও অভয় দিলাম।"

"চতুষ্পদ প্রাণিমাত্রের ভয় রহিল না বটে, কিন্তু বিহঙ্গগণের কি গতি হইবে ?"

"বিহঙ্গদিগকেও অভয় দিলাম।"

বিহঙ্গেরা অভয় পাইল বটে, কিন্তু মৎস্যাদি জলচরদিগের কি হইবে ?"

"মৎস্যাদি জলচরদিগকেও অভয় দিলাম।"

এইরূপে রাজার নিকট হইতে সর্ব্ববিধ প্রাণীর জন্য অভয় পাইয়া বোধিসত্ত্ব ধর্ম্মগণ্ডিকা হইতে মস্তক উত্তোলন করিলেন এবং রাজাকে পঞ্চশীল [১] শিক্ষা দিয়া বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! ধর্ম্মপথে চলুন, মাতাপিতা, পুত্রকন্যা, গৃহিসন্ন্যাসী, পৌর-জানপদ, সকলের সহিত যথাধর্ম্ম নিরপেক্ষভাবে চলুন; এইরূপে জীবন যাপন করিলে, যখন দেহত্যাগ করিবেন তখন দেবলোকে যাইতে পারিবেন।" বুদ্ধোচিত গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্যের সহিত রাজাকে এবংবিধ ধর্ম্মোপদেশ দিয়া বোধিসত্ত্ব ঐ উদ্যানে আরও কিয়ৎকাল অবস্থানপূর্ব্বক অনুচরগণসহ অরণ্যে চলিয়া গেলেন।

☞ পরের জন্য প্রাণদান হিন্দু বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের আখ্যায়িকাতেই স্থান পাইয়াছে। পঞ্চতন্ত্রে ক্ষুধার্ত শাকুনিকের তৃপ্তির জন্য কপোতকর্ত্তৃক আত্মদেহ-দানবৃত্তান্ত, জাতকে ও মহাভারতে বর্ণিত শিবি রাজার কাহিনী প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

---

[১] শীল—চরিত্র, চরিত্ররক্ষার উপায়। প্রাণাতিপাত (প্রাণিহত্যা), অদত্তাদান (চৌর্য্য), অব্রহ্মচর্য্য, মৃষাবাদ ও সুরাপান—এই পঞ্চবিধ পাপ হইতে বিরতি পঞ্চশীল। ইহা সকল গৃহীরই পক্ষে রক্ষণীয়। ইহার সঙ্গে বিকাল-ভোজন (অসময়ে আহার) নৃত্যাদিদর্শন ও গন্ধানুলেপন এবং উচ্চাসনাদিতে শয়ন, এই ত্রিবিধ অভ্যাস হইতে বিরতি যোগ করিলে অষ্টশীল হয়। গৃহীরা সময়ে সময়ে অষ্টশীলও পালন করেন। দশশীল বলিলে এই আটটী এবং অর্থসঞ্চয় বুঝায়; দশশীলে নৃত্যাদিদর্শন ও গন্ধানুলেপন হইতে বিরতি পৃথক্ বলিয়া ধরা হয়। কাহারও কাহারও মতে পঞ্চশীলের পর পরনিন্দা, বাক্‌পারুষ্য, প্রলাপ, ব্যাপাদ (অন্যের অনিষ্ট-কামনা) ও মিথ্যাদৃষ্টি—এই পঞ্চপাপের পরিহার যোগ করিলে দশশীল বুঝায়। •

মতকভত্ত-জাতক [১]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে কোন লোকবিখ্যাত ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অধ্যাপক মৃতকভক্ত দিবার অভিপ্রায়ে একটী ছাগ আনয়ন করিয়া শিষ্যদিগকে বলিলেন, "বৎসগণ, ইহাকে লইয়া নদীতে স্নান করাও এবং গলায় মালা পরাইয়া, পঞ্চাঙ্গুলিক [২] দিয়া সাজাইয়া লইয়া আইস।" তাহারা "যে আজ্ঞা" বলিয়া ছাগ লইয়া নদীতে গেল এবং উহাকে স্নান করাইয়া ও সাজাইয়া তীরে রাখিয়া দিল। তখন অতীতজন্মসমূহের বৃত্তান্ত ছাগের মনে পড়িল এবং 'আজই আমার দুঃখের অবসান হইবে' ভাবিয়া সে অতীব হর্ষের সহিত অট্টহাস্য করিয়া উঠিল; কিন্তু পরক্ষণেই 'আহা, আমি এত দিন যে দুঃখভোগ করিলাম, আমার প্রাণবধ করিয়া এই ব্রাহ্মণও অতঃপর সেই দুঃখভোগ করিবে' ইহা ভাবিয়া সে করুণা-পরবশ হইয়া চীৎকার করিয়া কান্দিতে লাগিল। তখন শিষ্যগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই ছাগ, তুমি হাসিবার সময়েও বিকট শব্দ করিলে, কান্দিবার সময়েও বিকট শব্দ করিলে! বল ত, তুমি হাসিলেই বা কেন, কান্দিলেই বা কেন?" ছাগ বলিল, "তোমাদের অধ্যাপকের নিকট গিয়া আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও।"

শিষ্যেরা ছাগ লইয়া অধ্যাপকের নিকট ফিরিযা গেল এবং যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত নিবেদন করিল। তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ নিজেই ছাগকে হাসিবার ও কান্দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ছাগ তখন জাতিস্মর হইয়াছিল। সে বলিল, "দ্বিজবর, এক সময়ে আমিও আপনার মত বেদ-পারদর্শী ব্রাহ্মণ ছিলাম; কিন্তু একবার একটা ছাগ বধ

[১] মৃতকভক্ত; মৃত ব্যক্তিদিগের প্রেতাত্মার তৃপ্তিসাধনার্থ যে খাদ্য উৎসর্গ করা যায়। মাংসাষ্টকা প্রভৃতি শ্রাদ্ধে বহুবিধ মাংস দিবার ব্যবস্থা ছিল। মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায় ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

[২] সিন্দূর, চন্দন বা তদ্রূপ কোন রঞ্জনদ্রব্য হাতে মাখাইয়া যে ছাপ দেওয়া হয় তাহার নাম পঞ্চাঙ্গুলিক বা পাঞ্জা। পূর্ব্বে যে পশু বলি দেওয়া যাইত, সম্ভবতঃ তাহাকেও ঐরূপ সজ্জিত করিবার প্রথা ছিল। এখনও দেখা যায়, বলি দিবার পূর্ব্বে ছাগের কপালে সিন্দূরের দাগ দেওয়া হইয়া থাকে।

করিয়া মৃতকভক্ত দিয়াছিলাম বলিয়া সেই পাপে চারি শত নিরনব্বই বার ছাগজন্ম গ্রহণ করিয়া শিরশ্ছেদ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি। এই আমার পঞ্চশততম ও শেষ জন্ম। এখনই চিরকালের মত দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইব ভাবিয়া আনন্দে হাসিয়াছি। আবার দেখিলাম, আমি ত একটা ছাগ মারিবার ফলে পাঁচ শত বার শিরশ্ছেদ ভোগ করিয়া মুক্ত হইতে চলিলাম; কিন্তু আপনাকে আমার প্রাণবধজনিত পাপে ঠিক এইরূপে পাঁচ শত বার শিরশ্ছেদ-দণ্ড পাইতে হইবে। কাজেই আপনার প্রতি করুণা-পরবশ হইয়া কান্দিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তোমার কোন ভয় নাই; আমি তোমার প্রাণনাশ করিব না।"

"আপনি মারুন আর নাই মারুন, আজ আমার নিস্তার নাই।"

"কোন চিন্তা নাই; আমি তোমার রক্ষার ভার লইব এবং তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া বিচরণ করিব।"

"দ্বিজবর, আপনি রক্ষার যে চেষ্টা করিবেন তাহা দুর্ব্বলা, আর আমার কৃতপাপের শক্তি প্রবলা।"

এইরূপ কথোপকথনের পর ব্রাহ্মণ ছাগকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিলেন এবং 'দেখিব, কে এই ছাগকে মারে' এই সঙ্কল্প করিয়া শিষ্যগণের সহিত উহার সঙ্গে সঙ্গে রহিলেন। ছাগ বন্ধনমুক্ত হইবামাত্র এক খণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরের উপর আরোহণপূর্ব্বক গ্রীবা প্রসারিত করিয়া গুল্মপত্র খাইতে আরম্ভ করিল। ঠিক সেই সময়ে পাষাণের উপর বজ্রপাত হইল। তাহার আঘাতে পাষাণ বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং উহার এক খণ্ড এমন বেগে ছাগের প্রসারিত গ্রীবায় লাগিল যে, তৎক্ষণাৎ তাহার দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল।

এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সেখানে বিস্তর লোক সমবেত হইল। তখন বোধিসত্ত্ব বৃক্ষদেবতা হইয়া সেখানে বাস করিতেছিলেন। দৈব-শক্তি-প্রভাবে তিনি আকাশে পর্য্যঙ্কাসনে উপবেশন করিলেন; সকলে সবিস্ময়ে তাহা দেখিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আহা, এই হতভাগেরা যদি দুষ্ক্রিয়ার ফল জানিতে পারে, তাহা হইলে বোধ

হয় কখনও প্রাণিহিংসা করে না।' অনন্তর তিনি অতি মধুরস্বরে এই সত্য শিক্ষা দিলেন :—

জানে যদি জীব, কি কঠোর দণ্ড
জন্মে জন্মে ভোগ করে
হিংসার কারণ, তবে কি সে কভু
জীবের জীবন হরে ?

এইরূপে সেই মহাসত্ত্ব শ্রোতাদিগের মনে নরকভয় জন্মাইয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া সকলে এত ভীত হইল যে, তদবধি তাহারা প্রাণিহত্যা পরিত্যাগ করিল এবং বোধিসত্ত্বের শিক্ষাবলে সকলে শীলসম্পন্ন হইল। অনন্তর বোধিসত্ত্ব কর্ম্মানুরূপ ফল-ভোগার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন; সেই সকল লোকও আমরণ দানধর্ম্মাদি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অবশেষে দেবনগর পরিপূর্ণ করিল।

☞ বৌদ্ধেরা বৈদিক ক্রিয়াকলাপের, বিশেষতঃ প্রাণিহত্যার বিরোধী। জাতকের বহু আখ্যায়িকায় বেদপন্থীদিগের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি এইরূপ কটাক্ষ দেখা যায়।

মুণিক-জাতক

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব গোজন্মধারণপূর্ব্বক এক গ্রাম্য ভূস্বামীর গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন; তখন তাঁহার নাম ছিল মহালোহিত। ঐ গৃহে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর চুল্ললোহিতও বাস করিত এবং এই দুই সহোদর গৃহস্বামীর সমস্ত ভারবাহন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিত।

উক্ত ভূস্বামীর এক কুমারী কন্যা ছিল। নগরবাসী এক ভদ্রলোক নিজের পুত্রের সহিত তাহার বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিলেন। বিবাহকালে সমাগত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের আহারের আয়োজনে কোন ত্রুটি না হয়, এই জন্য কন্যার মাতাপিতা মুণিক-নামক এক শূকরকে

যবাগূ [১] খাওয়াইয়া পুষ্ট করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া চুল্ললোহিত তাহার অগ্রজকে বলিল, "দেখ দাদা, আমরা দুই ভাই এই গৃহস্থের সমস্ত বোঝা বহিয়া মরি; কিন্তু এত কষ্ট করিয়াও সামান্য ঘাস, বিচালি মাত্র খাইতে পাই; আর এই শূকরের জন্য যবাগূর ব্যবস্থা! ইহাকে এমন উৎকৃষ্ট খাদ্য দিবার কারণ কি, দাদা?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ভাই, এই শূকরের খাদ্য দেখিয়া ঈর্ষ্যা করিও না, কারণ এ এখন মরণ-খাদ্য খাইতেছে। গৃহস্বামীর কন্যার বিবাহে যে সকল লোক নিমন্ত্রিত হইবে, তাহাদিগের রসনেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিবার উদ্দেশ্যেই ইহাকে এত যত্নসহকারে আহার দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। দুই চারিদিন অপেক্ষা কর, দেখিতে পাইবে, যখন নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা আসিতে আরম্ভ করিবে তখন গৃহস্থের লোকজন ইহার চারি পা ধরিয়া টানিতে টানিতে মঞ্চের নিম্নভাগ [২] হইতে লইয়া যাইবে, এবং ইহাকে কাটিয়া কুটিয়া তাহাদিগের আহারার্থ সূপ-ব্যঞ্জনে পরিণত করিবে। অতএব হতভাগ্য মুণিকের আশু সুখ দেখিয়া ঈর্ষ্যান্বিত হইও না।"

ইহার অল্পদিন পরেই নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা সমবেত হইল এবং কন্যাপক্ষের লোক মুণিককে নিহত করিয়া তাহার মাংসে সূপ-ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিল। তখন বোধিসত্ত্ব চুল্ললোহিতকে বলিলেন, "দেখিলে ত মুণিকের দশা! তাহার ভূরিভোজনের পরিণাম প্রত্যক্ষ করিলে ত? আমরা ঘাস, বিচালি ও ভুসি [৩] খাই বটে, কিন্তু ইহা মুণিকের খাদ্য অপেক্ষা শত, সহস্র গুণে উত্তম; ইহাতে আমাদের ক্ষতি হয় না, বরং আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হয়।"

☞ শালুক জাতকেও (২৮৬) এই আখ্যায়িকা পরিবর্ত্তিত আকারে বর্ণিত হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে তথাকথিত ঈষপের বৎসতরী ও ষণ্ডের (The Heifer and the Ox) কথা তুলনীয়। য়িহুদিদিগের সাহিত্যেও (মিদ্রাস্ রব্বা নামক টীকায়) এইরূপ একটী কথা পাওয়া যায়।

---

[১] ৪ ভাগ চাউল ও ৬৪ ভাগ জল মিশাইয়া জ্বাল দিলে যে মণ্ড প্রস্তুত হয় তাহাকে যবাগূ বলা যাইত। বাঙ্গালা 'যাউ' শব্দটী বোধ হয় ইহারই অপভ্রংশ।

[২] মূলে 'হেট্ঠামঞ্চতো' এই পদ আছে। ইহার অর্থ 'মঞ্চের অধোদেশ হইতে।' শূকর-পালকেরা সচরাচর মাচা বান্ধিয়া নিজেরা তাহার উপরে শোয়; শূকরগুলি মঞ্চের নীচে থাকে।

[৩] মূলে 'ভুস' এই পদ আছে; ইহা সংস্কৃত 'বুস' শব্দজাত।

কুলাবক-জাতক [১]

পুরাকালে মগধরাজ নামে এক ব্যক্তি রাজগৃহ নগরে রাজত্ব করিতেন। এখন যিনি শক্র, তিনি যেমন পূর্ব্বজন্মে মগধের অন্তঃপাতী মচল-নামক গ্রামে শরীর পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, সেইরূপ বোধিসত্ত্বও মগধরাজের সময়ে ঐ মচল গ্রামেই এক মহাকুলে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। নামকরণ-সময়ে তাঁহার নাম হইয়াছিল মঘ কুমার; কিন্তু যখন তিনি বড় হইলেন, তখন লোকে তাঁহাকে 'মঘ মাণবক' [২] নামে ডাকিতে লাগিল। তাঁহার মাতাপিতা সমানকুল হইতে এক কন্যা আনয়নপূর্ব্বক তাঁহার সহিত বিবাহ দিলেন। অনন্তর বোধিসত্ত্ব পুত্রকন্যা-পরিবৃত হইয়া অতীব দানশীল হইলেন এবং পঞ্চশীল-পালনে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

মচলগ্রামে কেবল ত্রিশ ঘর লোক বাস করিত। একদিন গ্রামস্থ লোকে কোন গ্রাম্যকর্ম্ম-সমাধানার্থ একস্থানে সমবেত হইল। বোধিসত্ত্ব যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন; তিনি পা দিয়া তথাকার ধূলি সরাইয়া একটু স্থান পরিষ্কার করিয়া লইলেন। কিন্তু অপর এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হইলে বোধিসত্ত্ব তাহাকে নিজের স্থান ছাড়িয়া দিয়া আর একটী স্থান ঐরূপে পরিষ্কার করিয়া লইলেন। এবারও আর এক ব্যক্তি তাঁহার সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। এইরূপে তিনি সমবেত প্রত্যেক লোকেরই সুবিধার জন্য তাহাদের দাঁড়াইবার স্থান পরিষ্কার করিয়া দিলেন।

অতঃপর বোধিসত্ত্ব লোকের সুবিধার জন্য প্রথমে সেখানে একটী মণ্ডপ এবং শেষে উহাও ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া একটী ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেখানে লোকের বসিবার জন্য ফলকাসন এবং পানার্থ জলপূর্ণ ভাণ্ড থাকিত। ক্রমে বোধিসত্ত্বের প্রযত্নে ঐ গ্রামবাসী সমস্ত

[১] কুলাবক=(কুলায়) নীড়; পক্ষিশাবক। এই আখ্যায়িকার একটী গাথার প্রথম শব্দ হইতে সমস্ত জাতকটীরই নাম 'কুলাবক' হইয়াছে।

[২] 'মাণবক' শব্দটী ছেলে মানুষ, ছোকরা প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত; ব্রাহ্মণ বালকেরাও এই নামে অভিহিত হইত। এই অর্থে ইহার সহিত 'বটু' শব্দের কোন প্রভেদ নাই।

পুরুষ তাঁহারই ন্যায় পরোপকার-পরায়ণ হইল; তাহারা পঞ্চশীল-সম্পন্ন হইয়া তাঁহার সঙ্গে সৎকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিল। তাহারা প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিত, বাশী, কুঠার, মুদ্গর প্রভৃতি হস্তে লইয়া বাহির হইত, রাজপথের চতুষ্কে চতুষ্কে যে সকল ইট-পাথর দেখিতে পাইত সেগুলি মুষলের আঘাতে চূর্ণ করিত, রাস্তার ধারে কোন গাছে গাড়ীর চাকা আটকাইয়া যাইতেছে দেখিলে তাহা কাটিয়া দিত, অসমান স্থান সমান করিত, সেতু প্রস্তুত করিত, পুষ্করিণী খনন করিত, ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিত, দানাদি পুণ্যকর্ম্ম করিত, এবং বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারে শীলব্রত পালন করিত।[১]

একদিন গ্রামের মণ্ডল চিন্তা করিতে লাগিল, 'যখন এই সকল লোকে মদ খাইয়া মারামারি কাটাকাটি করিত, তখন মদের শুল্কে[২] এবং লোকের যে অর্থদণ্ড হইত তদ্দারা আমার বেশ আয় হইত। কিন্তু এখন এই মঘ মাণবক ইহাদিগকে শীলব্রত শিক্ষা দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া নরহত্যা প্রভৃতি অপরাধ উঠিয়া গিয়াছে।' এই ভাবিতে ভাবিতে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি ইহাদিগকে শীলব্রত দেখাইতেছি।"

অনন্তর ঐ মণ্ডল রাজার নিকট গিয়া বলিল, "মহারাজ, গ্রামে একদল ডাকাত জুটিয়াছে; তাহারা লুঠপাট ও অন্যান্য উপদ্রব করিয়া বেড়াইতেছে।" রাজা বলিলেন, "তাহাদিগকে ধরিয়া আন।" তখন সে বোধিসত্ত্ব ও তাঁহার অনুচরদিগকে বন্দী করিয়া রাজার নিকট উপনীত হইল। রাজা কিছুমাত্র অনুসন্ধান না করিয়া আদেশ দিলেন, "ইহাদিগকে হস্তিপদতলে মর্দ্দিত কর।"

রাজভৃত্যেরা বন্দীদিগকে প্রাসাদের পুরোবর্ত্তী প্রাঙ্গণে লইয়া গেল এবং সেখানে তাহাদের হাত পা বান্ধিয়া ভূমিতে ফেলিয়া রাখিল।

[১] এই অংশে প্রাচীন পল্লীসমিতির একটী সুন্দর চিত্র দেখা যায়। এখন আমরা ইহারই অনুকরণে গ্রামসংস্কারের চেষ্টা করিতেছি।

[২] মূলে 'চাটি কহাপণ' আছে। 'চাটি কহাপণ' অর্থাৎ প্রতি ভাণ্ডের উপর যে শুল্ক গৃহীত হইত। 'চাটি' শব্দ হইতে প্রাদেশিক বাঙ্গালায় 'চাড়ি' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

অনন্তর তাহারা হাতী আনিতে পাঠাইল। বোধিসত্ত্ব তাঁহার সঙ্গীদিগকে বলিতে লাগিলেন, " ভ্রাতৃগণ, শীলব্রতের কথা ভুলিও না; পিশুনকারক, [১] রাজা ও হস্তী সকলেই আমাদের নিকট আত্মবৎ প্রীতির পাত্র, এই কথা মনে রাখিও।" [২]

এ দিকে তাঁহাদিগকে মর্দ্দিত করিবার জন্য হস্তী আনীত হইল; কিন্তু মাহুত পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়াও উহাকে বন্দীদিগের নিকটে লইতে পারিল না; হস্তী বন্দীদিগকে দেখিবামাত্রই বিকট রব করিতে করিতে পলায়ন করিল। তাহার পর একটা একটা করিয়া আরও হাতী আনা হইল, কিন্তু তাহারাও পলাইয়া গেল। রাজা ভাবিলেন, বন্দীদিগের নিকট হয় ত এমন কোন ঔষধ আছে, যাহার গন্ধে হাতীগুলা উহাদের কাছে যাইতে পারিতেছে না। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া কাহারও নিকট কোন ঔষধ পাওয়া গেল না। তখন রাজার মনে হইল, সম্ভবতঃ ইহারা কোন মন্ত্র প্রয়োগ করিতেছে। তিনি ভৃত্যদিগকে বলিলেন, " জিজ্ঞাসা কর ত, ইহারা কোন মন্ত্র প্রয়োগ করিতেছে কি না।" ভৃত্যেরা জিজ্ঞাসা করিলে বোধিসত্ত্ব বলিলেন, " হাঁ, আমরা মন্ত্র প্রয়োগ করি বটে।" ভৃত্যেরা রাজাকে এই কথা জানাইলে তিনি বন্দীদিগকে নিকটে আনাইয়া বলিলেন, " কি মন্ত্র জান, বল।"

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, " মহারাজ, আমরা অন্য কোন মন্ত্র জানি না। তবে আমরা এই ত্রিশ জন লোক প্রাণিহত্যা করি না; কেহ কোন দ্রব্য না দিলে তাহা গ্রহণ করি না; কুপথে চলি না; মিথ্যা কথা বলি না; সুরা পান করি না; আমরা সর্ব্বভূতে মৈত্রী প্রদর্শন করি, যথাসাধ্য দান করি, অসমান পথ সমান করিয়া দিই, পুষ্করিণী খনন করি, এবং ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করি। ইহাই আমাদের মন্ত্র, ইহাই আমাদের কবচ, ইহাই আমাদের বল।

এই কথা শুনিয়া রাজা অতিমাত্র প্রসন্ন হইলেন। তিনি ঐ পিশুনকারকের গৃহের সমস্ত সম্পত্তি বোধিসত্ত্ব ও তাঁহার অনুচরদিগকে দান

[১] যে ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া কাহারও নিন্দা করে বা কাহারও নামে মিথ্যা অভিযোগ করে।

[২] ইহারই নাম প্রকৃত অহিংসানীতি।

করিলেন এবং উহাকে তাঁহাদের দাসত্বে নিয়োজিত করিলেন। তাঁহাদিগকে মর্দ্দিত করিবার জন্য প্রথম যে হস্তী আনীত হইয়াছিল এবং তাঁহারা যে গ্রামে বাস করিতেন, সে সমস্তও রাজার আদেশে তাঁহাদিগকে প্রদত্ত হইল।

লোসক-জাতক [১]

পুরাকালে সম্যক্‌সম্বুদ্ধ কাশ্যপের[২] সময়ে কোন গ্রামে স্বভাবতঃ শীলবান্ ও অন্তদৃষ্টিপরায়ণ এক স্থবির বাস করিতেন। ঐ গ্রামের ভূস্বামী তাঁহার ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন অন্যত্র এক ক্ষীণাস্রব অর্হন্[৩] ছিলেন; তিনি সঙ্ঘস্থ সমস্ত ভিক্ষুর সহিত সমভাবে বাস করিতেন, 'আমি প্রধান' কখনও এরূপ ভাবিতেন না। একদিন এই মহাত্মা উল্লিখিত ধর্ম্মনিষ্ঠ ভূস্বামীর আলয়ে উপস্থিত হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও তিনি ঐ গ্রামে পদার্পণ করেন নাই। তাঁহার আর্য্যজনোচিত চাল-চলন দেখিয়া ভূস্বামী এত মুগ্ধ হইলেন যে, তাঁহার

১ লোসকতিস্‌স-নামক এক স্থবিরকে লক্ষ্য করিয়া এই আখ্যায়িকা কথিত হইয়াছিল।

২ ইনি গৌতমের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধ। "বুদ্ধ" বলিলে অসীম ও অমোঘজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে বুঝায়। তিনি সংসারার্ণবের কাণ্ডারী এবং নির্ব্বাণদাতা। বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির জন্য তাঁহাকে কোটিকল্পকাল জন্মজন্মান্তর গ্রহণ করিয়া শীলাদি রক্ষাপূর্ব্বক চরিত্রের চরমোৎকর্ষ সাধন করিতে হয়। শেষে বুদ্ধরূপে আবির্ভূত হইয়া তিনি ধর্ম্মচক্রের প্রবর্ত্তন করেন; জনসাধারণ তাঁহার শাসনানুসারে পরিচালিত হয়। মৃত্যুর পর বুদ্ধের আর অস্তিত্ব থাকে না; তিনি পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন; কাল-সহকারে লোকে তাঁহার শাসনও ভুলিয়া যায়। তখন আবার নূতন বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে। এইরূপে যুগে যুগে বহু বুদ্ধের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে এবং হইবে। বৌদ্ধ মতে গৌতমের পূর্ব্ববর্ত্তী চব্বিশ জন বুদ্ধের নাম এই:—দীপঙ্কর, কৌণ্ডিন্য, মঙ্গল, সুমনা, রেবত, শোভিত, অনবমদর্শী, পদ্ম, নারদ, পদ্মোত্তম, সুমেধা, সুজাত, প্রিয়দর্শী, অর্থদর্শী, ধর্ম্মদর্শী, সিদ্ধার্থ, তিষ্য, পুষ্য, বিদর্শী, শিখী, বিশ্বভূ, ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি ও কাশ্যপ। অতঃপর যে বুদ্ধের আবির্ভাব হইবে, তাঁহার নাম মৈত্রেয়।

৩ কাম, ভব ও অবিদ্যা এই তিনটী আস্রব। আস্রবের ক্ষয় হইলে ভিক্ষুরা অর্হন্ নামে অভিহিত হন। অর্হনেরা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন; তাঁহাদিগকে আর শরীর পরিগ্রহ করিতে হয় না।

হস্ত হইতে সসম্মানে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেলেন এবং আহারগ্রহণার্থ অনুরোধ করিলেন। অনন্তর তাঁহার মুখে কিয়ৎক্ষণমাত্র ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া ভূস্বামী বলিলেন, "প্রভু, দয়া করিয়া এই গ্রামের প্রান্তে আমাদের যে বিহার আছে সেখানে গিয়া বিশ্রাম করুন; আমি অপরাহ্ণে আপনার সহিত দেখা করিব।" অর্হন্ তাহাই করিলেন এবং বিহারবাসী স্থবিরকে নমস্কার ও অভিবাদনপূর্ব্বক অতি শিষ্টভাবে আসন গ্রহণ করিলেন। স্থবিরও পরম সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং আহার হইয়াছে কি না জানিতে চাহিলেন। অর্হন্ বলিলেন, "হাঁ, আহার হইয়াছে।" "কোথায় আহার করিলেন?" "পার্শ্ববর্ত্তী এই গ্রামেই—ভূস্বামীর গৃহে।" অনন্তর আগন্তুক কোথায় অবস্থিতি করিবেন জিজ্ঞাসা করিলেন; নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে প্রবেশপূর্ব্বক যথাস্থানে ভিক্ষাপাত্র ও চীবর রাখিলেন এবং আসনগ্রহণান্তে ধ্যানমগ্ন হইয়া অন্তর্দৃষ্টি ও চতুর্মার্গফলপ্রাপ্তিজনিত[১] আনন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন।

বেলাবসানে ভূস্বামী ভৃত্যগণসহ গন্ধ, মাল্য ও সতৈল প্রদীপ লইয়া বিহারে উপনীত হইলেন এবং বিহারবাসী স্থবিরকে প্রণিপাতপূর্ব্বক

[১] বৌদ্ধেরা নির্ব্বাণলাভের চারিটী মার্গ অর্থাৎ উপায় নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন:—সোতাপত্তিমগ্‌গ, সকদাগামিমগ্‌গ, অনাগামিমগ্‌গ, অরহত্তমগ্‌গ। পালি ভাষায় শ বা ষ নাই, কাজেই 'সোতাপত্তি' বা 'শোতাপত্তি' তাহা নির্ণয় করা কঠিন। 'স্রোতাপত্তি' (স্রোতস্+আপত্তি) শব্দ 'পৃষোদরাদি' সূত্র দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারে; 'শোতাপত্তি' শব্দ (শ্রোতৃ+আপত্তি) শ্রোত্রাপত্তি শব্দের অপভ্রংশ। প্রথম ব্যুৎপত্তি ধরিলে যিনি বুদ্ধ-শাসনরূপ স্রোতে প্রবেশ করিয়াছেন এবং পরিণামে তাহারই সাহায্যে নির্ব্বাণ-সমুদ্রে উপনীত হইবেন, এরূপ ব্যক্তিকে বুঝাইবে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় যিনি ধর্ম্ম-দেশন শ্রবণ করিয়া তাহাতে নিহিত-শ্রদ্ধ হইয়াছেন তাঁহাকে বুঝাইবে। বলা বাহুল্য যে উভয় ব্যাখ্যাতেই চরম অর্থ একরূপ। সোতাপন্নগণ সাতবার জন্মগ্রহণ করিবার পর কর্ম্মপাশমুক্ত হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করেন। সকৃদাগামিগণ একবার মাত্র জন্মগ্রহণ করেন। অনাগামিগণ আর কামলোকে জন্মেন না, ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত হইয়া সেখান হইতে নির্ব্বাণ লাভ করেন। অর্হনেরা সর্ব্বোপরি—তাঁহাদের সমস্ত কামনার নিবৃত্তি হইয়াছে; তাঁহারা দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই নির্ব্বাণ লাভ করেন। বৌদ্ধমতে এই অধঃপতিত যুগে অর্হত্ত্ব-লাভ অসম্ভব। উক্ত চারি শ্রেণীর লোকের পক্ষেই প্রথমে মার্গলাভ, পরে তাহার ফলপ্রাপ্তি। মার্গচারিটীর বহিঃস্থ ব্যক্তিরা "পৃথগ্‌জন' নামে বিদিত। যাহারা কর্ম্মফল মানে, তাহারা কল্যাণ-পৃথগ্‌জন; যাহারা মানে না, তাহারা অন্ধ-পৃথগ্‌জন।

জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ এখানে এক অর্হনের অতিথি হইবার কথা ছিল ; তিনি আসিয়াছেন কি ?" স্থবির বলিলেন, "হাঁ, তিনি আসিয়াছেন।" "তিনি কোথায় ?" "অমুক প্রকোষ্ঠে।" তাহা শুনিয়া ভূস্বামী অর্হনের নিকট গেলেন, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন এবং ধর্ম্মকথা শুনিলেন। শেষে সন্ধ্যার পর যখন ঠাণ্ডা হইল, তখন তিনি চৈত্যে ও বোধিদ্রুমে পূজা দিলেন, প্রদীপ জ্বালিলেন এবং অর্হন্ ও স্থবির উভয়কেই পরদিন ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

বিহারবাসী স্থবির ভাবিলেন, 'ভূস্বামী দেখিতেছি আমার হাতছাড়া হইয়া যাইতেছেন। যদি এই অর্হন্ এখানে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে তিনি আর আমাকে মানুষের মধ্যে গণিবেন না।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি মনে মনে বড় অসন্তুষ্ট হইলেন এবং যাহাতে আগন্তুক ঐ বিহারে চিরদিন বাস করিবার সঙ্কল্প না করেন, তাহার উপায় দেখিতে লাগিলেন। উপস্থান-সময়ে অর্হন্ যখন তাঁহাকে আসিয়া অভিবাদন করিলেন, তখন স্থবির তাঁহার সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিলেন না। আগন্তুক তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া ভাবিলেন, 'এই স্থবির বুঝিতে পারিতেছেন না যে, ভূস্বামীর নিকট বা ভিক্ষুসঙ্ঘে ইঁহার যে প্রতিপত্তি আছে, আমি কখনই তাহার অন্তরায় হইব না।' অনন্তর তিনি প্রকোষ্ঠে প্রতিগমনপূর্ব্বক ধ্যানস্থ হইয়া অন্তর্দৃষ্টি ও চতুর্মার্গ-ফলপ্রাপ্তি-জনিত সুখসুধা পান করিতে লাগিলেন।

প্রভাত হইলে বিহারবাসী স্থবির হস্তের অঙ্গুলিগুলি ঈষৎ গুটাইয়া আস্তে আস্তে কাঁসরে ঘা দিলেন এবং নখপৃষ্ঠ দ্বারা দ্বারে আঘাত করিয়া একাকী ভূস্বামি-গৃহে চলিয়া গেলেন।[১] ভূস্বামী তাঁহার হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র-গ্রহণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আগন্তুক কোথায় ?"

[১] বিহারস্থ ভিক্ষুদিগকে যথাসময়ে প্রবুদ্ধ করিবার নিমিত্ত কাঁসর বাজাইবার ও দ্বারে আঘাত করিবার ব্যবস্থা ছিল। আশ্রমবাসী স্থবিরের ইচ্ছা নয় যে, অর্হন্ জাগরিত হন, অথচ বিহারের নিয়ম পালন না করিলেও চলে না, এই জন্য তিনি যথাসম্ভব নিঃশব্দে কাঁসর বাজাইয়া ও দ্বারে আঘাত করিয়া দুই দিক্ই রক্ষা করিলেন।

স্থবির বলিলেন, "আমি আপনার বন্ধুর[১] কোন সংবাদ রাখি না। আমি কাঁসর বাজাইলাম, দরজায় ঘা দিলাম কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে জাগাইতে পারিলাম না। বোধ হইতেছে, কল্য তিনি এখানে যে সমস্ত চর্ব্ব্যচূষ্য উদরস্থ করিয়াছিলেন, তাহা এখনও জীর্ণ করিতে পারেন নাই; কাজেই এত বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রাক্রান্ত রহিয়াছেন। এরূপ লোকের প্রীতিসাধন করিতে পারিলেই, দেখিতেছি, আপনি নিজেও প্রীতি লাভ করেন।"

এদিকে সেই অর্হন্ ভিক্ষাচর্য্যাকাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া স্নানান্তে বেশ পরিবর্ত্তন করিলেন এবং ভিক্ষাপাত্র ও চীবরসহ আকাশপথে অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

ভূস্বামী বিহারবাসী স্থবিরকে ঘৃত, মধু, শর্করা ও ঘৃতমিশ্রিত পরমান্ন ভোজন করাইলেন এবং সুগন্ধি চূর্ণ দ্বারা তাঁহার পাত্র-পরিষ্কারপূর্ব্বক পুনরায় উহা পায়সপূর্ণ করিয়া বলিলেন, " মহাশয়, বোধ হয় অর্হন্ পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন; আপনি তাঁহার জন্য এই পায়স লইয়া যান।" স্থবির কোন আপত্তি না করিয়া উহা হাতে লইলেন এবং চলিবার সময়ে ভাবিতে লাগিলেন, 'এই অর্হন্ যদি একবার এই পরমান্নের আস্বাদ পান, তাহা হইলে গলাধাক্কা খাইলেও এস্থান পরিত্যাগ করিবেন না। কিন্তু কি করিয়াই বা ইঁহাকে তাড়াইতে পারা যায়? এই পায়স যদি অপর কাহাকেও খাইতে দি, তাহা হইলে কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে; জলে ঢালিয়া ফেলিলে উপরে ঘি ভাসিয়া উঠিবে; ভূমিতে নিক্ষেপ করিলে দেশশুদ্ধ কাক জুটিয়া ব্যাপারটা জানাইবে।' মনে মনে এইরূপ তোলপাড় করিতে করিতে কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি এক দগ্ধক্ষেত্র দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি উহার এক প্রান্তে অঙ্গার রাশীকৃত করিয়া তন্মধ্যে ঐ পায়স ঢালিয়া দিলেন এবং তদুপরি আরও অঙ্গার চাপা দিয়া বিহারে ফিরিয়া গেলেন। সেখানে অর্হন্‌কে দেখিতে না পাইয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন,

[১] মূলে 'কুলুপক' (কুলোপক) পদ আছে। যে ভিক্ষু সচরাচর ভিক্ষার্থ কোন গৃহস্থের বাড়ীতে যান তাঁহাকে সেই গৃহস্থের কুলুপক বলা হয়। ইহা হইতে, বিশিষ্ট পরিচিত ব্যক্তি বা বন্ধু, এই অর্থও ধরা যাইতে পারে •

ঐ মহাত্মা নিশ্চয় তাঁহার মনের ভাব জানিতে পারিয়াই আপনা হইতে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন।

তখন, "হায়, উদরের জন্য কি পাপ করিলাম!" বলিয়া তিনি আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এরূপ অনুতাপ জন্মিল যে, অল্পদিনের মধ্যেই তিনি প্রেতবৎ অস্থিচর্ম্মসার হইলেন এবং মৃত্যুর পর নিরয়গমন-পূর্ব্বক শতসহস্র বৎসর যন্ত্রণা ভোগ করিলেন। অনন্তর সেই পরিপক্ক পাপফলে তিনি পঞ্চশতবার উপর্য্যুপরি যক্ষযোনি লাভ করিলেন। ঐ সকল জন্মে তিনি কেবল এক একবার উদর পূর্ণ করিয়া গর্ভমল ভক্ষণ করিয়াছিলেন; জীবনের অবশিষ্ট কালে কোন দিনই তাঁহার ভাগ্যে পর্য্যাপ্ত আহার জুটে নাই। ইহার পর তাঁহাকে আবার পঞ্চশতবার কুক্কুররূপে জন্মিতে হইয়াছিল। কুক্কুরজন্মেও প্রতিবার তিনি একদিন মাত্র বান্ত অন্নে উদর পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কুক্কুরলীলাবসানে তিনি পুনর্ব্বার নরত্ব লাভ করিয়া কাশীরাজ্যে এক ভিক্ষুকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন এবং 'মিত্রবিন্দক' এই নামে অভিহিত হন। মিত্রবিন্দকের অদৃষ্টদোষে সেই দুর্গত পরিবারের দুর্গতি শতগুণে বর্দ্ধিত হয়; কাজেই দেহধারণের জন্য তাঁহার ভাগ্যে কাঞ্জিক ভিন্ন আর কিছু জুটিত না। তাহাও এত অল্প পরিমাণে পাওয়া যাইত, যে কোন দিনই উদরস্থ খাদ্য নাভির উপরে উঠিত না। তাঁহার মাতাপিতা আর ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া এক দিন তাঁহাকে "দূর হ, কালকর্ণী"[১] বলিয়া প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

এই সময়ে বোধিসত্ত্ব বারাণসী নগরের একজন দেশবিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন; পঞ্চশত শিষ্য তাঁহার নিকট শিল্প শিক্ষা করিত। বারাণসী-বাসীদিগের মধ্যে প্রথা ছিল যে তাঁহারা দরিদ্র বালকদিগের ভরণপোষণ ও শিক্ষাবিধানের ব্যবস্থা করিতেন। পিতৃপরিত্যক্ত মিত্রবিন্দক যখন ঘুরিতে ঘুরিতে বারাণসীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি এই প্রথার মাহাত্ম্যে বোধিসত্ত্বের নিকট[২] বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন।

১ কালকর্ণী—অলক্ষ্মী, অপেয়ে।

২ মূলে 'পুঞ্ঞ শিপ্পং সিক্খতি' আছে। পুণ্য শিল্প বলিলে বোধ হয়, যে বিদ্যা কোনরূপ পারিশ্রমিক না লইয়া কেবল পুণ্যার্জ্জনের উদ্দেশ্যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাই বুঝায়। এরূপ ছাত্র ইংরাজীতে (Charity

কিন্তু মিত্রবিন্দকের প্রকৃতি অতি পরুষ ও দুর্দ্দান্ত ছিল; তিনি সর্ব্বদা সহাধ্যায়ীদিগের সহিত মারামারি করিতেন, দণ্ডভর্ৎসনায় ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। এরূপ ছাত্র থাকায় বোধিসত্ত্বের পাঠশালার নিন্দা হইল, তাঁহার আয়ও কমিল। এ দিকে মিত্রবিন্দক বালকদিগের সহিত বিবাদ করিয়া এবং গুরূপদেশ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া শেষে একদিন পলায়ন করিলেন এবং নানাস্থানে বিচরণ করিতে করিতে এক প্রত্যন্ত গ্রামে [১] উপনীত হইলেন। সেখানে তিনি মজুর খাটিয়া দিনপাত করিতে লাগিলেন এবং এক অতি দরিদ্রা নারীর পাণিগ্রহণ করিলেন। এই স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার দুইটী সন্তান জন্মিল।

অতঃপর গ্রামবাসীরা সুশাসন কাহাকে বলে, [২] দুঃশাসন কাহাকে বলে, ইহা ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত মিত্রবিন্দককে শিক্ষক নিযুক্ত করিল। তাহারা তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বেতনের ব্যবস্থা করিল এবং গ্রামদ্বারে একখানি কুটীরে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল। কিন্তু মিত্রবিন্দক সেখানে বাস করিতেছেন, এই একমাত্র কারণে গ্রামবাসীরা অচিরে রাজার কোপভাজন হইল এবং একবার নয়, দুইবার নয়, সাতবার রাজদণ্ড ভোগ করিল। তাহাদের গৃহগুলিও সাতবার ভস্মীভূত হইল এবং জলাশয়গুলি সাতবার শুকাইয়া গেল।

তখন তাহারা চিন্তা করিতে লাগিল, ' মিত্রবিন্দকের আগমনের পূর্ব্বে ত এমন ঘটে নাই; কিন্তু তিনি আসিয়াছেন অবধি আমাদের নিত্য নূতন বিপদ্ ঘটিতেছে।" এই সিদ্ধান্ত করিয়া তাহারা মিত্রবিন্দককে লগুড়প্রহারে গ্রাম হইতে দূর করিয়া দিল। মিত্রবিন্দক সপরিবারে বিচরণ করিতে করিতে এক রাক্ষসসেবিত বনে উপনীত হইলেন। সেখানে রাক্ষসেরা তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রদ্বয়কে মারিয়া খাইল; তিনি নিজে পলায়নপূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করিলেন এবং বহুস্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে

scholar) বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। তাহার ব্যয়ভার তাহার আত্মীয়-স্বজন বহন করে না, দান-ভাণ্ডার হইতে প্রদত্ত হয়। মিত্রবিন্দকের শিক্ষাবিধানের ব্যবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে অনাথাশ্রম অবিদিত ছিল না।

১ রাজ্যের সীমাসন্নিহিত গ্রাম (Frontier village)।

২ শাসন অর্থাৎ ধর্ম্ম।

সাগরতীরবর্ত্তী গম্ভীর-নামক পত্তনে উপনীত হইলেন। সে দিন ঐ পত্তন হইতে একখানি অর্ণবপোত ছাড়িবার উদ্যোগ করিতেছিল। মিত্রবিন্দক উহার একজন কর্ম্মচারী হইয়া পোতে আরোহণ করিলেন। পোত-খানি পত্তন ছাড়িবার পর সপ্তাহকাল বেশ চলিল; কিন্তু তাহার পর সাগরবক্ষে এমন নিশ্চল হইয়া রহিল যে, বোধ হইল যেন উহা কোন মগ্ন শৈলে প্রতিহত হইয়া অবরুদ্ধ হইয়াছে। কোন কালকর্ণীর অদৃষ্ট-দোষে এরূপ দুর্দ্দৈব-সংঘটন হইয়াছে নিশ্চয় করিয়া পোতারোহিগণ, সেই কালকর্ণী কে, তাহা জানিবার জন্য গুটিকাপাত[১] করিল। গুটিকাপাতে সাত বারই মিত্রবিন্দকের নাম উঠিল। তখন তাহারা মিত্র-বিন্দককে এক আটি বাঁশ দিল এবং তাঁহাকে হাত ধরিয়া সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিল। পর মুহূর্ত্তেই পোতখানি নির্ব্বিঘ্নে চলিতে লাগিল।

মিত্রবিন্দক অতিকষ্টে বাঁশের আটিতে চড়িয়া বসিলেন এবং তরঙ্গের সঙ্গে ভাসিয়া চলিলেন। সম্যক্‌সম্বুদ্ধ কাশ্যপের সময়ে শীলাদি পালন করিয়া তিনি যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন, এখন তাহারই প্রভাবে তিনি সমুদ্রবক্ষে এক স্ফটিক-বিমানে[২] চারি জন দেবকন্যা দেখিতে পাইয়া তাহাদের সহিত এক সপ্তাহ সুখে বাস করিলেন। বিমানবাসী প্রেতেরা পর্য্যায়ক্রমে সপ্তাহকাল সুখ ও সপ্তাহকাল দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে; কাজেই সপ্তাহান্তে তাহাদিগকে দুঃখ ভোগার্থ অন্যত্র গমন করিতে হইল। তাহারা মিত্রবিন্দককে বলিয়া গেল, "আমরা প্রতিগমন না করা পর্য্যন্ত

[১] ঠিক গুটিকাপাত নহে; ইহা এক প্রকার কাষ্ঠশলাকা-দ্বারা সম্পাদিত হইত। বাইবলে দেখা যায় (Jonah, ১ম অধ্যায়), জোনা যে জাহাজে ছিলেন, তাহা ঝটিকাক্রান্ত হইলে, আরোহীদিগের মধ্যে কাহার অদৃষ্টদোষে এই বিপত্তি ঘটিয়াছে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য নাবিকেরা গুটিকাপাত করিয়াছিল এবং যখন জোনাকেই দোষী বলিয়া জানিতে পারিয়াছিল, তখন তাঁহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিল। মিত্রবিন্দকের সঙ্গে বাঁশের আটি ফেলা হইয়াছিল; কিন্তু জোনার সম্বন্ধে সেরূপ কোন ব্যবস্থা হয় নাই। একটা মহাকায় মৎস্য তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছিল এবং তিনি সেই মৎস্যের উদরে থাকিয়া মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

[২] বিমান বলিলে দেবরথ এবং সপ্তভুমিক দেবনিকেতন, উভয়ই বুঝায়। ইহা স্বয়ংগতি। রাবণের বিমান পুষ্পক-নামে প্রসিদ্ধ। এখানে যে সকল দেবকন্যার উল্লেখ দেখা যায়, তাহারা প্রেতভাবাপন্না মায়াবিনী-বিশেষ।

তুমি এইখানে অবস্থিতি কর।” কিন্তু তাহারা প্রস্থান করিবামাত্রই মিত্রবিন্দক বাঁশের আটিতে চড়িয়া এক রজত-বিমানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে আট জন দেবকন্যা দেখিতে পাইলেন। অনন্তর সেখান হইতেও যাত্রা করিয়া তিনি অগ্রে মণিময় বিমানে ষোল জন এবং পরে কাঞ্চনময় বিমানে বত্রিশ জন দেবকন্যা নয়নগোচর করিলেন। কিন্তু তাহাদের কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া তিনি আরও অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং পরিশেষে দ্বীপপুঞ্জমধ্যস্থ এক যক্ষপুরীতে উপনীত হইলেন। সেখানে এক যক্ষী ছাগীর দেহ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছিল। মিত্রবিন্দক তাহাকে যক্ষী বলিয়া চিনিতে পারিলেন না, ছাগী ভাবিয়া মাংসলোভে মারিবার আশায় তাহার পা ধরিয়া ফেলিলেন। সে যক্ষী-সুলভ প্রভাববলে তাঁহাকে এমন বেগে উৎক্ষেপণ করিল যে, তিনি আকাশমার্গে সমুদ্র পার হইয়া ঘূরিতে ঘূরিতে বারাণসী নগরের কণ্টক-সমাকীর্ণ এক পরিখাপৃষ্ঠের উপর গিয়া পড়িলেন এবং সেখান হইতে গড়াইতে গড়াইতে ভূতলে গিয়া থামিলেন।

ঐ পরিখার নিকট রাজার ছাগল চরিত। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন তস্করেরা সুবিধা পাইলেই উহাদিগের দুই একটী অপহরণ করিত। কাজেই ছাগপালকেরা চোর ধরিবার নিমিত্ত প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিত।

মিত্রবিন্দক উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ঐ সমস্ত ছাগ দেখিতে পাইয়া ভাবিলেন ‘সমুদ্র-গর্ভস্থ দ্বীপে একটা ছাগীর পা ধরিয়াছিলাম বলিয়া নিক্ষিপ্ত হইয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছি; হয় ত ইহাদের একটার পা ধরিলে পুনর্ব্বার নিক্ষিপ্ত হইয়া সেই বিমানবাসিনী দেবকন্যাদিগের নিকট গিয়া পড়িব।’ এইরূপ অসম্বন্ধ চিন্তা করিয়া তিনি একটা ছাগীর পা ধরিলেন; ছাগীটা ভ্যা ভ্যা করিয়া উঠিল; অমনি চারিদিক্ হইতে ছাগপালকেরা ছুটিয়া আসিল এবং “ব্যাটা, এত কাল চুরি করিয়া রাজার ছাগল খাইয়াছ” বলিয়া তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিল ও মারিতে মারিতে রাজার নিকট লইয়া চলিল।

এমন সময় বোধিসত্ত্ব পঞ্চশত ব্রাহ্মণশিষ্যপরিবৃত হইয়া স্নানার্থ নগরের বাহির হইতেছিলেন। তিনি দেখিবামাত্রই মিত্রবিন্দককে চিনিতে

পারিলেন এবং ছাগপালকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে বাপুসকল, এ ব্যক্তি যে আমার শিষ্য ; তোমরা ইহাকে ধরিয়াছ কেন ?" তাহারা বলিল, "ঠাকুর, এ ব্যাটা চোর, একটা ছাগলের পা ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল, এমন সময় ধরা পড়িয়াছে।" "আচ্ছা, ইহাকে আমায় দাও না কেন ? এ আমার দাস হইয়া থাকিবে।" "বেশ কথা, তাহাতে আপত্তি কি ?" বলিয়া তাহারা মিত্রবিন্দককে বোধিসত্ত্বের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। তখন বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিত্রবিন্দক, তুমি এত দিন কোথায় ছিলে ?" মিত্রবিন্দক তাঁহার নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "হিতৈষীদিগের উপদেশ না শুনিয়াই এ হতভাগ্যের এইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে।"

☞ দিব্যাবদানে মিত্রবিন্দকের নাম মৈত্রকন্যক। মিত্রবিন্দকের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের সহিত হোমার-বর্ণিত ওডিসিয়ুসের এবং আরবদেশীয় নৈশ উপাখ্যানাবলী-বর্ণিত সিন্দবাদের আখ্যায়িকার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখা যায়। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মিত্রবিন্দকের কথাই উল্লিখিত আখ্যায়িকাদ্বয়ের বীজ-স্বরূপ ; তৎপরিদৃষ্ট দেবকন্যাগণ হোমার-বর্ণিত Circe, Siren, Calypso প্রভৃতি মায়াবিনীদিগের আদি-প্রকৃতি। সিন্দবাদ যেরূপে বহু বার সমুদ্রে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং এক এক বার এক এক রূপ বিপদে পতিত হইয়াছিলেন, মিত্রবিন্দকের সম্বন্ধেও সেইরূপ বর্ণনা দেখা যায়। জাতকের আরও কয়েকটী আখ্যায়িকায় মিত্রবিন্দকের কথা আছে। তন্মধ্যে চতুর্দ্বার-জাতক (৪৩৯-সংখ্যক) সবিশেষ দ্রষ্টব্য। এই চতুর্দ্বার-জাতকই পঞ্চতন্ত্রবর্ণিত (৫।২) অশেষ যন্ত্রণাদায়ক ক্ষুর-চক্রবাহক ব্রাহ্মণকুমারের আখ্যায়িকার মূল।

লোসক-নামক এক জন স্থবিরের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছিল বলিয়া এই আখ্যায়িকাটীর নাম লোসক-জাতক।

বেদব্ভ-জাতক

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে কোন গ্রামে 'বেদব্ভ'-মন্ত্রজ্ঞ এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। এই মন্ত্রের নাকি এক অদ্ভুত শক্তি ছিল। নক্ষত্র-যোগবিশেষে ইহা পাঠ করিয়া ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র আকাশ হইতে সপ্তরত্নের [১] বর্ষণ হইত। বোধিসত্ত্ব বিদ্যাশিক্ষার্থ উক্ত ব্রাহ্মণের শিষ্য হইয়াছিলেন।

১ সুবর্ণ, রজত, মুক্তা, মণি, বৈদূর্য্য, হীরক, প্রবাল।

একদা কোন কার্য্যোপলক্ষে ঐ ব্রাহ্মণ বোধিসত্ত্বকে সঙ্গে লইয়া চেতিয়রাজ্যে গমন করিবার অভিপ্রায়ে গৃহ হইতে যাত্রা করিলেন। পথে একটা বন ছিল; সেখানে 'প্রেষণক'-নামক পঞ্চশত দস্যুর উপদ্রবে পথিকেরা প্রায় সর্ব্বদাই বিপন্ন হইত। ইহাদিগের 'প্রেষণক' নাম হইবার কারণ এই:—ইহারা দুই জন পথিক ধরিলে এক জনকে নিষ্ক্রয় আহরণ করিবার নিমিত্ত প্রেষণ অর্থাৎ প্রেরণ করিত। পিতা ও পুত্রকে ধরিলে পিতাকে বলিত, "তুমি গিয়া ধন আহরণপূর্ব্বক পুত্রের মুক্তি-সম্পাদন কর;" এইরূপ মাতা ও কন্যাকে ধরিলে মাতাকে পাঠাইয়া দিত; জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ সহোদরকে ধরিলে জ্যেষ্ঠকে পাঠাইয়া দিত; আচার্য্য ও শিষ্যকে ধরিলে শিষ্যকে পাঠাইয়া দিত।

প্রেষণকেরা ব্রাহ্মণ ও বোধিসত্ত্বকে ধরিয়া ফেলিল এবং সম্প্রদায়ের প্রথানুসারে ব্রাহ্মণকে আবদ্ধ রাখিয়া বোধিসত্ত্বকে নিষ্ক্রয় আহরণ করিবার জন্য ছাড়িয়া দিল। বোধিসত্ত্ব আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আমি দুই এক দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিব। আমি যেরূপ বলিতেছি, যদি সেইরূপে চলেন, তাহা হইলে আপনার কোন ভয়ের কারণ নাই। অদ্য রত্ন-বর্ষণের যোগ আছে; সাবধান! বিপদে অভিভূত হইয়া যেন মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক রত্নবর্ষণ না ঘটান। রত্নবর্ষণ করাইলে আপনার এবং এই পঞ্চশত দস্যুর বিনাশ হইবে।" আচার্য্যকে এইরূপে সতর্ক করিয়া বোধিসত্ত্ব নিষ্ক্রয় সংগ্রহ করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন।

সন্ধ্যাকালে দস্যুরা ব্রাহ্মণকে বন্ধন করিয়া ফেলিয়া রাখিল। এ দিকে প্রাচীমূলে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইল। ব্রাহ্মণ নক্ষত্র অবলোকন করিয়া বুঝিলেন, ধনবর্ষণ করাইবার যোগ উপস্থিত হইয়াছে। তখন তিনি ভাবিলেন, "বৃথা এত বিড়ম্বনা ভোগ করি কেন? মন্ত্রপাঠ-পূর্ব্বক রত্নবর্ষণ করাইয়া দস্যু-দিগকে নিষ্ক্রয় দান করা যাউক; তাহা করিলে যেখানে ইচ্ছা স্বাধীনভাবে যাইতে পারিব।" এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি দস্যুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা আমায় আবদ্ধ করিয়াছ কেন হে?" তাহারা বলিল, "মহাশয়, আমরা ধন পাইবার নিমিত্ত আপনাকে আবদ্ধ করিয়াছি।" "যদি ধনলাভই তোমাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে এখনই বন্ধন খুলিয়া আমাকে

অবগাহন করাও এবং নব বস্ত্র পরিধান করাইয়া, গন্ধ-দ্বারা অনুলিপ্ত করিয়া ও পুষ্প-দ্বারা ভূষিত করিয়া একাকী অবস্থান করিতে দাও।” দস্যুরা এই কথা শুনিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিল। ব্রাহ্মণ নক্ষত্রযোগ সমাগত জানিয়া মন্ত্রপাঠ-পূর্ব্বক আকাশের দিকে তাকাইলেন, অমনি রাশি রাশি রত্নবৃষ্টি হইল। দস্যুরা তাহা সংগ্রহ-পূর্ব্বক স্ব স্ব উত্তরীয়-বস্ত্রে পুটুলি বাঁধিয়া যাত্রা করিল। ব্রাহ্মণও তাহাদের অনুসরণ করিলেন।

কিন্তু অদৃষ্টের কি ভীষণ খেলা! কিয়ৎক্ষণ পরে অন্য পঞ্চশত দস্যু আসিয়া প্রেষণকদিগকে ধরিয়া ফেলিল। প্রেষণকেরা জিজ্ঞাসা করিল, “তোমরা আমাদিগকে আবদ্ধ করিলে কেন?” তাহারা বলিল, “ধন পাইবার জন্য।” “যদি ধন পাইতে চাও, তবে এই ব্রাহ্মণকে ধর। ইনি আকাশের দিকে তাকাইলেই রত্নবৃষ্টি হয়। আমাদের নিকট যে ধন আছে, তাহা ইনিই দিয়াছেন।” ইহা শুনিয়া দ্বিতীয় দস্যুদল প্রেষণকদিগকে ছাড়িয়া ব্রাহ্মণকে ধরিল এবং বলিল, “আমাদিগকে ধন দাও।” ব্রাহ্মণ বলিলেন, “ভদ্রগণ, তোমাদিগকে ধন দিতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই; কিন্তু যে যোগে রত্নবর্ষণ হইয়া থাকে, তাহা ফিরিতে এক বৎসর লাগিবে। যদি তোমরা সেই পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর, তাহা হইলে আমি তোমাদেরও জন্য রত্নবর্ষণ করাইব।”

ইহা শুনিয়া দস্যুরা অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, “তুমি বড় ধূর্ত্ত! তুমি এইমাত্র প্রেষণকদিগকে ধন দিলে, আর আমাদিগকে এক বৎসর অপেক্ষা করিতে বলিতেছ!” অনন্তর তাহারা তীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে ব্রাহ্মণকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া রাস্তায় ফেলিয়া গেল এবং ত্বরিত বেগে প্রেষণকদিগের অনুধাবন করিল। যুদ্ধে তাহাদের জয় হইল; তাহারা প্রেষণকদিগকে নিহত করিয়া তাহাদের ধন আত্মসাৎ করিল; কিন্তু পরক্ষণেই নিজেরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া কাটাকাটি আরম্ভ করিল এবং ক্রমে দুই শত পঞ্চাশ জন পঞ্চত্ব লাভ করিল। অনন্তর হতাবশিষ্টেরা আবার দুই দলে বিভক্ত হইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে কাটাকাটি করিতে করিতে শেষে তাহাদের দুই জন মাত্র জীবিত রহিল। সহস্র দস্যুর মধ্যে অপর সকলেই জীবলীলা সংবরণ করিল।

হতাবিশিষ্ট দস্যুদ্বয় তখন সমস্ত ধন লইয়া কোন গ্রামের নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে লুকাইয়া রাখিল। অনন্তর একজন উহা রক্ষা করিবার জন্য অসিহস্তে বসিয়া রহিল এবং অপর জন তণ্ডুল ক্রয় করিয়া অন্ন প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে গ্রামে প্রবেশ করিল।

লোভই বিনাশের মূল। যে ব্যক্তি ধন রক্ষা করিবার জন্য বসিয়াছিল, সে ভাবিল, 'আমার সঙ্গী ফিরিয়া আসিয়া এই ধনের অর্দ্ধেক লইবে। তাহা না দিয়া সে আসিবামাত্র তাহাকে এই তরবারির আঘাতে কাটিয়া ফেলি না কেন?' ইহা স্থির করিয়া সে তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া সঙ্গীর প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। এ দিকে যে অন্ন প্রস্তুত করিতে গিয়াছিল, সে ভাবিল, 'অর্দ্ধেক ধন ত দেখিতেছি, আমার সঙ্গী লইবে। কিন্তু ভাতে যদি বিষ মিশাইয়া দিই, তাহা হইলে সে খাইবামাত্র মরিয়া যাইবে, আমি একাই সমস্ত ধন ভোগ করিব।' ইহা স্থির করিয়া সে রন্ধন শেষ হইলে নিজের অংশ আহার করিল এবং অবশিষ্ট অন্নে বিষ মিশ্রিত করিয়া সঙ্গীর নিকট প্রতিগমন করিল। সে হাত হইতে অন্নপাত্র নামাইবামাত্রই অপর দস্যু তরবারির আঘাতে তাহার দেহ দুই খণ্ড করিয়া ফেলিল এবং উহা কোন নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রাখিল; কিন্তু অতঃপর সেই বিষাক্ত অন্ন আহার করিয়া সে নিজেও প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপে ধনের জন্য একা ব্রাহ্মণ নয়, সহস্র দস্যুও বিনষ্ট হইল।

বোধিসত্ত্ব অঙ্গীকারমত দুই চারি দিন পরে ধনসংগ্রহ-পূর্ব্বক প্রতিগমন করিয়া দেখিলেন, আচার্য্য সেখানে নাই, চারি দিকে রত্ন বিকীর্ণ রহিয়াছে। ইহাতে তাঁহার আশঙ্কা হইল, আচার্য্য সম্ভবতঃ তাঁহার উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া রত্নবর্ষণ করাইয়াছেন এবং তাহাতেই সকলের বিনাশ হইয়াছে। তিনি রাজপথ দিয়া চলিতে লাগিলেন এবং আচার্য্যের দ্বিখণ্ডীকৃত দেহ দেখিতে পাইলেন। তখন 'হায়, আমার কথা অবহেলা করিয়া ইনি জীবন হারাইলেন,' এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে তিনি কাষ্ঠ-সংগ্রহ-পূর্ব্বক চিতা প্রস্তুত করিলেন এবং তাহাতে আচার্য্যের অগ্নিক্রিয়া সম্পাদনানন্তর বনফুল-দ্বারা প্রেতপূজা করিলেন। অনন্তর অগ্রসর হইয়া তিনি ক্রমে প্রেষণকদিগের পঞ্চশত শব, অপর দস্যুদলের সার্দ্ধ দ্বিশত

শব প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে অবশেষে যেখানে কেবল দুই জন দস্যু নিহত হইয়াছিল, সেখানে উপনীত হইলেন। তিনি গণিয়া দেখিলেন, সহস্র লোকের মধ্যে দুই জন ব্যতীত আর সকলেই মারা গিয়াছে। তখন তিনি ভাবিলেন, 'বাকী দুই জনও যে আত্মসংবরণ করিতে পারিয়াছে, এমন বোধ হয় না ; দেখা যাউক, তাহারা কোথায় গেল।' এই চিন্তা করিয়া তিনি কিয়দ্দূর চলিয়া দেখিতে পাইলেন, রাজপথ হইতে আর একটী পথ বাহির হইয়া গ্রাম-সন্নিহিত জঙ্গলের দিকে গিয়াছে। এই পথ অবলম্বন করিয়া তিনি জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে দেখিতে পাইলেন, এক স্থানে রাশি রাশি রত্নের থলি এবং অদূরে একজন দস্যুর মৃতদেহ অন্নপাত্রের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া আছে। দেখিবামাত্র বোধিসত্ত্ব সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিলেন এবং অপর ব্যক্তির অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সেই নিভৃত স্থানে তাহারও দ্বিখণ্ডীকৃত শব দেখিতে পাইয়া তিনি ভাবিলেন, 'তবেই দেখিতেছি, আমার বচন লঙ্ঘন করিয়া আচার্য্য নিজে মারা গিয়াছেন, আর এক সহস্র দস্যুরও প্রাণহানি ঘটাইয়াছেন। যাহারা অনুপায়-দ্বারা আপনাদের সুবিধা করিতে চায়, তাহারা এইরূপেই নিজেদের ও অপরের সর্ব্বনাশ-সাধন করে। আমার আচার্য্য যেরূপ আত্মপরাক্রমপ্রদর্শনার্থ ধনবর্ষণ ঘটাইয়া নিজের প্রাণ হারাইলেন এবং অপর বহুলোকেরও বিনাশের কারণ হইলেন, সেইরূপ অন্য লোকেও স্বার্থসিদ্ধির জন্য অনুপায় প্রয়োগ করিয়া নিজেদের ও অপরের সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া থাকে।'

অনন্তর বোধিসত্ত্ব সমস্ত রত্ন নিজ গৃহে লইয়া গেলেন এবং দানাদি পুণ্যব্রতের অনুষ্ঠানে জীবনযাপন-পূর্ব্বক যথাকালে স্বর্গলোকে প্রস্থান করিলেন।

☞ এই জাতক রূপান্তরিত হইয়া ইংল্যাণ্ডের প্রাচীন কবি চসার-(Chaucer) প্রণীত Canterbury Tales এ Pardoner's Tale-নামক আখ্যায়িকায় পরিণত হইয়াছে।

মঙ্গল-জাতক

(প্রত্যুৎপন্ন বস্তু)

প্রবাদ আছে যে, রাজগৃহবাসী এক ব্রাহ্মণ প্রচুর বিভবসম্পন্ন ছিলেন; কিন্তু তিনি রত্নত্রয়ে[১] শ্রদ্ধাস্থাপন করেন নাই। তিনি ধর্ম্ম-সম্বন্ধে মিথ্যা মত পোষণ করিতেন এবং নিমিত্ত-সম্বন্ধে সাতিশয় কৌতূহলপরায়ণ ছিলেন। এক বার একটা ইন্দুর তাঁহার পেটিকাভ্যন্তরস্থ বস্ত্রযুগল কাটিয়াছিল। এক দিন তিনি স্নানান্তে ঐ বস্ত্রযুগল আনয়ন করিতে বলিলে ভৃত্যেরা তাঁহাকে সেই কথা জানাইল। তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'মূষিকদষ্ট বস্ত্র গৃহে থাকিলে মহা অনিষ্ট ঘটিবে। অমঙ্গল দ্রব্য কালকর্ণীসদৃশ; ইহা নিজের পুত্র, কন্যা কিংবা দাসকর্ম্মকর-দিগকেও দিতে পারি না, কারণ যে ইহা পরিধান করিবে, সে নিজেও মারা যাইবে, অন্যেরও মৃত্যু ঘটাইবে। অতএব ইহা আমকশ্মশানে[২] নিক্ষেপ করা যাউক। কিন্তু নিক্ষেপই বা করা যায় কিরূপে? দাসকর্ম্মকর-দিগের হাতে দিতে পারি না, কারণ তাহারা হয় ত লোভবশে নিজেরাই রাখিয়া দিবে এবং নিজেদের ও আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটাইবে। অতএব পুত্রের হাত দিয়াই নিক্ষেপ করাই।" ইহা স্থির করিয়া ব্রাহ্মণ পুত্রকে ডাকাইয়া সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন এবং সাবধান করিয়া দিলেন, "তুমি ইহা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিও না, যষ্টির অগ্রে করিয়া লইয়া যাও এবং শ্মশানে ফেলিয়া দিয়া অবগাহন করিয়া ফিরিয়া আইস।"

সেই দিন শাস্তা[৩] সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে শয্যাত্যাগপূর্ব্বক ত্রিভুবনে কে কোথায় সত্যপথে চলিবার উপযুক্ত হইয়াছে ইহা অবলোকন করিতে-ছিলেন। তিনি দেখিলেন, ঐ ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পুত্রের ভাগ্যে স্রোতাপত্তি-ফললাভের সময় সমুপাগত। অনন্তর, ব্যাধ যেমন মৃগবীথি অবলম্বন করিয়া মৃগান্বেষণ করিতে যায়, সেই ভাবে তিনি তখন আমকশ্মশানে গমন করিলেন

১ রত্নত্রয়ে অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম্মে। বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ বৌদ্ধদিগের 'ত্রিরত্ন'।

২ আমকশ্মশান—যে শ্মশানে শবগুলি শৃগাল-কুক্কুরাদির ভক্ষণের জন্য নিক্ষেপ করা হইত, দাহন করা হইত না।

৩ শাস্তা, তথাগত, সুগত প্রভৃতি বুদ্ধের ভিন্ন-ভিন্ন নাম।

এবং উহার দ্বারদেশে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার দেহ হইতে বুদ্ধত্বব্যঞ্জক ষড়্‌বিধ রশ্মি বিকীর্ণ হইতে লাগিল।

এ দিকে ব্রাহ্মণপুত্র তাহার পিতা যেরূপ বলিয়া দিয়াছিলেন ঠিক সেই ভাবে উক্ত বস্ত্রযুগল যষ্টির অগ্রে বহন করিতে করিতে সেখানে উপস্থিত হইল—তাহার সতর্কতা দেখিয়া মনে হইল যেন সে কোন দুর্লক্ষণ বস্ত্র আনে নাই, গৃহবাসী কালসর্প লইয়া আসিয়াছে।

শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে মাণবক! কি করিতেছ?" ব্রাহ্মণপুত্র বলিল, "ওহে গৌতম,[১] এই বস্ত্রযুগল মূষিকদষ্ট হওয়াতে কালকর্ণী-সদৃশ হইয়াছে; ইহা হলাহলের ন্যায় পরিত্যাজ্য। ভৃত্যদিগকে বলিলে পাছে তাহারা লোভপরবশ হইয়া আত্মসাৎ করে এই আশঙ্কায় ইহা ফেলিয়া দিবার জন্য পিতা আমাকেই পাঠাইয়াছেন। আমি বলিয়া আসিয়াছি, বস্ত্র ফেলিয়া দিবার পর অবগাহন করিয়া গৃহে ফিরিব। সেই জন্যই এখানে আসিয়াছি।" শাস্তা বলিলেন, "বেশ, এখন তবে ফেলিয়া দাও।" ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণপুত্র সেই বস্ত্রযুগল ফেলিয়া দিল। "ইহা তবে এখন আমার হইল" এই বলিয়া শাস্তা ব্রাহ্মণপুত্রের সম্মুখেই সেই অমঙ্গলকর বস্ত্রযুগল গ্রহণ করিলেন। "উহা কালকর্ণীসদৃশ, উহা স্পর্শ করিও না" বলিয়া ব্রাহ্মণকুমার কত নিষেধ করিল; কিন্তু শাস্তা তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া বেণুবনাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

তখন ব্রাহ্মণকুমার ছুটিয়া পিতার নিকট গিয়া বলিল, "বাবা, আমি আমকশ্মশানে বস্ত্রযুগল নিক্ষেপ করিলে শ্রমণ গৌতম, 'বা, এ বস্ত্র এখন আমার হইল' বলিয়া উহা তুলিয়া লইয়া বেণুবনে চলিয়া গেলেন; আমি বারণ করিলাম, কিন্তু তিনি তাহা শুনিলেন না।" ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, 'এই বস্ত্রযুগল অমঙ্গলজনক এবং কালকর্ণীসদৃশ; উহা পরিধান করিলে শ্রমণ গৌতমের বিনাশ ঘটিবে, আমারও অযশঃ হইবে। আমি তাহাকে

[১] বৌদ্ধ গ্রন্থে দেখা যায়, ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধকে "ভগবন্" এই সম্ভ্রমসূচক সম্বোধন না করিয়া "ভো গৌতম" এই সাধারণ সম্বোধন-পদে অভিভাষণ করিতেন। তাঁহারা মনে করিতেন, ইহাতে তাঁহাদের জাতিগত প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকে। এই কারণে বৌদ্ধ সাহিত্যে 'ভোবাদিক' শব্দে জাত্যভিমানী ব্রাহ্মণ বুঝায়।

অন্য বহু বস্ত্র দান করিয়া এই বস্ত্র পরিত্যাগ করাইব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি বহু বস্ত্র সঙ্গে লইয়া সপুত্র বেণুবনে গমন করিলেন এবং শাস্তাকে অবলোকন করিয়া একান্তে অবস্থান-পূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ গৌতম, তুমি আমকশ্মশান হইতে বস্ত্রযুগল গ্রহণ করিয়াছ, এ কথা সত্য কি?" "হাঁ, এ কথা সত্য।" "শুন গৌতম, এ বস্ত্রযুগল অমঙ্গলজনক। ইহা ব্যবহার করিলে তুমি নিজেও মারা যাইবে, বিহারবাসী অপর সকলেরও মৃত্যু ঘটিবে। যদি তোমার অন্তর্ব্বাস বা বহির্ব্বাসের অভাব হইয়া থাকে, তবে এই বস্ত্রগুলি গ্রহণ করিয়া ঐ দুর্লক্ষণ বস্ত্র ত্যাগ কর।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, আমি প্রব্রাজক; আমকশ্মশানে, হাটে, বাজারে, আবর্জ্জনা-স্তূপে, স্নানতীর্থে, রাজপথে বা তদ্রূপ স্থানে পরিত্যক্ত চীবরখণ্ডই আমার উপযুক্ত পরিচ্ছদ। তুমি দেখিতেছি পূর্ব্ব জন্মের ন্যায় এ জন্মেও কুসংস্কারজালে আবদ্ধ রহিয়াছ।" অনন্তর তিনি ব্রাহ্মণকে সেই অতীত কথা বলিলেন।

[অতীত কথা প্রত্যুৎপন্ন বস্তুরই অনুরূপ]

ইহার পর শাস্তা বলিলেন :—

মঙ্গলামঙ্গল লক্ষণ বিচারি ভীত নয় যাঁর মন,
উল্কাপাত-আদি উৎপাত নেহারি অক্ষুব্ধচিত্ত যে জন,
দুঃস্বপ্ন দেখিয়া কাঁপে না ক হিয়া, পণ্ডিত তাঁহারে বলি;
কুসংস্কার-জালে ভেদি জ্ঞানবলে মুক্তিমার্গে যান চলি।
না পারে তাঁহারে স্পর্শিতে কখন যমজ যে সব পাপ;[১]
পুনর্জন্ম তাঁর কভু নাহি হয় ভুঞ্জিতে ত্রিবিধ তাপ।

পরিশেষে তিনি সত্যসমূহ[২] ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সপুত্র ব্রাহ্মণ স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

---

[১] মূলে 'যুগযোগ' আছে। যুগ অর্থাৎ যমজ পাপ, যথা—ক্রোধ ও হিংসা। ইহাদের একটীর উৎপত্তি হইলেই অপরটী আসিয়া দেখা দেয়। যোগ অর্থাৎ কাম, ভব, মিথ্যাদৃষ্টি ও অবিদ্যা।

[২] দুঃখ, দুঃখ-সমুদায়, দুঃখ-নিরোধ ও দুঃখনিরোধমার্গ এই চারিটী আর্য্যসত্য নামে বিদিত। জন্মিলেই দুঃখ; দুঃখ-সমুদায় বা দুঃখের কারণ তৃষ্ণা; অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করিয়া অর্থাৎ সম্যক্ দৃষ্টি প্রভৃতির দ্বারা ভব হইতে মুক্তিলাভ করা যায় এবং দুঃখের নিরোধ হয়।

নক্‌খত্ত-জাতক

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে কতিপয় নগরবাসী কোন জনপদবাসিনী কন্যার সহিত আপনাদের এক পাত্রের বিবাহের প্রস্তাব করিয়া দিন স্থির করিয়াছিল ; এবং বিবাহের দিনে আপনাদের কুলগুরু এক আজীবকের[১] নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "প্রভু, আজ একটী মাঙ্গলিক কার্য্যের উদ্যোগ করিয়াছি ; দেখুন ত আজ শুভ নক্ষত্র আছে কি না।" 'ইহারা আপন ইচ্ছায় দিন স্থির করিয়া এখন আমায় নক্ষত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছে' এই ভাবিয়া আজীবক মনে মনে বিরক্ত হইলেন এবং স্থির করিলেন 'অদ্যকার আয়োজন পণ্ড করিব।' অনন্তর তিনি বলিলেন, "আজ নক্ষত্র অতি অশুভ ; ইহাতে বিবাহ হইলে মহা বিপদ্ ঘটিবে।" বরপক্ষের লোকে আজীবকের কথা বিশ্বাস করিয়া সে দিন কন্যালয়ে গেল না। এ দিকে জনপদবাসীরা বর আসিল না দেখিয়া বলিতে লাগিল, "এরা কিরূপ লোক ? নিজেরাই স্থির করিল আজ বিবাহ হইবে, অথচ আসিল না!" অনন্তর তাহারা সেই দিন অপর একটী পাত্র নির্ব্বাচন করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিল।

পর দিন নগরবাসীরা কন্যাকর্ত্তার গৃহে উপস্থিত হইয়া পাত্রী সম্প্রদান করিতে বলিল। তাহা শুনিয়া জনপদবাসীরা বলিল, "নগরবাসী লোকগুলা দেখিতেছি অতি নির্লজ্জ! তোমরা নিজেরাই দিন স্থির করিলে, অথচ যথাসময়ে আসিলে না! কাজেই আমরা অন্য পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়াছি।" "আমরা আজীবককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, কাল শুভ নক্ষত্র ছিল না ; সেই জন্যই আসি নাই ; আজ পাত্র লইয়া আসিয়াছি, কন্যা সম্প্রদান করুন।" "তোমরা আসিলে না দেখিয়া আমরা অন্য পাত্রে কন্যা দান করিয়াছি। এখন দত্তা কন্যাকে আবার কিরূপে দান করিব ?" দুই পক্ষে যখন এইরূপ বাদানুবাদ করিতেছে,

[১] আজীবক বা আজীবিক=মক্‌খলিপুত্র গোসাল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়। মহানারদ কাশ্যপ-জাতকে (৫৪৪-সংখ্যক) ইঁহারা 'অচেলক' অর্থাৎ নগ্ন নামেও অভিহিত হইয়াছেন। ইঁহারা বৌদ্ধবিরোধী ও উচ্ছেদবাদী ছিলেন।

তখন নগরবাসী এক পণ্ডিত কোন কার্য্যোপলক্ষে সেই জনপদে উপস্থিত হইলেন। নগরবাসীরা কুলগুরুর উপদেশানুসারে অশুভনক্ষত্রহেতু যথাসময়ে পাত্রীর আলয়ে উপনীত হয় নাই শুনিয়া তিনি বলিলেন, "নক্ষত্রের ভালমন্দে কি আসে যায়? কন্যালাভ করা কি শুভগ্রহের ফল নহে?

মূর্খ যেই সেই বাছে শুভাশুভক্ষণ,
অথচ সে শুভ ফল না লভে কখন।
সৌভাগ্য নিজেই শুভগ্রহ আপনার;
আকাশের তারা—তার শক্তি কোন্ ছার?"

নগরবাসীদের বিবাদ করাই সার হইল; তাহারা বিফলমনোরথ হইয়া নগরে ফিরিয়া গেল।

☞ মঙ্গল-জাতকের বর্ত্তমান বস্তু এবং নক্ষত্র-জাতকের কথা পড়িলে দেখা যায় বৌদ্ধেরা লোকের কুসংস্কার দূর করিবার জন্য কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন।

পঞ্চাবুধ-জাতক[১]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব মহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নামকরণ-দিবসে তদীয় জনক-জননী অষ্টশত ব্রাহ্মণকে যথেষ্ট উপহার দিয়া পুত্রের অদৃষ্ট কিরূপ হইবে জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণেরা বোধিসত্ত্বকে সুলক্ষণসম্পন্ন দেখিয়া উত্তর করিলেন, "মহারাজ, এই কুমার আপনার মৃত্যুর পর রাজপদ লাভ করিয়া সর্ব্বগুণোপেত ও প্রবলপ্রতাপান্বিত হইবেন; পঞ্চবিধ আয়ুধের প্রভাবে ইঁহার যশঃ সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইবে; সমস্ত জম্বুদ্বীপে ইঁহার সমকক্ষ কেহ থাকিবে

১ আবুধ=আয়ুধ। খড়্গ, শক্তি, ধনু, পরশু ও চর্ম্ম এই পঞ্চায়ুধ।

না।" এই ভবিষ্যদ্‌বাণী শুনিয়া বোধিসত্ত্বের জনক-জননী তাঁহার নাম রাখিলেন 'পঞ্চায়ুধ কুমার।'

বোধিসত্ত্ব যখন ষোড়শ বর্ষে উপনীত হইয়া হিতাহিত বিবেচনা করিবার ক্ষমতা লাভ করিলেন, তখন ব্রহ্মদত্ত এক দিন তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎস, এখন বিদ্যা শিক্ষা কর।" বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিব, বাবা?" রাজা বলিলেন, "গান্ধার-রাজ্যে তক্ষশিলা নগরে [১] এক সুবিখ্যাত আচার্য্য আছেন; তাঁহার নিকটে গিয়া বিদ্যাভ্যাস কর। তাঁহাকে এই সহস্রমুদ্রা দক্ষিণা দিও।"

বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলায় গমন করিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিলেন। অনন্তর, যখন তিনি বারাণসীতে প্রতিগমন করিতে চাহিলেন, তখন আচার্য্য তাঁহাকে পঞ্চবিধ আয়ুধ দিলেন। বোধিসত্ত্ব সেই পঞ্চায়ুধ লইয়া আচার্য্যকে প্রণিপাত-পূর্ব্বক বারাণসীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে এক বন ছিল; সেখানে শ্লেষলোম-নামে এক যক্ষ বাস করিত। বোধিসত্ত্ব এই বনের নিকটবর্ত্তী হইলে যাহারা তাঁহাকে দেখিতে পাইল, তাহারা তাঁহাকে আর অগ্রসর হইতে বারণ করিল। তাহারা বলিল, "ঠাকুর, এই বনে প্রবেশ করিও না; ইহার মধ্যে শ্লেষলোম-নামে এক যক্ষ আছে; সে যাহাকে দেখিতে পায়, তাহাকেই মারিয়া ফেলে।" বোধিসত্ত্ব আত্মবল বুঝিতেন; তিনি নির্ভীক সিংহের ন্যায় বনে প্রবেশ করিলেন এবং উহার মধ্যভাগে উপনীত হইলেন। তখন যক্ষ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইল। তাহার শরীর তালতরুর ন্যায়, মস্তক একটা কূটাগারের [২] ন্যায়, চক্ষু দুইটা দুইটা গামলার মত, উপরের দুইটা দাঁত দুইটা মূলার মত, মুখ বাজপাখীর মুখের মত, উদর নানা বর্ণে চিত্রিত, হস্ত ও পাদ নীলবর্ণ। সে বোধিসত্ত্বকে বলিল, "কোথায় যাচ্ছ? থাম; তুমি আমার খাদ্য।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "দেখ যক্ষ, আমি নিজের বল বুঝিয়া

[১] প্রাচীন কালে তক্ষশিলা বিদ্যালোচনার একটা প্রধান স্থান ছিল। এখানে বিখ্যাত অধ্যাপকগণ নানা দিগ্‌দেশাগত ছাত্রদিগকে বেদ, বেদাঙ্গ, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। সুপ্রসিদ্ধ জীবন-কৌমারভৃত্য এই তক্ষশিলাতেই চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

[২] কূটাগার = চিলা কোঠা।

শুঝিয়াই এই বনে প্রবেশ করিয়াছি। তুমি সাবধান হইয়া আমার কাছে আসিও। কারণ আমি বিষাক্ত শর নিক্ষেপ করিয়া, তুমি যেখানে দাঁড়াইয়া আছ সেইখানেই, তোমায় নিপাত করিব।" ইহা বলিয়া তিনি শরাসনে হলাহলযুক্ত শরসন্ধান করিয়া যক্ষের উপর নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু উহা যক্ষের লোমে আবদ্ধ হইয়া ঝুলিতে লাগিল। তাহার পর বোধিসত্ত্ব একে একে পঞ্চাশটী শর নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু সমস্তই যক্ষের লোমে আবদ্ধ হইয়া রহিল, শরীর বিদ্ধ করিতে পারিল না। যক্ষ এক বার গা ঝাড়া দিয়া সমস্ত বাণ নিজের পাদমূলে ফেলিয়া দিল, এবং বোধিসত্ত্বকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল। বোধিসত্ত্ব হুঙ্কার ছাড়িয়া খড়্গ নিষ্কোষিত করিয়া আঘাত করিলেন। ঐ খড়্গখানা তেত্রিশ অঙ্গুলি দীর্ঘ ছিল; কিন্তু ইহাও যক্ষের লোম স্পর্শ করিবামাত্র আবদ্ধ হইয়া রহিল। অনন্তর বোধিসত্ত্ব শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, মুদ্গর-দ্বারা প্রহার করিলেন; কিন্তু সমস্তই অন্যান্য অস্ত্রের ন্যায় যক্ষের লোমে আবদ্ধ হইয়া রহিল। তখন বোধিসত্ত্ব সিংহ-নিনাদে বলিলেন, "যক্ষ! আমার নাম যে পঞ্চায়ুধ কুমার, তাহা কি তুমি শুন নাই? আমি যে কেবল ধনুর্ব্বাণাদি অস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়াই তোমার বনে প্রবেশ করিয়াছি তাহা মনে করিও না; আমি নিজের বল বুঝিয়াই আসিয়াছি। আমি এক মুষ্ট্যাঘাতে তোমার শরীর চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতেছি।" তিনি দৃঢ়সঙ্কল্পের ভাব দেখাইয়া দক্ষিণ হস্ত-দ্বারা যক্ষকে প্রহার করিলেন, কিন্তু ঐ হস্ত তাহার লোমে আবদ্ধ হইয়া রহিল; বাম হস্ত-দ্বারা আঘাত করিলেন, বাম হস্তও আবদ্ধ হইল; দক্ষিণ পাদ-দ্বারা আঘাত করিলেন, দক্ষিণ পাদও আবদ্ধ হইল; বাম পাদ-দ্বারা আঘাত করিলেন, বাম পাদও আবদ্ধ হইল। কিন্তু তখনও বোধিসত্ত্ব নির্ব্বীর্য্য হইলেন না। "তোমাকে এখনই চূর্ণ-বিচূর্ণ করিব" বলিয়া এ বার তাহাকে মস্তক-দ্বারা আঘাত করিলেন; কিন্তু মস্তকও লোমজালে আবদ্ধ হইয়া রহিল।

এইরূপে পঞ্চাঙ্গে পঞ্চ স্থানে আবদ্ধ হইয়া বোধিসত্ত্ব যক্ষের দেহের উপর ঝুলিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি পূর্ব্ববৎ নির্ভয় ও অকম্পিত রহিলেন। যক্ষ ভাবিল, 'এই ব্যক্তি দেখিতেছি সামান্য লোক নহে; এ অদ্বিতীয়

পুরুষসিংহ; আমার ন্যায় যক্ষের হাতে পড়িয়াও ইহার কিছুমাত্র সন্ত্রাস জন্মে নাই। আমি এত দিন এই পথে মানুষ ধরিয়া খাইতেছি, কিন্তু কখনও এরূপ নির্ভীক লোক দেখি নাই। এ যে কিছুমাত্র ভয় পাইতেছে না, ইহার কারণ কি?' সে বোধিসত্ত্বকে তখনই খাইয়া ফেলিতে সাহস করিল না; সে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর, তোমার মরণভয় নাই কেন?"

বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "যক্ষ! ভয় করিব কেন? এক বার জন্মিলে এক বার মরণ, ইহা ত অবধারিত। অধিকন্তু আমার উদরে বজ্রায়ুধ [১] আছে; তুমি আমাকে খাইতে পার, কিন্তু ঐ আয়ুধ জীর্ণ করিতে পারিবে না; উহা তোমার অন্ত্রগুলি খণ্ডবিখণ্ড করিবে; সুতরাং আমার মরণে তোমারও মরণ হইবে। এখন বুঝিলে, আমার মরণভয় নাই কেন?"

ইহা শুনিয়া যক্ষ ভাবিতে লাগিল, "এই ব্রাহ্মণকুমার সত্যই বলিয়াছে। এরূপ পুরুষসিংহের শরীরের মুদ্গবীজমাত্র মাংসও আমি জীর্ণ করিতে পারিব না। ইহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাউক।" এইরূপে নিজমরণভয়ে ভীত হইয়া সে বোধিসত্ত্বকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "ব্রাহ্মণকুমার, তুমি পুরুষসিংহ; তুমি আমার হস্ত হইতে রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় মুক্তিলাভ করিয়া জ্ঞাতিবর্গের ও সুহৃজ্জনের আনন্দবর্দ্ধনার্থ স্বদেশে গমন কর।"

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "যক্ষ! আমি ত চলিলাম; কিন্তু তোমার কি গতি হইবে? তুমি পূর্ব্বজন্মকৃত অকুশল কর্ম্মের ফলে অতিলোভী, হিংসা-

[১] জ্ঞানরূপ অস্ত্র। বাইবল ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে জ্ঞান, আস্তিকা-বুদ্ধি প্রভৃতি আত্মার রক্ষাসাধক গুণগুলি অস্ত্রশস্ত্রাদিরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বাইবল হইতে কয়েকটী বচন উদ্ধৃত হইল :—

"Take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day............Stand, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace: Above all, taking the shield of faith wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God"—Eph. vi. 13-17.

"Let us............be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet, the hope of salvation."—1. Thess. v. 8.

পরায়ণ, পররক্তমাংসভুক্ যক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। যদি ইহ জীবনেও এইরূপ অকুশল কর্ম্মেই নিরত থাক, তবে তোমাকে এক অন্ধকার হইতে অপর অন্ধকারে গতি লাভ করিতে হইবে। কিন্তু যখন আমার দর্শন লাভ করিয়াছ, তখন আর অকুশল কর্ম্মে আসক্ত থাকিতে পারিবে না। প্রাণিহত্যা মহাপাপ; নিরয়গমন, তীর্য্যগ্‌যোনিলাভ, প্রেত বা অসুররূপে পুনর্জন্মগ্রহণ প্রভৃতি ইহার অপরিহার্য্য পরিণাম। যদি দৈবাৎ নররূপেও পুনর্জন্ম লাভ হয়, তাহা হইলেও প্রাক্তনফলে আয়ুষ্কাল অতীব অল্প হইয়া থাকে।[১]

এবংবিধ উপদেশ-পরম্পরায় বোধিসত্ত্ব পঞ্চদুঃশীল কর্ম্মের অশুভ ফল এবং পঞ্চশীলের শুভ ফল প্রদর্শন করিলেন। এইরূপে নানা উপায়ে তিনি যক্ষের মনে পারলৌকিক ভয় উৎপাদিত করিলেন এবং তাহাকে সংযমী ও পঞ্চশীলপরায়ণ করিয়া তুলিলেন। অনন্তর তাহাকে ঐ বনের দেবত্বপদে স্থাপিত করিয়া, পূজোপহার গ্রহণ করিবার অধিকার দিয়া এবং অপ্রমত্ত থাকিতে বলিয়া বোধিসত্ত্ব বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পথে যে সকল লোকের সহিত সাক্ষাৎকার হইল, তাহাদিগকে তিনি যক্ষের প্রকৃতি-পরিবর্ত্তনের সংবাদ দিয়া গেলেন।

অবশেষে পঞ্চায়ুধ কুমার বারাণসীতে প্রতিগমন-পূর্ব্বক মাতাপিতাকে প্রণাম করিলেন। উত্তরকালে স্বয়ং রাজপদ লাভ করিয়া তিনি যথাধর্ম্ম প্রজাপালন করিয়াছিলেন এবং দানাদি পুণ্যব্রতের অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ পরিণত বয়সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

☞ আমেরিকার যুক্তরাজ্যের দক্ষিণাংশে নিগ্রোদিগের মধ্যে রিমাস্ কাকার গল্প (Tales of Uncle Remus) নামে কতকগুলি গল্প প্রচলিত আছে। তাহার মধ্যে Tar-Baby-নামক আখ্যায়িকার সহিত পঞ্চায়ুধ কুমারের আখ্যায়িকার সাদৃশ্য দেখা যায়। প্রাচীনকালে সুরাট, ভৃগুকচ্ছ প্রভৃতি স্থানের কিংবা আরবদেশের বণিকেরা ভারতবর্ষ হইতে এই আখ্যায়িকা লইয়া আফ্রিকার নিগ্রোদিগের মধ্যে প্রচার করিয়াছিল এবং শেষে নিগ্রো দাসেরা উহা আমেরিকায় প্রচার করিয়াছিল, এই সিদ্ধান্ত ভিন্ন উক্ত সাদৃশ্যের অন্য হেতু দেখা যায় না।

---

[১] বৌদ্ধ মতে অকালমৃত্যু পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত দুষ্কৃতির ফল। যে ব্যক্তি দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়া মানবের কৃত্যসমূহ সম্পাদন করিবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাকে নিতান্ত দুর্ভাগা বলিতে হইবে।

কুদ্দাল-জাতক

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব পর্ণিককুলে[১] জন্মগ্রহণপূর্ব্বক ক্রমে প্রাপ্তবয়া ও হিতাহিত-বিচারণক্ষম হইলেন। তাঁহার নাম হইল "কুদ্দালপণ্ডিত"। তিনি কুদ্দালদ্বারা একখণ্ড জমি আবাদ করিয়া তাহাতে শাক, লাউ, কুমড়া, শশা প্রভৃতি উৎপাদন করিতেন এবং সেই সমস্ত বিক্রয় করিয়া অতিকষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। গৃহে সেই একখানি কোদালি ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন সম্বল ছিল না। একদিন তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'গৃহে থাকিয়া আমার কি সুখ? আমি গৃহ ত্যাগ করিয়া প্রব্রাজক হইব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি কোদালিখানি লুকাইয়া রাখিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু বোধিসত্ত্ব সেই ভোঁতা কোদালির লোভ দমন করিতে পারিলেন না; তিনি গৃহে ফিরিলেন। এইরূপ পুনঃ পুনঃ ঘটিতে লাগিল,—তিনি ছয় বার কোদালি লুকাইয়া রাখিয়া প্রব্রাজক হইলেন এবং ছয় বারই গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। অনন্তর সপ্তম বারে তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি এই কুণ্ঠ কুদ্দালের মায়াতেই পুনঃ পুনঃ গৃহে আসিতেছি; এবার ইহা মহানদীর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া প্রব্রজ্যা লইব।' তখন তিনি নদীতীরে গিয়া, পাছে কুদ্দালের পতনস্থান দৃষ্টিগোচর হইলে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক উহা উদ্ধার করিবার ইচ্ছা হয় এই আশঙ্কায়, চক্ষুদ্বয় নিমীলন করিলেন, বাঁট ধরিয়া হস্তিসমবলে মস্তকোপরি তিন বার ঘুরাইয়া কুদ্দালখানি নদীর মধ্যভাগে নিক্ষেপ করিলেন এবং "আমি জিতিয়াছি! আমি জিতিয়াছি! আমি জিতিয়াছি!" বলিয়া তিন বার সিংহনাদ করিলেন।

বারাণসীর রাজা প্রত্যন্তবাসী প্রজাদিগের বিদ্রোহ দমন করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। তিনি সেই নদীতেই অবগাহন-পূর্ব্বক সর্ব্বালঙ্কারভূষিত এবং গজস্কন্ধারূঢ় হইয়া গমন করিতেছেন, এমন সময়ে বোধিসত্ত্বের জয়ধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি

[১] যাহারা শাকসবুজি উৎপাদন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত তাহারা পর্ণিক নামে অভিহিত হইত। বঙ্গদেশে পুণ্ডরীক-নামক জাতিরও এই ব্যবসায়। পুণ্ডরীকেরা সাধারণতঃ পুঁড়া নামে পরিচিত।

বলিলেন, "এ লোকটা 'জিতিয়াছি, জিতিয়াছি' বলিতেছে। কাহাকে জিতিল ? উহাকে আমার নিকট আনয়ন কর ত।"

বোধিসত্ত্ব উপস্থিত হইলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্র, আমি সংগ্রামে বিজয়ী হইয়া রাজধানীতে ফিরিতেছি। তুমি কিসে বিজয়ী হইলে ?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আপনি সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ সংগ্রামে জয়ী হইলেও দুর্জয় রিপুগণকে জয় করিতে পারেন নাই। আমি কিন্তু অদ্য লোভদমনপূর্ব্বক রিপুজয়ী হইয়াছি।" ইহা বলিতে বলিতে তিনি মহানদী অবলোকন করিতে লাগিলেন, এবং ধ্যান করিয়া তত্ত্বদর্শী হইলেন। তখন তাঁহার লোকাতীত ক্ষমতা জন্মিল, তিনি আকাশে আসীন হইয়া রাজাকে নিম্নলিখিত গাথায় ধর্ম্মশিক্ষা দিলেন :—

সে জয়ে কি ফল, পশ্চাতে যাহার আছে পরাজয়ভয় ?
যে জয়ের কভু নাই পরাজয় সেই সে প্রকৃত জয়। [১]

ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে শুনিতে রাজার মোহান্ধকার দূর এবং রিপুনিচয় প্রশমিত হইল। তাঁহার রাজ্যাভিলাষ দূরে গেল, প্রব্রজ্যালাভের বাসনা জন্মিল। তিনি বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখন কোথায় যাইবেন ?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আমি এখন হিমাচলে গিয়া তপস্বিভাবে বাস করিব।" "তবে আমিও প্রব্রাজক হইব" বলিয়া রাজাও বোধিসত্ত্বের সঙ্গে যাত্রা করিলেন। তদ্দর্শনে রাজার সমস্ত সৈন্য এবং সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণাদি অপর সকলেও তাঁহার অনুগামী হইলেন।

সচ্চং-কির-জাতক [২]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের দুষ্টকুমার নামে এক পুত্র ছিল। তাহার স্বভাব এমন ভীষণ ও নিষ্ঠুর ছিল যে, লোকে তাহাকে আহত বিষধরবৎ

[১] তু°—"জিতং জগৎ কেন ? মনো হি যেন।"

[২] এই জাতকের মধ্যে যে গাথা আছে তাহার প্রথম শব্দদ্বয় "সচ্চং কির" = সত্যং কিল।

ভয় করিত। কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতে হইলে সে হয় তাহাকে গালি দিত, নয় তাহাকে প্রহার করিত। এই কারণে সে অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ সকলেরই চক্ষুঃশূল হইয়াছিল; তাহাকে দেখিলেই লোকে মনে করিত, যেন একটা পিশাচ তাহাদিগকে গ্রাস করিতে আসিতেছে।

দুষ্টকুমার একদিন জলক্রীড়া করিবার জন্য বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া নদীতীরে গিয়াছিল। সকলে ক্রীড়ায় মত্ত হইয়াছে, এমন সময়ে মহামেঘ দেখা দিল, চারিদিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। তাহা দেখিয়া দুষ্টকুমার পরিচারকদিগকে বলিল, "আমাকে নদীর মাঝখানে লইয়া চল্, এবং সেখান হইতে স্নান করাইয়া আন্।" পরিচারকেরা তাহাকে নদীর মধ্যভাগে লইয়া গিয়া পরামর্শ করিল, 'এস, আমরা এই পাপিষ্ঠকে মারিয়া ফেলি; রাজা আমাদের কি করিবেন?' অনন্তর "নিপাত যাও, কালকর্ণি" বলিয়া তাহারা রাজকুমারকে জলে ফেলিয়া দিল এবং নিজেরা তীরে ফিরিয়া আসিল। সেখানে কুমারের সহচরেরা জিজ্ঞাসা করিল, "কুমার কোথায়?" তাহারা বলিল, "কই, তাঁহাকে ত দেখিতে পাইতেছি না। বোধ হয় তিনি ঝড়-জল দেখিয়া আগেই উঠিয়া আসিয়াছেন এবং বাড়ী গিয়াছেন।"

তাহারা সকলে রাজবাড়ীতে ফিরিয়া গেল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুমার কোথায়?" তাহারা বলিল, "আমরা জানি না, মহারাজ! মেঘ উঠিয়াছে দেখিয়া ভাবিলাম, তিনি আগেই চলিয়া আসিয়াছেন; কাজেই আমরাও ফিরিয়া আসিলাম।" রাজা তৎক্ষণাৎ পুরদ্বার খুলিয়া নদীর তীরে গমন করিলেন এবং তন্ন তন্ন করিয়া পুত্রের অনুসন্ধান করাইতে লাগিলেন; কিন্তু কোথাও তাঁহার খোঁজ-খবর পাইলেন না।

এ দিকে কুমারের কি দশা হইল শুন। সে মেঘান্ধকারে দিশাহারা হইয়া স্রোতে গা ঢালিয়া দিল; শেষে একটা গাছের গুঁড়ি ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া তাহার উপর চাপিয়া বসিল এবং মরিবার ভয়ে "রক্ষা কর," "রক্ষা কর" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

[ক্রমে রাজপুত্রের তিনটী সঙ্গী জুটিল।] বারাণসীর এক ধনশালী বণিক্ ঐ নদীর ধারে চল্লিশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা পুতিয়া রাখিয়াছিলেন।

অত্যধিক অর্থলালসা-নিবন্ধন মৃত্যুর পর তিনি সর্পরূপে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক ঐ গুপ্ত ধনের নিকটস্থ একটী বিবরে বাস করিতেছিলেন। এইরূপ, অপর এক বণিক্‌ও ত্রিশ কোটি সুবর্ণ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং ধনতৃষ্ণার প্রবলতাবশতঃ ইন্দুররূপে পুনর্জন্ম লাভ করিয়া সেই অর্থ পাহারা দিতেছিলেন। [যখন অতিবৃষ্টিবশতঃ নদীতে বান আসিল], তখন সর্প ও ইন্দুর উভয়েরই গর্ত্তে জল প্রবেশ করিল, এবং তাহারা বাহির হইয়া সাঁতার দিতে দিতে চলিল। অনন্তর সেই কাষ্ঠখণ্ড পাইয়া উহার এক প্রান্তে সর্প ও অন্য প্রান্তে ইন্দুর আরোহণ করিল। [তাহার পর একটা শুকপাখী আসিয়াও উহার উপর আশ্রয় লইল।] ঐ শুক নদীর ধারে একটা শাল্মলী বৃক্ষে বাস করিত। বন্যার বেগে বৃক্ষটা উৎপাটিত হইয়া নদীগর্ভে পড়িল; শুক উড়িয়া পলাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কিয়দ্দূর উড়িতে না উড়িতেই বৃষ্টির বেগে সেই প্লবমান কাষ্ঠখণ্ডের উপর গিয়া পড়িল। এইরূপে চারিটী প্রাণী এক খণ্ড কাষ্ঠ আশ্রয় করিয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিল। [ক্রমে রাত্রি হইল।]

যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন বোধিসত্ত্ব উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ-পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া ঐ নদীর এক নিবর্ত্তন-স্থানে[১] পর্ণকুটীরে বাস করিতেন। তিনি নিশীথকালে ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতেছেন, এমন সময়ে রাজপুত্রের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন। 'আমার ন্যায় দয়া-দাক্ষিণ্য-ব্রত মুনি নিকটে থাকিতে এই মহাপ্রাণী মারা গেলে বড় পরিতাপের কারণ হইবে; আমি জল হইতে উদ্ধার করিয়া উহার প্রাণ বাঁচাইব' এই সঙ্কল্প করিয়া বোধিসত্ত্ব তাহাকে "ভয় নাই," "ভয় নাই" বলিয়া আশ্বাস দিলেন এবং নদীগর্ভে লাফাইয়া পড়িলেন। তাঁহার শরীরে হস্তীর মত বল ছিল; তিনি এক টানে গুঁড়িটাকে তীরের নিকট আনিলেন এবং রাজপুত্রকে তুলিয়া উপরে রাখিলেন। অনন্তর সর্প, ইন্দুর ও শুকের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি সকলকেই আশ্রমে লইয়া গেলেন এবং আগুন জ্বালিয়া প্রথমে ইতর প্রাণী তিনটীর, পরে

[১] বাঁকের মোড়ে।

রাজপুত্রের শরীরে সেক দিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'ইতর প্রাণীরা দুর্ব্বল; অতএব ইহাদেরই অগ্রে পরিচর্য্যা করা উচিত।' অতিথিচারিটীর আহারার্থ ফলাদি পরিবেষণ করিবার সময়েও তিনি প্রথমে সর্প, ইন্দুর ও শুককে খাওয়াইলেন, পরে রাজপুত্রকে খাইতে দিলেন। ইহা দেখিয়া দুষ্টকুমারের বড় ক্রোধ হইল। সে ভাবিল, 'আমি রাজপুত্র, অথচ এই ভণ্ডতপস্বী আমার অপেক্ষা ইতর জন্তুগুলার অধিক আদর-অভ্যর্থনা করিতেছে!' এইরূপে রাজপুত্রের হৃদয়ে বোধিসত্ত্বের প্রতি বিকট ক্রোধের উদ্রেক হইল।

বোধিসত্ত্বের শুশ্রূষার গুণে কয়েকদিনের মধ্যে রাজপুত্র ও সর্পাদি সকলেই সুস্থ ও সবল হইল; বন্যার জলও কমিয়া গেল। বিদায় লইবার সময়ে সর্প বোধিসত্ত্বকে বলিল, "বাবা, আপনি আমার বড় উপকার করিলেন। আমি নির্ধন নহি; অমুক স্থানে আমার চল্লিশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা আছে। যদি আপনার কখনও প্রয়োজন ঘটে, তবে ঐ ধন আপনারই জানিবেন। আপনি সেখানে গিয়া 'দীঘা' বলিয়া ডাকিবেন; আমি বাহির হইয়া উহা আপনাকে দিব।" ইন্দুরও বলিল, "আপনি আমার বিবরের নিকট গিয়া 'ইন্দুর' বলিয়া ডাকিবামাত্র আমি বাহিরে আসিয়া আমার ত্রিশ কোটি সুবর্ণ আপনাকে দিব।" শুক বলিল, "বাবা, আমার সোণারূপা নাই; কিন্তু যদি আপনার কখনও ভাল ধানের দরকার হয়, তবে অমুক গাছের নিকট গিয়া 'শুক' বলিয়া ডাকিবেন। আমি জ্ঞাতিবন্ধুর সাহায্যে আপনার জন্য গাড়ীগাড়ী ভাল ধান যোগাড় করিয়া দিব।" মিত্রদ্রোহী রাজপুত্র ভাবিয়াছিল, 'বেটাকে নিজের কোঠে পাইলে মারিয়া ফেলিব;' সে বিদায় লইবার সময়ে ধর্ম্মসঙ্গত কোন কথাই বলিল না; মনের ভাব গোপন করিয়া কহিল, "আমি রাজা হইলে একবার আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলা দিবেন; আমি অন্ন, বস্ত্র, শয্যা ও ভৈষজ্য[১] এই চতুর্ব্বিধ উপচার দিয়া আপনার পূজা করিব।" ইহার কিছুদিন পরেই দুরাত্মা বারাণসীর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইল।

[১] এখানে ভৈষজ্য শব্দে ঘৃত, নবনীত, তৈল, মধু ও গুড় এই পঞ্চ দ্রব্য বুঝাইতেছে।

একদিন বোধিসত্ত্বের ইচ্ছা হইল, ইহারা প্রতিজ্ঞামত কাজ করে কি না পরীক্ষা করি। তিনি প্রথমে সর্পের বিবরের নিকট গিয়া 'দীঘা' বলিয়া ডাকিলেন। সে শুনিবামাত্র এক ডাকেই বাহিরে আসিল এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিল, "বাবা, এইখানে চল্লিশ কোটি সুবর্ণ আছে; আপনি সমস্ত তুলিয়া লইয়া যান।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বেশ, তাহাই করা যাইবে; যখন প্রয়োজন হইবে, তখন এ কথা স্মরণ করিব।" অনন্তর সেখান হইতে বিদায় লইয়া তিনি ইন্দুরের গর্ত্তের নিকট গেলেন এবং 'ইন্দুর' বলিয়া ডাকিলেন। ইন্দুরও সর্পের ন্যায় বাহিরে আসিয়া নিজের গুপ্তধন সমর্পণ করিতে চাহিল। তাহার পর বোধিসত্ত্ব শুকের বাসার নিকট গেলেন এবং 'শুক' বলিয়া ডাকিলেন। শুক বৃক্ষের অগ্রে বসিয়াছিল; সে ডাক শুনিবামাত্র উড়িয়া নীচে আসিল এবং সসম্মানে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, জ্ঞাতিবন্ধুদিগকে লইয়া হিমালয়ের পাদদেশ হইতে আপনার জন্য স্বয়ংজাত ধান্য সংগ্রহ করিয়া আনিব কি?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "যখন প্রয়োজন হইবে, তখন তোমার এই কথা ভুলিব না। এখন তুমি বাসায় ফিরিয়া যাও।"

শুকের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বোধিসত্ত্ব রাজাকে পরীক্ষা করিবার জন্য বারাণসীতে গিয়া রাজোদ্যানে উপস্থিত হইলেন এবং পরদিন ভিক্ষাচর্য্যার জন্য তপস্বিজনোচিত বেশে নগরে প্রবেশ করিলেন। তখন সেই মিত্রদ্রোহী রাজা নানালঙ্কার-শোভিত গজপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বহু অনুচরসহ নগর প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইয়াছিল। বোধিসত্ত্বকে দূর হইতে দেখিয়াই পাপিষ্ঠ মনে করিল, 'ঐ সেই ভণ্ডতপস্বী আমার স্কন্ধে চাপিতে আসিতেছে। ও যে আমার উপকার করিয়াছে তাহা লোকের নিকট বলিবার অবসর দেওয়া হইবে না; তাহার পূর্ব্বেই উহার শিরশ্ছেদের ব্যবস্থা করিতে হইবে।' এই সঙ্কল্প করিয়া সে অনুচর-দিগের দিকে তাকাইল। তাহারা "মহারাজের কি আজ্ঞা" বলিয়া সসম্ভ্রমে আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সে কহিল, "ঐ ভণ্ড তপস্বীটা ভিক্ষার জন্য আমাকে জ্বালাতন করিতে আসিতেছে। দেখিস্, ঐ কালকর্ণী যেন আমার কাছে ঘেঁষিতে না পারে। উহার হাত এখনই

বান্ধিয়া ফেল্, উহাকে প্রত্যেক চৌমাথায় দাঁড় করাইয়া প্রহার কর্, নগরের বাহিরে মশানে লইয়া যা; সেখানে আগে উহার মাথাটা কাট্; তার পর ধড়টা শূলে চাপাইয়া দে।”

আজ্ঞাবহ রাজভৃত্যগণ “যে আজ্ঞা” বলিয়া নিরপরাধ বোধিসত্ত্বকে মশানের দিকে লইয়া চলিল এবং প্রতি চৌমাথায় দাঁড় করাইয়া তাঁহাকে নিদারুণরূপে কশাঘাত করিতে লাগিল। কিন্তু বোধিসত্ত্ব একবারও “বাপরে, মারে” বলিয়া আর্ত্তনাদ করিলেন না, কেবল মধ্যে মধ্যে এই গাথা বলিতে লাগিলেন :—

মানুষ আর কাঠ যাচ্ছে দু'য়ে ভেসে বানের জলে;
কাঠ তুলি লও মানুষ ছাড়ি, লোকে ইহা বলে।
সত্য সত্য সত্য ইহা বুঝ্‌লাম আমি আজ;
মানুষ তোমার শত্রু হবে, কাঠে হবে কাজ।

রাজভৃত্যেরা যখনই বোধিসত্ত্বকে প্রহার করিতে লাগিল, তখনই তিনি কেবল এই কথা বলিতে লাগিলেন। [তখন রাস্তায় বিস্তর লোক জমিয়াছিল।] ইহাদের মধ্যে যাঁহারা বিজ্ঞ, তাঁহারা বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কখনও আমাদের রাজার কোন উপকার করিয়াছিলেন কি?” তখন বোধিসত্ত্ব আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া কহিলেন, “অতএব দেখা যাইতেছে, তোমাদের রাজাকে ভীষণ প্লাবন হইতে উদ্ধার করিয়া আমি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি। তখন আমি প্রবীণদিগের উপদেশমত কাজ করি নাই বলিয়া এখন এইরূপ আক্ষেপ করিতেছি।”

বোধিসত্ত্বের মুখে প্রকৃত কথা শুনিয়া ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমস্ত নগরবাসী একবাক্যে চীৎকার করিয়া উঠিল, “আঃ! রাজা কি পাপিষ্ঠ! এই ধর্ম্মপরায়ণ তপস্বী উহার জীবন দিয়াছেন; কোথায় ইঁহাকে পূজা করিবে; তাহা না করিয়া ইঁহার এত নিগ্রহ করিতেছে! এমন রাজার দ্বারা আমাদের কি উপকার হইবে? ধর্, নরাধমকে এখনই মার্।” তখন তাহারা ক্রোধভরে চারিদিক্ হইতে রাজাকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং

তীর, শক্তি, মুদ্গর, প্রস্তর, যে যাহা হাতে পাইল নিক্ষেপ করিয়া হস্তিস্কন্ধোপরি তাহার প্রাণবধ করিল। শেষে তাহারা পা ধরিয়া টানিতে টানিতে রাজার মৃতদেহ রাস্তার ধারে একটা খানায় ফেলিয়া দিল এবং বোধিসত্ত্বকে সিংহাসনে বসাইল।

বোধিসত্ত্ব রাজপদ পাইয়া যথাধর্ম্ম প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদিন তাঁহার ইচ্ছা হইল সর্প, ইন্দুর ও শুকের মনের ভাব আর একবার পরীক্ষা করা যাউক। তিনি বিস্তর অনুচর সঙ্গে লইয়া সর্পের বিবরসমীপে উপনীত হইলেন এবং 'দীঘা' বলিয়া ডাকিলেন। সর্প ঐ ডাক শুনিবামাত্র বাহিরে আসিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক নিবেদন করিল "এই আপনার ধন রহিয়াছে; গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হউক।" বোধিসত্ত্ব ঐ চল্লিশ কোটি সুবর্ণ লইয়া অনুচরদিগের নিকট রাখিলেন এবং ইন্দুরের বিবরের নিকট গেলেন। সেখানেও তিনি যেমন 'ইন্দুর' বলিয়া ডাকিলেন, অমনি ইন্দুর বাহিরে আসিয়া প্রণাম করিয়া ত্রিশ কোটি সুবর্ণ মুদ্রা দিল। এই অর্থও অনুচরদিগের নিকট রাখিয়া বোধিসত্ত্ব শুকের বাসার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং 'শুক' বলিয়া ডাকিলেন। শুকও তাহা শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজের জন্য ধান্য সংগ্রহ করিব কি?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন "প্রয়োজন হইলে সংগ্রহ করিও; এখন চল, তোমাদিগকে রাজধানীতে লইয়া যাই।" অনন্তর সত্তর কোটি সুবর্ণমুদ্রাসহ সর্প, ইন্দুর ও শুককে সঙ্গে লইয়া তিনি বারাণসীতে প্রতিগমন করিলেন, এক মনোরম প্রাসাদের ঊর্দ্ধতমতলে আরোহণ করিয়া সেখানে ঐ ধন রক্ষা করিলেন, এবং সর্পের বাসার্থ সুবর্ণনালিকা, ইন্দুরের বাসার্থ স্ফটিকগুহা, শুকের বাসার্থ সুবর্ণ-পঞ্জর নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। তিনি প্রতিদিন সুবর্ণপাত্রে সর্প ও শুকের আহারার্থ মধুমিশ্রিত লাজ[১] এবং ইন্দুরের জন্য গন্ধশালীতণ্ডুল[২] দিবার আদেশ দিলেন এবং দানাদি পুণ্যকর্ম্ম করিতে লাগিলেন। এইরূপে

১ খই। ২ যেমন, বাসমতা।

সর্প প্রভৃতি ইতর প্রাণিত্রয় এবং বোধিসত্ত্ব পরস্পর সম্প্রীতভাবে কালযাপন করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মফলভোগার্থ লোকান্তরে গমন করিলেন।

☞ ইতর প্রাণীরা মানুষের অপেক্ষা কৃতজ্ঞ, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য নানা দেশে নানা গল্প প্রচলিত আছে। Androcles and the Lion-এর আখ্যায়িকা অনেকেরই সুবিদিত। Gesta Romanorum নামক কথাকোষে (১১৯-সংখ্যক আখ্যায়িকায়) দেখা যায়, এক ব্যক্তি কোন উচ্চ-পদস্থ রাজপুরুষ, একটা সিংহ, একটা মর্কট ও একটা সর্প, এই চারিটা প্রাণীকে কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া রাজপুরুষের নিকট পুরস্কারের পরিবর্ত্তে প্রহার পাইয়াছিল; কিন্তু ইতর প্রাণী তিনটা তাহাকে প্রচুর ধন দান করিয়াছিল।

রাজা অত্যাচারী হইলে প্রজারা সময়ে সময়ে বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার প্রাণান্ত পর্য্যন্ত করিত, জাতকের আরও অনেক আখ্যায়িকায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

সর্প গুপ্তধনের প্রহরীর কাজ করে, এ বিশ্বাস অতি প্রাচীন। মূষিকের ধনলোভ-সম্বন্ধে পঞ্চতন্ত্রে বর্ণিত মূষিকরাজ হিরণ্যকের কথা দ্রষ্টব্য। সোমদেব কথাসরিৎসাগরে (৯৭ম তরঙ্গে) পঞ্চতন্ত্রের আখ্যায়িকাই প্রায় অবিকৃতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহার হিরণ্যক ধন লাভ করিয়াছেন চৌর্য্যদ্বারা। বব্রু-জাতকেও (১৩৭) এক ধনশালিনী মূষিকার কথা দেখা যায়।

মহাস্বপিন-জাতক

(প্রত্যুৎপন্ন বস্তু)

প্রবাদ আছে যে, একদা কোশলরাজ সমস্ত রাত্রি নিদ্রাভোগ করিয়া শেষ প্রহরে ষোলটী মহাস্বপ্নদর্শনে এরূপ ভীত হইয়াছিলেন যে, তাহাতেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়। এরূপ দুঃস্বপ্নের না জানি কি কুফলই ঘটিবে, এই ভাবিয়া তিনি মরণভঁয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছিলেন, এবং চলচ্ছক্তিরহিত হইয়া শয্যার উপরই জড়সড়ভাবে পড়িয়া রহিয়াছিলেন। অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে পুরোহিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজের সুষুপ্তি হইয়াছিল ত?" রাজা কহিলেন, "আচার্য্যগণ, কিরূপে সুষুপ্তি ভোগ করিব, বলুন? আমি

অন্ত ষোলটী অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া অবধি নিতান্ত ভয়ব্যাকুল হইয়াছি। আপনারা দয়া করিয়া এই স্বপ্নগুলির ব্যাখ্যা করুন।” ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, “আপনি কি কি স্বপ্ন দেখিয়াছেন শুনিতে পাইলে আমরা তাহাদের ফল নির্ণয় করিয়া দিতেছি।”

রাজা একে একে স্বপ্নবৃত্তান্তগুলি নিবেদন করিয়া তাহাদের ফল জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণেরা স্বপ্ন শুনিয়া হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “বিপ্রগণ! আপনারা হস্ত সঞ্চালন করিতেছেন কেন?” তাঁহারা বলিলেন, “মহারাজ! এগুলি অতীব দুঃস্বপ্ন।” “এরূপ দুঃস্বপ্নের ফল কি?” “হয় রাজ্যনাশ, নয় প্রাণনাশ, নয় ভোগনাশ, এই তিনটীর একটী না একটী।” “এ ফল প্রতিবিধেয়, না অপ্রতিবিধেয়?” “এমন দুঃস্বপ্ন অপ্রতিবিধেয় হইবারই কথা; তথাপি আমরা প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিব; ইহার যদি প্রতিবিধান করিতে না পারিলাম, তবে আমাদের শাস্ত্রজ্ঞানের কি ফল?” “আপনারা তবে কি প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিতেছেন, অনুমতি করুন।” “মহারাজ! আমরা সর্ব্বচতুষ্ক-দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিব।”[১] ভয়-বিহ্বল রাজা নিতান্ত ব্যগ্রতার সহিত বলিলেন, “আচার্য্যগণ! দেখিবেন, আমার প্রাণ আপনাদের হাতে; আমি যাহাতে অচিরে নিরাময় হইতে পারি তাহার উপায় করুন।” রাজার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণদিগের আনন্দের সীমা-পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা ভাবিলেন, ‘এই উপলক্ষে আমরা বহু ধন ও প্রচুর খাদ্য ও ভোজ্য[২] লাভ করিব।’ তাঁহারা “কোন চিন্তা নাই, মহারাজ!” এই আশ্বাস দিয়া প্রাসাদ হইতে চলিয়া গেলেন; নগরের বহির্ভাগে যজ্ঞবাট প্রস্তুত করিয়া সেখানে বহুসংখ্যক চতুষ্পদ

[১] মনুষ্য, হস্তী ইত্যাদি প্রাণীর চারি চারিটী এক এক চতুষ্ক। যে যজ্ঞে এই সমস্ত প্রাণীর চারি চারিটী বলি দেওয়া হইত তাহার নাম ছিল সর্ব্বচতুষ্ক যজ্ঞ। কেহ কেহ সর্ব্বচতুষ্ক দানও করিতেন, অর্থাৎ দাস, দাসী, যান, আসন, শয্যা প্রভৃতির চারি চারিটী ব্রাহ্মণদিগকে দিতেন।

[২] ভাবপ্রকাশের মতে আহার ষড়্বিধ=চূষ্য, পেয়, লেহ্য, ভোজ্য, ভক্ষ্য ও চর্ব্ব্য। ভোজ্য যথা ভক্তসূপাদি; ভক্ষ্য যথা মোদকাদি; চর্ব্ব্য যথা চিপিটচণকাদি। ‘খাদ্য’ বলিলে চর্ব্ব্য ও ভক্ষ্য বুঝাইবে। ‘খাদ্য’ (খজ্জ) হইতে ‘খাজা’ (স্বনামখ্যাত মোদক) শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ‘খাজা’ কাঁটালও চর্ব্ব্য-বিশেষ।

জন্তু আনয়ন করাইয়া স্থূণায় বান্ধিয়া রাখাইলেন, বহু পক্ষী সংগ্রহ করিলেন এবং তাহার পরেও ইহা চাই, তাহা চাই বলিয়া পুনঃ পুনঃ রাজার নিকট যাইতে আরম্ভ করিলেন। রাজমহিষী মল্লিকাদেবী[১] ব্রাহ্মণদিগের গতিবিধি দেখিয়া রাজার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রাহ্মণেরা আজ এত ঘন ঘন যাতায়াত করিতেছেন কেন?"

রাজা কহিলেন, "তুমি ত পরম সুখে আছ! আমার কর্ণমূলে আশীবিষ বিচরণ করিতেছে, অথচ তুমি কিছুই জানিতে পারিতেছ না!" "মহারাজ! আপনি কি বলিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছি না।" "আমি ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি,—ব্রাহ্মণেরা বলিতেছেন যে, তজ্জন্য তিনটী মহাবিঘ্নের একটী না একটী ঘটিবার আশঙ্কা আছে। ইহার প্রতিবিধানার্থ যজ্ঞ করিবেন বলিয়া তাঁহারা উপকরণ-সংগ্রহের জন্য বার বার যাতায়াত করিতেছেন।" "যিনি নরলোকের ও দেবলোকের ব্রাহ্মণাগ্রগণ্য, তাঁহাকে স্বপ্নের প্রতিকারার্থ কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন কি?" "ভদ্রে! নরলোকে ও দেবলোকে ব্রাহ্মণাগ্রগণ্য বলিয়া কাহাকে মনে করিয়াছ?" "সে কি, মহারাজ! যিনি ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বজ্ঞ, বিশুদ্ধ ও নিষ্কলঙ্ক, আপনি কি সেই ব্রাহ্মণাগ্রগণ্য মহাপুরুষকে জানেন না? সেই ভগবান্ নিশ্চয় আপনার স্বপ্ন ব্যাখ্যা করিবেন। আপনি গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন।" রাজা বলিলেন, "দেবি! এ অতি উত্তম পরামর্শ" এবং তখনই বিহারে গিয়া শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন। শাস্তা মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ যে এত সকালে আসিয়াছেন, ইহার কারণ কি?" "প্রভাত হইবার প্রাক্কালে ষোলটী অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া এমন ভীত হইয়াছিলাম যে, ব্রাহ্মণদিগের নিকট তাহার প্রতিবিধানের প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম। তাঁহারা বলিলেন যে, স্বপ্নগুলি নিতান্ত অমঙ্গলসূচক এবং স্বস্ত্যয়নের জন্য সর্ব্বচতুষ্ক যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইবে। তাঁহারা এখন যজ্ঞের আয়োজন করিতেছেন; তদুপলক্ষে

[১] কোশলরাজ প্রসেনজিতের অন্যতমা ভার্য্যা। ইনি নাকি এক মালাকারের কন্যা; প্রসেনজিৎ ইঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে অগ্রমহিষীর পদে প্রতিষ্ঠিত করেন [কুল্মাষপিণ্ড-জাতকের (৪১৫) প্রত্যুৎপন্ন বস্তু দ্রষ্টব্য]।

বহু প্রাণী মরণভয়ে ব্যাকুল হইয়াছে। সেই জন্য আপনার শরণ লইলাম। আপনি ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ; ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, জ্ঞাতব্য কোন বিষয়ই আপনার জ্ঞানের অগোচর নহে। দয়া করিয়া আমার স্বপ্নফল ব্যাখ্যা করিতে আজ্ঞা হয়।" "মহারাজ! ত্রিভুবনে আমি ব্যতীত আর কেহ যে এ সকল স্বপ্নের মর্ম্ম বুঝিতে ও ফল বলিতে পারিবে না, ইহা সত্য। আমি আপনাকে সমগ্র বিষয় বুঝাইয়া দিতেছি। আপনি যে যে স্বপ্ন দেখিয়াছেন, যথাক্রমে বলুন।" "যে আজ্ঞা, প্রভু" বলিয়া রাজা স্বপ্নসমূহ বলিতে লাগিলেন।

* * * * *

প্রথম স্বপ্ন ও তাহার ফল—

"প্রথম স্বপ্ন এইরূপ:—বোধ হইল যেন চারিটা কজ্জলকৃষ্ণ বৃষ চারিদিক্ হইতে যুদ্ধার্থ রাজপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল; বৃষ-যুদ্ধ দেখিবে বলিয়া সেখানে বহুলোক সমবেত হইল; বৃষগণ যুদ্ধের ভাব দেখাইল বটে, কিন্তু কেবল নিনাদ ও গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং শেষে যুদ্ধ না করিয়াই চলিয়া গেল। এই আমার প্রথম স্বপ্ন। বলুন ত, প্রভু, এমন স্বপ্ন কেন দেখিলাম এবং ইহার ফলই বা কি।"

* * * * *

শাস্তা কহিলেন, "মহারাজ, এই স্বপ্নের ফল আপনার বা আমার জীবদ্দশায় ফলিবে না, কিন্তু অতঃপর দেখা যাইবে। তখন রাজারা অধার্ম্মিক ও কৃপণস্বভাব হইবেন, মনুষ্য অসৎপথে বিচরণ করিবে, জগতের অধোগতি হইতে থাকিবে; তখন কুশলের ক্ষয়, অকুশলের উপচয় ঘটিবে। জগতের সেই অধঃপতন-সময়ে আকাশ হইতে পর্য্যাপ্ত বারিবর্ষণ হইবে না, মেঘের পা খঞ্জ হইয়া যাইবে, শস্য শুষ্ক হইবে, দুর্ভিক্ষের হাহাকার উঠিবে। তখন চারিদিক্ হইতে মেঘ উঠিবে বটে, লোকে মনে করিবে, কতই যেন বৃষ্টি হইবে; গৃহিণীগণ যে ধান্যাদি রৌদ্রে দিয়াছেন তাহা আর্দ্র হইবে আশঙ্কায় গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া যাইবেন; পুরুষেরা কোদালি ও ঝুড়ি হাতে লইয়া আলি বান্ধিবার

জন্য বাহির হইবে। কিন্তু সে মেঘ বর্ষণের ভাবমাত্র দেখাইবে; তাহাতে গর্জ্জন হইবে, বিদ্যুৎ খেলিবে; কিন্তু আপনার স্বপ্নদৃষ্ট বৃষগণ যেমন যুদ্ধ না করিয়া প্রস্থান করিয়াছে, উহাও সেইরূপ বর্ষণ না করিয়া পলাইয়া যাইবে। আপনার স্বপ্নের এই ফল জানিবেন; কিন্তু ইহাতে আপনার কোন ভয়ের কারণ নাই; ইহা সুদূর ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে প্রযোজ্য বুঝিতে হইবে। ব্রাহ্মণেরা কেবল নিজেদের উপজীবিকার অনুরোধেই আপনাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন।" এইরূপে প্রথম স্বপ্নের নিষ্পত্তি করিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলুন মহারাজ, আপনার দ্বিতীয় স্বপ্ন কি।"

দ্বিতীয় স্বপ্ন ও তাহার ফল—

রাজা কহিলেন, "ভগবন্, আমার দ্বিতীয় স্বপ্ন বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আমার বোধ হইল পৃথিবী ভেদ করিয়া শত শত ক্ষুদ্র বৃক্ষ ও গুল্ম উত্থিত হইল এবং কোন কোনটী বিতস্তি-প্রমাণ, কোন কোনটী বা অরত্নি-প্রমাণ[১] হইয়াই পুষ্পিত ও ফলিত হইল! এ স্বপ্নের ফল কি বলুন।"

শাস্তা কহিলেন, "মহারাজ, যখন জগতের অবনতির সময়ে মনুষ্যেরা স্বল্পায়ু হইবে, তখনই এ স্বপ্নের ফল দেখা যাইবে। * * * সেই অনাগতকালে অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যাগণ গর্ভধারণপূর্ব্বক পুত্রকন্যা প্রসব করিবে। আপনি যে ফল দেখিয়াছেন তাহা বালদম্পতীজাত-পুত্রকন্যা-সূচক। কিন্তু মহারাজ, এ স্বপ্নের ফলে আপনার কোন ভয়ের কারণ দেখা যায় না।"

তৃতীয় স্বপ্ন ও তাহার ফল—

রাজা কহিলেন, "আমি দেখিলাম, ধেনুগণ সদ্যোজাত বৎসগণের ক্ষীর পান করিতেছে। ইহার কি ফল হইবে?"

"ইহারও ফল অনাগতকালগর্ভে; তখন মনুষ্যেরা বয়োজ্যেষ্ঠদিগের প্রতি সম্মান দেখাইতে বিরত হইবে। তাহারা নির্লজ্জভাবে মাতা,

[১] অরত্নি=১২ অঙ্গুলি বা আধ হাত।

পিতা, শ্বশ্রূ, শ্বশুর প্রভৃতিকে উপেক্ষা করিয়া নিজেরাই গৃহে কর্ত্তৃত্ব করিবে, বৃদ্ধদিগকে ইচ্ছা হইলে গ্রাসাচ্ছাদন দিবে, ইচ্ছা না হইলে দিবে না। তখন অনাথ ও অসহায় বৃদ্ধগণ সদ্যোজাত বৎসক্ষীরপিষন্তী ধেনুর ন্যায় সর্ব্বতোভাবে স্ব স্ব সন্তান-সন্ততির অনুগ্রহান্নভোজী হইবে। কিন্তু ইহাতে আপনার ভীত হইবার কি আছে ?"

চতুর্থ স্বপ্ন ও তাহার ফল—

"দেখিলাম লোকে ভার-বহনক্ষম বলিষ্ঠ বলীবর্দ্দদিগকে যুগবদ্ধ না করিয়া তরুণ বলীবর্দ্দদিগকে যুগবদ্ধ করিল; কিন্তু তাহারা ভার বহন করিতে অসমর্থ হইয়া পাদমাত্রও চলিল না, এক স্থানেই স্থির হইয়া রহিল, কাজেই শকটগুলি যেখানে ছিল, সেখানেই পড়িয়া থাকিল। এ স্বপ্নের কি ফল, প্রভু ?"

"ইহারও ফল অনাগতকালে দেখা যাইবে। তখন রাজারা অধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া প্রবীণ, সুপণ্ডিত, প্রবেণি-কুশল[১] এবং রাজ্যপরিচালনক্ষম মহামাত্রদিগের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন না; ধর্ম্মাধিকরণে এবং মন্ত্রভবনেও বিচক্ষণ, ব্যবহারজ্ঞ বয়োবৃদ্ধদিগকে নিযুক্ত করিবেন না; পক্ষান্তরে ইঁহাদের বিপরীতলক্ষণযুক্ত তরুণবয়স্ক ব্যক্তিদিগেরই আদর বৃদ্ধি হইবে; এইরূপ অর্ব্বাচীনেরাই ধর্ম্মাধিকরণে উচ্চাসন পাইবে, কিন্তু বহুদর্শিতার অভাবে এবং রাজকর্ম্মে অনভিজ্ঞতাবশতঃ তাহারা পদগৌরব রক্ষা করিতে পারিবে না, রাজকর্ম্মও সম্পন্ন করিতে পারিবে না; তাহারা কর্ম্মভার পরিহার করিবে। বয়োবৃদ্ধ বিচক্ষণ মহামাত্রগণ সর্ব্ববিধ-কার্য্যনির্ব্বাহ-সমর্থ হইলেও পূর্ব্বকৃত অপমান স্মরণ করিয়া রাজার সাহায্যে পরাঙ্মুখ হইবেন। তাঁহারা ভাবিবেন, 'আমাদের ইহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি ? আমরা ত এখন বাহিরের লোক; ছেলে-ছোকরারা ক্ষমতা লাভ করিয়াছে; কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য তাহারাই জানে।' এইরূপে অধার্ম্মিক রাজা-দিগের সর্ব্বতোভাবে অনিষ্ট ঘটিবে। ধুর-বহনক্ষম বলিষ্ঠ বলীবর্দ্দদিগের

[১] প্রবেণি=নজির, Precedents.

স্কন্ধ হইতে যুগ অপসারিত করিয়া ধুরবহনে অসমর্থ তরুণ বলীবর্দ্দ-দিগের স্কন্ধে স্থাপিত করাতে যাহা হয়, তখনও তাহাই হইবে—রাজ্যরূপ শকট অচল হইয়া থাকিবে। কিন্তু ইহাতে আপনার কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই।”

পঞ্চম স্বপ্ন ও তাহার ফল—

“দেখিলাম, একটা অশ্বের দুই দিকে দুই মুখ; লোকে দুই মুখেই যবস [১] দিতেছে এবং অশ্ব দুই মুখেই তাহা আহার করিতেছে। এই আমার পঞ্চম স্বপ্ন। ইহার ফল কি বলুন।”

“ইহারও ফল অনাগতকালে অধার্ম্মিক রাজাদিগের রাজ্যে সংঘটিত হইবে। তখন অবোধ ও অধার্ম্মিক রাজগণ অধার্ম্মিক ও লোভী ব্যক্তি-দিগকে বিচারকের পদে নিযুক্ত করিবেন। আপনার স্বপ্নদৃষ্ট অশ্ব যেমন উভয় মুখ-দ্বারাই আহার গ্রহণ করিয়াছে, পাপপুণ্য-জ্ঞানশূন্য মূর্খ বিচারকগণ ধর্ম্মাধিকরণে উপবেশন করিয়া বিচার করিবার সময়ে সেইরূপে অর্থী প্রত্যর্থী উভয় পক্ষের হস্ত হইতেই উৎকোচ গ্রহণ করিবে। কিন্তু মহারাজ, ইহাতেও আপনার কোন ভয়হেতু দেখা যায় না।”

* * * * *

অষ্টম স্বপ্ন ও তাহার ফল—

“দেখিলাম, রাজদ্বারে একটী বৃহৎ পূর্ণ কলসের চারি দিকে অনেকগুলি শূন্য কলস সজ্জিত রহিয়াছে; চারি দিক্ এবং চারি অনুদিক্ হইতে চতুর্ব্বর্ণের জনস্রোত ঘটে ঘটে জল আনিয়া সেই পূর্ণ কলসে ঢালিতেছে; উপস্রুত জল স্রোতের আকারে চলিয়া যাইতেছে, তথাপি তাহারা পুনঃ পুনঃ ঐ কলসীতেই জল ঢালিতেছে, ভ্রমেও একবার শূন্য কলসীগুলির দিকে তাকাইতেছে না। বলুন, প্রভু, এ স্বপ্নের কি ফল।”

“এ স্বপ্নের ফলও বহুদিন পরে দেখা যাইবে। তখন পৃথিবীর বিনাশকাল আসন্ন হইবে, রাজ্যে সুখের লেশ থাকিত না; রাজারা দুর্গত ও

[১] যবস=যাব; ঘাস, বিচালি ইত্যাদি।

কৃপণ হইবেন; তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী হইবেন, তাঁহাদেরও ভাণ্ডারে লক্ষাধিক মুদ্রা সঞ্চিত থাকিবে না। এই অভাবগ্রস্ত নৃপতিগণ জনপদবাসীদিগকে আপনাদের বপনকার্য্যে নিয়োজিত করিবেন; উপদ্রুত প্রজারা নিজ নিজ কাজ ছাড়িয়া রাজাদেরই কাজ করিবে; তাঁহাদের জন্য ধান্য, যব, গোধূম, মুদ্গমাষাদি [১] বপন করিবে, তৎসমুদায় রক্ষা করিবে, ক্ষেত্র হইতে কাটিয়া আনিবে, মর্দ্দন করিবে, এবং রাজভাণ্ডারে তুলিয়া রাখিবে। তাহারা ইক্ষুক্ষেত্র প্রস্তুত করিবে, যন্ত্র প্রস্তুত করিবে ও চালাইবে, রস পাক করিয়া গুড় প্রস্তুত করিবে; তাহারা পুষ্পোদ্যান ও ফলোদ্যান রচনা করিবে। এই সকল উৎপন্ন দ্রব্য-দ্বারা তাহারা রাজাদিগের কোষ্ঠাগার পুনঃ পুনঃ পূর্ণ করিবে; কিন্তু নিজেদের কোষ্ঠাগার-গুলি যে শূন্য রহিয়াছে, সেদিকে একবারও দৃষ্টিপাত করিবে না—শূন্য কুম্ভের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া পূর্ণ কুম্ভেই পুনঃ পুনঃ জল ঢালিবে। কিন্তু মহারাজ, ইহাতেও আপনার কোন ভয় নাই।”

নবম স্বপ্ন ও তাহার ফল—

“দেখিলাম, একটী পঞ্চবিধ-পদ্মসম্পন্ন গভীর পুষ্করিণীর সর্ব্বদিকেই স্নানের ঘাট; তাহাতে জলপান করিবার জন্য চতুর্দ্দিক্ হইতে দ্বিপদ ও চতুষ্পদগণ অবতরণ করিতেছে; কিন্তু এই পুষ্করিণীর জল সুগভীর মধ্যভাগে পঙ্কিল, অথচ তীরসমীপে দ্বিপদ-চতুষ্পদাদির অবতরণ-স্থানে স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল। এ স্বপ্নের পরিণাম কি?”

“ইহারও পরিণাম সুদূর ভবিষ্যদ্গর্ভে। তখন রাজারা অধর্ম্মপরায়ণ হইবেন; যথেচ্ছভাবে অন্যায়রূপে রাজ্যশাসন করিবেন; বিচার করিবার সময়ে ধর্ম্মের মর্য্যাদা রাখিবেন না। তাঁহারা অর্থলালসায় উৎকোচ গ্রহণ করিবেন, প্রজাদিগের প্রতি দয়া, ক্ষান্তি ও প্রীতি-প্রদর্শনে বিমুখ হইবেন; লোকে যেমন ইক্ষুযন্ত্রে ফেলিয়া ইক্ষু নিষ্পেষণ করে, তাঁহারাও সেইরূপ অতি নিষ্ঠুর ও ভীষণ-ভাবে প্রজাদিগের পীড়নপূর্ব্বক নানা প্রকার কর

১ মূলে ‘পুব্বণ্ণপরণ্ণ’ (পূর্ব্বান্ন ও অপরান্ন) আছে। পূর্ব্বান্ন বলিলে, শালি, ব্রীহি, যব, গোধূম, কঙ্গু, বরক, কুদ্রূস এই সপ্তবিধ শস্য বুঝাইত। অপরান্ন—যথা মুদ্গ, মাষ, তিল, কুলথ, অলাবু, কুষ্মাণ্ড।

গ্রহণ করিয়া ধন সংগ্রহ করিবেন। করভার-প্রপীড়িত প্রজাগণ অবশেষে করদানে অসমর্থ হইয়া গ্রাম-নগরাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে আশ্রয় লইবে। এইরূপে রাজ্যের মধ্যম জনপদসমূহ জনশূন্য এবং প্রত্যন্ত ভাগ বহুজনসমৃদ্ধ হইবে, অর্থাৎ রাজ্যরূপ পুষ্করিণীর মধ্যভাগ আবিল এবং তীরসন্নিহিত ভাগ অনাবিল হইবে। তবে ইহাতেও আপনার কোন ভয়ের কারণ নাই।"

দশম স্বপ্ন ও তাহার ফল—

"দেখিলাম, একটা পাত্রে তণ্ডুল পাক হইতেছে; কিন্তু তাহা সুসিদ্ধ হইতেছে না। সুসিদ্ধ হইতেছে না বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তণ্ডুলগুলি যেন পরস্পর সম্পূর্ণরূপ পৃথক্ থাকিয়া যাইতেছে—একই পাত্রে একসঙ্গে তিন প্রকার পাক হইতেছে—কতকগুলি তণ্ডুল গলিয়া গিয়াছে, কতকগুলি তণ্ডুলই রহিয়াছে, কতকগুলি সুপক্ক হইয়াছে। এ স্বপ্নের ফল বলিতে আজ্ঞা হয়।"

"ইহারও ফল বহুকাল পরে ভবিতব্য। তখন রাজারা অধার্ম্মিক হইবেন, তাঁহাদের পারিপার্শ্বিকগণ এবং ব্রাহ্মণ, গৃহপতি, পৌর ও জানপদবর্গও অধার্ম্মিক হইবে। ফলতঃ তখন সকল মনুষ্যই অধর্ম্মচারী হইবে। শ্রমণ, ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত ধর্ম্মপথে চলিবে না। তদনন্তর তাহাদের রক্ষক দেবগণ, বলিপ্রতিগ্রাহী দেবগণ, বৃক্ষদেবগণ, আকাশ-দেবগণ প্রভৃতি পর্য্যন্ত অধর্ম্মমার্গে বিচরণ করিবেন। অধার্ম্মিক রাজার রাজ্যে বায়ু খর ও বিষম বেগে প্রবাহিত হইবে এবং আকাশস্থ বিমানকে কম্পিত করিবে; বিমান-প্রকম্পন-হেতু দেবতারা কুপিত হইয়া বারিবর্ষণে বাধা দিবেন, বর্ষণ হইলেও সমস্ত রাজ্যে এক সময়ে হইবে না; তদ্দ্বারা ক্ষেত্রকর্ষণ ও বীজবপনেরও সুবিধা ঘটিবে না। যেমন সমস্ত রাজ্যে, সেইরূপ ইহার প্রত্যেক অংশে—গ্রামে, জনপদে, তড়াগাদিতে—সর্ব্বত্র এক সময়ে বৃষ্টিপাত হইবে না; উচ্চভাগে বৃষ্টি হইবে ত নিম্নভাগে হইবে না, নিম্নভাগে বৃষ্টি হইবে ত উচ্চভাগে হইবে না। রাজ্যের এক অংশে অতি-

বৃষ্টি-নিবন্ধন শস্যহানি হইবে, অংশান্তরে অনাবৃষ্টিতে শস্য শুকাইয়া যাইবে; ক্বচিৎ ক্বচিৎ বা সুবৃষ্টি-বশতঃ শস্যোৎপত্তি হইবে। এইরূপ একই রাজ্যের উপ্ত শস্য স্বপ্নদৃষ্ট একপাত্রে পচ্যমান তণ্ডুলের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন দশা প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু ইহাতেও আপনার কোন শঙ্কার কারণ নাই।"

একাদশ স্বপ্ন ও তাহার ফল—

"দেখিলাম, পূতি-তক্রের[১] বিনিময়ে লক্ষ মুদ্রা মূল্যের চন্দন বিক্রীত হইতেছে। ইহার কি ফল বলুন।"

"যখন মৎপ্রতিষ্ঠিত শাসনের অবনতি ঘটিবে, সেই সুদূর ভবিষ্যতে ইহার ফল পরিদৃষ্ট হইবে। তখন বহু ভিক্ষু পাত্র-চীবরাদিলোলুপ ও নির্লজ্জ হইবে; যে লোভের নিন্দা করিয়া আমি ধর্ম্মদেশন করিয়াছি, তাহারা সেই লোভেরই বশীভূত হইয়া চীবরাদি পাইবার আশায় লোকের নিকট ধর্ম্মকথা বলিবে; তাহারা লোভবশে বুদ্ধশাসন-পরিহারপূর্ব্বক বিরুদ্ধ-মতাবলম্বীদিগের সম্প্রদায়ভুক্ত হইবে; কাজেই মনুষ্যদিগকে নির্ব্বাণাভিমুখে লইতে পারিবে না। কিরূপে মধুরস্বরে ও মিষ্টবাক্যে লোকের নিকট হইতে মহার্হ চীবরাদি লাভ করা যাইতে পারে, এবং ঐ সকল দান করিবার জন্য লোকের মতি উৎপাদন করিতে পারা যায়, ধর্ম্মোপদেশ দিবার সময়ে তাহারা কেবল ইহাই চিন্তা করিবে। অনেকে হাটে, বাজারে, চতুষ্কে ও রাজদ্বারে বসিয়া কার্ষাপণ, অর্দ্ধকার্ষাপণ প্রভৃতি মুদ্রাপ্রাপ্তির আশাতেও ধর্ম্মকথা শুনাইতে কুণ্ঠিত হইবে না। ফলতঃ যে ধর্ম্মের মূল্য নির্ব্বাণরূপ মহারত্ন, এই সকল ব্যক্তি তাহা চীবরাদি উপকরণ, কিংবা কার্ষাপণাদি মুদ্রারূপ অকিঞ্চিৎকর পদার্থের বিনিময়ে বিক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হইবে—পূতি-তক্রের বিনিময়ে লক্ষমুদ্রা মূল্যের চন্দন দান করিবে। কিন্তু ইহাতে আপনার কোন ভয়ের কারণ নাই।"

[১] পচা ঘোল।

দ্বাদশ স্বপ্ন ও তাহার ফল—

"দেখিলাম, যেন শূন্যগর্ভ অলাবুপাত্রগুলি জলে ডুবিয়া গেল। ইহার ফল কি হইবে, প্রভো ?"

"ইহারও ফল বহুকাল পরে দেখা দিবে। তখন রাজারা অধার্ম্মিক হইবেন, পৃথিবী বিপথে চলিবে। তখন রাজারা সদ্‌বংশজাত কুলপুত্র-দিগের প্রতি অবজ্ঞা দেখাইবেন এবং অকুলীনদিগের সম্মান করিবেন। অকুলীনেরা প্রভুত্ব লাভ করিবে; কুলীনেরা দরিদ্র হইবেন। রাজ-সম্মুখে, রাজদ্বারে, মন্ত্রভবনে ও বিচারস্থানে সর্ব্বত্রই অলাবুপাত্রসদৃশ অকুলীনদিগের কথা প্রবল হইবে—যেন কেবল তাহারাই সর্ব্ববিষয়ে তলস্পর্শী হইয়া সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে! ভিক্ষুসঙ্ঘেও পাত্র, চীবর, বাসস্থানাদির সম্বন্ধে কোন মীমাংসার প্রয়োজন হইলে দুঃশীল ও পাপিষ্ঠ ভিক্ষুদিগের বাক্যই বলবৎ বলিয়া পরিগণিত হইবে, সুশীল ও বিনয়ী ভিক্ষুদিগের কথায় কেহ কর্ণপাত করিবে না। ফলতঃ সমস্ত বিষয়েই অলাবুপাত্রসদৃশ অন্তঃসারহীন ব্যক্তিদিগের সারবত্তা প্রতিপন্ন হইবে। তবে ইহাতেও আপনার কোন ভয় নাই।"

ত্রয়োদশ স্বপ্ন ও তাহার ফল—

"দেখিলাম, কূটাগারপ্রমাণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডসমূহ নৌকার ন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে। ইহার ফল কি বলুন।"

"ইহারও ফল পূর্ব্বোক্ত সময়ে দেখা যাইবে। তখন অধার্ম্মিক নৃপতিগণ অকুলীনদিগের সম্মান করিবেন, অকুলীনেরা প্রভুত্ব লাভ করিবে, কুলীনদিগের দুর্দ্দশার সীমা পরিসীমা থাকিবে না। তখন লোকে কুলীন-দিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে, অকুলীনদিগের সম্মান করিবে। রাজসম্মুখে, মন্ত্রভবনে, বিচারস্থানে, কুত্রাপি শিলাখণ্ডসদৃশ-সারবান্, বিচারকুশল কুল-পুত্রদিগের কথা লোকের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিবে না; তাহা বৃথা ভাসিয়া যাইবে; তাঁহারা কোন কথা বলিতে চাহিলে অকুলীনেরা পরিহাস-সহকারে বলিবে, "এরা আবার কি বলে?" ভিক্ষুসঙ্ঘেও এইরূপে শ্রদ্ধার্হ ভিক্ষুর কথার আদর থাকিবে না; উহা কাহারও হৃদয়ের

তলদেশ স্পর্শ করিবে না; আবর্জ্জনার ন্যায় ভাসিয়া যাইবে। কিন্তু ইহাতেও আপনার কোন ভয় নাই।"

চতুর্দ্দশ স্বপ্ন ও তাহার ফল—

"দেখিলাম, মধুকপুষ্প-প্রমাণ[১] ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডূকেরা মহাবেগে একটা প্রকাণ্ড কৃষ্ণসর্পের অনুধাবন করিয়া তাহাকে উৎপলনালের ন্যায় খণ্ড খণ্ড করিয়া খাইয়া ফেলিল। এ স্বপ্নের কি ফল হইবে বলুন।"

"ইহার ফল বহুকাল পরে ঘটিবে। তখন লোকক্ষয় আরব্ধ হইবে; লোকে প্রবল রিপুর তাড়নায় তরুণী-ভার্য্যাদিগের বশীভূত হইয়া পড়িবে, গৃহের ভৃত্য ও দাসদাসী, গোমহিষাদি প্রাণী এবং সুবর্ণরজতাদি ধন, সমস্তই এই সকল রমণীদিগের আয়ত্ত হইবে; স্বামীরা যখন জিজ্ঞাসা করিবেন, "অমুক পরিচ্ছদ বা অমুক স্বর্ণ রৌপ্য কোথায় আছে," তখন তাহারা উত্তর দিবে, "যেখানে খুসি সেখানে থাকুক; তোমরা তোমাদের আপন কাজ কর; আমাদের ঘরে কি আছে না আছে, তাহা তোমরা জানিতে চাও কেন?" ফলতঃ রমণীগণ নানাপ্রকারে ভর্ত্তাদিগকে ভর্ৎসনা করিবে, বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করিবে এবং ক্রীতদাসের ন্যায় আয়ত্ত করিয়া আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করিবে। এরূপ হওয়াও যে কথা, মধুকপুষ্পপ্রমাণ-মণ্ডূককর্ত্তৃক কৃষ্ণসর্পভক্ষণও সেই কথা। কিন্তু ইহাতেও আপনার কোন আশঙ্কা নাই।"

* * * * *

ষোড়শ স্বপ্ন ও তাহার ফল—

"এতকাল দেখিয়াছি বৃকেরাই ছাগ বধ করিয়া আহার করিয়াছে; কিন্তু স্বপ্নে দেখিলাম ছাগে বৃকদিগের অনুধাবন করিতেছে এবং তাহাদিগকে ধরিয়া মুর্ মুর্ করিয়া খাইতেছে। বৃকগণ দূর হইতে ছাগ

[১] মহুয়ার ফুল। 'মধুক' শব্দে অশোকও বুঝায়, কিন্তু এখানে সে অর্থ ধরা যাইবে না।

দেখিবামাত্র নিতান্ত ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছে এবং গুল্মগহনে আশ্রয় লইতেছে। এ স্বপ্নের ফল কি বলুন।"

"ইহারও ফল সুদূর ভবিষ্যতে অধার্ম্মিক রাজাদিগের সময়ে দেখা যাইবে। তখন অকুলীনগণ রাজানুগ্রহে প্রভুত্ব ভোগ করিবে এবং কুলীনেরা অবজ্ঞাত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবেন। রাজার প্রিয়পাত্রগণ ধর্ম্মাধিকরণেও ক্ষমতাশালী হইবে, এবং প্রাচীন কুলীনদিগের পুরুষ-পরম্পরাগত ভূমি ও পরিচ্ছদাদি সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবে। কুলীনেরা ইহার প্রতিবাদ করিলে তাহারা তাঁহাদিগকে বেত্র-দ্বারা প্রহার করিবে এবং গ্রীবা ধরিয়া বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া বলিবে, "তোমরা নিজেদের পরিমাণ বুঝনা যে, আমাদের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছ! রাজাকে বলিয়া তোমাদের হস্তপদাদি ছেদন করাইয়া দুর্দ্দশার চূড়ান্ত ঘটাইব।" ইহাতে ভয় পাইয়া কুলীনগণ বলিবেন, "এ সকল দ্রব্য আমাদের নহে, আপনাদের; আপনারাই এ সমস্ত গ্রহণ করুন।" অনন্তর তাঁহারা স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়া প্রাণভয়ে লুকাইয়া থাকিবেন। ভিক্ষুসমাজেও এইরূপ বিশৃঙ্খলতা ঘটিবে; ক্রূরমতি ভিক্ষুগণ ধার্ম্মিক ভিক্ষুদিগকে যথারুচি উপদ্রুত করিবে; ধার্ম্মিক ভিক্ষুগণ অশরণ হইয়া বনে পলায়ন করিবেন। ফলতঃ স্বপ্নে যেমন ছাগভয়ে বৃকগণ পলায়ন করিতেছে দেখিয়াছেন, সেইরূপ অভিজাতগণ নীচবংশীয় লোকের ভয়ে এবং ধার্ম্মিক ভিক্ষুগণ অধার্ম্মিক ভিক্ষুদিগের ভয়ে পলায়নপর হইবেন। কিন্তু ইহাতেও আপনার কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই; কারণ এ স্বপ্নের লক্ষ্য ভবিষ্যৎ। ব্রাহ্মণেরা যে বহু বিপত্তি ঘটিবে বলিয়া আপনাকে ভয় দেখাইয়াছেন তাহা শাস্ত্রসঙ্গত নহে, আপনার প্রতি স্নেহসম্ভূতও নহে; অর্থলালসাবশতঃই তাঁহারা এইরূপ বলিয়াছেন।"

* * * * *

[অতীত বস্তু প্রত্যুৎপন্ন বস্তুরই অনুরূপ।]

ইল্লীস-জাতক

(প্রত্যুৎপন্ন বস্তু)

রাজগৃহের নিকটে শর্করানিগম নামে একটী নগর ছিল। সেখানে অশীতিকোটি সুবর্ণের অধিপতি মৎসরী কৌশিক নামে এক অতি কৃপণ শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। তিনি কাহাকে তৃণাগ্রেও তৈলবিন্দু দান করিতেন না; নিজেও কিছু ভোগ করিতেন না। কাজেই সেই বিপুল ঐশ্বর্য্য দ্বারা তাঁহার নিজের পুত্রকন্যা কিংবা শ্রমণ, ব্রাহ্মণ কাহারও কোন উপকার হইত না; উহা রাক্ষসপরিগৃহীত পুষ্করিণীবৎ সকলেরই অস্পৃশ্য ছিল।

একদিন প্রত্যূষে শাস্তা শয্যাত্যাগপূর্ব্বক, ত্রিভুবনে কে কোথায় বুদ্ধশাসনে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত হইয়াছে মহাকরুণাপরবশ হইয়া তাহা অবলোকন করিতে করিতে জানিতে পারিলেন, পঞ্চচত্বারিংশদ্ যোজন-দূরস্থ সস্ত্রীক মৎসরী কৌশিকের স্রোতাপত্তি-ফলপ্রাপ্তির সময় উপস্থিত হইয়াছে।

ইহার পূর্ব্বদিন ঐ শ্রেষ্ঠী রাজার সহিত দেখা করিবার নিমিত্ত রাজভবনে গমন করিয়াছিলেন। গৃহে প্রতিগমন করিবার সময় তিনি দেখিতে পাইলেন এক ক্ষুধার্ত্ত জনপদবাসী কাঞ্জিকসিক্ত পিষ্টক [১] ভক্ষণ করিতেছে। ইহাতে তাঁহার হৃদয়েও ঐরূপ পিষ্টক খাইবার বাসনা জন্মিল। কিন্তু তিনি ভাবিলেন, 'আমি পিষ্টক খাইব বলিলে, বাড়ীসুদ্ধ সকলেই উহা খাইতে চাহিবে এবং অনেক তণ্ডুল, ঘৃত ও গুড় নষ্ট করিতে হইবে। অতএব মনের ইচ্ছা মনেই লয় করিতে হইল, কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না।' ইহা স্থির করিয়া তিনি ইচ্ছা নিরুদ্ধ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু ক্রমে যতই সময় যাইতে লাগিল, তাঁহার শরীর ততই শীর্ণ ও পাণ্ডুবর্ণ হইতে আরম্ভ করিল,

[১] মূলে 'কপল্ল পূব' আছে। কপল্ল—মৃৎপাত্র-বিশেষ; পূব=পূপ, পিষ্টক। কপল্লপূব বোধ হয় আসকে পিঠার মত পিষ্টক-বিশেষ।

এবং শীর্ণদেহের উপর ধমনিগুলি রজ্জুর ন্যায় ভাসিয়া উঠিল। মনের ভাব গোপন করিতে অসমর্থ হইয়া তিনি শয়নকক্ষে গিয়া শয্যায় পড়িয়া রহিলেন। কিন্তু তখনও ভাণ্ডারের অপচয়ভয়ে তিনি কাহারও নিকট কোন কথা প্রকাশ করিলেন না। শেষে তাঁহার ভার্য্যা আসিয়া তাঁহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর্য্যপুত্র, আপনার কোন অসুখ করিয়াছে কি ?"

শ্রেষ্ঠী বলিলেন, "না, আমার কোন অসুখ করে নাই।" "তবে রাজা কুপিত হইয়াছেন কি ?" "না, রাজা কুপিত হইবেন কেন ?" "ছেলেরা বা দাসভৃত্যেরা কি আপনার কোন অপ্রীতিকর কার্য্য করিয়াছে ?" "তাহাও কেহ করে নাই।" "তবে আপনার কোন দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে কি ?" এ প্রশ্নে কিন্তু শ্রেষ্ঠী নিরুত্তর হইয়া শুইয়া রহিলেন, কারণ মনের কথা প্রকাশ করিলেই ধনহানি হইবার সম্ভাবনা। গৃহিণী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলুন না আর্য্যপুত্র, আপনার কি খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে।" শ্রেষ্ঠী কথা গিলিতে গিলিতে উত্তর দিলেন, "একটা জিনিষ খাইতে ইচ্ছা হয় বটে।" "কোন্ জিনিষ, আর্য্যপুত্র ? "ইচ্ছা হয়, পিঠে খাই।"

"এতক্ষণ একথা বলেন নাই কেন ? আপনার অভাব কি ? আমি এত পিঠা তৈয়ার করিয়া দিতেছি যাহা ঐ শর্করানিগমের সমস্ত লোকেও খাইয়া শেষ করিতে পারিবে না।"

"নগরের লোককে দিয়া কি হইবে ? তাহারা যে যাহা পারে নিজেরা খাটিয়া খাইবে।" "তাহা না হয়, আমাদের এই গলিতে যে সকল লোক আছে তাহাদের জন্যই তৈয়ার করিব।" "তোমার ভাণ্ডারে যে প্রচুর ধন আছে তাহা আমার অজানা নাই।" "আচ্ছা আমাদের বাড়ীর লোকজনদিগের জন্যই আয়োজন করিব।" "তুমি যে ঐশ্বর্য্য-শালিনী তাহা আমি জানি।" "তবে ছেলেদের জন্য তৈয়ার করি।" "ছেলেদিগকে এর মধ্যে টানিয়া আন কেন ?" "তাহাতেও যদি আপত্তি হয় তবে, কেবল আমাদের স্বামিস্ত্রীর পরিমাণে প্রস্তুত করা যাউক।". "তুমি বুঝি ভাগ না লইয়া ছাড়িবে না ?" "বেশ ; আমিও

চাই না। কেবল এক জনের জন্যই আয়োজন করিতেছি।” “এখানে পিঠা তৈয়ার করিলে বহুলোকে দেখিতে পাইবে। তুমি কিছু ক্ষুদ চাহিয়া লও, তাহার সঙ্গে যেন একটীও গোটা চাউল না থাকে; তাহার পর উনন, শরা ও একটু একটু দুধ, ঘি, মধু ও গুড় লইয়া সাততলার ছাদে গিয়া পিঠা রান্ধ; আমি সেখানে একাকী বসিয়া আহার করিব।”

শ্রেষ্ঠিগৃহিণী “তাহাই করিতেছি” বলিয়া নিজেই সমস্ত উপকরণ বহন করিয়া সপ্তমতলে আরোহণ করিলেন এবং দাসীদিগকে বিদায় দিয়া স্বামীকে ডাকিতে গেলেন। শ্রেষ্ঠী সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময় প্রত্যেক তলের দ্বারগুলি অর্গলাদি দ্বারা রুদ্ধ করিয়া গেলেন এবং সপ্তমতলে উঠিয়া সেখানকারও দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি উপবেশন করিলেন, গৃহিণী উনন জ্বালিলেন, রান্ধিবার পাত্র চাপাইয়া দিলেন এবং পিষ্টক পাক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে প্রত্যূষে শাস্তা স্থবির মহামৌদ্গল্যায়নকে[১] বলিলেন “রাজগৃহের অনতিদূরবর্ত্তী শর্করানিগমবাসী মৎসরী শ্রেষ্ঠী একাকী পিষ্টক ভক্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে, পাছে অন্য কেহ জানিতে পারে এই আশঙ্কায়, সপ্তমতলে রন্ধনের ব্যবস্থা করিয়াছে। তুমি সেখানে গিয়া ঐ ব্যক্তিকে আত্মসংযম শিক্ষা দাও এবং স্বীয় বিভূতিবলে দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, গুড়, পিষ্টক প্রভৃতিসহ স্ত্রীপুরুষ উভয়কে জেতবনে আনয়ন কর। আমি আজ পঞ্চশত ভিক্ষুসহ বিহারেই অবস্থিতি করিব এবং ঐ পিষ্টক-দ্বারা সকলকেই ভোজন করাইব।”

স্থবির মৌদ্গল্যায়ন আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র ঋদ্ধিবলে শর্করানিগমে শ্রেষ্ঠিভবনে উপনীত হইলেন এবং সুবিন্যস্ত অন্তর্ব্বাস ও বহির্ব্বাসে পরিশোভিত হইয়া সপ্তমতলের বাতায়নসমীপে মণিময়ী মূর্ত্তির ন্যায় আকাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহাকে অকস্মাৎ এই ভাবে আবির্ভূত দেখিয়া মহাশ্রেষ্ঠীর

১ মহামৌদ্গল্যায়ন ও সারিপুত্র বুদ্ধদেবের দুই জন প্রধান শিষ্য। লোকে ইঁহাদিগকে ‘অগ্রশ্রাবক’ বলিত।

হৃৎকম্প হইল। তিনি ভাবিলেন 'লোকের ভয়ে সাততলায় উঠিয়া আসিলাম; কিন্তু এখানেও নিস্তার নাই, শ্রমণটা আসিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইয়া আছে!' শ্রেষ্ঠীকে সেই দিনই যাহা বুঝিতে হইবে, তিনি তখন পর্য্যন্ত তাহা বুঝিতে পারিলেন না; কাজেই তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া[১] বলিলেন, "কিহে শ্রমণ, আকাশে দাঁড়াইয়া থাকিলে কি লাভ হইবে বল? দাঁড়ান ত তুচ্ছ কাজ; বার বার পাচারি করিয়া পথহীন আকাশে পথ প্রস্তুত করিলেও এখানে ভিক্ষা মিলিবে না।"

এই কথা শুনিয়া স্থবির সেখানেই আকাশে ইতস্ততঃ পাদচারণ আরম্ভ করিলেন। শ্রেষ্ঠী কহিলেন, "পাদচারণ করিয়া কি লাভ? পর্য্যঙ্কাসনে বসিয়া থাকিলেও কিছু পাইবে না।" স্থবির তৎক্ষণাৎ আকাশে পর্য্যঙ্কাসনেই সমাসীন হইলেন। শ্রেষ্ঠী কহিলেন, "ওখানে বসিয়া থাকিলে কি হইবে? বাতায়নের দেহলীতে আসিয়া দাঁড়াইলেও কোন ফল নাই।" স্থবির তখন দেহলীর উপরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রেষ্ঠী আবার কহিলেন, "দেহলীতে দাঁড়াইলে কি হবে বল? মুখ হইতে ধূম উদ্‌গিরণ করিলেও ভিক্ষা পাইতেছ না।" স্থবির ধূমই উদ্‌গিরণ আরম্ভ করিলেন, সমস্ত প্রাসাদ ধূমপূর্ণ হইল, শ্রেষ্ঠীর চক্ষুর্দ্বয়ে যেন সূচী বিদ্ধ হইতে লাগিল। পাছে বাড়ী পুড়িয়া যায়, এই আশঙ্কাতেই বোধ হয় তিনি বলিলেন না যে মুখ দিয়া আগুন বাহির করিলেও ভিক্ষা পাইবে না। তিনি দেখিলেন, স্থবির নিতান্ত নাছোড়; কিছু না কিছু আদায় না করিয়া ছাড়িবেন না। অতএব একখানি পিষ্টক দেওয়াইতে হইবে। তিনি পত্নীকে বলিলেন, "ভদ্রে, একখানা ক্ষুদ্র পিষ্টক পাক কর এবং তাহা দিয়া উহাকে বিদায় কর।" শ্রেষ্ঠিপত্নী অল্পমাত্র পিঠালি লইয়া কড়াতে দিলেন, কিন্তু উহা ফুলিয়া বড় হইতে হইতে সমস্ত কড়া পূরিয়া উঠিল। এত প্রকাণ্ড পিষ্টক

[১] মূলে আছে "লবণ কিংবা শর্করা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে যেমন চিট্‌মিট্‌ করিয়া চারিদিকে ছুটিতে থাকে সেই ভাবে।"

দেখিয়া শ্রেষ্ঠী বলিলেন, "করিয়াছ কি ? কত পিঠালি দিয়াছ ?" অনন্তর তিনি হাতার কোণায় বিন্দুমাত্র পিঠালি লইয়া রন্ধন পাত্রে দিলেন, কিন্তু ইহাও ফুলিয়া পূর্ব্বাপেক্ষাও বড় একখানা পিঠা হইল। ইহার পর শ্রেষ্ঠী আরও অনেকবার ক্ষুদ্র পিষ্টক প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ছোট হওয়া দূরে থাকুক সেগুলি উত্তরোত্তর বড়ই হইতে লাগিল। ইহাতে শ্রেষ্ঠী নিতান্ত দিক্ হইয়া[১] পত্নীকে বলিলেন, "ভদ্রে, যাহা প্রস্তুত হইয়াছে তাহা হইতেই উহাকে একখানা দাও।" কিন্তু শ্রেষ্ঠিপত্নী যেমন চুপড়ি হইতে একখানা পিষ্টক তুলিতে গেলেন, অমনি অন্য পিষ্টকগুলি তাহার সঙ্গে লাগিয়া গেল। তিনি বলিলেন, "আর্য্যপুত্র! সমস্ত পিষ্টক এক সঙ্গে লাগিয়া গিয়াছে; ছাড়াইতে পারিতেছি না।" শ্রেষ্ঠী বলিলেন, "আমি ছাড়াইয়া দিতেছি;" কিন্তু তিনিও ছাড়াইতে পারিলেন না। তখন স্বামি-স্ত্রী দুজনেই পিষ্টকপুঞ্জের দুই পাশ ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। পিষ্টকের সঙ্গে এইরূপ ব্যায়াম করিতে করিতে শেষে শ্রেষ্ঠীর শরীর দিয়া ঘাম ছুটিল এবং তাঁহার ভয়ঙ্কর পিপাসা পাইল। তিনি পত্নীকে বলিলেন, "ভদ্রে, আমার পিষ্টকে প্রয়োজন নাই; চুপড়িসুদ্ধ সমস্তই এই ভিক্ষুকে দান কর।"

শ্রেষ্ঠিপত্নী চুপড়ি লইয়া স্থবিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। তখন স্থবির উভয়কে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন এবং ত্রিরত্নের মাহাত্ম্য শুনাইলেন। 'দানই প্রকৃত যজ্ঞ' এই তত্ত্ব শিক্ষা দিয়া তিনি দানফলকে গগনতলস্থ চন্দ্রমার ন্যায় প্রকটিত করিলেন। তচ্ছ্রবণে প্রসন্নচিত্ত হইয়া শ্রেষ্ঠী বলিলেন, "ভগবন্, আপনি ভিতরে আসুন এবং পল্যঙ্কে বসিয়া পিষ্টক ভক্ষণ করুন।"

স্থবির বলিলেন, "মহাশ্রেষ্ঠিন্! সম্যক্সম্বুদ্ধ পিষ্টকভোজনের আশায় পঞ্চশত ভিক্ষুসহ বিহারে অবস্থিতি করিতেছেন; যদি অভিরুচি হয়, চল, এই সকল পিষ্টক ও ক্ষীরাদিসহ তোমাকে সস্ত্রীক তাঁহার

[১] মূলে 'নিব্বিন্ন' আছে। সংস্কৃত 'নির্ব্বিণ্ণ'।

নিকট লইয়া যাই।” “শাস্তা এখন কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন ?” “এখান হইতে পঞ্চচত্বারিংশদ্‌যোজন-দূরস্থ জেতবন-বিহারে !” “এত পথ অতিক্রম করিতে যে বহু সময় লাগিবে!” “তোমার যদি ইচ্ছা হয়, মহাশ্রেষ্ঠিন্‌, তবে আমি ঋদ্ধিবলে তোমাদিগকে এখনই সেখানে লইয়া যাইতেছি। তোমার প্রাসাদের সোপানাবলীর শীর্ষভাগ যেখানে আছে সেইখানেই রহিবে, কিন্তু ইহার অপরপ্রান্ত জেতবনদ্বারে স্থাপিত হইবে। কাজেই প্রাসাদের উপরিভাগ হইতে নিম্নতম তলে অবতরণ করিতে যতটুকু সময় আবশ্যক তাহার মধ্যেই আমি তোমাকে জেতবনে লইয়া যাইব।” শ্রেষ্ঠী বলিলেন, “বেশ, তাহাই করুন।”

তখন স্থবির সোপানাবলীর অগ্রভাগ সেখানেই রাখিয়া আদেশ দিলেন, “ইহার পাদমূল জেতবনের দ্বারদেশ স্পর্শ করুক।” তন্মুহূর্ত্তে তাহাই ঘটিল। এইরূপে স্থবির শ্রেষ্ঠিদম্পতীকে, যতক্ষণে তাঁহারা প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিতে পারিতেন, তদপেক্ষাও অল্প সময়ে জেতবনে লইয়া গেলেন।

শ্রেষ্ঠিদম্পতী শাস্তার সমীপে উপনীত হইয়া নিবেদন করিলেন, “ভোজনের সময় উপস্থিত হইয়াছে।” শাস্তা ভোজনাগারে প্রবেশপূর্ব্বক ভিক্ষুসঙ্ঘপরিবৃত হইয়া নির্দ্দিষ্ট বুদ্ধাসনে উপবেশন করিলেন; মহাশ্রেষ্ঠী বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুদিগের হস্তে দক্ষিণার্থ জল ঢালিয়া দিলেন; তাঁহার সহধর্ম্মিণী তথাগতের ভিক্ষাপাত্রে একখানি পিষ্টক রাখিলেন। তথাগত তাহা হইতে প্রাণধারণমাত্রোপযোগী কিয়দংশ গ্রহণ করিলেন; পঞ্চশত ভিক্ষুও তন্মাত্র আহার করিলেন। অতঃপর শ্রেষ্ঠী দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও শর্করা পরিবেষণ করিলেন। পঞ্চশত শিষ্যসহ শাস্তার ভোজন শেষ হইল; মহাশ্রেষ্ঠীও সস্ত্রীক পরিতোষসহকারে আহার করিলেন, তথাপি পিষ্টক নিঃশেষ হইল না। বিহারবাসী অন্য সমস্ত ভিক্ষু এবং উচ্ছিষ্টভোজীরা[১] পর্য্যন্ত উদরপূর্ণ করিয়া আহার করিল। তখন সকলে শাস্তাকে বলিলেন, “ভগবন্‌, পিষ্টকের ত হ্রাসের কোন চিহ্ন দেখা যাইতেছে না।” শাস্তা

[১] মূলে ‘বিঘাসাদ’ এই পদ আছে। সংস্কৃত ‘বিঘসাদ’ বা ‘বিঘসাশী’।

বলিলেন, "এখন তবে যাহা আছে, বিহারদ্বারে ফেলিয়া দাও।" তখন তাহারা বিহারদ্বারের অনতিদূরবর্ত্তী একটী গহ্বরের ভিতর উহা ফেলিয়া দিল। অদ্যাপি লোকে সেই গহ্বরকে "কপল্লপূব" নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

অতঃপর মহাশ্রেষ্ঠী ও তাঁহার পত্নী শাস্তার সমীপে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। শাস্তা তাঁহাদিগের দানের অনুমোদন করিলেন; তচ্ছ্রবণে সেই দম্পতী স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন এবং শাস্তার চরণ বন্দনা করিয়া বিহারদ্বারে সোপানারোহণপূর্ব্বক স্বভবনে উপনীত হইলেন। অতঃপর মহাশ্রেষ্ঠী বুদ্ধশাসনের উন্নতিকল্পে নিজের অশীতিকোটি সুবর্ণের সমস্তই মুক্তহস্তে ব্যয় করিলেন।

পরদিন সম্যক্‌সম্বুদ্ধ ভিক্ষাচর্য্যান্তে জেতবনে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ভিক্ষু-দিগকে বুদ্ধোচিত উপদেশ দিয়া গন্ধকুটীরে প্রবেশ করিলেন। সায়ংকালে ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "স্থবির মৌদ্‌গল্যায়ন কি মহানুভাব! তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে মৎসরী শ্রেষ্ঠীর প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে পরহিতব্রত শিক্ষা দিলেন, পিষ্টকাদিসহ সস্ত্রীক জেতবনে আনয়ন করিয়া শাস্তার সমীপে উপস্থাপিত করিলেন, এবং স্রোতাপত্তি-ফল লাভ করাইলেন।" তাঁহারা এইরূপে মৌদ্‌গল্যায়নের গুণকীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় শাস্তা সেখানে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাদের আলোচ্য-মান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, মধুকর যেমন পুষ্পের কোন পীড়ন না করিয়া তাহা হইতে মধু আহরণ করে, সেইরূপ যে ভিক্ষু কোন গৃহস্থকে ধর্ম্মপথে আনয়ন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে ঐ গৃহস্থের কোনরূপ পীড়া বা ক্লেশ না জন্মাইয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইবে। বুদ্ধগুণ প্রচার করিতে হইলে গৃহীদের নিকট এই ভাবেই অগ্রসর হওয়া উচিত।

[না করি পুষ্পের বর্ণের ব্যত্যয়,
না করি তাহার গন্ধ অপচয়,
অলি যথা করে মধু আহরণ,

তুমিও তেমতি গ্রামবাসিজনে
শিখাইবে ধর্ম্ম অতি সন্তর্পণে,
হ'য়ো না তাদের বিরাগ-ভাজন। [১]]

☞ এক চুপড়ি পিষ্টক-দ্বারা শতশত লোকের ভুরিভোজনসম্পাদন গৌতমের লোকাতীত শক্তির পরিচায়ক। মথিলিখিত সুসমাচারে, যীশুখ্রীষ্টও দুই বার অতি অল্পমাত্র খাদ্য লইয়া বহুলোককে ভোজন করাইয়াছিলেন এরূপ দেখা যায়। আর্থার লীলি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রচুরপ্রমাণপ্রয়োগদ্বারা প্রদর্শন করাইয়াছেন যে, খ্রীষ্টীয় সুসমাচারগুলির অনেক কথা গৌতমের জীবনবৃত্তান্তের পুনরুক্তি মাত্র। সুতরাং উল্লিখিত ঘটনাদ্বয়ের বর্ণনাপ্রসঙ্গে মথি যে বৌদ্ধ কিংবদন্তীর নিকট ঋণী নহেন তাহা কে বলিতে পারে?

কূটবাণিজ-জাতক

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক বণিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। নামকরণ-দিবসে তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল "পণ্ডিত।" তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর অপর এক বণিকের সহিত মিলিত হইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। এই ব্যক্তির নাম ছিল "অতিপণ্ডিত।" ইঁহারা দুই জনে পঞ্চশত পণ্যপূর্ণ শকটসহ জনপদে গিয়া ক্রয়-বিক্রয়-দ্বারা বিলক্ষণ লাভবান্ হইয়া বারাণসীতে ফিরিয়া আসিলেন। অনন্তর লাভ-বিভাগকালে অতিপণ্ডিত বলিলেন, "আমি দুই অংশ লইব (তুমি এক অংশ লইবে)।" পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি দুই অংশ পাইবে কেন ?" অতিপণ্ডিত বলিলেন, "তুমি পণ্ডিত,' আমি অতিপণ্ডিত। যে পণ্ডিত সে এক ভাগ

[১] এই গাথা ধর্ম্মপদ হইতে গৃহীত। দীক্ষা উপদেশবলে সাধিত হইবে, পীড়ন-দ্বারা নহে, গৌতমের এই মহামন্ত্র তাঁহার শিষ্যগণ কখনও ভুলেন নাই। ইহার প্রভাবেই অশোক প্রভৃতি বৌদ্ধভূপালগণ বিপুলপ্রভাবসম্পন্ন হইয়াও ধর্ম্মসম্বন্ধে অসাধারণ ঔদার্য্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর প্রাচীন ইতিবৃত্তে এরূপ সাম্যনীতির উদাহরণ নিতান্ত বিরল।

এবং যে অতিপণ্ডিত সে দুই ভাগ পাইবার উপযুক্ত।" "সে কি কথা? পণ্যের মূল্যই বল, আর গাড়ী-বলদই বল, আমরা দুই জনেই ত সমান সমান দিয়াছি; তবে তুমি কিরূপে দুই ভাগ পাইবে?" "অতিপণ্ডিত বলিয়া।" এইরূপে কথা বাড়াইয়া শেষে তাঁহারা কলহ আরম্ভ করিলেন। অনন্তর অতিপণ্ডিত ভাবিলেন, 'আচ্ছা, ইহার মীমাংসার এক উপায় করিতেছি।' তিনি তাঁহার পিতাকে এক তরুকোটরে লুকাইয়া রাখিয়া বলিলেন, "আমরা আসিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিব, তখন আপনি বলিবেন, অতিপণ্ডিত দুই ভাগ পাইবে।" তাহার পর তিনি বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া বলিলেন, "ভাই, আমাদের কাহার কি ভাগ প্রাপ্য, তাহা বৃক্ষদেবতার জানা আছে; চল তাঁহাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করি।"

তদনুসারে তাঁহারা দুই জনে সেই তরুতলে উপস্থিত হইলেন এবং অতিপণ্ডিত প্রার্থনা করিলেন, "ভগবতি বৃক্ষদেবতে! আমাদের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিন।" তখন অতিপণ্ডিতের পিতা স্বর-পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, "তোমাদের বিবাদ কি বল।" অতিপণ্ডিত বলিলেন, "ভগবতি, এ ব্যক্তি পণ্ডিত; আর আমি অতিপণ্ডিত। আমরা একসঙ্গে ব্যবসায় করিয়াছিলাম; তাহার লাভের অংশ কে কত পাইবে।" তরুকোটর হইতে উত্তর হইল, "পণ্ডিত এক ভাগ এবং অতিপণ্ডিত দুই ভাগ পাইবে।" বোধিসত্ত্ব এই বিচার শুনিয়া ভাবিলেন, "এখানে দেবতা আছে কি না আছে, তাহা জানিতে হইতেছে।" তিনি পলাল সংগ্রহ করিয়া কোটরে পূরিলেন এবং তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলেন। ধক্ ধক্ করিয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল; অতিপণ্ডিতের পিতা অর্দ্ধদগ্ধশরীরে তাহা হইতে বাহির হইলেন এবং শাখা অবলম্বনে ঝুলিতে ঝুলিতে ভূতলে অবতরণপূর্ব্বক এই গাথা বলিলেন :—

সার্থক পণ্ডিত নাম ধর তুমি, সাধুবর;
নাহি ইথে সন্দেহের লেশ;
অতিপণ্ডিতের নাম নিরর্থক, হায় হায়!
তারি দোষে এত মোর ক্লেশ।

ইহার পর তাঁহারা সমান অংশে লাভ ভাগ করিয়া লইলেন এবং যথাকালে স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তরে গমন করিলেন।

☞ এই জাতকের সহিত পঞ্চতন্ত্র-বর্ণিত ধর্ম্মবুদ্ধি ও পাপবুদ্ধির কথা তুলনীয়। প্রাচীন কালেও এদেশে যৌথকারবারের প্রথা ছিল। এইরূপ ব্যবসায়ের নাম ছিল সম্ভূয়সমুত্থান।

লাঙ্গলীসা-জাতক [১]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক মহৈশ্বর্য্যশালী ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলানগরে সর্ব্ববিদ্যা শিক্ষা করেন, এবং সুবিখ্যাত অধ্যাপক হইয়া বারাণসী নগরে পঞ্চশত ব্রাহ্মণকুমারের শিক্ষাবিধানে প্রবৃত্ত হন। এই সকল শিষ্যের মধ্যে একজন অতি জড়মতি ছিল। সে ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিত; কিন্তু বুদ্ধির জড়তাবশতঃ কিছুমাত্র শিখিতে পারিত না। তথাপি তাহাদ্বারা বোধিসত্ত্বের বড় উপকার হইত, কারণ সে নিয়ত দাসবৎ তাঁহার পরিচর্য্যা করিত।

একদিন বোধিসত্ত্ব সায়মাশ নির্ব্বাহ করিয়া শয়ন করিলেন। ঐ শিষ্য তাঁহার হস্তপাদপৃষ্ঠাদি টিপিয়া বাহিরে যাইতেছে, এমন সময় বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বৎস, আমার খাটিয়ার পায়াগুলি ঠিক করিয়া দিয়া যাও।" শিষ্য একদিকের পায়া ঠিক করিয়া দেখে, অন্যদিকের একটা পায়া নাই; তখন সে নিজের উরুর উপর সেই দিক্ স্থাপিত করিয়া সমস্ত রাত্রি বসিয়া কাটাইল। বোধিসত্ত্ব প্রত্যূষে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাহাকে তদবস্থায় দেখিতে পাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি এ ভাবে বসিয়া আছ কেন?" শিষ্য বলিল, "গুরুদেব, খাটিয়ার এদিকে পায়া নাই বলিয়া উরুতে রাখিয়া বসিয়া আছি।" এই কথায় বোধিসত্ত্বের অন্তঃকরণ বিচলিত হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'এই শিষ্য আমার অতীব

[১] লাঙ্গল+ঈষা।

উপকারী; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এত শিষ্যের মধ্যে ইহারই বুদ্ধি জড়; সেই কারণে এ বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিতেছে না। ইহাকে পণ্ডিত করিবার কি কোন উপায় নাই?' অনন্তর তাঁহার মনে হইল, 'এক উপায় আছে। এ যখন কাষ্ঠ ও পত্র সংগ্রহ করিয়া ফিরিবে, তখন ইহাকে জিজ্ঞাসা করিব, তুমি কি দেখিয়াছ, ও কি করিয়াছ। এ উত্তর দিবে, এই দেখিয়াছি এবং এই করিয়াছি; তাহার পর আমি আবার জিজ্ঞাসা করিব, যাহা দেখিলে বা যাহা করিলে তাহা কিসের মত। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলেই ইহাকে উপমা প্রয়োগ করিতে হইবে, কার্য্য-কারণসম্বন্ধও ভাবিতে হইবে। এইরূপে নূতন নূতন উপমা প্রয়োগ ও কার্য্য-কারণনির্ণয় করাইয়া ইহার পাণ্ডিত্য জন্মাইতে পারিব।'

মনে মনে এই যুক্তি করিয়া বোধিসত্ত্ব সেই শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎস, এখন হইতে তুমি যখন কাষ্ঠ ও পত্রসংগ্রহের জন্য বনে যাইবে, তখন যাহা দেখিবে, খাইবে বা পান করিবে, আমায় আসিয়া জানাইবে।" সে "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহার আদেশ গ্রহণ করিল। অনন্তর একদিন সে সতীর্থগণের সহিত কাষ্ঠ আহরণ করিবার জন্য বনে গিয়া একটা সর্প দেখিতে পাইল এবং চতুষ্পাঠীতে ফিরিয়া বোধিসত্ত্বকে বলিল, "আর্য্য, আমি একটা সাপ দেখিয়াছি।" বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন "সর্প কীদৃশ?" শিষ্য উত্তর দিল "ঠিক যেন লাঙ্গলের ঈষ।" বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'উপমাটী সুন্দর হইয়াছে; সর্প দেখিতে অনেক অংশে লাঙ্গলের ঈষার ন্যায়ই বটে। বোধ হইতেছে ইহাকে ক্রমে পণ্ডিত করিয়া তুলিতে পারিব।'

অপর এক দিন ঐ শিষ্য বনমধ্যে হস্তী দেখিতে পাইয়া বোধিসত্ত্বের নিকট সেই কথা জানাইল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "হস্তী কীদৃশ?" শিষ্য উত্তর দিল "ঠিক যেন লাঙ্গলের ঈষ।" বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'হস্তীর শুণ্ড লাঙ্গলীষার ন্যায় বটে; দন্ত দুইটীও তৎসদৃশ; এ বুদ্ধির জড়তাবশতঃ হস্তীর সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পৃথক্ পৃথক্ বর্ণনা করিতে পারিতেছে না; কেবল শুণ্ডটাকেই লক্ষ্য করিয়া উত্তর দিতেছে।' এই সিদ্ধান্ত করিয়া বোধিসত্ত্ব ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না।

আর এক দিন ঐ শিষ্য নিমন্ত্রণে ইক্ষু খাইতে পাইয়া বোধিসত্ত্বকে বলিল, "আচার্য্য, আমি আজ আখ খাইয়াছি।" বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইক্ষু কীদৃশ?" শিষ্য উত্তর দিল, "ঠিক যেন লাঙ্গলের ঈষ।" বোধিসত্ত্ব দেখিলেন, উপমাটীতে সাদৃশ্যের বড় অভাব; তথাপি তিনি সেদিন কোন কথা বলিলেন না।

পরিশেষে এক দিন শিষ্যেরা নিমন্ত্রণে গিয়া দধি ও দুগ্ধের সহিত গুড় খাইল। জড়মতি শিষ্য আসিয়া বোধিসত্ত্বকে বলিল, "গুরুদেব, আজ আমি দধি ও দুগ্ধের সহিত গুড় খাইয়াছি।" আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "দধি, দুগ্ধ কীদৃশ, বল ত।" শিষ্য উত্তর দিল, "ঠিক যেন লাঙ্গলের ঈষ্।" ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, তাই ত; এ যখন সর্প লাঙ্গলের সদৃশ বলিয়াছিল, তখন উপমাটী সুন্দর হইয়াছিল; হস্তী লাঙ্গলীষাসদৃশ, একথা বলাতেও শুণ্ড-সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ সাদৃশ্য ছিল। তাহার পর বলিল, ইক্ষু লাঙ্গলীষাসদৃশ; ইহাতেও যে সাদৃশ্যের লেশ মাত্র ছিল না এ কথা বলা যায় না। কিন্তু দধি, দুগ্ধ শুক্লবর্ণ; এই দুই দ্রব্য যে পাত্রে থাকে তাহারই আকার প্রাপ্ত হয়; এখানে ত উপমাটী সর্ব্বাংশেই অপ্রযোজ্য। এ স্থূলবুদ্ধির শিক্ষাবিধান অসম্ভব।'

কটাহক-জাতক

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক মহাবিভবশালী শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তাঁহার ভার্য্যার গর্ভে এক পুত্র জন্মে; ঠিক সেই দিন তাঁহার এক দাসীর গর্ভেও এক পুত্র জন্মিয়াছিল।[১] শিশু দুইটী এক সঙ্গে লালিত-পালিত হইতে লাগিল। শ্রেষ্ঠীর পুত্র যখন পাঠশালায় লিখিতে যাইত, দাসীর পুত্র তখন ফলক[২] বহন করিয়া তাহার অনুগমন

[১] দাসস্বামীর গৃহে দাসীর পুত্র জন্মিলে সেও দাস হইত। এইরূপ দাসকে গর্ভদাস (born slave) (পালি 'আমায় দাস') বলা হইত।

[২] কাষ্ঠফলক বা তক্তি; ইহা শ্লেটের কাজ করিত।

করিত এবং এইরূপে নিজেও লিখিতে শিখিত। অতঃপর দাসীর পুত্র দুই তিনটী শিল্পও শিক্ষা করিল এবং কালক্রমে একজন বচনকুশল ও প্রিয়দর্শন যুবক হইয়া উঠিল। তাহার নাম হইল কটাহক। সে শ্রেষ্ঠীর গৃহে ভাণ্ডারীর পদে নিযুক্ত হইল।

এক দিন কটাহক চিন্তা করিতে লাগিল, 'চিরকাল ভাণ্ডারী হইয়া থাকিলে চলিবে না; সামান্য একটু দোষ দেখিলেই প্রভু আমায় হয় মারিবেন, নয় কারাগারে পাঠাইবেন, নয় দাগা দিবেন; আমাকে সারা জীবন ক্রীতদাসের ন্যায় কদন্নে প্রাণধারণ করিতে হইবে। প্রত্যন্তপ্রদেশে নাকি আমার প্রভুর বন্ধু এক শ্রেষ্ঠী বাস করেন। একবার তাঁহার কাছেই গিয়া দেখি না কেন? এখান হইতে প্রভুর কৃত্রিম স্বাক্ষরযুক্ত এক পত্র লইয়া যাই; পরিচয় দিব যে আমি প্রভুর পুত্র; তাহা হইলে সেই শ্রেষ্ঠীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া সুখে কাল কাটাইতে পারিব।'

এইরূপ স্থির করিয়া কটাহক নিজেই এক পত্র লিখিল—"আমার পুত্র অমুককে আপনার নিকট পাঠাইতেছি। আপনার ও আমার পরিবারের মধ্যে আদান-প্রদান-সম্বন্ধ বাঞ্ছনীয়। আমার একান্ত ইচ্ছা, আমার এই পুত্রকে আপনার কন্যা সম্প্রদান করিয়া নবদম্পতীকে আপাততঃ আপনার নিকট রাখুন। আমি অবকাশ পাইলেই নিজে আপনার আলয়ে উপস্থিত হইব।" অনন্তর এই পত্র শ্রেষ্ঠীর মুদ্রাঙ্কিত করিয়া, সে যত ইচ্ছা পাথেয় এবং গন্ধবস্ত্রাদিসহ প্রত্যন্তপ্রদেশে উপস্থিত হইল এবং তত্রত্য শ্রেষ্ঠীর নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। শ্রেষ্ঠী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?" কটাহক বলিল, "বারাণসী হইতে।" "তুমি কাহার পুত্র?" "আমি বারাণসী-শ্রেষ্ঠীর পুত্র।" "কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ।" "এই পত্র পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন।" ইহা বলিয়া কটাহক শ্রেষ্ঠীর হস্তে সেই পত্র দিল। শ্রেষ্ঠী পত্র পড়িয়া বলিলেন, "আঃ, এখন আমি বাঁচলাম।" তিনি মনের উল্লাসে কটাহকের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। তাঁহার ব্যবস্থার-গুণে নবদম্পতী বিস্তর দাস-দাসী লইয়া বাস করিতে লাগিল।

কিন্তু ঐশ্বর্য্যমদে শীঘ্রই কটাহকের মাথা ঘূরিয়া গেল। তাহাকে যবাগূ প্রভৃতি ও বস্ত্রগন্ধাদি যাহা দেওয়া হইত সে সমস্ত দ্রব্যেরই দোষ ধরিতে লাগিল। "ছি! প্রত্যন্তবাসীরা এমন যবাগূ প্রস্তুত করে! এরূপ অন্নে, এরূপ খাদ্যে [১] কেবল প্রত্যন্তবাসীদিগের রুচি হইতে পারে" ইহা বলিয়া সে ভক্ষ্যভোজ্যের নিন্দা করিত। "মূর্খ প্রত্যন্তবাসীরা কি বস্ত্রের ভালমন্দ বুঝিতে পারে? প্রত্যন্তবাসীরা কি গন্ধ পিষিতে জানে বা ফুলের মালা গাঁথিতে পারে?" এইরূপ বলিয়া সে বস্ত্রগন্ধাদিরও দোষ ধরিত।

এদিকে বোধিসত্ত্ব দাসকে দেখিতে না পাইয়া বলিলেন, "কটাহককে দেখিতেছি না; সে কোথায় গেল?" অনন্তর তিনি তাহার অনুসন্ধানের জন্য চারিদিকে লোক পাঠাইলেন। তাহাদের মধ্যে এক জন প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়া কটাহককে চিনিতে পারিল এবং সেখানে আত্মগোপনপূর্ব্বক বোধিসত্ত্বকে আসিয়া জানাইল।

কটাহকের কীর্ত্তি শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, "কটাহক বড় অন্যায় কাজ করিয়াছে; আমি গিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিতেছি।" অনন্তর তিনি রাজার অনুমতি লইয়া বিস্তর অনুচরসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাত্রা করিলেন। বারাণসী-শ্রেষ্ঠী প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাইতেছেন, এই সংবাদ অচিরে চারিদিকে প্রচারিত হইল। তচ্ছ্রবণে কটাহক কি করিবে চিন্তা করিতে লাগিল। সে ভাবিল, 'তাঁহার আসিবার অন্য কোন কারণ হইতে পারে না; তিনি নিশ্চয় আমারই জন্য আসিতেছেন। আমি যদি এখন পলায়ন করি তবে আর কখনও এখানে ফিরিতে পারিব না। এ সঙ্কটে একমাত্র উপায় এই যে, আমি প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাঁহার শরণ লই এবং পূর্ব্ববৎ দাসরূপে তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করি।' তদবধি সে সভাসমিতিতে এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিল, "আজকালকার ছেলেছোক্‌রারা মাতাপিতার

১ ভাবপ্রকাশের মতে আহার ষড়্‌বিধ—চূষ্য, পেয়, লেহ্য, ভোজ্য, ভক্ষ্য, চর্ব্ব্য। ভোজ্য যথা ভক্ত-সূপাদি; ভক্ষ্য যথা মোদকাদি; চর্ব্ব্য যথা চিপিটচণকাদি। ভক্ষ্য ও খাদ্য একার্থ বাচক। খাদ্য হইতে 'খাজা' শব্দ হইয়াছে [খাজা=স্বনামখ্যাত মোদক-বিশেষ (বিশেষণ ভাবে, যেমন 'খাজা' কাঁটাল।)]

মর্য্যাদা রক্ষা করে না; তাহারা ভোজন-কালে তাঁহাদের সুবিধা অসুবিধা দেখিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া নিজেরাও তাঁহাদের সঙ্গে আহার করিতে বসে। যখন আমার মাতাপিতা আহারে বসেন, তখন আমি তাঁহাদিগকে পানপাত্র, পিকদানি ও জল আনিয়া দিই, পাখা লইয়া বাতাস করি।"

প্রভুর সম্বন্ধে দাসের যাহা কর্ত্তব্য, এমন কি, প্রভু শৌচের জন্য প্রতিচ্ছন্ন স্থানে গেলে দাস কিরূপে জলের কলস লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে, কটাহক এ সমস্তও সকলকে বুঝাইয়া দিতে লাগিল। জনসাধারণকে এইরূপ শিক্ষা দিয়া কটাহক যখন বুঝিল বোধিসত্ত্ব প্রত্যন্ত অঞ্চলের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, তখন সে শ্বশুরকে বলিল, "পিতঃ! শুনিতেছি আমার পিতা আপনার সহিত দেখা করিতে আসিতেছেন। আপনি তাঁহার খাদ্যের ও ভোজ্যের আয়োজন আরম্ভ করুন; আমি কিছু উপঢৌকন লইয়া পথেই গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করি।" শ্বশুর বলিলেন, "অতি উত্তম কথা বলিয়াছ।" তখন কটাহক বহুবিধ উপঢৌকন ও বিস্তর অনুচরসহ অগ্রসর হইল এবং বোধিসত্ত্বকে প্রণিপাতপূর্ব্বক তৎসমস্ত তাঁহাকে দান করিল। বোধিসত্ত্ব ঐ সমস্ত গ্রহণ করিলেন, মিষ্টবাক্যে তাহার অভিভাষণ করিলেন এবং প্রাতরাশকালে স্কন্ধাবার স্থাপিত করিয়া শৌচের জন্য কোন নিভৃত স্থানে প্রবেশ করিলেন। তাহা দেখিয়া কটাহক নিজের অনুচর-দিগকে আর অগ্রসর হইতে বারণ করিল, নিজেই জলের কলস লইয়া বোধিসত্ত্বের নিকট গেল এবং তাঁহার উদককৃত্য শেষ হইলে তদীয় পাদমূলে পতিত হইয়া বলিল "প্রভু, আপনি যত চান ধন দিতেছি; কিন্তু এখানে আমার যে প্রতিপত্তি জন্মিয়াছে, তাহার বিলোপ করিবেন না।"

বোধিসত্ত্ব তাহার কর্ত্তব্যপরায়ণতায় প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তোমার ভয় নাই, আমা হইতে তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না।" অনন্তর তিনি প্রত্যন্তনগরে প্রবেশ করিলেন। তত্রত্য শ্রেষ্ঠী মহা আড়ম্বরের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। কটাহক তখনও দাসবৎ তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল।

বোধিসত্ত্ব সুখাসীন হইলে প্রত্যন্তবাসী শ্রেষ্ঠী বলিলেন, "মহাশ্রেষ্ঠিন্ আমি আপনার পত্র পাইয়াই আমার কন্যাকে আপনার পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়াছি।" কটাহক যেন প্রকৃতই তাঁহার পুত্র, এই ভাবে বোধিসত্ত্ব যথোচিত প্রিয়বচন-দ্বারা প্রত্যন্তশ্রেষ্ঠীর মনস্তুষ্টি করিলেন। কিন্তু তদবধি তিনি কটাহকের মুখদর্শন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিলেন।

এক দিন বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠিকন্যাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "এস মা, আমার মাথার উকুন বাছিয়া ফেল।" শ্রেষ্ঠিকন্যা উকুন মারিতে বসিলে বোধিসত্ত্ব মধুরবচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার পুত্রটী সুখ-দুঃখ সকল অবস্থাতেই অপ্রমত্ত থাকে ত? তুমি তাহার সহিত সুখে সম্প্রীতিতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছ ত?"

শ্রেষ্ঠিদুহিতা বলিল, "আর্য্য, আমার স্বামীর অন্য কোন দোষ নাই, কিন্তু তিনি ভোজ্যদ্রব্যমাত্রেরই নিন্দা করেন।"

"মা, তাহার এই দোষ চিরকালই আছে। কিন্তু আমি তোমাকে তাহার মুখ বন্ধ করিবার মন্ত্র দিতেছি। তুমি এই মন্ত্র অবধানসহকারে অভ্যাস কর; আমার পুত্র ভোজনকালে যখন খাদ্যদ্রব্যের নিন্দা করিবে, তখন তুমি তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমি যে ভাবে বলিতেছি, ঠিক সেই ভাবে ইহা পাঠ করিবে।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠিদুহিতাকে সেই মন্ত্র শিক্ষা দিয়া কয়েক দিন পরে বারাণসীতে প্রতিগমন করিলেন। কটাহক বহু উপহার লইয়া কিয়দ্দূর তাঁহার অনুগমন করিল এবং তাঁহাকে সে সমস্ত দান করিয়া ও প্রণাম করিয়া ফিরিয়া গেল।

বোধিসত্ত্ব প্রস্থান করিলে কটাহকের দম্ভ আরও বাড়িয়া উঠিল। এক দিন শ্রেষ্ঠিদুহিতা স্বামীর জন্য উৎকৃষ্ট ভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া স্বহস্তে চমসদ্বারা পরিবেষণ করিতেছিলেন; কিন্তু কটাহক সেই ভোজ্যেরও নিন্দা আরম্ভ করিল। তখন শ্রেষ্ঠিকন্যা বোধিসত্ত্বের উপদেশ স্মরণ করিয়া এই গাথা পাঠ করিলেন:—

পরবাসীর বড়াই বেশী, যা খুসী তাই কয়,
আস্‌বে আবার মনিব যখন, দেখ্‌বে কিবা হয়।

জারিজুরি কটাহক তোমার নাহি সাজে,
চুপ্‌টী করে খাবার খেয়ে যাওগো নিজ কাজে। [১]

কটাহক ভাবিল, 'সর্ব্বনাশ! দেখিতেছি, শ্রেষ্ঠী ইহাকে আমার নাম ও কুলের কথা বলিয়া গিয়াছেন।" তদবধি তাহার দর্প চূর্ণ হইল। সে কখনও ভোজ্যদ্রব্যের নিন্দা করিত না; যাহা পাইত, নীরবে আহার করিত। অনন্তর জীবনাবসানে সে কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিল।

☞ বঙ্গদেশের কোথাও কোথাও (বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে) রামা চাষা ও সাধু নাপিতের সম্বন্ধে প্রায় এইরূপ একটা গল্প শুনা যায়। রামা স্ত্রীর দুর্বাক্যে জ্বালাতন হইয়া গৃহত্যাগ করে এবং রাজ্যান্তরে এক মালিনীর আশ্রয়ে থাকিয়া শুনিতে পায় যে, রাজজামাতা রাজকন্যাকে প্রত্যহ শয়ন কালে পঞ্চাশ ঘা বেত মারেন। ক্রমে সে জানিতে পারে, রাজজামাতা তাহারই গ্রামের সাধু নাপিত। এক ব্রহ্মদৈত্য রাজকন্যার উপর জাতক্রোধ হইয়া সাধু নাপিতকে রাজপুত্র সাজাইয়াছিল এবং রাজকন্যার সহিত তাহার বিবাহ ঘটাইয়া এইরূপ যাতনা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। রামা রাজার সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া রাজকন্যাকে এই মন্ত্র শিখাইয়াছিল :—

যাহা ইচ্ছা তাহা কর শ্রীপুরে বাস;
আছিল যে বরাতে লেখা সাধুশীল দাস;
এবারকার অপরাধ প্রভু কর ক্ষমা;
এই মন্ত্র দিয়া গেল শ্রীপুরের রামা।

রাজকন্যার মুখে এই মন্ত্র শুনিয়া সাধুশীল অতঃপর প্রকৃতই সাধু হইল; রামা বহু পুরস্কার পাইয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেল।

---

[১] বোধিসত্ত্ব সম্ভবতঃ এই গাথা সংস্কৃতভাষায় বলিয়াছিলেন এবং শ্রেষ্ঠিকন্যা অর্থ না বুঝিয়া উহা আবৃত্তি করিতে শিখিয়াছিলেন। তিনি অর্থ বুঝিতে পারেন নাই, অথচ কটাহক বুঝিয়াছিল, এরূপ না হইলে আখ্যায়িকাটী নিতান্ত অসঙ্গত হইয়া পড়ে।

সুবর্ণহংস-জাতক

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর সমকুলজাত এক ব্রাহ্মণকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। এই রমণীর গর্ভে নন্দা, নন্দবতী ও সুন্দরী নন্দা নামে তাঁহার তিনটী কন্যা জন্মে। ইহাদের বিবাহ হইবার পূর্ব্বেই বোধিসত্ত্বের মৃত্যু হয়।

মানবদেহ ত্যাগ করিয়া বোধিসত্ত্ব সুবর্ণহংসরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং জাতিস্মর হইলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর এক দিন তিনি নিজের সুবর্ণ-পক্ষাবৃত পরম রমণীয় বিশাল দেহ দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি পূর্ব্বজন্মে কি ছিলাম?' অমনি তাঁহার স্মরণ হইল, তিনি পূর্ব্বজন্মে মনুষ্য ছিলেন। তখন, তাঁহার ব্রাহ্মণী ও কন্যারা কি উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে ইহা চিন্তা করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন, তাঁহারা পরগৃহে দাসীবৃত্তি-দ্বারা অতিকষ্টে কাল কাটাইতেছেন। তিনি ভাবিলেন, 'আমার পালকগুলি কুট্টিত সুবর্ণময়;[১] আমি স্ত্রী ও কন্যাদিগকে এক একটী পালক দিব; তাহারা ইহা বিক্রয় করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে।' এই সঙ্কল্প করিয়া বোধিসত্ত্ব উড়িয়া গিয়া তাহাদের কুড়ে ঘরের আড়ার এক পাশে গিয়া বসিলেন।[২] তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, আপনি কোথা হইতে আসিলেন?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি তোমাদের পিতা; মৃত্যুর পর সুবর্ণহংস হইয়া জন্ম লাভ করিয়াছি। আমি তোমাদিগকে দেখিতে আসিয়াছি; এখন হইতে তোমাদিগকে আর পরগৃহে দাসীবৃত্তি করিয়া কষ্ট পাইতে হইবে না; আমি এক একটী পালক দিব; তাহা বিক্রয় করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে।" ইহা বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে একটী পালক দিয়া চলিয়া গেলেন।

তদবধি বোধিসত্ত্ব মধ্যে মধ্যে ফিরিয়া আসিতেন এবং তাঁহাদিগকে এক একটী পালক দিয়া যাইতেন। তাহাতে ব্রাহ্মণীর প্রচুর অর্থলাভ

[১] পেটা সোনা। [২] মূলে "পিট্ঠিবংশকোটি" এই পদ আছে।

হইত এবং তিনি পরমসুখে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু এক দিন ব্রাহ্মণী কন্যাদিগকে বলিলেন, "ইতর প্রাণীদিগের চরিত্র বুঝা ভার; তোদের পিতা যে কখনও আসা বন্ধ করিবে না, তাহা কে বলিতে পারে? তাই বলি, সে এবার যখন আসিবে, তখন আমরা তাহার সবগুলি পালক ছিঁড়িয়া লইব।" কিন্তু পিতার যন্ত্রণা হইবে ভাবিয়া কন্যারা এ জঘন্য প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন না। ব্রাহ্মণী কিন্তু কিছুতেই নিজের দুরাকাঙ্ক্ষা দমন করিতে পারিলেন না। অতঃপর এক দিন বোধিসত্ত্ব তাঁহাদের কুটীরে উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, একবার আমার কাছে আসুন।" বোধিসত্ত্ব তাঁহার নিকটে গেলেন; তিনি তাঁহাকে দুই হাতে ধরিয়া সমস্ত পালক উপাড়িয়া লইলেন। কিন্তু বোধিসত্ত্বের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বল-প্রয়োগে লইলেন বলিয়া কোন পালকই হিরণ্ময় রহিল না, তৎক্ষণাৎ বকের পালকের ন্যায় হইয়া গেল।

ইহার পর বোধিসত্ত্ব চলিয়া যাইবার জন্য পক্ষ বিস্তার করিলেন; কিন্তু উড়িতে পারিলেন না। তখন ব্রাহ্মণী তাঁহাকে একটা বড় জালার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া খাবার দিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে বোধিসত্ত্বের নূতন পালক উঠিল, কিন্তু সেগুলি সমস্ত শাদা হইল। অনন্তর তিনি উড়িয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন, আর কখনও পত্নী ও কন্যাদিগকে দেখিতে আসিলেন না।

☞ ঈশপের গ্রন্থে সুবর্ণডিম্ব-প্রসূতি হংসীর এবং লা-ফন্টেনের গ্রন্থে সুবর্ণপর্ণবিশিষ্ট হংসের কথা আছে।

পঞ্চতন্ত্রবর্ণিত সুবর্ণপুরীষোৎসর্গী পক্ষীর কথা এবং ব্রাহ্মণ ও কৃষ্ণসর্পের কথাও কোন কোন অংশে এই জাতকের অনুরূপ।

বিরোচন-জাতক

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব সিংহযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া হিমালয়ের পাদদেশে কাঞ্চনগুহায় বাস করিতেন। তিনি একদিন কাঞ্চনগুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিজৃম্ভণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিলেন এবং সিংহনাদ করিয়া মৃগয়ায় বাহির হইলেন। অনন্তর তিনি এক প্রকাণ্ড মহিষ মারিয়া তাহার সমস্ত উৎকৃষ্ট মাংস আহার করিলেন এবং এক সরোবরে অবতরণপূর্ব্বক মণিসদৃশ-স্বচ্ছ জলপানদ্বারা কুক্ষি পূর্ণ করিয়া গুহাভিমুখে চলিলেন। এই সময়ে এক শৃগাল আহার অন্বেষণ করিতেছিল; সে সহসা সিংহ দেখিয়া এবং পলায়নের পথ না পাইয়া তাঁহার সম্মুখে গিয়া পায়ে লুটাইয়া পড়িল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে শৃগাল, তুমি কি চাও?" শৃগাল বলিল, "আমি ভৃত্য হইয়া প্রভুর পদসেবা করিতে চাই।" "বেশ, আমার সঙ্গে এস, আমার সেবা-শুশ্রূষা কর, আমি তোমাকে উৎকৃষ্ট মাংসাদি খাওয়াইব।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব শৃগালকে সঙ্গে লইয়া কাঞ্চন-গুহায় ফিরিয়া গেলেন। শৃগাল তদবধি সিংহের প্রসাদ পাইতে লাগিল এবং কয়েকদিনের মধ্যে হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠিল।

একদিন বোধিসত্ত্ব গুহায় শয়ন করিয়া শৃগালকে বলিলেন, "তুমি গিয়া পর্ব্বত শিখরে দাঁড়াও। পর্ব্বতপাদে হস্তী, অশ্ব, মহিষ প্রভৃতি প্রাণী বিচরণ করে। ইহাদের মধ্যে তুমি যে প্রাণীর মাংস খাইতে ইচ্ছা কর, তাহাকে দেখিলেই আমায় আসিয়া জানাইবে, অমুককে খাইতে চাই এবং আমাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিবে, 'বিরোচ সামি' (প্রভু, আপনার তেজ প্রদর্শন করুন)।[১] তখন আমি তাহাকে বধ করিয়া মাংস খাইব, তোমাকেও খাওয়াইব।" শৃগাল তদনুসারে পর্ব্বতশিখরে উঠিয়া নানাপ্রকার পশু অবলোকন করিত, যখন যাহার মাংস খাইতে ইচ্ছা হইত, কাঞ্চনগুহায় গিয়া বোধিসত্ত্বকে জানাইত এবং তাঁহার পায়ে পড়িয়া

১ "বিরোচ সামি" মূলে এইরূপ আছে। ইহা হইতেই এই জাতকের "বিরোচন-জাতক" নাম হইয়াছে। বিরোচন=উজ্জ্বল, দীপ্তিশীল, তেজস্বী।

"বিরোচ সামি" এই বাক্য বলিত; তিনিও মহাবেগে লাফ দিয়া, মহিষই হউক, আর মত্তহস্তীই হউক, ঐ প্রাণীকে তৎক্ষণাৎ সংহার করিয়া তাহার মাংসের উৎকৃষ্ট অংশ স্বয়ং খাইতেন এবং অবশিষ্ট শৃগালকে খাইতে দিতেন। শৃগাল উদর পূর্ণ করিয়া মাংস খাইত এবং ঐ গুহার ভিতর নিদ্রা যাইত। এইরূপে অনেক দিন অতিবাহিত হইলে শৃগালের দর্প বাড়িয়া উঠিল। সে ভাবিল, 'আমিও ত চতুষ্পদ; তবে কেন প্রতিদিন পরপ্রদত্ত অন্নে জীবন ধারণ করিব? এখন হইতে আমিও হস্তী প্রভৃতি মারিয়া মাংস খাইব। সিংহ যে হস্তী বধ করে তাহা কেবল "বিরোচ সামি" এই মন্ত্রের গুণে। আমিও এই সিংহের দ্বারা "বিরোচ জম্বুক" এই মন্ত্র বলাইব। তাহার পর একটা প্রকাণ্ড হস্তী মারিয়া মাংস খাইব।' অনন্তর সে সিংহের নিকট গিয়া বলিল, "প্রভু, আপনি যে বরাহবারণাদি বধ করিয়াছেন, তাহাদের মাংস আমি বহুকাল আহার করিয়া আসিতেছি। এখন আমিও একটা হস্তী মারিয়া মাংস খাইতে মানস করিয়াছি। আপনি কাঞ্চনগুহার যেখানে শয়ন করেন, আমিও সেই খানে শুইব; আপনি গিয়া পর্ব্বতপাদে বিচরণকারী বরাহবারণাদি অবলোকনপূর্ব্বক আমার নিকট আসিয়া 'বিরোচ জম্বুক' এই কথা বলিবেন। দয়া করিয়া এই অনুগ্রহটুকু দেখাইতে কৃপণতা করিবেন না।" ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব কহিলেন, "হস্তী বধ করা কেবল সিংহদিগেরই সাধ্য; জম্বুকে হস্তী মারিয়া তাহার মাংস খাইবে, একথা কেহ কখনও শুনে নাই। তুমি এরূপ অসঙ্গত ইচ্ছা করিও না। আমি যে বরাহবারণাদি সংহার করিব, তুমি তাহাদেরই মাংস খাইয়া এখানে অবস্থিতি কর।" কিন্তু বোধিসত্ত্বের একথা শুনিয়াও শৃগাল নিজের উদ্দেশ্য ত্যাগ করিল না; সে তাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ সেই প্রার্থনা জানাইতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া তাহার প্রার্থনা পূরণে সম্মত হইলেন এবং তাহাকে কাঞ্চন-গুহায় রাখিয়া পর্ব্বতশিখরে আরোহণপূর্ব্বক এক মত্ত মাতঙ্গ দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি গুহাদ্বারে গিয়া "বিরোচ জম্বুক" এই কথা বলিলেন। অমনি শৃগাল কাঞ্চনগুহা হইতে লম্ফ দিয়া বাহির হইল এবং বিজৃম্ভণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া ও তিনবার উচ্চরব করিয়া,

'মত্ত মাতঙ্গের কুম্ভের উপরে গিয়া পড়িব' এই সঙ্কল্পে লাফ দিল; কিন্তু কুম্ভের উপর না পড়িয়া সে তাহার পাদমূলে পতিত হইল। হস্তী তখন দক্ষিণ পাদ তুলিয়া তাহার মাথা চাপিয়া ধরিল; তাহাতে তাহার মস্তকের অস্থিগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর হস্তী শৃগালের ধড়টা পা দিয়া মর্দ্দিত করিয়া পিণ্ডাকারে পরিণত করিল এবং তদুপরি মলত্যাগ করিয়া বৃংহণ করিতে করিতে বনে প্রবেশ করিল। বোধিসত্ত্ব ইহা দেখিয়া বলিলেন :—

করিপদাঘাতে পঞ্জরের অস্থি চূর্ণীকৃত সব হ'ল;
মস্তিষ্ক তোমার বাহিরে আসিয়া কাদায় মিশিয়ে গেল।
সাবাস তোমায়, শৃগালপুঙ্গব!
সাবাস তোমার বীরত্ব-গৌরব!
ভাল তেজ আজি দেখাইলে তুমি; বাখানি সৌভাগ্য তব।

* * * *

সঞ্জীব-জাতক

(প্রত্যুৎপন্ন বস্তু)

অজাতশত্রু বৌদ্ধবিদ্বেষী, দুঃশীল ও পাপ-কর্ম্মা দেবদত্তকে শ্রদ্ধা করিতেন। সেই ক্রূরমতি নরাধমকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তিনি বহু অর্থব্যয়ে গয়শিরে[১] এক বিহার নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং তাহারই কুমন্ত্রণায় নিজের জনক ধার্ম্মিকবর স্রোতাপন্ন বিম্বিসারের প্রাণবধ করিয়াছিলেন। এবংবিধ দুষ্কার্য্য-পরম্পরায় সেই নৃপ-কুলাঙ্গারের স্রোতাপত্তি-মার্গ রুদ্ধ ও সদ্গতির আশা বিনষ্ট হইয়াছিল।

[১] গয়ার নিকটবর্ত্তী একটি পর্ব্বত। ইহার বর্ত্তমান নাম 'ব্রহ্মযোনি'।

অজাতশত্রু যখন শুনিলেন যে, পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া দেবদত্তকে গ্রাস করিয়াছে,[১] তখন তাঁহারও আশঙ্কা হইল, পাছে নিজেও ঐ পথের পথিক হন। এই দুশ্চিন্তায় রাজত্বে তিনি আর সুখ পাইতেন না, শয়নে শান্তি-লাভ করিতেন না; তীব্রযন্ত্রণাভিভূত হস্তিশাবকের ন্যায় নিয়ত কম্পমান-দেহে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেন। তাঁহার মনে হইত, যেন পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়াছে, অবীচি হইতে ভীষণ জ্বালা উত্থিত হইতেছে, পৃথিবী তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে; তিনি যেন আদীপ্ত লৌহশয্যায় উত্তানভাবে শয়ন করিয়া আছেন এবং লৌহশূল-সমূহে তাঁহার শরীর বিদ্ধ হইতেছে। ফলতঃ এই ভয়বিহ্বল হতভাগ্য নৃপতি আহত কুক্কুটবৎ ক্ষণমাত্রও শান্তি-ভোগ করিতে পারিতেন না। তাঁহার ইচ্ছা হইত, সম্যক্‌সম্বুদ্ধের সহিত দেখা করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন, এবং কি উপায়ে শান্তি লাভ করিতে পারিবেন তাঁহাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিবেন। কিন্তু কৃতাপরাধের গুরুত্ব স্মরণ করিয়া তিনি বুদ্ধসমীপে উপস্থিত হইতে সাহস করিলেন না।

অনন্তর রাজগৃহ নগরে কার্ত্তিকোৎসব আরম্ভ হইল; পৌরজন রাত্রিকালে সমস্ত নগর এমন সুসজ্জিত করিল যে, উহা ইন্দ্রালয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অজাতশত্রু অমাত্যগণ-পরিবৃত হইয়া সভাগৃহে কাঞ্চনাসনে সমাসীন ছিলেন। তিনি অদূরে জীবক কৌমারভৃত্যকে[২] উপবিষ্ট দেখিয়া ভাবিলেন, 'ইঁহাকে সঙ্গে লইয়া সম্যক্‌সম্বুদ্ধের দর্শন লাভ করিতে হইবে। কিন্তু কি করিয়া সোজাসুজিভাবে বলি যে, আমি একাকী তাঁহার নিকটে যাইতে পারিব না; আসুন, আমাকে সঙ্গে লইয়া চলুন? তাহা না করিয়া বরং রাত্রির শোভা বর্ণনপূর্ব্বক বলা যাউক, আমি অদ্য কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের পর্য্যুপাসনা করিব।

[১] দেবদত্ত—ইনি প্রথমে বুদ্ধদেবের শিষ্য ছিলেন, পরে তাঁহার বিরোধী হইয়া নিজেই এক ধর্ম্মসম্প্রদায় স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহার অবীচিপ্রবেশ-বৃত্তান্ত সমুদ্রবাণিজ-জাতকের (৪৬৬) প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে বর্ণিত আছে। পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া পাপীদিগকে যে গ্রাস করে, বাইবলেও তাহা দেখা যায়। *Cf.* Num. 16: 31-33.

[২] বুদ্ধের একজন প্রধান ভক্ত এবং প্রাচীন কালের একজন বিখ্যাত চিকিৎসক। দিব্যাবদানে ইঁহাকে 'জীবক কুমার ভূত' বলা হইয়াছে।

অতঃপর অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিব, কাহার পর্য্যুপাসনা করিলে শান্তি লাভ করা যাইতে পারে। অমাত্যেরা ইহার উত্তরে নিশ্চিত স্ব স্ব গুরুর নাম করিবেন, জীবকও সম্যক্সম্বুদ্ধের গুণকীর্ত্তন করিবেন। তখন আমি ইঁহাকে সঙ্গে লইয়া শাস্তার নিকট যাইব।'

অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা বলুন দেখি, অদ্য কোন্ শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা করিলে আমরা শান্তিলাভ করিতে পারিব ?"

ইহা শুনিয়া কোন অমাত্য পূরণ কাশ্যপের, কোন অমাত্য মস্করি গোশালীপুত্রের, কেহ কেহ বা অজিত কেশকম্বল, ককুদ কাত্যায়ন, সঞ্জয়ী বৈরট্টীপুত্র বা নির্গ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্রের নাম করিলেন।[১] কিন্তু রাজা তাঁহাদের কথার কোন উত্তর দিলেন না, মহামাত্র জীবক কি বলেন শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। জীবক অবিদূরে নীরব হইয়া বসিয়াছিলেন ; কারণ তিনি ভাবিতেছিলেন, 'রাজা আমাদ্বারা কিছু বলাইতে চান ত বলিব।' রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সৌম্য জীবক, আপনি নীরব রহিলেন যে ?" এই কথা শুনিয়া জীবক দণ্ডায়মান হইয়া যে দিকে ভগবান্ বুদ্ধ অবস্থিতি করিতেছিলেন তদভিমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, পরমপূজ্য সম্যক্সম্বুদ্ধ সার্দ্ধত্রিশতাধিকসহস্র-ভিক্ষুসহ ঐ স্থানে মদীয় আম্রবণে বাস করিতেছেন। ইহাতেই বুঝা যায় পুণ্যশ্লোক ভগবানের সুযশঃ কতদূর বিস্তীর্ণ হইয়াছে। তিনি অর্হত্ত্বাদি নবগুণসম্পন্ন।"[২] অতঃপর জীবক ভগবানের নবগুণ কীর্ত্তন করিলেন ; তিনি রাজাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, পূর্ব্বে নিমিত্তাদির দ্বারা যে সকল মহাপুরুষলক্ষণ সূচিত হইয়াছিল, বুদ্ধ জন্মাবধি অনুভাববলে তদপেক্ষাও অধিকতর উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছেন। উপসংহার-কালে জীবক বলিলেন, "মহারাজ,

১ ইঁহারা বৌদ্ধশাসন-বিদ্বেষী এবং তীর্থিক নামে পরিচিত। পালি ভাষায় ইঁহাদের নাম পূরণ কস্সপ, মক্খলি গোসাল, অজিত কেসকম্বলিন্, পকুধ কচ্চায়ন, নিগণ্ঠ নাতপুত্ত এবং সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্ত।

২ নবগুণসম্পন্ন=ভগবান্, অর্হন্, বুদ্ধ, সম্যক্সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তরপুরুষদম্য-সারথি ও দেবনরগণের শাস্তা।

আপনি সেই ভগবানের শরণ লউন, তাঁহারই নিকট ধর্ম্মকথা শ্রবণ করুন, তাঁহাকেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া সংশয়াপনোদন করুন।"

এতক্ষণে মনোরথ পূর্ণ হইল দেখিয়া অজাতশত্রু জীবককে বলিলেন, "বেশ, তাহাই করা যাউক; আপনি হস্তিযান সুসজ্জিত করিবার আদেশ দিন।" মুহূর্ত্তের মধ্যে যান সজ্জিত হইল; অজাতশত্রু রাজোচিত আড়ম্বরের সহিত জীবকের আম্রবণে উপনীত হইলেন, এবং দেখিলেন তথাগত গন্ধমণ্ডলমালে [১] সমাসীন; ভিক্ষুসঙ্ঘ বীচিবিক্ষোভবিহীন মহার্ণবের ন্যায় নিশ্চলভাবে তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিরাজ করিতেছেন। রাজা যেদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, সেই দিকেই শত শত ভিক্ষু দেখিতে পাইলেন। তাহাতে অতীব বিস্মিত হইয়া তিনি ভাবিলেন, 'আমি ইতঃপূর্ব্বে আর কোথাও এতাদৃশ সাধুসমাগম দেখি নাই।' তিনি ভিক্ষুদিগের বিনীত, প্রশান্ত ও পবিত্র ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া অতিমাত্র প্রীত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে সঙ্ঘের স্তুতি করিলেন। অতঃপর তিনি ভগবান্‌কে প্রণিপাত করিয়া একান্তে আসন গ্রহণপূর্ব্বক শ্রামণ্যফল-প্রশ্ন [২] জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহার উত্তরে ভগবান্ তাঁহার নিকট অংশদ্বয়বিশিষ্ট শ্রামণ্যফল-সূত্র ব্যাখ্যা

[১] মণ্ডলমাল=গোলাকার একচূড়াবিশিষ্ট মণ্ডপ।

[২] বৌদ্ধশাস্ত্রে ইহা একটী প্রসিদ্ধ প্রশ্ন এবং গৌতম উহার যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা সংশয়-নিরাকারক বলিয়া পরিগণিত। প্রশ্নটীর তাৎপর্য্য এই :—"লোকে যে সমস্ত শিল্পকর্ম্ম করে, তাহার এক একটী প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত হয়। কুম্ভকার ঘট গড়ে; ঘট মনুষ্যের কাজে লাগে; ইহা বিক্রয় করিয়া কুম্ভকারের অর্থপ্রাপ্তি হয়। অতএব কুম্ভকারের কার্য্যের উপযোগিতা সুস্পষ্ট ও অচিরলক্ষিত। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, যাঁহারা গৃহত্যাগ করিয়া শ্রমণ হন, তাঁহাদের ভাগ্যে এরূপ কোন ধ্রুব, অচিরলভ্য ও প্রত্যক্ষ ফল আছে কি ?" এই প্রশ্নের উত্তরে গৌতম বলিয়াছিলেন, "মহারাজ, মনে করুন এক ব্যক্তি আপনার দাসত্ব করিয়াছে। সে ভাবিল, 'আমি পূর্ব্বকৃত পাপের ফলে এই দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছি। এখন যদি গৃহত্যাগপূর্ব্বক সৎপথে চলিয়া পুণ্য সঞ্চয় করি, তবে পরকালে আমার সদ্‌গতি হইবে।' ইহা স্থির করিয়া সে গৃহ হইতে পলাইয়া গেল এবং প্রব্রজ্যাগ্রহণপূর্ব্বক হিংসাচৌর্য্যাদি পরিহার করিয়া সাধুভাবে চলিতে লাগিল। এখন বলুন ত, এই ব্যক্তিকে আবার দেখিতে পাইলে আপনি কি তাহাকে দণ্ড দিয়া পুনর্ব্বার দাসত্বে নিয়োজিত করিবেন?" অজাতশত্রু বলিলেন, "কখনই না; আমি বরং তাহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিব এবং তাহার ভরণ-পোষণের ভার লইব।" "তবেই দেখা যাইতেছে, মহারাজ, শ্রামণ্যধর্ম্মের প্রত্যক্ষ ফলও আছে।" অজাতশত্রু এই যুক্তির যাথার্থ্য স্বীকার করিলেন এবং তদবধি বৌদ্ধশাসনে নিহিতশ্রদ্ধ হইলেন।

তু°—গঙ্গমাল-জাতক (৪২১)। ইহাতে শ্রামণ্যধর্ম্মের দৃষ্টফল প্রদর্শিত হইয়াছে।

করিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া অজাতশত্রু পরম প্রীত হইলেন এবং ভগবানের নিকট ক্ষমা লাভ করিয়া ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন।

রাজা প্রস্থান করিবার অল্পক্ষণ পরেই শাস্তা ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ, এই রাজা নিজেই নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। ইনি যদি রাজ্যলোভে ধর্ম্মরাজ-কল্প পরম ধার্ম্মিক পিতার প্রাণবধ না করিতেন, তাহা হইলে অদ্য ঐ আসনে বসিয়াই অনাবিল ও বীতমল ধর্ম্মচক্ষু লাভ করিতে পরিতেন। কিন্তু দেবদত্তের অসাধু সংস্রবে থাকিয়া অর্হত্ত্ব দূরে থাকুক, ইনি স্রোতাপত্তি-ফলও প্রাপ্ত হইতে পারিলেন না।"

পরদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় এই কথার আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখ, দুঃশীল ও দুরাচার দেবদত্তকে অনুগ্রহ দেখাইতে গিয়া অজাতশত্রু পিতৃহত্যারূপ মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছেন; সেই নিমিত্ত তিনি স্রোতাপত্তি-ফল পর্য্যন্ত লাভ করিতে অসমর্থ হইলেন। অহো, রাজার কি সর্ব্বনাশই হইয়াছে!" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ! অজাতশত্রু যে কেবল এ জন্মেই পাপের সহায়তা করিতে গিয়া নিজের সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছেন তাহা নহে; পূর্ব্বেও তিনি এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন:—

সঞ্জীব-জাতক

(অতীত বস্তু)

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক মহাবিভবশালী ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করেন এবং বারাণসীতে প্রতিগমন করিয়া এক সুবিখ্যাত অধ্যাপক হন। পঞ্চশত ব্রাহ্মণকুমার তাঁহার নিকট বিদ্যাভ্যাস করিত। এই সকল শিষ্যের মধ্যে একজনের নাম ছিল সঞ্জীব।

বোধিসত্ত্ব তাহাকে মৃতকোত্থাপন মন্ত্র [১] দান করিয়াছিলেন। সে উত্থাপন-মন্ত্র শিখিয়াছিল বটে, কিন্তু প্রতিবাহন-মন্ত্র গ্রহণ করে নাই।

একদিন সঞ্জীব সতীর্থদিগের সঙ্গে কাষ্ঠাহরণার্থ অরণ্যে গমন করিয়া এক মৃত ব্যাঘ্র দেখিয়া বলিল, "আমি এই মৃত ব্যাঘ্রে জীবন সঞ্চার করিতেছি।" তাহার সঙ্গিগণ বলিল, "করিলে আর কি? মৃতদেহে কি জীবনসঞ্চার হইতে পারে?" "তোমরা দাঁড়াইয়া দেখ না, আমি এই ব্যাঘ্রকে এখনই বাঁচাইব।" "পার ত বাঁচাও।" ইহা বলিয়া তাহারা একটা বৃক্ষে আরোহণ করিল।

অনন্তর সঞ্জীব মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক একখণ্ড খর্পর-দ্বারা মৃত ব্যাঘ্রকে আঘাত করিল। ব্যাঘ্র তখনই জীবিত হইয়া ভীমবিক্রমে সঞ্জীবের অভিমুখে ধাবিত হইল এবং তাহার গলনালীতে দংশন করিল। তাহাতে সঞ্জীবের প্রাণ-বিয়োগ ঘটিল; ব্যাঘ্রও পুনর্ব্বার গতাসু হইয়া ভূতলে পতিত হইল; উভয়ের মৃতদেহ পাশাপাশি পড়িয়া রহিল।

শিষ্যগণ কাষ্ঠসংহরণপূর্ব্বক আচার্য্যগৃহে ফিরিয়া গেল এবং তাঁহাকে এই বৃত্তান্ত জানাইল। আচার্য্য তাহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "বৎসগণ! সঞ্জীব খলের উপকার করিতে গিয়া, অযুক্ত স্থানে সম্মান দেখাইয়া, নিজের প্রাণ হারাইল। সাবধান, তোমরা কেহ যেন এরূপ ভ্রমে পতিত না হও।"

সমবধান—তখন অজাতশত্রু ছিলেন সেই ব্যাধ, পুনরুজ্জীবক শিষ্য এবং আমি ছিলাম সেই সুবিখ্যাত আচার্য্য।

☞ পঞ্চতন্ত্রে (অপরীক্ষিত-কারক, ৩য়) দেখা যায়, এক ব্রাহ্মণের চারি পুত্র ছিল—তিন জন শাস্ত্রজ্ঞ কিন্তু নির্ব্বোধ, একজন শাস্ত্রপরাঙ্মুখ কিন্তু সুবোধ। বনপথে যাইবার সময়ে ইহাদের একজন একটা মৃতসিংহের অস্থি সঞ্চয় করিল, একজন তাহাতে চর্ম্মমাংসরুধির সংযোজন করিল এবং একজন প্রাণ সঞ্চার করিল। সিংহ তাহাদের তিন জনেরই প্রাণসংহার করিল; কিন্তু সুবুদ্ধি পূর্ব্বেই বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিল বলিয়া রক্ষা পাইল। বেতাল পঞ্চবিংশতিকায় ইহা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে একবিংশ আখ্যায়িকা।

---

১ মৃতক+উত্থাপন অর্থাৎ যাহার বলে মৃতদেহে জীবনসঞ্চার হয়। প্রতিবাহন-মন্ত্র=যে মন্ত্রের বলে উজ্জীবিত প্রাণীকে পুনর্ব্বার বীতজীবন করিতে পারা যায়।

রাজোবাদ-জাতক[১]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা মহিষীর গর্ভরক্ষার্থ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করিলেন; এবং বোধিসত্ত্ব যথাকালে বিনাকষ্টে ভূমিষ্ঠ হইলেন। নামকরণ-দিবসে আত্মীয় বান্ধবেরা তাঁহার "ব্রহ্মদত্ত-কুমার" এই নাম রাখিলেন। তিনি কালক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তক্ষশিলানগরে গমনপূর্ব্বক সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিলেন এবং পিতার দেহত্যাগের পর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যথাধর্ম্ম নিরপেক্ষভাবে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। বিচার করিবার সময়ে তিনি কখনও ক্রোধলোভাদির বশীভূত হইতেন না।

রাজা যথাধর্ম্ম শাসন করিতেন বলিয়া তাঁহার অমাত্যেরাও ন্যায়ানুসারে বিবাদ নিষ্পত্তি করিতেন; অমাত্যেরা সূক্ষ্মবিচার করিতেন বলিয়া কূটার্থ-কারকও[২] দেখা যাইত না। কাজেই রাজাঙ্গনে আর অর্থিপ্রত্যর্থীর কোলাহল শুনা যাইত না; অমাত্যেরা সমস্ত দিন ধর্ম্মাসনে বসিয়া থাকিতেন; কিন্তু বিচারপ্রার্থী কোন জনপ্রাণী দেখিতে না পাইয়া সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিয়া যাইতেন। ফলতঃ এইরূপ সুব্যবস্থার গুণে অচিরে ধর্ম্মাধিকরণ জনহীন স্থানের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

অনন্তর একদিন বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি যথাধর্ম্ম রাজ্য শাসন করিতেছি বলিয়া এখন আর কোন বিচারপ্রার্থী দেখা যায় না; অর্থিপ্রত্যর্থীর কোলাহল শ্রুতিগোচর হয় না; ধর্ম্মাধিকরণ নির্জ্জন হইয়াছে। কিন্তু আমার কি কি দোষ আছে, তাহা একবার দেখিতে হইতেছে। আমার কি কি দোষ ইহা জানিতে পারিলে সেগুলি পরিহারপূর্ব্বক অতঃপর নিরবচ্ছিন্ন গুণেরই আশ্রয় লইতে পারিব।' তদবধি কেহ তাঁহার দোষ প্রদর্শন করে কি না, সর্ব্বদা তিনি তাহার

[১] অববাদ—উপদেশ।

[২] কূটার্থকারক—যাহারা মিথ্যা মকদ্দমা করে।

অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু যাহারা রাজভবনে বাস করিত, তাহাদের মধ্যে কাহাকেও তিনি নিজের অগুণবাদী দেখিতে পাইলেন না; পক্ষান্তরে সকলের মুখেই আপনার গুণকীর্ত্তন শুনিতে লাগিলেন। তখন তিনি ভাবিলেন, 'এই সকল লোক হয় ত ভয়বশতঃ আমার দোষের উল্লেখ না করিয়া কেবল গুণই গান করিতেছে।' অতঃপর তিনি প্রাসাদের বহিঃস্থ লোকদিগের মধ্যে অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু সেখানেও নিজের নিন্দাকারক কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি ক্রমে নগরের অন্যান্য অংশে এবং নগরের চতুর্দ্বারের অবিদূরস্থ গ্রামগুলিতে অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কাহারও মুখে নিজের দোষ শুনিতে পাইলেন না; সকলের মুখেই নিজের গুণের কথা শুনিলেন। পরিশেষে তিনি একবার জনপদ অনুসন্ধান করিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং অমাত্যদিগের হস্তে রাজ্যরক্ষার ভার দিয়া একমাত্র সারথিসহ রথারোহণে অজ্ঞাতবেশে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি এইরূপে প্রত্যন্ত ভূমি পর্য্যন্ত গেলেন, কিন্তু কুত্রাপি অগুণবাদী কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না; পরন্তু সকলের মুখেই নিজের গুণকীর্ত্তন শুনিলেন। কাজেই তিনি রাজপথ অবলম্বন করিয়া পুনর্ব্বার নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কোশলপতি মল্লিকও যথাধর্ম্ম প্রজাপালন করিলেন, এবং কেহ তাঁহার দোষ কীর্ত্তন করে কি না, ইহা জানিবার জন্য তিনিও রাজভবনাদি কুত্রাপি অগুণবাদী দেখিতে না পাইয়া এবং সর্ব্বত্র নিজের প্রশংসাবাদই শুনিয়া পরিশেষে জনপদে ভ্রমণ করিতে করিতে ঘটনাক্রমে সেই সময়ে উক্ত অঞ্চলে উপনীত হইয়াছিলেন। এই দুই নরপতি বিপরীত দিক্ হইতে অগ্রসর হইতে হইতে শকটমার্গের এক নিম্ন অংশে পরস্পারের সম্মুখীন হইলেন। সে স্থান এত অপ্রশস্ত যে, একখানি রথ যে পাশে সরিয়া অপর খানিকে যাইতে দিবে এমন উপায় ছিল না।

কোশলরাজের সারথি বারাণসীরাজের সারথিকে বলিল, "তোমার রথ ফিরাইয়া পথ ছাড়িয়া দাও।"

সে বলিল, "তোমারই রথ ফিরাও; আমার রথে বারাণসী-রাজ ব্রহ্মদত্ত রহিয়াছেন।"

"আমার রথেও কোশলরাজ মল্লিক আছেন। তোমার রথ ফিরাইয়া ইঁহার রথ যাইতে দাও।"

বারাণসীর সারথি ভাবিল, 'তাই ত; ইনিও যে একজন রাজা! এখন উপায় কি করি? আচ্ছা, কোশলরাজের বয়স্ কত জানিয়া উভয়ের মধ্যে যিনি ছোট তাঁহার রথ ফিরান যাউক, এবং যিনি বড় তাঁহাকে অগ্রসর হইতে অবসর দেওয়া হউক।' ইহা স্থির করিয়া সে কোশল-সারথিকে জিজ্ঞাসা করিল "তোমাদের রাজার বয়স্ কত?" সে যে উত্তর পাইল তাহাতে দেখা গেল উভয় রাজাই সমবয়স্ক। অতঃপর বারাণসীরাজের সারথি কোশলপতির রাজ্যপরিমাণ, সেনাবল, ঐশ্বর্য্য, যশ, কুলমর্য্যাদা প্রভৃতির সম্বন্ধেও প্রশ্ন করিল এবং জানিতে পারিল, দুই জনেরই রাজ্য তিনশত যোজন বিস্তীর্ণ; এবং দুই জনেরই সেনাবল, ঐশ্বর্য্য, যশ, গোত্র, কুল প্রভৃতি তুল্যরূপ। তখন সে স্থির করিল, 'ইঁহাদের মধ্যে যিনি চরিত্রগুণে মহত্ত্বর, তাঁহাকেই পথ ছাড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।' অতএব সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের রাজার শীলাচার কীদৃশ?" ইহার উত্তরে "আমাদের রাজা অতীব শীলবান্" এই বলিয়া কোশল-সারথি নিম্নলিখিত গাথা-দ্বারা স্বীয় প্রভুর অগুণগুলিকেই গুণরূপে বর্ণনা করিতে লাগিল :—

কঠোরে কঠোর কোমলে কোমল কোশলরাজের রীতি;
সাধুজনে তাঁর সাধু ব্যবহার শঠে শাঠ্য এই নীতি।
বর্ণিতে কি পারি চরিত্র তাঁহার? সংক্ষেপে বলিনু তাই;
অতএব রথ ফিরায়ে তোমার ছাড়ি দেহ পথ, ভাই।

ইহা শুনিয়া বারাণসীর সারথি জিজ্ঞাসা করিল, "এই সব কি তোমাদের রাজার গুণ?" "হাঁ, আমাদের রাজার এই সকল গুণ।" "এই সকল যদি গুণ হয়, তবে দোষ কাহাকে বলে?" "এগুলি যদি অগুণ হয়, তবে না জানি, তোমাদের রাজার কেমন গুণ!"

"বলিতেছি শুন।" অনন্তর বারাণসীর সারথি নিম্নলিখিত গাথায় ব্রহ্মদত্তের গুণগান করিল :—

অক্রোধের বলে শাসেন ক্রোধীরে, অসাধুরে সাধুতায় ;
কৃপণ যে জন, হেরি তাঁর দান, মানে নিজ পরাজয় ;
সত্যের প্রভাবে মিথ্যারে দমিতে এমন দ্বিতীয় নাই ;
তাই বলি রথ ফিরায়ে তোমার ছাড়ি দেহ পথ, ভাই।

ইহা শুনিয়া কোশলরাজ এবং তাঁহার সারথি উভয়ে রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক অশ্ব খুলিয়া লইলেন এবং রথ ফিরাইয়া বারাণসীরাজকে পথ ছাড়িয়া দিলেন। অনন্তর বারাণসীরাজ কোশলরাজকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন এবং জীবনান্তে স্বর্গলাভ করিলেন। কোশলরাজও তদীয় উপদেশ গ্রহণ করিয়া জনপদে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং সেখানে কোন অগুণবাদী দেখিতে না পাইয়া স্বকীয় নগরে প্রতিগমন করিলেন। অনন্তর দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক তিনিও জীবনাবসানে স্বর্গবাসী হইলেন।

☞ এই জাতকের সহিত মহাভারত-বর্ণিত কুরুবংশীয় সুহোত্র এবং উশীনরের পুত্র শিবি, এই নৃপতিদ্বয়সংক্রান্ত আখ্যায়িকার সাদৃশ্য দেখা যায় [বনপর্ব্ব ১৯৭ম অধ্যায়, South Indian Text]। ইঁহাদের রথদ্বয় পরস্পর সম্মুখীন হইলে উভয়েই পরস্পরের বয়ঃক্রমানুরূপ সম্মান রক্ষা করিলেন, কিন্তু গুণবিষয়ে উভয়েই তুল্য মনে করিয়া কেহ কাহাকে পথ প্রদান করিতে চাহিলেন না। তখন নারদ সেখানে উপস্থিত হইয়া শিবিকেই গুণসম্বন্ধে উৎকৃষ্টতর বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, কেননা তিনি "জয়েৎ কদর্য্যং দানেন, সত্যেনানৃতবাদিনম্, ক্ষময়া ক্রূরকর্ম্মাণমসাধুং সাধুনা জয়েৎ" এই উত্তম নীতি অবলম্বন করিয়া চলেন। সাহিত্যে ইহার বিপরীত রীতিও বিরল নহে যেমন, "শাম্যেৎ প্রত্যপকারেণ, নোপকারেণ দুর্জ্জনঃ" (মাঘ); "কৃতে প্রতিকৃতিং কুর্য্যাদ্ধিংসিতে প্রতিহিংসিতম্ ন তত্র দোষং পশ্যামি দুষ্টে দুষ্টং সমাচরেৎ" (পঞ্চতন্ত্র)।

সীহচম্ম-জাতক

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কর্ষককুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর কৃষিবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। এই সময়ে এক বণিক্ একটা গর্দ্দভের পৃষ্ঠে বোঝা চাপাইয়া পণ্য বিক্রয় করিয়া বেড়াইত। সে যেখানে যাইত, সেখানে গর্দ্দভের পৃষ্ঠ হইতে পণ্যভাণ্ড নামাইয়া উহাকে একখানা সিংহচর্ম্ম পরাইত এবং লোকের ধান, যব প্রভৃতির ক্ষেতে ছাড়িয়া দিত। ক্ষেত্ররক্ষকেরা তাহাকে সিংহ মনে করিয়া তাহার কাছে যাইতে সাহস করিত না।

একদিন এই বণিক্ কোন গ্রামদ্বারে বাসা লইয়া প্রাতরাশ পাক করিবার সময়ে গর্দ্দভকে সিংহচর্ম্মে আবৃত করিয়া এক যবক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়া আসিল। ক্ষেত্ররক্ষকেরা তাহাকে সিংহ মনে করিয়া তাহার কাছে যাইতে সাহস করিল না, গ্রামের ভিতর গিয়া লোকজনকে সংবাদ দিল। গ্রামবাসীরা নানারূপ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া, শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে ও ভেরী বাজাইতে বাজাইতে ক্ষেত্রাভিমুখে ছুটিয়া গেল এবং সেখানে উপস্থিত হইয়া বিকট কোলাহল করিতে লাগিল। গর্দ্দভ তখন প্রাণভয়ে ডাকিয়া উঠিল। তখন সে যে গর্দ্দভ, ইহা বুঝিতে পারিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন :—

এ নহে সিংহের নাদ, অথবা ব্যাঘ্রের,
অথবা দ্বীপীর; কিবা ভয় আমাদের?
সিংহচর্ম্মে বটে মূর্খ দেহ আবরিল,
স্বরে কিন্তু শেষে আত্ম-পরিচয় দিল।

গ্রামবাসীরা যখন দেখিল সে গর্দ্দভ, তখন তাহারা প্রহার-দ্বারা তাহার অস্থিগুলি চূর্ণ করিল এবং সিংহচর্ম্মখানি লইয়া চলিয়া গেল। অতঃপর সেই বণিক্ আসিয়া গর্দ্দভের দুর্দ্দশা দেখিয়া বলিল :—

সিংহচর্ম্ম পরি পাইতে খাইতে
কাঁচা যব চিরদিন;
করিলে নিনাদ, হ'ল পরমাদ;
তুমি বড় বুদ্ধিহীন।

বণিকের কথা শেষ হইতে না হইতে গর্দ্দভ প্রাণত্যাগ করিল; বণিক্ তাহাকে সেইখানেই ফেলিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

☞ তু°—তথাকথিত ঈষপের সিংহচর্ম্মাচ্ছাদিত গর্দ্দভের কথা (the Ass in the Lion's Skin). ইহাতে গর্দ্দভের সিংহচর্ম্ম পরিধান করিবার কোন হেতু নির্দ্দেশ করা হয় নাই। তন্ত্রাখ্যায়িকায় এবং পঞ্চতন্ত্রেও (লব্ধপ্রণাশ—৭) এই কথা আছে।

কথাসরিৎসাগরে ও তন্ত্রাখ্যায়িকায় দ্বীপিচর্ম্মের এবং পঞ্চতন্ত্রে ব্যাঘ্রচর্ম্মের উল্লেখ আছে। ইহাতে বোধ হয় যে, তন্ত্রাখ্যায়িকাও কাশ্মীর বা তন্নিকটস্থ কোন অঞ্চলে এবং পঞ্চতন্ত্র অপেক্ষাকৃত দক্ষিণস্থ কোন স্থানে সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই জাতকের প্রথম গাথাটীতে সিংহ, ব্যাঘ্র ও দ্বীপী এই তিন প্রাণীরই উল্লেখ আছে। কথাসরিৎসাগরের ও পঞ্চতন্ত্রের গর্দ্দভ রজকপালিত—বণিকের নহে।

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে প্রসিদ্ধ গ্রীক্ দার্শনিক প্লেটোর গ্রন্থে এই আখ্যায়িকা প্রথম দেখা যায়।

সুংসুমার-জাতক[১]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব হিমবন্ত-প্রদেশে কপিযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশাল দেহে হস্তীর মত বল ছিল; তিনি যেমন বীর্য্যবান্, তেমনই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছিলেন এবং গঙ্গার কোন নিবর্ত্তন-স্থানে এক বনমধ্যে বাস করিতেন। সেখানে গঙ্গায় এক শিশুমার ছিল। তাহার ভার্য্যা বোধিসত্ত্বের শরীর দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ের মাংস আহার করিতে সাধ করিল এবং তাহাকে বলিল, "স্বামিন্, আমার ইচ্ছা হইতেছে, ঐ কপিরাজের হৃদয়ের মাংস খাই।" শিশুমার বলিল, "ভদ্রে, আমি জলচর, সে স্থলচর; আমি কিরূপে তাহাকে ধরিব বল?" "যেভাবে পার ধর; উহার হৃদয়ের মাংস না পাইলে আমি মারা যাইব।" "আচ্ছা, কোন চিন্তা নাই; একটা উপায় আছে, যাহার দ্বারা আমি তোমাকে তাহার হৃদয়ের মাংস খাওয়াইতে পারিব।"

১ সুংসুমার=শিশুমার—জলকপি (শুশুক); কিন্তু এখানে ইহা 'কুম্ভীর' অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

ভার্য্যাকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া শিশুমার গঙ্গাতীরে বোধিসত্ত্বের নিকট গমন করিল। তিনি তখন গঙ্গার জলপান করিয়া সেখানে বসিয়াছিলেন। শিশুমার বলিল, "বানররাজ, চিরকাল এই এক স্থানে থাকিয়া বিস্বাদ ফল খাইয়া কষ্ট পান কেন? গঙ্গার অপর পারে আম্র, লবুজ[১] প্রভৃতি সুমধুর ফলের অন্ত নাই; সেখানে গিয়া ঐ সমস্ত আহার করিলে কি ভাল হয় না?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "কুম্ভীররাজ, গঙ্গা অতি বিস্তীর্ণা, ইহার জলও অগাধ; আমি ইহা পার হইব কিরূপে?" "যদি যাইতে ইচ্ছা করেন, তবে আমি আপনাকে আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া লইয়া যাইতে পারি।" বোধিসত্ত্ব এই কথা বিশ্বাস করিয়া বলিলেন, "বেশ; চলুন তবে, যাওয়া যাউক!" সে বলিল, "আসুন, আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন।"

তখন বোধিসত্ত্ব কুম্ভীরের পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। শিশুমার কিয়দ্দূর গিয়া জলে ডুব দিল। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "সৌম্য, আমাকে জলে ডুবাইতেছ কেন? এ কিরূপ কাজ?" শিশুমার বলিল, "তুমি ভাবিয়াছ, আমি তোমাকে ভালবাসিয়া তোমার ভাল করিবার জন্য লইয়া যাইতেছি! তাহা নহে। আমার ভার্য্যার সাধ হইয়াছে যে, তোমার হৃদয়ের মাংস খাইবে; তাহাকে সেই মাংস খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছি।" "সৌম্য, কথাটা খুলিয়া বলিয়া ভালই করিলে। আমাদের বুকের মধ্যে যদি হৃদয় থাকিত, তাহা হইলে ডালে ডালে লাফালাফি করিবার সময়ে উহা টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যাইত।" "তবে তোমরা হৃদয়টা কোথায় রাখ?" অদূরে সুপক্ক ফলপিণ্ডসম্পন্ন একটা উডুম্বর বৃক্ষ ছিল; বোধিসত্ত্ব তাহা দেখাইয়া বলিলেন,—"দেখ না, আমাদের হৃদয়গুলি ঐ উডুম্বর গাছে ঝুলিতেছে।" "দেখ বানরেন্দ্র, তুমি যদি আমায় তোমার হৃদয়টা দাও, তবে আমি তোমায় মারিব না।" "বেশ, আমাকে ওখানে লইয়া চল; বৃক্ষে যে হৃদয় ঝুলিতেছে, তাহা তোমাকে দিব।" তখন কুম্ভীর বোধিসত্ত্বকে লইয়া সেই বৃক্ষের নিকট গেল; বোধিসত্ত্ব তাহার পৃষ্ঠ হইতে লাফ দিয়া বৃক্ষে আরোহণ করিলেন এবং শাখায় বসিয়া

[১] সংস্কৃত 'লকুচ'। ইহার নামান্তর 'ডহু' (ডহুয়া বা বন কাঁটাল)।

বলিলেন, "মূর্খ শিশুমার! তুমি বিশ্বাস করিলে যে, প্রাণীদিগের হৃদয় বৃক্ষাগ্রে থাকে! তুমি নিতান্ত বোকা; আমি তোমায় ঠকাইয়াছি বুঝিতে পারিলে? তোমার মধুর ফলগুলি তুমিই ভোগ কর। তোমার দেহটা প্রকাণ্ড, কিন্তু বুদ্ধি ত আদৌ নাই।

সাগরের পারে আছে, মধুর ফলের বন,
আম্র-জম্বু-পনসাদি—নাহি তাহে প্রয়োজন।
উড়ুম্বর বৃক্ষ এটী—এই ভাল মোর কাছে,
যাহার আশ্রয় লভি আজি মোর প্রাণ বাঁচে।
বিশাল দেহটা তব, বুদ্ধি কিন্তু ক্ষীণ অতি;
ঠকিয়াছ, শিশুমার! যথা ইচ্ছা কর গতি।"

দ্যূতে সহস্র মুদ্রা হারাইলে লোকে যেমন দুঃখিত ও বিষণ্ণ হয়, শিশুমারও সেইরূপ হইল এবং সাতিশয় মানসিক যাতনা ভোগ করিতে করিতে স্বীয় বাসস্থানে ফিরিয়া গেল!

☞ চরিয় পিটকে, মহাবস্তুতে, কথাসরিৎসাগরে এবং পঞ্চতন্ত্রেও এই গল্প দেখা যায়। পঞ্চতন্ত্রে শিশুমারের পরিবর্তে মকরের উল্লেখ আছে। ইংরাজী অনুবাদক রুশদেশ-প্রচলিত আর একটী গল্পেরও তাৎপর্য্য দিয়াছেন। তাহাতে বানরের পরিবর্তে উল্কামুখী স্থান পাইয়াছে—পাইবারই কথা, কারণ শীতপ্রধান দেশে বানর অপরিচিত; পরন্ত ধূর্ত্ততার জন্য 'শৃগাল' সর্ব্বত্র সুবিদিত।

ঈষপের গল্পে (The Monkey and the Dolphin) এবং প্লেটোর গ্রন্থেও এই মর্ম্মের কথা আছে। বানরেন্দ্রজাতকে (৫৭) হৃৎপিণ্ডের কথা নাই; কল্পিত বাক্‌শক্তিসম্পন্ন শিলাখণ্ডের উল্লেখ আছে। বাক্‌শক্তিসম্পন্ন শিলার কথা পড়িলে পঞ্চতন্ত্র-বর্ণিত গহ্বরের কথা মনে পড়ে। কুরঙ্গমৃগজাতকে (২১) দেখা যায় এক মৃগ সপ্তপর্ণী বৃক্ষকে সম্বোধন করিয়া কথা বলিয়াছিল।

কচ্ছপ-জাতক

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব অমাত্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর রাজার ধর্ম্মার্থানুশাসকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ রাজা বড় বাচাল ছিলেন; তিনি কথা বলিতে আরম্ভ করিলে অন্য কেহ কিছু বলিবার অবসর পাইত না। বোধিসত্ত্ব রাজার বাচালতা-দোষ দূর করিবার নিমিত্ত সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে হিমবন্ত-প্রদেশে কোন সরোবরে এক কচ্ছপ বাস করিত। দুইটী হংসপোতক সেখানে খাদ্যান্বেষণে যাইত। তাহাদের সহিত কচ্ছপের পরিচয় হইল এবং ক্রমে সেই পরিচয় গাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইল। তাহারা একদিন কচ্ছপকে বলিল, "সৌম্য কচ্ছপ, আমাদের বাসস্থান হিমবন্ত-প্রদেশের চিত্রকূট-শৈলস্থ কাঞ্চনগুহায়। উহা অতি রমণীয়; তুমি আমাদের সঙ্গে সেখানে যাইবে কি?" কচ্ছপ বলিল, "আমি কি করিয়া সেখানে যাইব?" "তুমি যদি মুখ বন্ধ করিয়া থাকিতে পার, কাহাকেও কিছু না বল, তাহা হইলে আমরাই তোমাকে লইয়া যাইব।" "মুখ বন্ধ করিতে পারিব না কেন? তোমরা আমাকে লইয়া চল।" হংসদ্বয় বলিল, "বেশ, তাহাই করিতেছি।"

তখন হংসেরা একটী দণ্ড আনিয়া কচ্ছপকে উহার মধ্যভাগ কামড়াইয়া ধরিতে বলিল এবং আপনাদের চঞ্চুদ্বারা উহার দুই প্রান্ত ধরিয়া আকাশে উড়িতে লাগিল। হংসদ্বয় কচ্ছপকে লইয়া যাইতেছে দেখিয়া গ্রাম্য বালকেরা বলিতে লাগিল, "দেখ দেখ, দুইটা হাঁস একটা লাঠি দিয়া একটা কাছিম লইয়া যাইতেছে।"

গ্রামবালকদিগের কথা শুনিয়া কচ্ছপের বলিতে ইচ্ছা হইল, "অরে দুষ্ট বালকগণ, আমার বন্ধুরা আমাকে লইয়া যাইতেছে, তাহাতে তোদের কি রে?" তাহার মনে যখন এই ভাবের উদয় হইল, তখন হংসদ্বয়ের অতি দ্রুতবেগবশতঃ তাহারা বারাণসী-নগরস্থ[১] রাজভবনের ঠিক উপরিদেশে

[১] কচ্ছপ থাকিত হিমবন্তে; কাঞ্চনগুহাও হিমবন্তে; কাজেই কচ্ছপকে কাঞ্চনগুহায় লইয়া যাইবার কালে পথে হংস দুইটীর বারাণসীর উপর দিয়া যাওয়া অসম্ভব।

আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। কচ্ছপ যেমন কথা বলিবার উপক্রম করিল, অমনি দণ্ড হইতে তাহার মুখ স্খলিত হইয়া গেল এবং সে রাজভবনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে পড়িয়া দ্বিধা বিদীর্ণ হইল। ইহাতে রাজভবনে মহা কোলাহল হইল; সকলেই চীৎকার করিতে লাগিল 'উঠানে একটা কাছিম পড়িয়া দুই টুকরা হইয়াছে।' ইহা শুনিয়া রাজা বোধিসত্ত্বকে সঙ্গে লইয়া এবং অমাত্যগণ-পরিবৃত হইয়া সেখানে গিয়া কচ্ছপটাকে দেখিলেন এবং বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পণ্ডিতবর, এ কচ্ছপটা পড়িয়া গেল কিরূপে?" বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'রাজাকে উপদেশ দিবার জন্য এতদিন উপায় প্রতীক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছি। এখন দেখিতেছি, উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াছে। এই কচ্ছপের সহিত হংসদিগের বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল সন্দেহ নাই। তাহারা ইহাকে হিমবন্ত-প্রদেশে লইয়া যাইবে এই উদ্দেশ্যে দণ্ড কামড়াইয়া ধরিতে বলিয়াছিল এবং সম্ভবতঃ সেই অবস্থায় ইহাকে লইয়া আকাশে উড়িয়াছিল। তাহার পর কিছু বলিবার ইচ্ছায় এ মুখ সামলাইতে পারে নাই, বলিতে গিয়া দণ্ড ছাড়িয়া দিয়াছে এবং আকাশ হইতে পড়িয়া মারা গিয়াছে।' এই চিন্তা করিয়া তিনি উত্তর দিলেন, "মহারাজ, যাহারা অতি মুখর, এবং জিহ্বাকে সংযত রাখিতে পারে না, তাহাদের এইরূপই দুর্দ্দশা হইয়া থাকে।

নির্ব্বোধ কচ্ছপ কথা বলিতে চাহিয়া
নিজেই নিজের মৃত্যু আনিল ডাকিয়া।
কাষ্ঠদণ্ড দৃঢ়ভাবে ধরিয়া আকাশে যাবে
করেছিল এই আশা অন্তরে পোষণ;
কিন্তু নিজবাক্যে তার ঘটিল মরণ।
দেখি এ দৃষ্টান্ত, ওহে নৃবীরপুঙ্গব,
মিত-সত্যবাদী হ'তে শিখুক মানব।
সময় না বুঝি যেই কথা বলে, মূর্খ সেই;
বাচাল তাহারে বলি নিন্দে সর্ব্বজন;
বাচালতা-দোষে ত্যজে কচ্ছপ-জীবন!"

রাজা বুঝিলেন, বোধিসত্ত্ব তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া একথা বলিতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "পণ্ডিতবর, আপনি কি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আপনিই হউন, বা অন্য কেহই হউক, অপরিমিতভাষীদিগের এইরূপ দুর্গতিই ঘটিয়া থাকে।" বোধিসত্ত্ব এইরূপে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলে রাজা তদবধি রসনা সংযত করিয়া মিতভাষী হইলেন।

☞ এই জাতক এবং পঞ্চতন্ত্রবর্ণিত আকাশচর কূর্ম্মের কথা অবিকল একরূপ। ঈষপের কচ্ছপ ও উৎক্রোশ (The Tortiose and the Eagle) নামক গল্পটী ইহারই রূপান্তর। কিন্তু তাহার উপদেশ (Pride shall have a fall) আখ্যায়িকার সহিত অসম্বদ্ধ। জাতকের গল্পে বাচালতার দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই জন্য ইহার নামান্তর বহুভাণি-জাতক।

কিংবদন্তী আছে সুপ্রসিদ্ধ গ্রাক্ নাট্যকার এস্কিলাস্ উৎক্রোশমুখভ্রষ্ট একটা কচ্ছপের পতনজনিত আঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই কচ্ছপ আকাশে উঠিয়াছিল উৎক্রোশের সহিত বন্ধুতাবশতঃ নহে, তাহার খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য।

কূটবাণিজ-জাতক

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব রাজার অমাত্য-কুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর বিনিশ্চয়ামাত্যের[১] পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে এক গ্রামবাসী ও এক নগরবাসী বণিকের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব ছিল। গ্রামবাসী বণিক্ নগরবাসী বণিকের নিকট পঞ্চশত লাঙ্গল-ফাল গচ্ছিত রাখিয়াছিল। নগরবাসী ঐসমস্ত বিক্রয় করিয়া তল্লব্ধ অর্থ আত্মসাৎ করিল, এবং যে স্থানে ঐ গুলি ছিল, সেখানে মূষিকবিষ্ঠা ছড়াইয়া রাখিল। অতঃপর গ্রামবাসী বণিক্ একদিন গিয়া

১ বিনিশ্চয়ামাত্য, বিচারক (judge)

বলিল, "বন্ধু আমার ফালগুলি [১] দাও ত।" ধূর্ত্ত বলিল, "ভাই, তোমার ফালগুলি ইন্দুরে খাইয়া ফেলিয়াছে" এবং নিজের উক্তি সমর্থনার্থ গ্রামবাসীকে ভিতরে লইয়া গিয়া মূষিকবিষ্ঠা দেখাইল। গ্রামবাসী বলিল, "বেশ, খেয়েছে ত খেয়েছে; ইন্দুরে খাইলে তাহার কি করা যায়?" অনন্তর স্নানের সময়ে সে ধূর্ত্তের পুত্রকে সঙ্গে লইয়া স্নান করিতে গেল, পথে কোন বন্ধুর গৃহে বালকটীকে অভ্যন্তরস্থ একটী প্রকোষ্ঠে বসাইয়া বন্ধুকে বলিল, "দেখ ভাই, এই ছেলেটীকে আটকাইয়া রাখ; কোথাও যাইতে দিও না।" তাহার পর সে নিজে স্নান করিয়া ধূর্ত্তের গৃহে ফিরিয়া গেল। ধূর্ত্ত জিজ্ঞাসা করিল, "আমার ছেলেকে কোথায় রাখিয়া আসিলে?" গ্রামবাসী বলিল, "ভাই, ছেলেটীকে তীরে বসাইয়া আমি জলে ডুব দিতেছি, এমন সময়ে একটা বাজপাখী আসিয়া তাহাকে নখে ধরিয়া আকাশে উড়িয়া গেল; আমি হাততালি দিলাম, চীৎকার করিলাম, কত চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই তোমার পুত্রের উদ্ধার করিতে পারিলাম না।" "তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ; বাজপাখীতে কি কখনও একটা ছেলে লইয়া যাইতে পারে?" "নাও পারিতে পারে, ভাই; কিন্তু অসম্ভব যদি ঘটেই, তাহাতে আমি কি করিতে পারি? তবে কথাটী কি জান, তোমার ছেলেটীকে বাজপাখীতেই লইয়া গিয়াছে।"

তখন ধূর্ত্ত বণিক্ গ্রামবাসীকে 'দুষ্ট', 'চোর', 'নরহন্তা' ইত্যাদি বলিয়া গালি দিতে লাগিল এবং বলিল, "আমি বিচারপতির নিকট যাইতেছি; সেখানে তোকে ধরাইয়া লইয়া যাইব।" এইরূপ ভয় দেখাইয়া সে গৃহ হইতে বাহির হইল। গ্রামবাসী বলিল, "তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, ভাই, তাহাই কর;" এবং সেও ধূর্ত্তের সঙ্গে সঙ্গে বিচারালয়ে উপস্থিত হইল।

ধূর্ত্ত বোধিসত্ত্বকে বলিল, "ধর্ম্মাবতার, এই লোকটা আমার ছেলেকে সঙ্গে লইয়া স্নান করিতে গিয়াছিল। এখন আমার ছেলে কোথায়

[১] এখানে 'ফালম্‌' এই এক বচনান্ত পদ আছে। বোধ হয় আদৌ একটী ফলক লইয়াই গল্পটী রচিত হইয়াছিল। জাতককার শেষে একটীর পরিবর্ত্তে পঞ্চশত উল্লেখ করিয়াছেন।

জিজ্ঞাসা করিলে বলে যে, তাহাকে বাজপাখাতে লইয়া গিয়াছে। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহার বিচার করুন।"

বোধিসত্ত্ব গ্রামবাসীর দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, "কি হে, প্রকৃত ব্যাপার কি?" "হাঁ ধর্ম্মাবতার, কথাটা সত্য বটে। আমি ছেলেটীকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম। পথে একটা বাজপাখীতে ছোঁ মারিয়া তাহাকে লইয়া গিয়াছে।" "বাজপাখীতে ছোঁ দিয়া কি ছেলে লইয়া যাইতে পারে?"

গ্রামবাসী বলিল, "আমারও একটা জিজ্ঞাস্য আছে। বাজপাখাতে একটা ছেলে লইয়া আকাশে উড়িতে পারে না বটে, কিন্তু মূষিকে লোহার ফাল খাইতে পারে?" "এ কথা বলিতেছ কেন?" "ধর্ম্মাবতার, আমি ইঁহার বাড়ীতে পাঁচ শ ফাল গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম। ইনি বলিতেছেন, সেগুলি ইন্দুরে খাইয়া ফেলিয়াছে এবং ইন্দুরগুলার বিষ্ঠা পর্য্যন্ত আমায় দেখাইয়াছেন। তবেই দেখুন ধর্ম্মাবতার, ইন্দুরে যদি লাঙ্গলের ফাল খায়, তবে বাজপাখীতেই বা ছেলে লইয়া যাইবে না কেন? আর ইন্দুরে যদি ফাল খাইতে না পারে, তবে বাজপাখীতেও ছেলে লইয়া যাইতে পারে না। ইনি কিন্তু বলিতেছেন আমার ফালগুলি ইন্দুরে খাইয়াছে। খেয়েছে কি না খেয়েছে আপনিই তাহারও বিচার করুন।" বোধিসত্ত্ব দেখিলেন, ও ব্যক্তি "শঠে শাঠ্যং" এই নীতি প্রয়োগ করিয়া জয়লাভের উপায় করিয়াছে। অনন্তর "বা! অতি সুন্দর উপায় স্থির করিয়াছ!" বলিয়া তিনি এই গাথা দুইটী বলিলেন :—

শাঠ্যের প্রয়োগ শঠে; এ অতি উপায় ভাল
করিয়াছ তুমি নির্দ্ধারণ;
ধূর্ত্তকে আবদ্ধ করি তাহার(ই) ধূর্ত্ততা-জালে
লভিবে নিজের নষ্ট ধন!

মূষিকে যদ্যপি পারে খাইতে লাঙ্গল-ফাল,
সুকঠিন লৌহবিনির্ম্মিত,
শ্যেন শূন্যে উড়ি যায় ধূর্ত্তের কুমারে লয়ে,
ইহা আমি বুঝিনু নিশ্চিত।

ধূর্ত্তের উপরে ধূর্ত্ত, বঞ্চকের প্রবঞ্চক !
কি সুন্দর বলিহারি যাই !
নষ্টফালে ফাল দাও নষ্টপুত্র পুত্র পাও ;
অন্য কোন বিনিশ্চয় নাই।

এইরূপে নষ্টপুত্র পুত্র এবং নষ্টফাল ফাল লাভ করিয়া জীবনাবসানে স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইল।

☞ পঞ্চতন্ত্রে (১।২১) কূটবণিকের পরিবর্ত্তে এক শ্রেষ্ঠী, সাধুবণিকের পরিবর্ত্তে জীর্ণধন-নামক এক বণিক্‌পুত্র এবং লাঙ্গলফালের পরিবর্ত্তে একটা লৌহময় তুলাদণ্ড দেখা যায়।
তুলনীয়—কথাসরিৎসাগর (৬০ম তরঙ্গ), শুকসপ্ততি (৩৯), তন্ত্রাখ্যায়িকা (১—১৭)।

কামনীত-জাতক[১]

বারাণসীরাজের দুই পুত্র ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ, তিনি বারাণসীতে রাজা হইলেন; যিনি কনিষ্ঠ, তিনি উপরাজের কার্য্য করিতে লাগিলেন। যিনি রাজপদ গ্রহণ করিলেন, তিনি অতীব ভোগাসক্ত, নীচাশয় ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন; তাঁহার ধনলোভ এত ছিল যে, কিছুতেই তাহার উপশম হইত না।

এই সময়ে বোধিসত্ত্ব শক্ররূপে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক দেবলোকের অধিপতি হইয়াছিলেন। তিনি একদিন স্বর্গ হইতে জম্বুদ্বীপ অবলোকনপূর্ব্বক বুঝিতে পারিলেন, তত্রত্য রাজা দ্বিবিধ কামে[২] আসক্ত। অতএব তিনি সঙ্কল্প করিলেন, 'আমি এই রাজাকে এমন নিগ্রহ করিব যে, তাহাতে

[১] কামনীত—এক ব্রাহ্মণের নাম। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এই আখ্যায়িকা কথিত হইয়াছিল।

[২] বস্তুকাম ও ক্লেশকাম। বস্তুকাম বলিলে ভোগের দ্রব্য পাইবার ইচ্ছা, এবং ক্লেশকাম বলিলে তজ্জনিত চিত্তের কলুষতা বুঝিতে হইবে।

ইনি নিজের নীচাশয়তা বুঝিতে পারিয়া লজ্জাবোধ করিবেন।' অনন্তর তিনি এক ব্রাহ্মণ-কুমারের বেশে আবির্ভূত হইয়া রাজার সহিত দেখা করিলেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে ব্রাহ্মণ-কুমার, তুমি কি জন্য আসিয়াছ?" শক্র বলিলেন, "মহারাজ, আমি সমৃদ্ধিশালী, শস্যসম্পত্তি-সম্পন্ন, অশ্ব-গজ-রথপত্তিযুক্ত এবং সুবর্ণালঙ্কারাদিপূর্ণ তিনটী নগরের কথা জানি। অতি অল্প সেনার দ্বারাই এই নগরত্রয় জয় করিতে পারা যায়। আমি সেগুলি অধিকার করিয়া আপনাকে দান করিব, এই অভিপ্রায়ে এখানে আগমন করিয়াছি।" "আমাদিগকে কখন যাত্রা করিতে হইবে?" "আগামী কল্য।" "তবে তুমি এখন যাইতে পার; কল্য প্রাতঃকালে আসিও।" "যে আজ্ঞা, মহারাজ; আপনি শীঘ্র শীঘ্র সেনা সুসজ্জিত করুন।" এই কথা বলিয়া শক্র দেবলোকে প্রতিগমন করিলেন।

পরদিন রাজা ভেরীবাদনপূর্ব্বক সেনা সুসজ্জিত করাইলেন এবং অমাত্যদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "কাল এক ব্রাহ্মণ-কুমার আসিয়া বলিয়াছিল, উত্তর পঞ্চাল, ইন্দ্রপ্রস্থ ও কেকয় এই নগরত্রয় জয় করিয়া আমায় দান করিবে। অতএব তাহাকে সঙ্গে লইয়া চল, আমরা ঐ সকল নগর জয় করিতে যাই। তোমরা তাহাকে শীঘ্র এখানে আনয়ন কর।" অমাত্যেরা বলিলেন, "মহারাজ, আপনি ঐ ব্রাহ্মণ-কুমারের জন্য কোথায় বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন?" "আমি ত তাহার বাসস্থানের কোন ব্যবস্থা করিয়া দিই নাই।" "আপনি তাহার আহারের ব্যয় দিয়াছিলেন ত?" "না, তাহাও দিই নাই।" "তবে আমরা কোথায় তাহার দেখা পাইব?" "নগরের পথে পথে অনুসন্ধান কর।"

অমাত্যেরা বহু অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কুত্রাপি সেই ব্রাহ্মণ-কুমারকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহারা রাজাকে গিয়া জানাইলেন, "মহারাজ, আমরা কোথাও সেই ব্রাহ্মণ-কুমারকে দেখিতে পাইলাম না।"

ইহা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত মনঃকষ্ট পাইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'হায়! আমি নিজের দুর্ব্বুদ্ধিতায় বহু ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত হইলাম।' তিনি বিলাপ করিতে লাগিলেন; কল্পিত অর্থশোকে তাঁহার হৃৎপিণ্ড শুষ্ক হইয়া গেল; রক্ত কুপিত হইল; তিনি রক্তাতিসার রোগে আক্রান্ত হইলেন। বৈদ্যেরা বিস্তর চিকিৎসা করিয়াও তাঁহাকে রোগমুক্ত করিতে পারিলেন না।

এইরূপে তিন চারি দিন গত হইলে শক্র চিন্তা-দ্বারা রাজার পীড়ার কথা জানিতে পারিলেন। তিনি স্থির করিলেন, 'রাজাকে রোগমুক্ত করিতে হইবে।' অনন্তর তিনি রাজদ্বারে ব্রাহ্মণবেশে উপস্থিত হইয়া রাজাকে সংবাদ পাঠাইলেন, "মহারাজ, আমি বৈদ্য ব্রাহ্মণ; আপনাকে চিকিৎসা করিবার জন্য আসিয়াছি।" ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "কত বড় বড় রাজবৈদ্য আসিয়া আমার ব্যাধির উপশম করিতে পারিলেন না! যাহা হউক, ইহাকে কিছু পাথেয় দিয়া বিদায় কর।" তাহা শুনিয়া শক্র বলিলেন, "আমি পাথেয় লইব না, দর্শনীও লইব না; আমি রাজার চিকিৎসা করিবই করিব। তোমরা আমাকে একবার রাজার সহিত দেখা করাইয়া দাও।" ইহার উত্তরে রাজা বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাকে আসিতে বল।"

শক্র রাজসমীপে প্রবেশ করিয়া "মহারাজের জয় হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিই কি আমার চিকিৎসা করিবে?" "হাঁ, মহারাজ!" "তবে চিকিৎসা কর।" "যে আজ্ঞা। আপনি আমাকে ব্যাধির লক্ষণ বলুন। কি কারণে, কি খাইয়া বা পান করিয়া, কি দেখিয়া বা শুনিয়া ইহার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা জানা আবশ্যক।"

"বাপু, আমার এই পীড়া শ্রবণ-জাত।" "আপনি কি শুনিয়াছিলেন?" "এক ব্রাহ্মণ-কুমার আসিয়া আমায় বলিয়াছিলেন যে, তিনটী নগর জয় করিয়া আমায় দান করিবেন; আমি কিন্তু তখন তাঁহার বাসস্থানের বা আহারাদির ব্যয়ের কোন ব্যবস্থা করি নাই। সেই জন্যই বোধ হয় ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি অন্য কোন রাজার নিকট গিয়া থাকিবেন।

তাহার পর, বিপুল ঐশ্বর্য্যলাভ হইতে বঞ্চিত হইলাম এই চিন্তা করিতে করিতে আমি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছি। আপনি কি দুরাকাঙ্ক্ষাজনিত ব্যাধির উপশম করিতে পারেন ? [১]

এক রাজ্য আছে মোর, তাহে তুষ্ট নহে মন :
তিনটী নূতন রাজ্য তরে সদা উচাটন।
পঞ্চাল, কেকয়, কুরু রাজ্য করি অধিকার,
অতুল প্রভুত্ব পাব এ আকাঙ্ক্ষা দুর্নিবার।
অতি দুরাকাঙ্ক্ষ আমি, বলিতে সরম হয় ;
ব্যাধি-মুক্ত অধমেরে কর তুমি, দয়াময়।

ইহা শুনিয়া শক্র বলিলেন, "মহারাজ, আপনার চিকিৎসা করিতে হইবে জ্ঞানরূপ ঔষধ প্রয়োগ-দ্বারা, উদ্ভিজ্জমূলাদিজাত ঔষধ-দ্বারা নহে।

কৃষ্ণসর্প-দষ্ট ব্যক্তি মন্ত্রৌষধিবীর্য্য-বলে,
হয় নিরাময় ;
ভূতাবিষ্ট যেই জন, পণ্ডিতের সুকৌশলে
সেও সুস্থ হয়।
কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষা-দাস বুদ্ধি-দোষে হয় যেবা,
উপায় কি তার ?
মনেরে ধরিলে রোগে ভৈষজ্য সেবন করি
না হয় উদ্ধার।"

মহাসত্ত্ব এইরূপে নিজের অভিপ্রায় প্রকটিত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, মনে করুন, আপনি সেই নগর তিনটী লাভ করিলেন ; কিন্তু আপনি যখন চারিটী নগরের অধিপতি হইবেন, তখন কি যুগপৎ চারিটী বস্ত্রযুগল পরিধান করিতে পারিবেন ? তখন কি আপনি এক

[১] *Cf.* "Canst thou not minister to the mind diseased,
Pluck from the memory a rooted sorrow,
Raze out the written troubles of the brain,
And with some sweet oblivious antidote,
Cleanse the stuff'd bosom of that perilous stuff
Which weighs upon the heart?"
—*Shakespeare.*

সঙ্গে চারিখানি সুবর্ণ-পাত্র হইতে অন্ন ভোজন করিবেন, কিংবা চারিটা রাজশয্যায় শয়ন করিবেন?[১] মহারাজ, তৃষ্ণা-পরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য নহে, তৃষ্ণাই সর্ব্ববিধ দুঃখের আকর। তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া মনুষ্যকে অষ্ট মহানরকে, ষোড়শ উৎসেধ নরকে,[২] এবং অপরিহার্য্য অপায়ে[৩] পাতিত করে।" মহাসত্ত্ব এইরূপে রাজাকে নিরয়-গমনের ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন; তাহা শুনিয়া রাজার মনের দুঃখ অপনীত হইল; তিনি তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ করিলেন। শক্র তাঁহাকে উপদেশবলে শীলাচারসম্পন্ন করিয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন; তিনিও তদবধি দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক জীবনাবসানে কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইলেন।

তিলমুট্‌ঠি-জাতক

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম ব্রহ্মদত্তকুমার। তখন এই নিয়ম ছিল যে, নিজেদের রাজধানীতে সুবিখ্যাত অধ্যাপক থাকিলেও রাজারা পুত্রদিগকে বিদ্যাশিক্ষার্থ কোন দূরবর্ত্তী পররাজ্যে প্রেরণ করিতেন, কারণ তাঁহারা ভাবিতেন যে বিদেশে থাকিলে কুমারদিগের মনে দর্প ও অভিমান জন্মিতে পারিবে না, তাঁহারা

[১] *Cf.* "If a man gets meat and clothes, what matters it whether he buy those necessaries with seven thousand a year, or with seven million, could that be, or with seven pounds a year? He can get meat and clothes for that; and he will find intrinsically, if he is a wise man, wonderfully little difference." —*Carlyle.*

[২] অষ্ট মহানরক যথা, সঞ্জীব, কালসূত্র, সঙ্ঘাত, রৌরব, মহারৌরব, তপন, প্রতাপন, অবীচি। এতদ্ভিন্ন লোকান্তরিক, উৎসেধ প্রভৃতি আরও বহু নরকের নাম পাওয়া যায়। নিমি (৫৪১), মহানারদ-কাশ্যপ (৫৪৪) প্রভৃতি জাতকে বহু নরকের বর্ণনা আছে।

[৩] নরকে বাস এবং তির্য্যগ্‌যোনিতে, প্রেতলোকে ও অসুরলোকে জন্মান্তরপ্রাপ্তি এই চারিটী 'অপায়'।

শীতাতপাদি শারীরিক অসুবিধা সহ্য করিতে শিখিবেন এবং লোকচরিত্রে অভিজ্ঞ হইবেন। এই প্রথানুসারে, ব্রহ্মদত্তকুমার যখন ষোড়শবর্ষে উপনীত হইলেন, তখন রাজা তাঁহাকে ডাকাইয়া একযোড়া একতলিক পাদুকা,[১] একটী পত্রনির্ম্মিত ছত্র এবং সহস্র কার্ষাপণ দিয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি এখন তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্যাশিক্ষা কর।"

কুমার "যে আজ্ঞা" বলিয়া মাতা-পিতার চরণ বন্দনাপূর্ব্বক বারাণসী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং যথাকালে তক্ষশিলায় উপনীত হইয়া আচার্য্যের গৃহ অনুসন্ধান করিয়া লইলেন। আচার্য্য তখন শিষ্যদিগকে পাঠ দিয়া গৃহদ্বারে পাদচারণ করিতেছিলেন; কুমার যেখান হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন, সেইখানেই পাদুকা ত্যাগ করিলেন, ছত্র নামাইলেন, এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহাকে ক্লান্ত দেখিয়া আচার্য্য তাঁহার আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

আহারান্তে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া কুমার পুনর্ব্বার আচার্য্যের নিকট গেলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?" কুমার বলিলেন, "ভগবন্, আমি বারাণসী হইতে আসিয়াছি।" "তুমি কাহার পুত্র?" "আমি বারাণসী-রাজের পুত্র।" "কি জন্য আসিয়াছ?" "ভবৎসকাশে বিদ্যালাভের জন্য আসিয়াছি।" "তুমি দক্ষিণা দিয়া বিদ্যা শিখিবে কিংবা ধর্ম্মান্তেবাসিক হইবে?" "আমি দক্ষিণা আনিয়াছি।" এই বলিয়া কুমার আচার্য্যের পাদমূলে সহস্রকার্ষাপণপূর্ণ থলিটী রাখিয়া দিয়া পুনর্ব্বার প্রণাম করিলেন।

ধর্ম্মান্তেবাসীরা দিবাভাগে আচার্য্যদিগের সাংসারিক কার্য্য করিয়া রাত্রিকালে পাঠ গ্রহণ করিত;[২] কিন্তু যাহারা দক্ষিণা দান করিত,

১ 'একতলিক' উপাহনা—একখানা চর্ম্মের তলবিশিষ্ট পাদুকা। মধ্যদেশের ভিক্ষুদিগের পক্ষে এইরূপ পাদুকা ব্যবহার করার নিয়ম ছিল। প্রত্যন্তবাসী ভিক্ষুরা "গণংগণ" অর্থাৎ একাধিক চর্ম্মের তলবিশিষ্ট পাদুকা ব্যবহার করিতেন।

২ গুরু শুশ্রূষয়া বিদ্যা, পুষ্কলেন ধনেন বা
অথবা বিদ্যয়া বিদ্যা চতুর্থী নোপপদ্যতে।

আচার্য্যেরা তাহাদিগকে জ্যেষ্ঠপুত্রবৎ মনে করিয়া শিক্ষা দিতেন। তক্ষশিলাবাসী এই আচার্য্যও ব্রহ্মদত্তকুমারের শিক্ষাসম্বন্ধে অতিশয় যত্ন করিতে লাগিলেন। তিনি শুভদিনে কুমারের শিক্ষাবিধান আরম্ভ করিলেন।

শিক্ষালাভ করিবার কালে একদিন কুমার আচার্য্যের সহিত স্নান করিতে গেলেন। পথে এক বৃদ্ধা তিলের খোষা ছাড়াইয়া শাঁসগুলি সম্মুখে ছড়াইয়া রক্ষা করিতেছিল। তাহা দেখিয়া কুমারের তিলশাঁস খাইতে ইচ্ছা হইল এবং তিনি একমুষ্টি তুলিয়া মুখে দিলেন। বৃদ্ধা ভাবিল, ছেলেটার খাইতে বোধ হয় খুব ইচ্ছা হইয়াছে। সে জন্য সে কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

ইহার পরদিনও ঠিক ঐ সময়ে ঐরূপ ঘটিল এবং বৃদ্ধা সে দিনও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না। কিন্তু তৃতীয় দিনেও কুমার যখন ঐ কাণ্ড করিলেন, তখন সে বাহু তুলিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিল এবং বলিতে লাগিল, "দেখ, এই দেশ-প্রমুখ আচার্য্য নিজের ছাত্রদিগের দ্বারা আমার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠ করাইতেছেন।" ইহা শুনিয়া আচার্য্য ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে, মা ?" "প্রভু, আমি তিলশাঁস শুকাইতেছি; আপনার এই ছাত্রটী আজ একমুষ্টি খাইল, কাল একমুষ্টি খাইয়াছিল, তাহার আগের দিনও একমুষ্টি খাইয়াছিল। এরূপ করিলে যে শেষে আমার যথাসর্ব্বস্ব খাইয়া ফেলিবে।" "তুমি কান্দিও না; আমি তোমাকে তিলের মূল্য দেওয়াইতেছি।" "আমি মূল্য চাই না, বাবাঠাকুর। আর যাহাতে এমন কাজ না করে, এই শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হইবে।" "তবে দেখ, মা!" ইহা বলিয়া আচার্য্য দুই জন শিষ্যদ্বারা কুমারের দুই হাত ধরাইলেন, এবং "সাবধান, আর কখনও এমন কাজ করিও না," এইরূপে তর্জ্জন করিতে করিতে বাঁশের বাখারি দিয়া তাহার পৃষ্ঠে তিনবার আঘাত করিলেন। ইহাতে আচার্য্যের উপর কুমারের ভয়ানক ক্রোধ জন্মিল; তিনি চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া তাঁহার আপদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া আচার্য্য কুমারের ক্রোধভাব বুঝিতে পারিলেন।

অতঃপর কুমার মনোযোগবলে বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ করিলেন; কিন্তু তিনি সেই প্রহারের কথা হৃদয়ে পোষণ করিয়া রাখিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন, দিন পাইলে আচার্য্যের প্রাণবধ করাইবেন। তিনি বারাণসীতে প্রতিগমন করিবার সময়ে যখন আচার্য্যের চরণবন্দনা করিলেন, তখন বলিয়া গেলেন, "গুরুদেব, আমি রাজপদ লাভ করিলে, আপনার নিকট লোক পাঠাইব। আপনি যেন তখন দয়া করিয়া আমার রাজ্যে পদার্পণ করেন।" কুমারের ভক্তির আধিক্য দেখিয়া আচার্য্য ইহাতে সম্মত হইলেন।

কুমার বারাণসীতে গিয়া মাতাপিতার নিকট অধীত বিদ্যার পরিচয় দিলেন। রাজা ভাবিলেন, "ভাগ্যগুণে মরিবার পূর্ব্বে পুত্রকে আবার দেখিতে পাইলাম; আমার জীবদ্দশাতেই ইহাকে রাজশ্রীসম্পন্ন দেখিতে হইবে।" এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি কুমারকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন।

কুমার রাজৈশ্বর্য্য লাভ করিলেন, কিন্তু আচার্য্যের প্রতি যে ক্রোধভাব জন্মিয়াছিল তাহা ভুলিতে পারিলেন না। যখনই সেই প্রহারের কথা মনে পড়িত, তখনই তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইত। তিনি আচার্য্যের প্রাণসংহার করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে আনয়ন করিবার জন্য দূত পাঠাইলেন।

আচার্য্য ভাবিলেন, 'এই রাজা যতদিন তরুণবয়স্ক থাকিবেন, ততদিন ইহার ক্রোধোপশম করিতে পারা যাইবে না।' এই নিমিত্ত তখন তিনি বারাণসীতে গমন করিলেন না। অনন্তর ব্রহ্মদত্তকুমারের রাজত্ব-কালের যখন প্রায় অর্দ্ধ পরিমাণ অতীত হইল, তখন তাঁহার ক্রোধ-শান্তি সম্ভবপর মনে করিয়া সেই আচার্য্য তক্ষশিলা হইতে যাত্রা করিলেন এবং রাজদ্বারে উপনীত হইয়া সংবাদ পাঠাইলেন, "মহারাজকে বল যে, তাঁহার আচার্য্য আসিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া রাজা আহ্লাদিত হইলেন এবং আচার্য্যকে স্বসমীপে আনয়ন করিবার নিমিত্ত একজন ব্রাহ্মণ পাঠাইলেন।

আচার্য্যকে দেখিয়া রাজা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি আরক্ত-লোচনে অমাত্যদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ, এই আচার্য্য

আমার শরীরের যে অংশে প্রহার করিয়াছিলেন, এখনও সেখানে বেদনা অনুভব করিতেছি। ইঁহার কপালে মৃত্যু আছে; ইনি মরিবেন বলিয়াই এখানে আগমন করিয়াছেন; অদ্যই ইঁহার জীবনাবসান হইবে।”

আচার্য্য বলিলেন, “মহারাজ, পণ্ডিতেরা যেরূপ বুঝিয়াছেন, আপনিও সেইরূপ বুঝুন। এক্ষেত্রে ক্রোধ প্রদর্শন করা আপনার অকর্ত্তব্য। আমি যদি তখন আপনাকে ঐরূপ শাসন না করিতাম, তাহা হইলে আপনি ক্রমশঃ পিষ্টক, মিষ্টান্ন, ফলমূল প্রভৃতি অপহরণ করিতে করিতে চৌর্য্য-নিপুণ হইতেন, শেষে লোকের ঘরে সিঁদ কাটিতে[১] শিখিতেন, রাজপথে দস্যুবৃত্তি করিতেন, গ্রামে গ্রামে নরহত্যা করিয়া বেড়াইতেন। শান্তি-রক্ষকেরা আপনাকে সাধারণের শত্রু মনে করিত এবং অপহৃত দ্রব্যসহ ধরিয়া আপনাকে রাজার নিকট লইয়া যাইত; রাজাও আদেশ দিতেন, ‘ইহাকে দোষানুরূপ দণ্ড দাও।’ এইরূপে আপনি রাজদণ্ড প্রাপ্ত হইতেন। আপনি কি এই অতুল সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিতেন? বলিতে কি, মহারাজ, আমি তখন দণ্ড দিয়াছিলাম বলিয়াই আজ আপনি এই ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছেন।”

আচার্য্য রাজাকে এইরূপ প্রবোধ দিতে লাগিলেন; যে সকল অমাত্য চারিদিকে অবস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও আচার্য্যের কথা শুনিয়া একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, “মহারাজ, সত্য সত্যই এই আচার্য্যের প্রসাদে আপনি এত অভ্যুদয়শালী হইয়াছেন।” রাজা তখন আচার্য্যের গুণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন এবং বলিলেন, “গুরুদেব, অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমা করুন। আমার এই রাজ্য, এই ঐশ্বর্য্য সমস্তই আপনার চরণে অর্পণ করিলাম।” আচার্য্য বলিলেন, “মহারাজ, আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই।”

রাজা তখন তক্ষশিলায় লোক পাঠাইয়া আচার্য্যের পত্নী ও পুত্রকন্যা প্রভৃতিকে বারাণসীতে আনয়ন করিলেন এবং তাঁহাকে বিপুল ধন দান করিয়া পুরোহিতের পদে বরণ করিলেন। তদবধি তিনি আচার্য্যকে

[১] সিঁদকাটা—সন্ধিচ্ছেদন। রাজপথে দস্যুবৃত্তি—পন্থদ্রোহ। গ্রামে প্রবেশ করিয়া নরহত্যা—গ্রামঘাত। সাধারণের শত্রু—রাজাপরাধিক। মামাল গেপ্তার করা—সভাণ্ডগ্রহণ।

পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন এবং তাঁহার শাসনানুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন। অনন্তর জীবনের অবশিষ্টকাল দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানে অতিবাহিত করিয়া তিনি দেহান্তে স্বর্গলাভ করিলেন।

উলূক-জাতক

পুরাকালে—সৃষ্টির প্রথম কল্পে—মানবগণ সম্মিলিত হইয়া এক সুশ্রী, সুলক্ষণযুক্ত, আজ্ঞা-সম্পন্ন এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুরুষকে[১] আপনাদের রাজপদে নির্ব্বাচিত করিয়াছিল। চতুষ্পাদেরাও একত্র হইয়া এক সিংহকে এবং মহাসমুদ্রবাসী মৎস্যেরা আনন্দ নামক মৎস্যকে স্ব স্ব রাজপদে বরণ করিয়াছিল। অতঃপর পক্ষীরা হিমবন্তপ্রদেশে এক শিলাতলে সমবেত হইয়া বলিতে লাগিল, "মানুষের রাজা হইল, চতুষ্পাদদিগের রাজা হইল, মৎস্যদিগেরও রাজা হইল; কিন্তু আমাদের মধ্যে কোন রাজা নাই। উচ্ছৃঙ্খলভাবে বাস করা অনুচিত; অতএব আমাদিগেরও একজন রাজা থাকা আবশ্যক। দেখা যাউক আমাদের মধ্যে কে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপযুক্ত।"

অনন্তর পক্ষীরা অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কে তাহাদের রাজা হইবার যোগ্য। তাহারা এক উলূককে পছন্দ করিয়া বলিল, "ইহাকেই আমরা মনোনীত করিতেছি।" তখন একটা পাখী সকলের মত জানিবার জন্য তিনবার উলূকের নির্ব্বাচন ঘোষণা করিল। একটা কাক দুইবার

[১] এখানে মূলে 'অভিরূপং সোভগ্গপ্পত্তং আণাসম্পন্নং সব্বাকারপরিপুণ্ণং' এই চারিটী বিশেষণ আছে। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটী ও চতুর্থটীর মধ্যে পার্থক্য একরূপ নাই বলিলেই হয়। 'আজ্ঞাসম্পন্ন' বলিলে যাহার চেহারা এমন যে, দেখিলেই লোকে তাহার আজ্ঞাপালন করে (of commanding presence) এইরূপ বুঝায়।

সহিষ্ণুভাবে এই ঘোষণা শুনিল; কিন্তু তৃতীয় বারে উঠিয়া বলিল, "একটু থাম, ভাই। যদি রাজ্যাভিষেকের সময়েই উলূক মহাশয়ের এইরূপ মুখশ্রী হয়, তবে যখন ইনি ক্রুদ্ধ হইবেন, তখন না জানি ইহা আরও কত ভয়ঙ্করী হইবে! ইনি যখন ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রুকুটি করিবেন, তখন আমাদের তপ্তপাত্রনিক্ষিপ্ত তিলের ন্যায় দুর্দ্দশা ঘটিবে—আমরা কে কোথায় যে প্রক্ষিপ্ত হইব তাহা বলিতে পারি না। সমবেত সভ্যগণ, এই নিমিত্ত ইঁহার নির্ব্বাচন আমার অভিপ্রেত নহে।" এই ভাব আরও সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিবার জন্য কাক নিম্নলিখিত গাথাটী বলিল :—

উপস্থিত যত মম জ্ঞাতি-বন্ধুগণ
করিলে কৌশিকে রাজপদে নির্ব্বাচন,
অনুমতি আমি যদি সবাকার পাই,
এ বিষয়ে নিজ মত বলি চলি যাই।

অনন্তর শকুনেরা নিম্নলিখিত গাথায় তাহাকে অনুমতি দিল :—

দিনু সবে অনুমতি হে সৌম্য তোমায়,
যাহা পরম্পরাগত ধর্ম্ম অর্থসুসঙ্গত
বলি তাহা অপনীত করহ সংশয়।
আর আর বহু পক্ষী আসিয়াছে বটে,
প্রজ্ঞাবান্, দ্যুতিমান্ বলি তারা পায় মান;
তবু অর্ব্বাচীন তারা তোমার নিকটে।

এইরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া কাক বলিল :—

হউক মঙ্গল, ভাই, তোমা সবাকার
পেচক-রাজত্ব ভাল না লাগে আমার।
মুখশ্রী, অক্রুদ্ধ যবে, এইরূপ যার,
ক্রুদ্ধ হ'লে তার হাতে নাহিক নিস্তার।

কাক ইহা বলিয়া "আমার ইহাতে মত নাই, আমার ইহা ভাল লাগে না" এইরূপ রব করিতে করিতে আকাশে উড়িয়া গেল।

উলূকও আসন হইতে উঠিয়া তাহার অনুধাবন করিল। তদবধি ইহাদের পরস্পরের প্রতি বৈরভাব সঞ্জাত হইয়াছে।

অতঃপর শকুনেরা সুবর্ণহংসকে রাজপদে নির্ব্বাচিত করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিল।

☞ পঞ্চতন্ত্রে (মিত্রসংপ্রাপ্তিতে) স্বাভাবিক বৈরীর এই কয়টী উদাহরণ দেখা যায় :—নকুল-সর্প; শষ্পভুঙ্-নখায়ুধ; জল-বহ্নি; দেব-দৈত্য; সারমেয়-মার্জার; ঈশ্বর-দরিদ্র; সপত্নী; সিংহ-গজ; লুব্ধক-হরিণ; শ্রোত্রিয়-ভ্রষ্টক্রিয়; মূর্খ-পণ্ডিত; পতিব্রতা-কুলটা; সজ্জন-দুর্জ্জন ইত্যাদি।

পঞ্চতন্ত্রে (কাকোলূকীয়ে) কাক ও পেচকের স্বাভাবিক বৈরভাব-সম্বন্ধে যে আখ্যায়িকা দেখা যায়, তাহার সঙ্গে এই জাতক প্রায় এক। পক্ষীরা সমবেত হইয়া বলিল, "বৈনতেয় বাসুদেবভক্ত; তিনি আমাদের কোন খোঁজ-খবর রাখেন না; অতএব অন্য কোন পক্ষীকে রাজা করা হউক।" অনন্তর তাহারা উলূককে রাজা ও কৃকালিকাকে অগ্রমহিষীর পদে বরণ করিল; কিন্তু বায়স আসিয়া অভিষেক পণ্ড করিল। সে বলিল :—

বক্রনাসং সুজিহ্মাক্ষং ক্রূরমপ্রিয়দর্শনম্
অক্রুদ্ধস্যেদৃশং বক্ত্রং ভবেৎ ক্রুদ্ধস্য কীদৃশম্।
তথা চ স্বভাবরৌদ্রমত্যুগ্রং ক্রূরমপ্রিয়বাদিনম্
উলূকং নৃপতিং কৃত্বা কা নঃ সিদ্ধির্ভবিষ্যতি।

কথাসরিৎসাগরেও (৬২ম তরঙ্গ) এই আখ্যায়িকা দেখা যায়। ঈষপের গল্পে ময়ূরকে রাজা করিবার কথা হইলে Jackdaw বলিয়াছিল, "তুমি ত রাজা হইবে, কিন্তু উৎক্রোশ যখন আমাদিগকে আক্রমণ করিবে, তখন কে রক্ষা করিবে বল ত?"

বড্ঢকি-সূকর-জাতক[১]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন অরণ্যে বৃক্ষদেবতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন বারাণসীনগরের নিকটে সূত্রধারদিগের এক গ্রাম ছিল। তত্রত্য একজন সূত্রধার কাষ্ঠসংগ্রহার্থ বনে গিয়া গর্ত্তে পতিত এক শূকরশাবক দেখিতে পাইল এবং তাহাকে

[১] বড্ঢকি=বর্দ্ধকি, সূত্রধার (বাঙ্গালা—বাড়ই)।

গৃহে আনিয়া পুষিতে লাগিল। এই শূকরশাবক ক্রমে মহাকায় ও বক্রদংষ্ট্র হইয়া উঠিল; কিন্তু তাহার প্রকৃতি অতি শান্ত হইল। বৰ্দ্ধকি অর্থাৎ সূত্রধারকর্তৃক পালিত হইয়াছিল বলিয়া লোকে তাহার বৰ্দ্ধকিশূকর এই নাম রাখিয়াছিল। সূত্রধার যখন কোন কাঠ কাটিত, তখন সে তুণ্ড-দ্বারা তাহা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দিত, বাসি, কুঠার, তক্ষণী,[১] মুদ্গর প্রভৃতি যন্ত্রগুলি মুখ দিয়া কামড়াইয়া আনিয়া দিত এবং মাপিবার সময় কৃষ্ণ সূত্রের[২] এক প্রান্ত টানিয়া ধরিত।

সূত্রধারের ভয় হইল, পাছে কেহ এই হৃষ্টপুষ্ট শূকরটাকে মারিয়া খাইয়া ফেলে। এই জন্য সে একদিন তাহাকে বনে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিল। শূকরও বনে প্রবেশ করিয়া কোন নিরাপদ্ ও সুখকর বাসস্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সে দেখিতে পাইল, পর্ব্বতপার্শ্বে এক মনোরম স্থানে একটা বৃহৎ গুহা রহিয়াছে এবং তাহার নিকটে কন্দমূলফলের কোন অভাব নাই। এই সময়ে তাহাকে দেখিতে পাইয়া বহুশত শূকর তাহার নিকটে উপস্থিত হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া বৰ্দ্ধকিশূকর বলিল, "আমি তোমাদিগকেই খুঁজিতেছিলাম; এতক্ষণে তোমাদিগকে দেখিতে পাইলাম। এই স্থানটা রমণীয়। আমি এখন এখানেই বাস করিব।" তাহারা বলিল, "স্থানটী অতি রমণীয় বটে; কিন্তু এখানে বিপদেরও সম্ভাবনা আছে।" "তোমাদিগকে দেখিয়া আমিও তাহাই বুঝিয়াছিলাম। এমন খাদ্যসুলভ বিচরণক্ষেত্র থাকিতেও তোমাদের শরীরে রক্তমাংস নাই। তোমাদের ভয়ের কারণ কি বল ত?" "প্রাতঃকালে বাঘ আসে এবং যাহাকে দেখিতে পায়, ধরিয়া লইয়া চলিয়া যায়।" "বাঘ কি নিয়তই এরূপ ধরিয়া থাকে, না মধ্যে মধ্যে আসিয়া ধরে?" "নিয়তই ধরে।" "এখানে কয়টা বাঘ আছে?" "একটা মাত্র।" "তোমরা এত প্রাণী, অথচ একটা বাঘের সঙ্গে পারিয়া উঠ না!" "আমাদের পারিবার সাধ্য কি?" "আচ্ছা, আমি তাহাকে ধরিতেছি; তোমরা কেবল, আমি যাহা

[১] বাটালি।

[২] আমাদের দেশে এখন ছুতারেরা খড়ি দিয়া কাঠে সূতার দাগ দেয়; কেহ কেহ খড়ির পরিবর্ত্তে অঙ্গারও ব্যবহার করে।

বলিব সেই মত কাজ করিবে। সে বাঘ কোথায় থাকে?" "ঐ যে পাহাড় দেখা যাইতেছে, ওখানে থাকে।"

অনন্তর বর্দ্ধকিশূকর রাত্রিকালেই বনবাসী শূকরদিগকে নানাদিকে বিচরণ করাইয়া কিরূপে যুদ্ধ করিতে হয় তাহা শিক্ষা দিতে লাগিল। সে বলিল, "দেখ, ব্যূহভেদে যুদ্ধ তিন প্রকার:—পদ্মব্যূহ, চক্রব্যূহ ও শকটব্যূহ[১]।" অনন্তর সে শূকরদিগকে পদ্মব্যূহাকারে স্থাপিত করিল। কোন্ স্থান হইতে আক্রমণ বা আত্মরক্ষা করিলে সুবিধা হইতে পারে তাহা তাহার জানা ছিল[২]; কাজেই সে স্থান নির্ব্বাচন করিয়া বলিল, "আমরা এই স্থানে থাকিয়া যুদ্ধ করিব।" সে শূকরী ও তাহাদের দুগ্ধপোষ্য শাবকদিগকে[৩] মধ্যভাগে রাখিল এবং তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া যথাক্রমে প্রথমে বন্ধ্যা শূকরীগুলি, পরে শূকরশাবকগুলি, তদনন্তর অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক শূকরগুলি, তদনন্তর দীর্ঘদংষ্ট্র শূকরগুলি, এবং সকলের বহির্ভাগে যুদ্ধক্ষম বলবান্ শূকরগুলি, কোথাও দশ দশটী, কোথাও বিশ বিশটী এইভাবে সজ্জিত করিয়া বলগুল্ম রচনা করিল। সে যেখানে নিজে অবস্থিতি করিল, তাহার সম্মুখে একটা মণ্ডলাকার গর্ত্ত খনন করাইল; পশ্চাতেও শূর্পাকার[৪] আর একটী গর্ত্ত প্রস্তুত হইল; উহা গুহার ন্যায় ক্রমশঃ গভীর হইয়া নামিয়াছিল। এইরূপে বলবিন্যাস করিয়া সে ষাট, সত্তরটী যুদ্ধক্ষম শূকর সঙ্গে লইয়া ব্যূহের প্রত্যেক অংশে গমনপূর্ব্বক কাহাকে কি কর্ম্ম করিতে হইবে তাহা বুঝাইয়া দিতে লাগিল এবং সকলকেই বলিল "তোমরা কিছুমাত্র ভয় করিও না।"[৪] এই সময়ে সূর্য্য উঠিল, ব্যাঘ্রেরও নিদ্রাভঙ্গ হইল।

১ মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে ১৮৭ম ও ১৮৮ম শ্লোকে দণ্ডব্যূহ, শকটব্যূহ, বরাহব্যূহ, মকরব্যূহ, গরুড়ব্যূহ, সূচীব্যূহ ও পদ্মব্যূহ এই সাত প্রকার ব্যূহের বর্ণনা আছে। অগ্রভাগ সূচ্যাকার, পশ্চাদ্‌ভাগ স্থূল এই ব্যূহের নাম শকটব্যূহ। সমভাবে বিস্তৃত মণ্ডলাকার ব্যূহ পদ্মব্যূহ নামে অভিহিত। সমস্ত ব্যূহেরই মধ্যভাগে রাজার অবস্থান।

২ সো হি ভূমিসীসং জানাতি। ভূমিসীস = ভূমিশীর্ষ, উচ্চস্থান, the place of vantage.

৩ মূলে 'সূকরপিল্লকে' এই পদ আছে। পিল্লক = শিশু। ইহা হইতে 'পোলা ও পিলে' (ছেলে পিলে) হইয়াছে।

৪ মূলে 'কুল্লক-সণ্ঠানম্' এই পদ আছে। কুল্লক = কুল্ল = কুলা বা শূর্প (বাঙ্গালা—কুলা)।

ব্যাঘ্র দেখিল, সময় উপস্থিত হইয়াছে। সে গিয়া শূকরদিগের সম্মুখস্থিত পর্ব্বততলে দাঁড়াইল এবং সেখান হইতে তাহাদিগের দিকে কট মট করিয়া তাকাইল। তাহা দেখিয়া বর্দ্ধকিশূকর বলিল, "তোমরাও উহার দিকে ঐ ভাবে তাকাও" এবং একটা সঙ্কেত-দ্বারা সকলকে ঐরূপ করিতে আদেশ দিল। ইহাতে শূকরেরাও ব্যাঘ্রের দিকে কট মট করিয়া তাকাইল। ইহার পর বাঘ হাঁ করিয়া হাঁই তুলিল; শূকরেরাও তাহাই করিল। সে মূত্রত্যাগ করিল, শূকরেরাও মূত্রত্যাগ করিল। ফলতঃ বাঘ যাহা যাহা করিল, শূকরেরাও তাহা তাহা করিল। ইহা দেখিয়া বাঘ ভাবিতে লাগিল, 'ব্যাপারখানা কি? পূর্ব্বে আমাকে দেখিবামাত্র এই শূকরেরা পলাইবার পথ পাইত না; আজ ইহারা পলায়ন করা দূরে থাকুক, আমার প্রতিশত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আমি যাহা করিতেছি, তাহারই অনুকরণ করিতেছে! ঐ দেখা যাইতেছে, উচ্চস্থানে একটা শূকর দাঁড়াইয়া আছে; সেই আজ ইহাদিগকে এইভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছে। আজ যে আমার জয় হইবে এরূপ বোধ হইতেছে না।' ইহা স্থির করিয়া সে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিজের বাসস্থানে চলিয়া গেল।

ঐ স্থানে এক জটাধারী ভণ্ডতপস্বী বাস করিত। ব্যাঘ্র প্রতিদিন যে মাংস আনিত, সে তাহার এক অংশ খাইত। সে আজ বাঘকে খালি মুখে আসিতে দেখিয়া বলিল :—

"মৃগয়ায় পূর্ব্বে তুমি যাইতে যখন
এ অঞ্চলে, বাছি বাছি করিতে হনন
বৃহৎ শূকরগণে; আজি কি কারণে
রিক্তমুখে ফিরিয়াছ বিষণ্ণবদনে?
দেখিয়া তোমার দশা এই মনে লয়,
পূর্ব্ব বলবীর্য্য তব হইয়াছে ক্ষয়।"

ইহা শুনিয়া ব্যাঘ্র বলিল :—

"দেখিলে আমারে পূর্ব্বে ভয়েতে কাঁপিয়া
ছত্রভঙ্গ হ'য়ে তারা যেত পলাইয়া

নানাদিকে, গুহামধ্যে লইত আশ্রয় ;
অদ্য কিন্তু দেখি মোরে নাহি পায় ভয়।
সমবেত হ'য়ে তারা ছাড়িছে হুঙ্কার ;
বধিতে শূকর অদ্য অসাধ্য আমার।"

অনন্তর ব্যাঘ্রকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত সেই কূটতপস্বী বলিল, "কোন ভয় নাই ; তুমি গর্জ্জন করিয়া লম্ফ দিবামাত্র তাহারা ভয়ে, যে যে দিকে পারে, ছুটিয়া পলাইবে।" ব্যাঘ্র এই বাক্যে উৎসাহিত হইয়া সাহসে ভর করিয়া পুনর্ব্বার সেই পাষাণতলে গিয়া দাঁড়াইল। বর্দ্ধকিশূকর পূর্ব্বকথিত গর্ত্ত দুইটীর অন্তরে অবস্থিত ছিল। শূকরেরা তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "স্বামিন্‌, সেই মহাচোর আবার আসিয়াছে।" বর্দ্ধকিশূকর বলিল, "তোমরা কিছুমাত্র ভয় করিও না ; এখনই উহাকে ধরিয়া ফেলিতেছি।"

ব্যাঘ্র গর্জ্জন করিতে করিতে বর্দ্ধকিশূকরের উপর পড়িবার জন্য লম্ফ দিল। ব্যাঘ্র যখন তাহার উপর আসিয়া পড়িবে, সেই সময়ে বর্দ্ধকিশূকর মুখ ফিরাইয়া অতিবেগে মণ্ডলাকার ঋজু গর্ত্তটার ভিতর পড়িয়া গেল। ব্যঘ্র কিন্তু নিজের বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া গড়াইতে গড়াইতে সেই তির্য্যক্‌খাত শূর্পাকার গর্ত্তের অতিসঙ্কট অংশে জড়পিণ্ডের ন্যায় পতিত হইল। বর্দ্ধকিশূকর তখন গর্ত্ত হইতে উঠিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে ছুটিয়া ব্যাঘ্রের ঊরুদেশে দন্ত প্রহার করিল, বৃক্ক পর্য্যন্ত চিরিয়া ফেলিল, পঞ্চমধুরের[১] ন্যায় সুস্বাদ মাংসের মধ্যে দন্ত প্রবেশ করাইয়া দিল এবং মস্তকটা বিদীর্ণ করিয়া, "এই লও তোমাদের শত্রু" বলিতে বলিতে তাহাকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া গর্ত্তের বাহিরে নিক্ষেপ করিল। যে সকল শূকর প্রথমে সেখানে যাইতে পারিল, তাহারা ব্যাঘ্রমাংস খাইল ; কিন্তু যাহারা শেষে গিয়া উপস্থিত হইল, তাহারা উহাদের মুখের ঘ্রাণ লইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াইতে লাগিল, "বাঘের মাংসের কেমন আস্বাদ গা ?"

১ সাধারণতঃ 'চতুর্ম্মধুর' পদেরই ব্যবহার দেখা যায়। চতুর্ম্মধুর, যথা :—নবনীত, মধু, গুড় ও তৈল।

কিন্তু ইহাতেও শূকরেরা সম্পূর্ণরূপে সন্তোষ লাভ করিল না। তাহাদের আকার প্রকার দেখিয়া বর্দ্ধকিশূকর জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা এখনও আনন্দিত হইতেছ না কেন?" তাহারা বলিল, "প্রভু, একটা বাঘ মারিয়া কি হইল বলুন? কূটতপস্বী যে এখনও বাঁচিয়া আছে! সে মনে করিলে দশটা বাঘ লইয়া আসিতে পারে।" "কূটতপস্বী কে?" "সে একজন অতি দুঃশীল মানুষ।" "বাঘ মারিলাম, আর একটা মানুষে আমাদিগকে মারিবে! চল, এখনই তাহাকে ধরা যাউক।" ইহা বলিয়া বর্দ্ধকিশূকর দলবল লইয়া কূটতপস্বীর অনুসন্ধানে যাত্রা করিল।

এ দিকে কূটতপস্বী ভাবিতেছিল, 'ব্যাঘ্রের ফিরিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন? তবে কি শূকরেরা তাহাকে মারিয়া ফেলিল?' অনন্তর সে ব্যাপার কি জানিবার জন্য, ব্যাঘ্র যে পথে গিয়াছিল, সেই পথে অগ্রসর হইল; এবং কিয়দ্দূর গিয়া দেখিতে পাইল শূকরের পাল ছুটিয়া আসিতেছে। সে তখন তল্পী-তাড়া লইয়া পলায়ন করিল; কিন্তু শূকরেরা তাড়া করিল দেখিয়া ঐ সমস্ত ফেলিয়া দিয়া অতিবেগে এক উড়ুম্বর বৃক্ষে আরোহণ করিল। শূকরেরা তাহাদের নেতাকে বলিল, "প্রভু, এবার সর্ব্বনাশ হইল; তাপস পলাইয়া গাছে উঠিয়াছে।" বর্দ্ধকিশূকর জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ গাছে?" "ঐ উড়ুম্বর গাছে।" "বেশ, শূকরীরা জল আনুক, শূকরশাবকেরা গাছের গোঁড়া খুড়ুক; দাঁতাল শূকরগুলা শিকড় কাটুক; আর সব শূকর গাছের চারিদিক্ ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া থাকুক।" এইরূপ ব্যবস্থা করিবার পর, শূকরগণ যখন, যাহার যে নির্দ্দিষ্ট কাজ তাহা করিতে আরম্ভ করিল, তখন সে নিজে উড়ুম্বর বৃক্ষের সরল মূল শিকড়টাকে, লোকে যেমন কুঠার-দ্বারা প্রহার করে সেই ভাবে, একবার মাত্র দন্ত-দ্বারা আঘাত করিয়া কাটিয়া ফেলিল। গাছটা পড়িয়া গেল। যে সকল শূকর উহা বেষ্টন করিয়াছিল তাহারা কূটতাপসকে ভূতলে ফেলিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া, কেবল হাড় ছাড়া আর সমস্ত উদরসাৎ করিল। অনন্তর তাহারা বর্দ্ধকিশূকরকে সেই উড়ুম্বর-কাণ্ডের উপর বসাইল, কূটতাপসের শঙ্খে জল আনিয়া তদ্দ্বারা অভিষেকপূর্ব্বক তাহাকে আপনাদের রাজপদে বরণ করিল এবং একটা

তরুণী শূকরীকে তাহার মহিষীর পদে অভিষিক্ত করিল। এখন পর্য্যন্ত রাজাদিগের অভিষেক-কালে তাঁহাদিগকে উড়ুম্বর কাষ্ঠনির্ম্মিত ভদ্রপীঠে বসাইবার এবং তিনটী শঙ্খে জল আনিয়া তাঁহাদিগকে স্নান করাইবার যে প্রথা আছে, এই ঘটনা হইতেই নাকি তাহার উৎপত্তি হইয়াছিল।

উক্ত আরণ্যপ্রদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শূকরদিগের এই অদ্ভুত কর্ম্ম দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং একটা বৃক্ষের স্কন্ধবিবর হইতে তাহাদিগের অভিমুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন :—

"শূকরের সঙ্ঘে করি নমস্কার,
অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড হেরিনু যাহার।
দন্তাঘাতে আজ বরাহের গণ
ভীষণ ব্যাঘ্রের করিল নিধন।
দন্ত ভিন্ন যার শস্ত্র কোন নাই,
ব্যাঘ্র পরাজিত হ'ল তার ঠাঁই।
ধন্য একতার বিচিত্র শকতি,
যার বলে এরা লভে অব্যাহতি!"

জম্বুখাদক-জাতক

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন জম্বুবনে বৃক্ষদেবতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেখানে এক কাক একদা একটা জম্বুবৃক্ষের শাখায় বসিয়া জম্বুফল খাইতেছিল। সেই সময়ে এক শৃগাল গিয়া সেখানে উপস্থিত হইল এবং ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কাককে দেখিতে পাইল। তখন সে ভাবিল, "আমি এই কাকের অলীক গুণ কীর্ত্তন-দ্বারা জাম খাইবার উপায় করি।" অনন্তর সে কাকের স্তুতিবাদসূচক নিম্নলিখিত গাথাটী বলিল :—

"কে হে তুমি জম্বুশাখে করিছ কূজন,
ময়ুরশাবকসম প্রিয়দরশন?

সুখাসীন তরু'পরে ; স্বর হতে সুধা ক্ষরে।
কলকণ্ঠ কত পক্ষী দেখিবারে পাই ;
সবে কিন্তু পরাজয় মানে তব ঠাঁই।"

ইহা শুনিয়া কাক নিম্নলিখিত গাথায় শৃগালের প্রতিপ্রশংসা করিল :—

"ভদ্রবংশে জন্ম যার, জানে সেই জন
করিবারে ভদ্রদের মহিমা কীর্ত্তন।
শার্দ্দূল-শাবকসম রূপ তব অনুপম ;
এস, বন্ধু, খাও জাম উদর পূরিয়া ;
দিতেছি তোমার তরে ভূতলে ফেলিয়া।"

ইহা বলিয়া কাক শাখায় ঝাঁকি দিয়া ফল ফেলিতে লাগিল। উভয়ে উভয়ের অলীক স্তুতিবাদপূর্ব্বক জাম খাইতেছে দেখিয়া সেই বৃক্ষদেবতা বলিলেন :—

"চিরদিন এই রীতি দেখিবারে পাই,
মিথ্যাবাদী আসি জুটে মিথ্যাবাদি-ঠাঁই ;
বায়স বান্তাদ [১] জানি পক্ষিকুলাঙ্গার,
পূতিমাংস শৃগালের পবিত্র আহার।
সেই হেতু আসি হেথা ধূর্ত্ত দুইজন,
একে করে অপরের প্রশংসা কীর্ত্তন।"

এই গাথা বলিবার পর সেই দেবতা ভৈরবরূপ ধারণ করিয়া কাক ও শৃগালকে ভয় দেখাইলেন। তখন তাহারা সেখান হইতে পলাইয়া গেল।

☞ এই জাতকের সহিত ঈষপ্‌বর্ণিত শৃগাল ও কাকের (the Fox and the Crow) গল্প এবং অন্ত-জাতক (২৯৫ সংখ্যক) তুলনা করা যাইতে পারে।

---

[১] যে বমনোত্থ দ্রব্য ভোজন করে।

বক-জাতক

পুরাকালে বারাণসী নগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে বোধিসত্ত্ব দেবরাজ শক্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন একটা বৃক গঙ্গাতীরে কোন পাষাণপৃষ্ঠে বাস করিত। একবার শীতকালে হঠাৎ জল বৃদ্ধি হইয়া ঐ পাষাণ পরিবেষ্টিত করিল। বৃক পাষাণপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া প্রাণ বাঁচাইল বটে, কিন্তু তাহার খাদ্যাভাব ঘটিল, খাদ্যান্বেষণে বহির্গমনের পথও রুদ্ধ হইল। এদিকে ক্রমেই জল বাড়িতে লাগিল। তখন বৃক ভাবিল, 'তাই ত, এখানে না পাইতেছি খাদ্য, না দেখিতেছি বাহিরে যাইবার পথ। এরূপ নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা বরং উপোসথব্রত[2] অবলম্বন করা ভাল।' অনন্তর সে উপোসথ-পালনের অভিপ্রায়ে শীলগ্রহণ করিয়া শুইয়া রহিল।

এদিকে শক্র চিন্তা করিয়া বৃকের এই দুর্ব্বল সঙ্কল্প জানিতে পারিলেন। তখন তিনি তাহার ভণ্ডামি প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে ছাগরূপ ধারণ-পূর্ব্বক অদূরে দেখা দিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বৃক ভাবিল, 'উপোসথব্রত অন্য একদিন পালন করিলেই চলিবে।' সে উঠিয়া ছাগরূপী শক্রকে ধরিবার জন্য লম্ফ দিল; শক্রও ইতস্ততঃ এরূপভাবে লাফাইতে লাগিলেন যে, কিছুতেই ধরা দিলেন না। বৃক তাঁহাকে ধরিতে না পারিয়া শেষে নিবৃত্ত হইল, স্বস্থানে ফিরিয়া গেল এবং 'যাহা হউক, উপোসথব্রত ত ভঙ্গ হইল না,' মনকে এই প্রবোধ দিয়া শয়ন করিল।

তখন শক্র আত্মরূপ পুনর্গ্রহণপূর্ব্বক আকাশে অধিষ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "অরে ধূর্ত্ত! তোর মত দুর্ব্বলচিত্ত প্রাণী উপোসথব্রত লইয়া কি করিবে? তুই জানিতে পারিস্ নাই যে, আমি শক্র; সেই জন্যই ছাগমাংস খাইতে এত লোলুপ হইয়াছিলি।" এইরূপে বৃকের ভণ্ডামি

[1] বক=বৃক (woll)।

[2] উপোসথ—সংস্কৃত 'উপবসথ,' বৌদ্ধসংস্কৃত 'পোষধ'। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, শুক্লা ও কৃষ্ণা অষ্টমী, এই চারিদিন 'উপোসথ'-দিন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই চারিদিন ভিক্ষুরা প্রাতিমোক্ষ পাঠ করিয়া নিজ নিজ দোষ খ্যাপন করিতেন এবং গৃহীরা সংযমী হইয়া অষ্টশীল পালন করিতেন।

প্রকটিত করিয়া এবং তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া শক্র দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

দুর্ব্বলহৃদয় লোকে এইরূপ এ সংসারে
প্রথমে সঙ্কল্প করে অসাধ্যেরে সাধিবারে;
কিন্তু সেই ব্রতভঙ্গ করি তারা অবশেষে
ছাগলুব্ধ বৃকবৎ পড়ে প্রলোভনবশে।

☞ বৃকের ধর্ম্মাচরণ-সম্বন্ধে জবশকুন-জাতক (৩০৮) এবং হিতোপদেশের কঙ্কণলোভী পথিকের গল্প দ্রষ্টব্য। Lessing-কর্ত্তৃক সংগৃহীত আখ্যায়িকাবলীতে 'মৃত্যুশয্যায় বৃক' (The Wolf in his Death-bed) নামে একটা গল্প আছে। বৃক মৃত্যুকালে নিজের পাপ খ্যাপন করিতে করিতে বলিল, "এক দিন আমি একটা মেষশাবককে কাছে পাইয়াও উদরস্থ করি নাই।" শৃগাল তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিল, "তখন আপনি দন্তশূলে কষ্ট পাইতেছিলেন।"

সীলবীমংসন-জাতক [১]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর সেই বারাণসীতেই কোন সুবিখ্যাত আচার্য্যের নিকটে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাঁহার পঞ্চশত শিষ্যের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। ঐ আচার্য্যের এক প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা ছিল। তিনি বিবেচনা করিলেন, 'এই শিষ্যদিগের চরিত্র পরীক্ষা করিয়া যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা চরিত্রবান্ দেখিব, তাহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিব।'

অনন্তর তিনি একদিন শিষ্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎসগণ, আমার কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়াছে; ইহার বিবাহ দিতে হইবে; তজ্জন্য বস্ত্রালঙ্কারের প্রয়োজন। তোমরা এমনভাবে বস্ত্রালঙ্কার অপহরণ

[১] বীমংসন = মীমাংসা।

করিয়া আনিবে যে, তোমাদের জ্ঞাতি-বন্ধুগণ যেন তাহা দেখিতে না পায়। যাহা অপরের অগোচরে আনিবে, তাহাই আমি গ্রহণ করিব; যদি অপর কেহ অপহৃত বস্তু দেখিতে পায়, তাহা হইলে আমি উহা গ্রহণ করিব না।"

শিষ্যেরা "যে আজ্ঞা" বলিয়া এই প্রস্তাবে সম্মতি দিল এবং জ্ঞাতি-বন্ধুদিগের অগোচরে বস্ত্রাভরণাদি অপহরণ করিয়া আচার্য্যকে দিতে লাগিল। প্রত্যেক শিষ্য যাহা আনিয়া দিত, আচার্য্য তাহা পৃথগ্‌ভাবে সাজাইয়া রাখিতেন।

বোধিসত্ত্ব কিন্তু কিছুই আহরণ করিতেন না। ইহাতে একদিন আচার্য্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি আমাকে কিছুই আনিয়া দিতেছ না কেন?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "গুরুদেব, আমি কিছুই আনিতে পারি নাই।" "কেন পার নাই?" "যাহা আনিতে হইবে, তাহা অপরে দেখিলে আপনি গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু আমি পাপানুষ্ঠানে গোপন কাহাকে বলে দেখিতে পাই না।

গোপনে করিতে কাজ সাধ্য আছে কার?
যেখানেই হয় পাপ সাক্ষী থাকে তার।
গোপনে করেছি পাপ, ভাবে মূর্খ জন;
বনে কিন্তু সাক্ষী আছে বন্যজীবগণ।
গোপন কাহাকে বলে না পারি বুঝিতে,
প্রাণিশূন্য স্থান কোন নাহি পৃথিবীতে।
না থাকুক অন্যে, আমি রয়েছি যেখানে,
প্রাণিশূন্য স্থান তারে বলিব কেমনে?"

ইহা শুনিয়া আচার্য্য অতিমাত্র প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "বৎস, আমার গৃহে যে ধন নাই, তাহা নহে। আমার ইচ্ছা, শীলসম্পন্ন পাত্রে কন্যা দান করি। অতএব শিষ্যদিগের চরিত্র পরীক্ষার জন্য আমি এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। এখন বুঝিলাম, তুমিই আমার কন্যার উপযুক্ত পাত্র।" এই বলিয়া তিনি কন্যাকে অলঙ্কারাদি-দ্বারা সাজাইয়া বোধিসত্ত্বকে সম্প্রদান করিলেন এবং অপর শিষ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া

বলিলেন, "তোমরা যে যে দ্রব্য আনিয়া দিয়াছিলে, এখন সেই সমস্ত গৃহে লইয়া যাও।"

☞ জাতকমালায় এই আখ্যায়িকা ব্রাহ্মণ-জাতক নামে অভিহিত। তাহার কয়েকটী শ্লোকের সহিত এই জাতকের গাথাগুলি প্রায় অক্ষরে অক্ষরে মিলে :—

নাস্তি লোকে রহো নাম পাপং কর্ম্ম প্রকুর্ব্বতঃ
অদৃশ্যানি হি পশ্যন্তি ননু ভূতানি মানুষান্।
অহং পুনর্ন পশ্যামি শূন্যং ক্বচন কিঞ্চন
যত্রাপ্যন্যং ন পশ্যামি নন্বশূন্যং ময়ৈব তৎ॥
পরেণ যচ্চ দৃশ্যেত দুষ্কৃতং স্বয়মেব বা
সুদৃষ্টতরমেতস্মাদ্দৃশ্যতে স্বয়মেব যৎ।

শ্যেন ও পিঙ্গলার কথা[১]

[বোধিসত্ত্ব বারাণসীরাজের পুরোহিত ছিলেন এবং প্রব্রজ্যা-গ্রহণের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন।]

একদিন এক শ্যেন মাংস-বিক্রেতার দোকান হইতে একখণ্ড মাংসপেশী গ্রহণ করিয়া আকাশে উড়িয়া গেল। তখন অন্য অনেক শকুন তাহাকে বেষ্টনপূর্ব্বক পাদ, নখ, তুণ্ড প্রভৃতি দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। শ্যেন সেই পীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া মাংসপেশীটা ত্যাগ করিল এবং অপর একটা শকুন উহা গ্রহণ করিল। কিন্তু তাহাকেও উক্তরূপে উৎপীড়িত হইয়া উহা ত্যাগ করিতে হইল। অতঃপর যে যে শকুন একে একে উহা গ্রহণ করিল, অপর শকুনে তাহাদেরও অনুধাবন করিল; যাহারা একে একে ছাড়িয়া দিতে লাগিল, কেবল তাহারাই নিরুপদ্রব হইল। বোধিসত্ত্ব যাইতে যাইতে ইহা দেখিয়া ভাবিলেন, 'মানুষের বাসনা মাংসপেশীসদৃশী; ইহা পোষণ করিলে দুঃখ, পরিত্যাগ করিলে সুখ।'

১ এই আখ্যায়িকা দুইটী নীলবামংসন-নামক একটী জাতকের (৩৩০) অন্তর্ভূত।

একদিন বোধিসত্ত্ব সন্ধ্যাকালে কোন গ্রামে এক গৃহস্থের গৃহে শয়ন করিলেন। ঐ গৃহস্থের পিঙ্গলা-নাম্নী এক দাসী ছিল। সে এক পুরুষের সহিত সঙ্কেত করিয়া রাখিয়াছিল, 'তুমি অমুক সময়ে আসিও।' অনন্তর সে প্রভুদিগের পা ধুইয়া দিল এবং তাঁহারা যখন শয়ন করিলেন, তখন তাহার আগমন-প্রতীক্ষায় দেহলীর উপর বসিয়া, 'এই আসিতেছে', 'এই আসিতেছে' ভাবিয়া ক্রমে ক্রমে প্রথম ও মধ্যম যাম অতিক্রম করিল; শেষে যখন ভোর হইল, তখন 'সে এখন আসিবে না' ভাবিয়া নিরাশ হইল এবং শয়ন করিয়া নিদ্রা গেল। এই কাণ্ড দেখিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এই মেয়েমানুষটা, আমার জার এখনই আসিবে, এই আশায় এতক্ষণ বসিয়াছিল; এখন সে আসিবে না বুঝিয়া নিরাশ হইয়াছে এবং সুখে নিদ্রা যাইতেছে। ইন্দ্রিয়সেবার আশাই দুঃখের নিদান এবং নৈরাশ্য সুখকর।'

☞ মহাভারতে শ্যেনের পরিবর্তে ক্রৌঞ্চের উল্লেখ দেখা যায়--"ক্রৌঞ্চকে আমিষ গ্রহণ করিতে দেখিলেই নিরামিষ ব্যক্তিরা তাহাকে বিনাশ করে, ইহা দেখিয়া একটা ক্রৌঞ্চ আমিষ পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমসুখলাভে সমর্থ হইয়াছিল।" সাঙ্খ্যসূত্রে (৪।৫) কিন্তু শ্যেনের নামই আছে—"শ্যেনবৎ সুখদুঃখী ত্যাগবিয়োগাভ্যাম্।" ইহার ব্যাখ্যাও অন্যরূপ :—একব্যক্তি এক শ্যেনশাবক। পুষিয়াছিল; কিছুকাল পরে, বৃথা কষ্ট দেই কেন বলিয়া সে উহাকে ছাড়িয়া দিল। ইহাতে শ্যেন বন্ধনমুক্ত হইয়া সুখী হইল; এবং পালকের বিচ্ছেদে দুঃখীও হইল (অর্থাৎ সংসারে কেবল সুখ নাই)। মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৭৪ম ও ১৭৮ম অধ্যায়ে এবং সাঙ্খ্যসূত্রে (৪।১১) পিঙ্গলার কথা আছে। "পিঙ্গলা আশাকে পরাস্ত করিয়াই পরমসুখে শয়ন করিয়াছিল"—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৭৮ম অধ্যায়। "নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ"—সাঙ্খ্যসূত্র (৪।১১)।

তুং—আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।
আশা দাসীকৃতা যেন তস্য দাসায়তে জগৎ॥

জবসকুণ-জাতক

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব হিমবন্ত প্রদেশে কাষ্ঠকুট্ট পক্ষিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একদা মাংস খাইবার সময়ে এক সিংহের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। ইহাতে সিংহের গলা ফুলিয়া উঠিল; তাহার আহার গ্রহণ করিবার সাধ্য রহিল না, সে তীব্র বেদনায় কাতর হইয়া পড়িল। বোধিসত্ত্ব নিজের খাদ্যান্বেষণ করিবার সময়ে সিংহকে এই অবস্থায় দেখিতে পাইলেন এবং শাখায় লীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সৌম্য, কি জন্য তুমি এত কষ্ট পাইতেছ?" সিংহ তাঁহাকে নিজের দুর্দ্দশার কথা জানাইল। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি, ভাই, তোমার গলা হইতে হাড় বাহির করিতে পারি; কিন্তু পাছে তুমি আমায় খাইয়া ফেল, এইজন্য তোমার মুখে প্রবেশ করিতে ভয় হয়।" "কোন ভয় নাই, ভাই; আমি তোমায় খাইব না; আমার প্রাণ রক্ষা কর।" "আচ্ছা, তাহাই করিতেছি" বলিয়া বোধিসত্ত্ব সিংহকে এক পাশে ভর দিয়া শোওয়াইলেন; এবং 'কে জানে, এ অবসর পাইলে কি করিয়া বসিবে' ভাবিয়া, যাহাতে সিংহ মুখ বন্ধ করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে, তাহার ওষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে একখণ্ড কাষ্ঠ রাখিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি তাহার মুখবিবরে প্রবেশ করিয়া তুণ্ডদ্বারা সেই অস্থিখণ্ডের একপ্রান্তে আঘাত করিলেন। ইহাতে অস্থিখানি খুলিয়া পড়িল। হাড় খুলিবার পর বোধিসত্ত্ব সিংহের মুখ হইতে বাহির হইবার সময়ে তুণ্ডের আঘাতে সেই কাষ্ঠখণ্ডও ফেলিয়া দিয়া শাখাগ্রে নিলীন হইলেন।

এইরূপে নীরোগ হইয়া সিংহ একদিন একটা বন্য মহিষ বধ করিয়া তাহার মাংস খাইতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'সিংহটার প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক।' তিনি সিংহের উপরিস্থ এক তরুশাখায় নিলীন হইয়া তাহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন :—

নমস্কার, মৃগরাজ; যথাশক্তি হিত তব
করেছিনু, হয় কি স্মরণ?
প্রতিদান কিছু তার ভাগ্যে আছে কি আমার,
জানিতে উৎসুক বড় মন।

ইহা শুনিয়া সিংহ বলিল: —

নিত্য করি পশুবধ রক্তপান তরে;
তীক্ষ্ণ দন্তরাজি মোর মুখের ভিতরে;
প্রবেশি সেখানে তুই আছিস্ বাঁচিয়া;
এই বহু প্রতিদান থাক্‌রে ভাবিয়া।[১]

ইহা শুনিয়া কাষ্ঠকুট্টরূপী বোধিসত্ত্ব বলিলেন :—

কৃতজ্ঞতা নাহি যার, উপকারে উপকার
ভ্রমেও কস্মিন্ কালে করে না যে জন,
বল, হেন পাপাশয়ে পরম যতনে সেবি
লভিতে কি পারে কেহ সুফল কখন?
প্রত্যক্ষে করিছ হিত, অথচ যাহার ঠাঁই,
পরিতুষ্ট নাহি হই মিত্রসম্ভাষণে,
না করি ভর্ৎসনা তারে, না পুষি বিদ্বেষ মনে,
সঙ্গ ত্যজি শীঘ্র তার চলিনু এক্ষণে।[২]

ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

☞ ঈষপের নেকড়ে বাঘ ও বকের গল্প (The Wolf and the Crane) এই জাতকেরই রূপান্তর। তিব্বতদেশীয় গল্পে কাঠ দিয়া সিংহের মুখ বন্ধ করিবার কথা নাই; সিংহের নিদ্রিতাবস্থায় শল্যোদ্ধার হইয়াছিল, এরূপ দেখা যায়। অতঃপর একদিন কাষ্ঠকুট্ট ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সিংহের নিকট কিছু খাদ্য চাহিয়াছিল।

জাতকমালায় এই জাতক শতপত্র-জাতক নামে অভিহিত হইয়াছে। শতপত্র "রাগরুচিরচিত্রপত্র" ও মৎস্যাশী পক্ষী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অতএব ইহা কাষ্ঠকুট্ট নহে, বকও নহে, মাছরাঙ্গা বা তৎসদৃশ অন্য কোন পক্ষী হইবে। জাতকমালাতেও দেখা যায়, শতপত্র ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সিংহের নিকট গিয়াছিল এবং তিরস্কৃত হইয়াছিল।

---

[১] তুং—জাতকমালা :—দয়াক্লৈব্যং ন যো বেদ খাদন্বিস্ফুরতো মৃগান্। প্রবিশ্য তস্য মে বক্ত্রং যজ্জীবসি ন তদ্ বহু?

[২] তুং—জাতকমালা :—যস্মিন্ সাধূপচীর্ণেঽপি মিত্রধর্ম্মো ন লভ্যতে। অনিষ্ঠুরমসংরব্ধমপযায়াচ্ছনৈস্ততঃ।

খন্তিবাদি-জাতক [১]

পুরাকালে বারাণসীতে কলাবু নামে এক রাজা ছিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব অশীতিকোটিবিভবসম্পন্ন এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক কুণ্ডলকুমার নাম ধারণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া তিনি সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিবার পর যখন তাঁহার মাতাপিতার মৃত্যু হইল, তখন তিনি ধনরাশি অবলোকন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'আমার পূর্ব্বপুরুষেরা এই ধন সঞ্চিত করিয়া কিঞ্চিন্মাত্র গ্রহণ না করিয়াই পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। আমাকেও এই ধন গ্রহণ করিতে হইবে এবং আমাকেও তাঁহাদেরই মত যথাসময়ে চলিয়া যাইতে হইবে।' অনন্তর, যে ব্যক্তি যে পরিমাণ দান পাইবার উপযুক্ত, বাছিয়া বাছিয়া, তিনি তাহাকে সেই পরিমাণ দান করিলেন এবং এইরূপে সমস্ত ধন নিঃশেষ করিয়া হিমবন্তে চলিয়া গেলেন। সেখানে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক বন্যফলমূলে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন।

হিমবন্তে দীর্ঘকাল বাস করিবার পর একদা বোধিসত্ত্ব লবণ ও অম্ল সেবনার্থ লোকালয়ে অবতরণ করিলেন এবং কিয়দ্দিন পরে বারাণসীতে গিয়া তত্রত্য রাজোদ্যানে প্রবেশ করিলেন। সেখানে রাত্রি যাপন করিয়া তিনি ভিক্ষাচর্য্যার জন্য নগরে প্রবেশ করিলেন এবং সেনাপতির গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার চালচলন দেখিয়া প্রীত হইয়া সেনাপতি তাঁহাকে গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন, নিজের জন্য যে খাদ্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা তাঁহাকে ভোজন করাইলেন এবং তিনি রাজোদ্যানেই অবস্থিতি করিবেন, এই অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়া সেখানে তাঁহার বাসের ব্যবস্থা করিলেন।

একদিন রাজা কলাবু সুরাপানে মত্ত হইয়া নটগণ-সমভিব্যাহারে মহাড়ম্বরে উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। মঙ্গলশিলাপট্টের উপর তাঁহার

[১] জাতকমালা (২৮)—ক্ষান্তিজাতক।

শয্যা রচিত হইল; সেখানে তিনি এক প্রিয়া ও মনোরমা রমণীর অঙ্কে শয়ন করিলেন; নৃত্যগীতবাদ্যনিপুণা নর্ত্তকীগণ গীতাদি দ্বারা তাঁহার মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইল। ফলতঃ তৎকালে কলাবুর সমৃদ্ধি দেবরাজ শক্রের সমৃদ্ধির তুল্যকক্ষ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

কলাবু ক্রমে নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। তখন রমণীরা ভাবিল, 'আমরা যাঁহার জন্য গীতবাদ্য করিতেছি, তিনি নিদ্রা গিয়াছেন; অতএব এখন গীতবাদ্যের প্রয়োজন কি?' তাহারা বীণা ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিল এবং ফলপুষ্পপল্লবাদি পাইবার লোভে উদ্যানে প্রবেশপূর্ব্বক ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল।

বোধিসত্ত্ব এই সময়ে এক প্রস্ফুটিত শালবৃক্ষের মূলে মত্ত মহাবারণের ন্যায় উপবিষ্ট হইয়া প্রব্রজ্যাসুখ অনুভব করিতেছিলেন। রমণীরা বিচরণ করিতে করিতে তাঁহাকে দেখিতে পাইল এবং বলিল, "চল, আমরা ঐ দিকে যাই; ঐ যে বৃক্ষমূলে প্রব্রাজক বসিয়া আছেন, যতক্ষণ রাজার ঘুম না ভাঙ্গে, ততক্ষণ আমরা উহার নিকটে বসিয়া কিছু ধর্ম্মকথা শুনি।" ইহা বলিয়া তাহারা বোধিসত্ত্বের নিকটে গেল, প্রণাম করিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিল এবং নিবেদন করিল, "যাহা বলিবার উপযুক্ত, দয়া করিয়া আমাদিগকে এমন কিছু বলুন।" বোধিসত্ত্ব তাহাদিগকে ধর্ম্মকথা শুনাইতে লাগিলেন।

এদিকে রাজা যে রমণীর ক্রোড়ে শয়ন করিয়াছিলেন, সে অঙ্কসঞ্চালন-দ্বারা তাঁহাকে জাগাইল। রাজা জাগিয়া দেখিলেন নর্ত্তকীরা কেহ উপস্থিত নাই। "বৃষলীরা কোথায় গেল," জিজ্ঞাসা করিলে সে রমণী উত্তর দিল, "তাহারা গিয়া এক তপস্বীকে ঘিরিয়া বসিয়া রহিয়াছে।" ইহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া খড়্গ গ্রহণ করিলেন এবং "ভণ্ড তপস্বীকে শিক্ষা দিতেছি" বলিয়া বেগে ছুটিয়া গেলেন। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া আসিতেছেন দেখিয়া নর্ত্তকীদিগের মধ্যে যাহারা তাঁহার প্রিয়পাত্রী ছিল, তাহারা অগ্রসর হইয়া তাঁহার হস্ত হইতে খড়্গ গ্রহণ করিল এবং তাঁহার ক্রোধ প্রশমিত করিল। রাজা বোধিসত্ত্বের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রমণ, তুমি কোন্ মতাবলম্বী?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "মহারাজ,

আমি ক্ষান্তিবাদী।” “ক্ষান্তি কাহাকে বলে?” “লোকে গালি দিলে, প্রহার করিলে, কিংবা গ্লানি করিলেও মনের যে অক্রুদ্ধভাব, তাহার নাম ক্ষান্তি।” “আচ্ছা, এখনই দেখা যাইতেছে, তোমার ক্ষান্তি আছে কি না।” ইহা বলিয়া রাজা চোরঘাতককে[১] ডাকাইলেন। ঘাতক নিজের ব্যবসায়ানুযায়ী পরশু ও কণ্টককশা[২] লইয়া, কাষায় বস্ত্র পরিয়া ও রক্তমালা ধারণ করিয়া রাজার নিকটে উপস্থিত হইল[৩] এবং প্রণিপাত-পূর্ব্বক বলিল, “মহারাজ, আমায় কি করিতে হইবে?” “এই দুষ্ট তপস্বীটা চোর; ইহাকে টানিয়া মাটিতে ফেল, এবং সম্মুখে, পশ্চাতে, ও দুই পাশে কণ্টককশা-দ্বারা দুই হাজার বার আঘাত কর।” ঘাতক তাহাই করিল; বোধিসত্ত্বের ছবি[৪] ছিঁড়িল, মাংস ছিঁড়িল, সর্ব্বাঙ্গ হইতে রক্তস্রোত ছুটিল। তখন রাজা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হে তাপস, এখন তুমি কোন্‌-বাদী বল ত?” “মহারাজ, আমি ক্ষান্তিবাদী। আপনি ভাবিয়াছেন চর্ম্মের নিম্নে আমার ক্ষান্তি আছে; কিন্তু মহারাজ, ক্ষান্তি আমার চর্ম্মের নিম্নে নাই, ইহা আমার হৃদয়াভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত; আপনার ইহা দেখিবার সাধ্য নাই।”

ঘাতক রাজাকে আবার জিজ্ঞাসা করিল, “এখন কি করিব, মহারাজ?” রাজা আদেশ দিলেন, “এই ভণ্ড তপস্বীর হাত দুইখানা কাটিয়া ফেল।” ঘাতক বোধিসত্ত্বকে গণ্ডিকার[৫] উপর স্থাপিত করিয়া তাঁহার হাত দুইখানি কাটিয়া ফেলিল; তাহার পর রাজা বলিলেন, “পা দুইখানি কাট।” ঘাতক পা দুইখানিও কাটিল। ছিন্ন হস্তপদের প্রান্ত হইতে লাক্ষারসের ন্যায় শোণিত নিঃসৃত হইতে লাগিল। রাজা বোধিসত্ত্বকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন তুমি কোন্‌-বাদী?”

১ জল্লাদ—যাহারা রাজাজ্ঞায় চোর প্রভৃতি অপরাধীদিগের প্রাণবধ বা অঙ্গচ্ছেদ করিত।

২ কাঁটাওয়ালা কশা বা ছড়ি।

৩ এই কয়েকটী পদে ঘাতকদিগের বেশ বর্ণিত হইয়াছে। মৃচ্ছকটিকে দেখা যায়, বধ্যব্যক্তির গলে করবীরফুলের মালা ও গাত্রে রক্তচন্দনের পঞ্চাঙ্গুলিক দেওয়া হইত এবং সে যে শূলে আরোপিত হইবে, তাহা তাহাকেই বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইত।

৪ ছবি—বহিস্ত্বক্—(cuticle or epidermis); চর্ম্ম (cutis or derm) প্রকৃত ত্বক্।

৫ ‘গণ্ডিয়া ঠাপেত্বা’। গণ্ডিকা বা ধর্ম্মগণ্ডিকার কথা ন্যগ্রোধমৃগ-জাতকেও দেখা গিয়াছে।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আমি ক্ষান্তিবাদী। আপনি ভাবিয়াছেন আমার হস্তপদাদির প্রান্তে ক্ষান্তি আছে; কিন্তু আমার ক্ষান্তি সেখানে নাই, গভীরতর স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে।"

অতঃপর রাজা আদেশ দিলেন, "ইহার নাসা ও কর্ণ ছেদন কর।" ঘাতক তাহাই করিল। বোধিসত্ত্বের সর্ব্বাঙ্গ শোণিতে প্লাবিত হইল। তখন রাজা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন তুমি কোন্-বাদী?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আমি ক্ষান্তিবাদী। আপনি মনে করিবেন না যে, ক্ষান্তি আমার নাসাকর্ণাদির কোটিতে আছে; ইহা আমার হৃদয়ের গভীরতম স্থানে নিহিত রহিয়াছে।" "ভণ্ড জটাধারিন্, তুমি শুইয়া শুইয়া তোমার ক্ষান্তির স্পর্দ্ধা করিতে থাক।" এই বলিয়া রাজা বোধিসত্ত্বের বক্ষঃস্থলে পদাঘাতপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

রাজা চলিয়া গেলে সেনাপতি বোধিসত্ত্বের শরীরের রক্ত মুছিয়া দিলেন, হস্ত, পদ, নাসা, কর্ণ প্রভৃতির ছিন্ন প্রান্তে বস্ত্রের পট্টি বান্ধিলেন, তাঁহাকে আস্তে আস্তে শয়ন করাইলেন এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইয়া প্রার্থনা করিলেন, "ভদন্ত, আপনার প্রতি অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া আপনি যদি কাহারও উপর ক্রুদ্ধ হন, তাহা হইলে রাজার উপরই ক্রুদ্ধ হউন, অন্য কাহারও উপর ক্রুদ্ধ হইবেন না।

হস্ত, পাদ, নাসা, কর্ণ ছেদিয়া যে জন
করিয়াছে আপনার ভীষণ পীড়ন,
তার-(ই)পরি, মহাবীর, ক্রোধের প্রকাশ
করুন; রাজ্যের যেন না হয় বিনাশ।"

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন :—

হস্ত, পাদ, নাসা, কর্ণ ছেদিয়া যে জন
করিলেন মোর এই ভীষণ পীড়ন,
চিরজীবী হয়ে সেই থাকুন নৃপতি :
মাদৃশ জনের ক্রোধ অসম্ভব অতি।

এদিকে রাজা উদ্যান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যেমন বোধিসত্ত্বের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন, অমনি দুই লক্ষ চল্লিশ সহস্র যোজন বেধবিশিষ্ট এই

মহীমণ্ডল দৃঢ়স্থূল বস্ত্রখণ্ডের ন্যায় সহসা বিদীর্ণ হইয়া গেল, এবং অবীচি হইতে অগ্নিশিখা উত্থিত হইয়া রাজকুল-ব্যবহার্য্য রক্তকম্বলের ন্যায় রাজার দেহ আবৃত করিল।[১] তিনি উদ্যানদ্বারেই ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া অবীচি মহানরকে নিক্ষিপ্ত হইলেন। বোধিসত্ত্বও সেই দিনেই প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজপুরুষেরা এবং নাগরিকগণ গন্ধমাল্যধূপাদি-দ্বারা তাঁহার শরীরকৃত্য সম্পাদন করিলেন। কেহ কেহ কিন্তু বলেন যে বোধিসত্ত্ব পুনর্ব্বার হিমালয়েই গিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সম্ভবপর নহে।

☞ সারনাথে তিনখানি প্রস্তরফলকে এই জাতকের আখ্যায়িকা উৎকীর্ণ রহিয়াছে। তাহা দেখিলে প্রাচীনকালের বাস্তুলসমূহ ও নারীদিগের অঙ্গাভরণ কিরূপ ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়।

থুস-জাতক

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলায় একজন সুবিখ্যাত আচার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি অনেক রাজকুমার এবং ব্রাহ্মণ-কুমারকে শিল্প শিক্ষা দিতেন। বারাণসীরাজের এক পুত্র যোড়শবর্ষ বয়সে তাঁহার নিকটে গিয়া বেদত্রয় এবং সর্ব্বশিল্প শিক্ষা করিয়াছিলেন।

রাজকুমার সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া আচার্য্যের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। আচার্য্য অঙ্গবিদ্যায় নিপুণ ছিলেন। তিনি রাজ-কুমারের শরীর অবলোকন করিয়া বুঝিলেন, পুত্র হইতে তাঁহার বিপদের

[১] জাতকের নানা আখ্যায়িকায় দেখা যায় পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া মহাপাপীকে গ্রাস করিয়াছে [চুল্লধম্মপাল (৩৫৮), চেতিয় (৪২২), সমুদ্দবাণিজ (৪৬৬) ইত্যাদি]। বাইবেলেও বহু পাপের এইরূপ ভীষণ দৃষ্ট ফলের উল্লেখ আছে। কোরা প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি Moses এর অবাধ্য হইয়াছিল। তাহার ফলে the earth opened her mouth and swallowed them up.........and the earth closed up again. (Numbers, Chapter 16). জাতকে অগ্নিবর্ষণ-দ্বারাও পাপরাজ্যের ধ্বংসের উল্লেখ আছে [সরভঙ্গ-জাতক (৫২২)]। ইহা দেখিলে Sodom ও Gomorrah নগরের ধ্বংসবৃত্তান্ত মনে পড়ে।

লক্ষণ দেখা যাইতেছে। অনন্তর, 'আমি অনুভাববলে ইহার বিঘ্নের নিরাকরণ করিব' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি চারিটী গাথা রচনা করিয়া কুমারের হাতে দিয়া বলিলেন, "বৎস, রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর যখন দেখিবে, তোমার পুত্রের বয়স্ ষোল বৎসর হইয়াছে, তখন অন্ন ভোজন করিবার কালে প্রথম গাথাটী পড়িবে; যখন মহাসভায় লোকে তোমায় দর্শন করিতে আসিবে, তখন দ্বিতীয় গাথাটী পড়িবে; প্রাসাদে অধিরোহণ করিবার সময়ে সোপানশীর্ষে দাঁড়াইয়া তৃতীয় গাথাটী পড়িবে এবং নিজের শয়নগৃহে প্রবেশ করিবার সময়ে দেহলীর উপরে দাঁড়াইয়া চতুর্থ গাথাটী পড়িবে।" রাজপুত্র "যে আজ্ঞা" বলিয়া আচার্য্যকে প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। তিনি বারাণসীতে ফিরিয়া প্রথমে উপরাজ হইলেন, শেষে রাজার মৃত্যু হইলে নিজেই সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার পুত্রের বয়স্ যখন ষোল বৎসর হইল, তখন তিনি একদিন উদ্যানক্রীড়ার্থ যাত্রা করিতেছেন, এমন সময়ে কুমার তাঁহার রাজৈশ্বর্য্য দেখিয়া ভাবিলেন, 'পিতার প্রাণবধ করিয়া রাজ্যলাভ করিতে হইবে।' তিনি নিজের ভৃত্যদিগের নিকটে এই অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। তাহারা বলিল, "এ অতি উত্তম সঙ্কল্প; বৃদ্ধাবস্থায় রাজশ্রী লাভ করিলে তাহা বিফল; যে কোন উপায়ে রাজাকে নিহত করিয়া রাজ্যগ্রহণ করাই আপনার কর্ত্তব্য।" কুমার বলিলেন, "আমি পিতাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিব।"

অনন্তর একদিন কুমার কিছু বিষ লইয়া পিতার সহিত সায়মাশে উপবেশন করিলেন। রাজা অন্নপাত্রে অন্ন পতিত হওয়া মাত্র প্রথম গাথাটী বলিলেন :—

তুষের কেমন স্বাদ, কি আস্বাদ তণ্ডুলের,
ইন্দুরের জানা তাহা আছে বিলক্ষণ;
একটী একটী করি ছাড়াইয়া তুষ, তাই,
আঁধারেই করে তারা তণ্ডুল ভক্ষণ।

'ধরা পড়িয়াছি' এই ভয়ে কুমার অন্নপাত্রে বিষ মিশাইতে পারিলেন না। তিনি আসন হইতে উঠিলেন, পিতাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন

এবং ভৃত্যদিগকে সেই বৃত্তান্ত জানাইয়া বলিলেন, "আজ ত আমার অভিসন্ধি প্রকাশ পাইয়াছে। এখন কি উপায়ে রাজাকে মারিব, তাহা বল।" তাহারা সকলে তদবধি উদ্যানের এক নিভৃত স্থানে মন্ত্রণা করিতে লাগিল এবং বলিল, "এক উপায় আছে; যখন দরবার হইবে, তখন আপনি খড়্গ লইয়া অমাত্যদিগের মধ্যে থাকিবেন এবং রাজাকে যেমন অন্যমনস্ক দেখিবেন, অমনি খড়্গের আঘাতে তাঁহাকে বধ করিবেন।" কুমার বলিলেন, "বেশ পরামর্শ দিয়াছ।" তিনি দরবারের সময়ে খড়্গ লইয়া সভায় গেলেন এবং ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া রাজাকে প্রহার করিবার সুযোগ দেখিতে লাগিলেন। ঠিক সেই সময়েই রাজা দ্বিতীয় গাথাটী আবৃত্তি করিলেন :—

অরণ্যে সঙ্গীর সনে, গ্রামে বাস কাণে কাণে
করিয়াছ যে মন্ত্রণা, জানি সমুদয়;
এখনও যে কারণ হেথা তব আগমন,
অজ্ঞাত আমার কাছে কিছুমাত্র নয়।

কুমার ভাবিলেন, 'পিতা আমার বৈরভাব জানিতে পারিয়াছেন।' তিনি পলায়ন করিয়া ভৃত্যদিগকে এই বৃত্তান্ত বলিলেন। তাহারা সাত আট দিন পরে বলিল, "কুমার, আপনি যে আপনার পিতার শত্রু, তাহা তিনি জানেন না। আপনি কেবল ইহা অনুমান করিয়াছেন। যাহা হউক, আপনি ইঁহাকে না মারিলে চলিবে না।" ইহার পর একদিন কুমার খড়্গ লইয়া সোপানশীর্ষস্থ প্রকোষ্ঠে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাজা সোপানশীর্ষে দাঁড়াইয়া তৃতীয় গাথাটী বলিলেন :—

জাতি ধর্ম্ম অনুসারে জন্মিল যে পুত্র, তার
আশঙ্কায় কপি তারে দন্তের দংশনে
নির্মুক্ত করিয়া দিল, শিশু বলি না ছাড়িল—
পুত্র হ'তে হেন ভয় উপজিল মনে![1]

[1] এই বৃত্তান্ত তয়োধর্ম্ম-জাতকে (৫৮) বর্ণিত হইয়াছে।

কুমার ভাবিলেন, 'পিতা আমাকে বন্দী করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।' তিনি ভয়ে পলাইয়া গেলেন এবং ভৃত্যদিগকে বলিলেন, "পিতা আমাকে দণ্ডের ভয় দেখাইয়াছেন।" তাহারা অর্দ্ধমাস এই সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া বলিল, "কুমার, আপনার পিতা যদি এই ষড়্‌যন্ত্র জানিতেন, তাহা হইলে এতদিন সহ্য করিয়া থাকিতেন না। এ আপনার অনুমানমাত্র। তাঁহাকে যে কোন উপায়ে মারুন।" অনন্তর কুমার, একদিন খড়্‌গ লইয়া প্রাসাদের উপরিতলে রাজার শয়নকক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক, 'আজ আসিলেই খড়্‌গাঘাতে নিহত করিব' এই উদ্দেশ্যে পল্যঙ্কের নিম্নে শুইয়া রহিলেন। এদিকে রাজা সায়মাশ-গ্রহণানন্তর অনুচরদিগকে বিদায় দিয়া শয়নের জন্য শয়নকক্ষে প্রবেশ করিবার সময়ে দেহলীর উপর দাঁড়াইয়া চতুর্থ গাথাটী বলিলেন :—

ভয়ে ভয়ে হেথা সেথা গমনাগমন তব,
কাণা ছাগ চরে যথা সর্ষপের ক্ষেতে ;
জানি সব, জানি আর রয়েছ যে লুকাইয়া
দুষ্টাশয় পুষি মনে শয্যার নিম্নেতে।

কুমার ভাবিলেন, 'পিতা সবই জানিয়াছেন; এখন আমার প্রাণবধ করিবেন।' তিনি ভয় পাইয়া শয্যার নিম্নদেশ হইতে বাহির হইলেন, খড়্‌গখানি রাজার পাদমূলে নিক্ষেপপূর্ব্বক বলিলেন, "দেব, আমায় ক্ষমা করুন" এবং উপুড় হইয়া তাঁহার পায়ে পড়িলেন। রাজা বলিলেন, "তুমি ভাব, তুমি যাহা কর তাহা কেহই জানে না।" তিনি কুমারকে তিরস্কার করিয়া শৃঙ্খলে আবদ্ধ করাইলেন এবং তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপপূর্ব্বক প্রহরী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এই সময়ে রাজা বোধিসত্ত্বের গুণ বুঝিতে পারিলেন। ইহার পর কালক্রমে তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন এবং অমাত্যেরা তাঁহার শরীরকৃত্য সম্পাদনপূর্ব্বক কুমারকে বন্ধনাগার হইতে বাহির করিয়া রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন।

☞ এই আখ্যায়িকার সহিত মুসিক-জাতক (৩৭৩) তুলনীয়। Gesta Romanorum-নামক পাশ্চাত্য কথাগ্রন্থেও এইরূপ আখ্যায়িকা আছে [১০৩]। কিন্তু তাহাতে দেখা যায়, রাজার প্রাণবধের চক্রান্ত করিয়াছিলেন রাজ্যের কতিপয় সম্রান্ত ব্যক্তি; রাজপুত্র নহে।

জাতকের আরও কোন কোন আখ্যায়িকায় রাজপুত্রদিগের পিতৃদ্রোহের উল্লেখ আছে। সংকিচ্চ-জাতকে (৫৩০) যে রাজকুমারের উল্লেখ আছে, তিনি ত পিতাকে বধ করিয়াই রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন।

কেবল কথাসাহিত্যে নহে, ইতিহাসেও রাজকুলে পিতৃদ্রোহের উল্লেখ বিরল নহে। অজাতশত্রু-কর্তৃক বিম্বিসারের নিধন (সঞ্জীব-জাতক ১৫০) এবং বিরূঢ়ক-কর্তৃক প্রসেনজিতের সিংহাসনচ্যুতি (ভদ্দসাল-জাতক ৪৬৫) ঐতিহাসিক সত্য। ফলতঃ রাজাদিগকে প্রাচীন কালে গৃহশত্রুর ভয়ে সশঙ্ক থাকিতে হইত। গৃহশত্রুদিগের মধ্যে প্রধান ছিলেন মহিষী ও পুত্র। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (৫১ পৃঃ) এবং মেধাতিথির ভাষ্যে (মনুসংহিতা ৭।১৫৩) মহিষীদিগের চক্রান্তে রাজার উপাংশু-হত্যার উদাহরণ পাওয়া যায়।

পুত্র হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত রাজাদিগকে যে কত প্রয়াস পাইতে হইত, অর্থশাস্ত্রের রাজপুত্ররক্ষণ-প্রকরণ পাঠ করিলে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কৌটিল্য বলেন, "জন্মপ্রভৃতি রাজপুত্রান্ রক্ষেৎ কর্কটসধর্ম্মাণো হি জনকভক্ষা রাজপুত্রাঃ।" এই কারণে প্রাচীন নীতিশাস্ত্রকারদিগের অনেকে অনেক ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। একজন বলিয়াছেন, "তেষামজাতস্নেহে পিতরি উপাংশুদণ্ডঃ শ্রেয়ান্," অর্থাৎ পিতার মনে অপত্যস্নেহ সঞ্জাত হইবার পূর্ব্বেই রাজপুত্রদিগকে গুপ্তভাবে নিহত করা কর্ত্তব্য। আর একজন বলিয়াছেন, রাজপুত্রদিগকে অশিক্ষিত ও বিলাসপরায়ণ করা ভাল, কেন না এরূপ পুত্র কখনও পিতৃদ্রোহী হয় না! কৌণপদন্তের মতে কুমারদিগকে মাতৃবন্ধুগণের তত্ত্বাবধানে রাখা বিধেয়।

রামায়ণে দেখা যায়, ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহের পরেই তাঁহাদের মাতুল যুধাজিৎ তাঁহাদিগকে কেকয় রাজ্যে লইয়া যান। ইহার বার বৎসর পরে রামের যৌবরাজ্যে অভিষেকের আয়োজন; কিন্তু এমন উৎসবের সময়েও তাঁহাদিগকে অযোধ্যায় আনয়ন করিবার কোন কথা উঠে নাই। যখন রামের নির্ব্বাসন হইল এবং দশরথ দেহত্যাগ করিলেন, তখনই অমাত্যেরা ভরতকে অযোধ্যায় আনাইলেন। ভরতশত্রুঘ্নের মাতুলালয়ে এই সুদীর্ঘ প্রবাস কি কৌণপদন্তের নীতিমূলক?

বাবেরু-জাতক[১]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ময়ূরযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রমে শরীরবৃদ্ধির সঙ্গে তিনি পরমরূপবান্ হইয়াছিলেন এবং এক অরণ্যে বাস করিতেন। এই সময়ে কতিপয় বণিক্

[১] বাবেরু কোন্ স্থানের নাম তাহা স্থির করা কঠিন। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা ব্যাবিলন।

নৌকায় একটা 'দিশা কাক'[১] লইয়া বাবেরু রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিল। তখন বাবেরু রাজ্যে নাকি কোন পক্ষী ছিল না। তত্রত্য অধিবাসীরা গমনাগমন করিবার কালে দেখিতে পাইল, বণিক্‌দিগের নৌকার মাস্তুলের উপর কাকটা বসিয়া আছে। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, "দেখ, ইহার শরীরের বর্ণ কি মনোহর! ইহার গলপ্রান্ত, মুখ ও তুণ্ডই বা কি সুন্দর! ইহার চক্ষু দুইটী যেন মণিগোলক!" তাহারা কাকের এইরূপ প্রশংসা করিয়া বণিক্‌দিগকে বলিল, "মহাশয়গণ, আপনারা আমাদিগকে এই পাখীটা দিন্; আমাদেরই ইহা আবশ্যক; আপনারা ত স্বদেশে অন্য পাখী পাইবেন।" বণিকেরা উত্তর দিল, "যদি প্রয়োজন হয়, মূল্য দিয়া ক্রয় করুন।" "এক কাহণ লইয়া দিন্!" "না, এক কাহণে দিব না।" অনন্তর বাবেরুবাসীরা ক্রমে দর বাড়াইয়া শেষে বলিল, "আচ্ছা, এক শ কাহণ লইয়া দিন।" বণিকেরা বলিল, "এ পাখীটা দিয়া আমাদেরও বহু উপকার হয়; কিন্তু তোমাদিগের সঙ্গেও বন্ধুত্ব রক্ষা করা আবশ্যক।" তাহারা এক শ কাহণ লইয়া কাকটাকে বিক্রয় করিল।

বাবেরুবাসীরা কাকটাকে সুবর্ণপঞ্জরে রাখিল, এবং তাহার আহারার্থ নানাপ্রকার মৎস্য, মাংস ও বন্যফল দিয়া যত্ন করিতে লাগিল। সে দেশে অন্য পাখী ছিল না বলিয়া দশবিধ অসদ্ধর্ম্মযুক্ত[২] কাকই পরম আদর-যত্ন পাইতে লাগিল।

ইহার পর উক্ত বণিকেরা আবার বাবেরু রাজ্যে যাইবার সময়ে একটা উৎকৃষ্ট ময়ূর সঙ্গে লইয়া গেল। তাহারা ময়ূরটাকে এমন শিক্ষা দিয়াছিল যে, তুড়ি দিলেই সে কেকা রব করিত, হাততালি দিলে নাচিত। যখন

১ 'দিসাকাক'। ইংরাজী অনুবাদক ইহার অর্থ করিয়াছেন বিদেশী কাক। কিন্তু বিদেশী কাক বলিলে কি বুঝাইবে? পূর্ব্বে লোকে সমুদ্রে দিক্ নির্ণয় করিবার জন্য পোষা কাক সঙ্গে লইয়া যাইত এবং দিগ্‌ভ্রম ঘটিলে উহা ছাড়িয়া দিত। কাক সহজ-বুদ্ধিবলে যে দিকে উড়িয়া যাইত, নাবিকেরা মনে করিত যে, সেই দিকে পোত চালাইলে স্থল পাওয়া যাইবে। এইরূপ পোষা কাক দিশাকাক নামে অভিহিত হইত।

২ কাকের দশ অসদ্ধর্ম্ম :—নিল্লজ্জত্তং, অতিভয়সীলত্তং, আহারলোভত্তং, আহারগূহনত্তং, গূল্হহারস্স পুনরপরিয়েসনত্তং, অসুচিভক্‌খণত্তং, অনিট্‌ঠলক্‌খণত্তং, অনিট্‌ঠরাবত্তং, চোরত্তং, বলিপুট্‌ঠত্তং।

বাবেরুরাজ্যের বহুলোক ঐ নৌকা দেখিতে সমবেত হইল, তখন ঐ ময়ূরটা নৌকার অগ্রভাগে দাঁড়াইয়া পক্ষবিধূননপূর্ব্বক মধুর রব করিতে ও নাচিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া বাবেরুবাসীরা অত্যন্ত প্রীত হইল এবং বণিক্‌দিগকে বলিল, "মহাশয়গণ, এই অতি সুন্দর ও সুশিক্ষিত পক্ষিরাজটী আমাদিগকে দান করুন।" বণিকেরা বলিল, "আমরা প্রথমবারে একটা কাক আনিয়াছিলাম; তাহা তোমরা লইয়াছ। এবার এই উৎকৃষ্ট ময়ূরটা আনিয়াছি; এটাকেও চাহিতেছ। তোমাদের দেশে, দেখিতেছি, আর পাখী লইয়া আসিতে পারিব না।" "যাহাই বলুন না কেন, মহাশয়গণ; আপনারা কিন্তু দেশে গিয়া অন্য ময়ূর পাইবেন; এটা আমাদিগকে দিয়া যান।" অনন্তর মূল্য বাড়াইতে বাড়াইতে তাহারা এক হাজার কাহণ দিয়া উহা ক্রয় করিল। তাহারা উহাকে সপ্তরত্নময় বিচিত্র পঞ্জরে রাখিল এবং উহার আহারার্থ মৎস্য, মাংস, বন্যফল, মধু, লাজ, শর্করামিশ্রিত জল ইত্যাদি দিয়া আদর-যত্ন করিতে লাগিল। ফলতঃ ময়ূররাজই এখন সমধিক আদরের পাত্র হইল। ময়ূরের আগমনের পর কাকের আদর কমিল; সে পূর্ব্বের মত খাদ্য-পানীয়ও পাইত না। এমন কি, কেহ তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও ইচ্ছা করিত না। খাদ্য ও ভোজ্য না পাইয়া কাক শেষে কা কা রব করিতে করিতে মলপূর্ণ ক্ষেত্রে চরিতে লাগিল।

কারণ্ডিয়-জাতক

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্ম-গ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া কোন সুবিখ্যাত আচার্য্যের প্রধান শিষ্য হইয়াছিলেন। এই আচার্য্য কৈবর্ত্ত প্রভৃতি যাহাকে দেখিতে পাইতেন, তাহাকেই অযাচিতভাবে, "শীল গ্রহণ কর," "শীল গ্রহণ কর" বলিয়া শীলব্রত দিতেন; কিন্তু ঐ সকল ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া

গিয়া কখনও শীল রক্ষা করিত না। আচার্য্য একদিন অন্তেবাসীদিগকে লোকের এইরূপ আচরণের কথা জানাইলেন। অন্তেবাসীরা বলিলেন, "ভদন্ত, আপনি ইহাদের রুচির বিরুদ্ধে শীল দান করেন, সেই জন্যই ইহারা উহা ভঙ্গ করে। এখন হইতে যাহারা চাহিবে, তাহাদিগকেই শীল দিবেন, অযাচকদিগকে দিবেন না।" এই উত্তরে আচার্য্যের অনুতাপ জন্মিল; তথাপি তিনি যাহাকে দেখিতেন, তাহাকেই পূর্ব্ববৎ শীল পালন করিতে বলিতেন।

একদিন কোন গ্রামের লোকে ব্রাহ্মণবাচনকের[১] জন্য ঐ আচার্য্যকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। আচার্য্য কারণ্ডিককে[২] ডাকিয়া বলিলেন, "বৎস, আমি যাইব না; তুমি এই পঞ্চশত শিষ্য লইয়া যাও; এবং বাচনকান্তে লোকে আমার জন্য যে যে দ্রব্য দিবে, তাহা লইয়া আইস।" কারণ্ডিক সেখানে গেলেন এবং ফিরিবার কালে পথে একটা কন্দর দেখিয়া ভাবিলেন, 'আমাদের আচার্য্য যাহাকে দেখেন, না চাহিলেও তাহাকে শীল দান করেন; এখন হইতে যাহাতে কেবল যাচকদিগকেই শীল দান করেন, তাহার উপায় দেখিতেছি।' ইহা ভাবিয়া যখন সেই শিষ্যগণ সুখে বিশ্রাম করিতে বসিল, তখন তিনি উঠিয়া একখণ্ড প্রকাণ্ড শিলা উৎপাটন করিয়া কন্দরের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন এবং তাহার পর পুনঃ পুনঃ আরও শিলা লইয়া ঐরূপ করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া শিষ্যেরা উঠিয়া বলিল, "আচার্য্য, আপনি এ কি করিতেছেন?" বোধিসত্ত্ব কোন উত্তর দিলেন না। তখন শিষ্যেরা ছুটিয়া প্রধান আচার্য্যকে ঐ কাণ্ড জানাইল। তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া বলিলেন :—

একাকী অরণ্যে আগ্রহের সহ শিলা করি আহরণ
কন্দরের মধ্যে ফেল বার বার, কারণ্ডিক, কি কারণ?

[১] লোকে ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া শাস্ত্র পাঠ করাইত; ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া স্ব স্ব বিদ্যার ও বাক্‌পটুতার পরিচয় দিতেন এবং দক্ষিণা পাইতেন। এই নিমিত্তই বোধ হয় এরূপ সভা 'ব্রাহ্মণবাচনক' নামে অভিহিত হইত।

[২] বোধিসত্ত্বেরই নাম ছিল কারণ্ডিক

ইহা শুনিয়া আচার্য্যের প্রবোধার্থ কারণ্ডিক বলিলেন :—

সাগরেবেষ্টিত ধরা সমতল হবে করতলবৎ,
তাই ভাঙ্গি গিরি শিলা খণ্ড আনি করি দরীগর্ভসাৎ।

আচার্য্য বলিলেন :—

বিপুলা পৃথিবী; কি সাধ্য লোকের করে সমতল তায়?
এই এক গুহা পূরিতে তোমার হইবে জীবন ক্ষয়।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন :—

ধরা সমতল করিতে শকতি কারো যদি নাহি থাকে,
তা হ'লে, ব্রাহ্মণ, আমিও একটী প্রশ্ন করি আপনাকে :—
নানা মতিগতি নানা মানুষের; ভাবিয়াছেন কি মনে,
শীলব্রত দিয়া এক(ই) পথে আনি চালাবেন সব জনে?

ইহা শুনিয়া আচার্য্য উচিত উত্তর দিলেন, কারণ তিনি বুঝিতে পারিলেন যে অন্য লোকের সহিত তাঁহার মত এক নাও হইতে পারে। তিনি বলিলেন, "কারণ্ডিক, আমি আর এরূপ করিব না।

সংক্ষেপে আমার হিতের কারণ দিলা যেই উপদেশ,
পালিব যতনে যতদিন মোর না হবে জীবন শেষ।
পারে না ক কেহ ধরারে করিতে সমতল সব ঠাঁই;
একপথে সব মানুষে আনিতে সাধ্য মানুষের নাই।"[১]

আচার্য্য এইরূপে শিষ্যের গুণকীর্ত্তন করিলেন। শিষ্যও আচার্য্যের চৈতন্যসম্পাদনপূর্ব্বক স্বগৃহে প্রতিগমন করিলেন।

---

১ স্পেনের রাজা পঞ্চম চার্লস্ য়ুরোপের পশ্চিমখণ্ডবাসী খ্রীষ্টান্‌দিগকে ধর্ম্মসম্বন্ধে একমতাবলম্বী করিবার জন্য বহু যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি শেষে রাজ্যত্যাগ করিয়া এক মঠে বাস করিতেন। এই সময়ে কতকগুলি ঘড়ি লইয়া তিনি প্রতিদিন যাহাতে সমস্ত ঘড়িতেই ঠিক এক সময় রাখে, তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতেন না। অনন্তর একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি কি মূর্খ! যখন এই নির্জীব পদার্থগুলিকে সমভাবে চালাইতে পারিতেছি না, তখন কোন্ যুক্তিবলে চৈতন্যসম্পন্ন সমগ্র মানবমণ্ডলীকে একপথে চালাইবার জন্য এত রক্তপাত করিয়াছিলাম?"

লটুকিক-জাতক[১]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব হস্তিযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুদর্শন ও মহাকায় হইয়াছিলেন এবং অশীতিসহস্রপরিমিত বারণযূথের অধিপতি হইয়া হিমবন্ত-প্রদেশে অবস্থিতি করিতেন।

একদা এক লটুকা হস্তীদিগের বিচরণক্ষেত্রে অণ্ডপ্রসব করিয়াছিল। অণ্ডগুলি পরিণত হইলে শাবকেরা তাহাদের আবরণ ভাঙ্গিয়া বাহির হইল। তাহাদের পক্ষোদ্‌গম হয় নাই; উড়িবারও সাধ্য নাই, এমন সময়ে মহাসত্ত্ব অশীতিসহস্রবারণ-পরিবৃত হইয়া আহারার্থ বিচরণ করিতে করিতে সেইখানে উপস্থিত হইলেন।

হস্তী দেখিয়া লটুকা ভাবিল, 'ঐ হস্তিরাজ আমার শাবকদিগকে পাদতলে মর্দ্দিত করিয়া মারিয়া ফেলিবেন। সময় থাকিতে, আমি শাবক-দিগের পরিত্রাণার্থ ইঁহার নিকট ধর্ম্মসঙ্গত রক্ষা প্রার্থনা করিব।' ইহা স্থির করিয়া সে নিজের পক্ষদ্বয় তুলিয়া পৃষ্ঠোপরি একত্র করিল[২] এবং বোধিসত্ত্বের পুরোভাগে থাকিয়া এই গাথা বলিল :—

গজরাজ—ষষ্টিবর্ষ বয়স্ যাঁহার,[৩]
এ অরণ্যে একমাত্র যাঁর অধিকার—
যশস্বী, যূথের পতি ; লটুকা দুর্ব্বলা অতি
পক্ষ যুড়ি মাগে বর তাঁহার নিকটে,
শাবকগুলির যেন বিনাশ না ঘটে।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "কোন চিন্তা করিও না; আমি তোমার শাবকগুলি রক্ষা করিতেছি।" তিনি গিয়া এমনভাবে দাঁড়াইলেন যে শাবকগুলি

১ লটুকিক—লটুকা, বর্ত্তকজাতীয় একপ্রকার পক্ষী।

২ অর্থাৎ কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছে এই ভাব দেখাইল।

৩ অনেক স্থানেই মহাবলগজ-সম্বন্ধে 'সট্‌ঠিহায়ন' এই বিশেষণ দেখা যায়। হস্তীর আয়ুষ্কাল প্রচলিত বিশ্বাসমত ১২০ বৎসর ধরিলে ষাট বৎসর বয়সে তাহাদের ইন্দ্রিয়গুলির পূর্ণতা সম্পাদিত হইয়াছে, বোধ হয় এইরূপ মনে করিতে হইবে। সংস্কৃত সাহিত্যেও "কুঞ্জরাঃ ষষ্টিহায়নাঃ" উৎকৃষ্ট হস্তী বলিয়া পরিগণিত।

তাঁহার দেহের তলদেশে নিরাপদ্ রহিল, এবং যখন আশি হাজার হাতী সকলেই চলিয়া গেল, তখন লট্বকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমাদের পশ্চাতে একটা একচর হস্তী আসিতেছে; সে আমাদের কথা শুনিবে না। সে আসিলে তাহার নিকটও অভয় প্রার্থনা করিও এবং শাবকগুলি রক্ষা করিও।" মহাসত্ত্ব ইহা বলিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন লট্বকা একচর গজের প্রত্যুদ্গমন করিয়া, পক্ষদ্বয়ের সাহায্যে প্রাঞ্জলি হইয়া বলিল :—

অরণ্যনিবাসী গজকুলের রতন,
নির্ভয়ে করেন যিনি একা বিচরণ
পর্ব্বতের সানুদেশে : অবলা লট্বকা এসে
মাগিছে প্রাঞ্জলি হয়ে যুড়ি পক্ষদ্বয়,
শাবকগুলির যেন বিনাশ না হয়।

এই কথা শুনিয়া একচর গজ বলিল :—

বধিব, লট্বকে, তোর শাবকসকল :
দিতে কি পারিবি বাধা? নাই তোর বল।
আন্ গিয়া শত শত তোর মত পাখী যত :
বাম পদাঘাতে মোর চূর্ণ হবে সব;
কি সাহসে ডিম্ব হেথা করিলি প্রসব?

ইহা বলিয়াই সে শাবকগুলিকে পদাঘাতে মর্দ্দিত করিল এবং মূত্রস্রোতে ভাসাইয়া দিয়া বৃংহণ করিতে করিতে চলিয়া গেল। লট্বকা বৃক্ষশাখায় বসিয়া বলিল, "এখন নিনাদ করিতে করিতে যাও; কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই দেখিবে, আমি কিছু করিতে পারি কি না। তুমি জান না যে, কায়বল ও জ্ঞানবলের মধ্যে কত অন্তর। আমি তোমাকে তাহা শিখাইতেছি।"

ইহা বলিয়া লট্বকা কয়েকদিন একটা কাকের পরিচর্য্যা করিল। কাক তাহার সেবায় তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমি তোমার কি উপকার করিতে পারি?" লট্বকা উত্তর দিল, "আপনাকে আর কিছু করিতে হইবে না; কেবল এই প্রার্থনা করি যে, আপনি যেন তুণ্ডাঘাতে সেই একচর গজের চক্ষু দুইটা খুঁড়িয়া তুলেন।" কাক বলিল, "বেশ,

তাহাই করিব।” তখন লটুকা এক নীলমক্ষিকার উপাসনা আরম্ভ করিল। নীলমক্ষিকা জিজ্ঞাসা করিল, “আমি তোমার কি উপকার করিব ?” লটুকা বলিল, “আমি চাই যে, কাক যখন একচর গজের চক্ষু উপড়াইয়া ফেলিবেন, আপনি তখন সেই ক্ষতস্থানে ডিম পাড়িবেন।” নীলমক্ষিকা বলিল, “বেশ, তাহাই করিব।” অবশেষে লটুকা এক মণ্ডূকের পরিচর্য্যা করিল। মণ্ডূক জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কি চাও ?” “যখন সেই একচর গজ অন্ধ হইয়া জল অন্বেষণ করিবে, আপনি তখন পর্ব্বতের উপরে থাকিয়া ডাকিবেন। তাহা শুনিয়া সে যখন পর্ব্বতের উপরে উঠিবে, আপনি তখন অবতরণ করিয়া প্রপাতের[১] অধোদেশে ডাকিবেন। আপনার নিকট আমার এইমাত্র প্রার্থনা।” মণ্ডূক এই কথা শুনিয়া বলিল, “বেশ, তাহাই করিব।”

অনন্তর একদিন কাক তুণ্ডাঘাতে সেই হস্তীর দুইটী চক্ষুই উৎপাটন করিল, এবং নীলমক্ষিকা ক্ষতস্থানে ডিম পাড়িল। ডিম্বজাত কৃমিগুলি হস্তীর মেদমাংস খাইতে লাগিল, এবং সে বেদনায় উন্মত্ত ও পিপাসায় অভিভূত হইয়া জলের অন্বেষণে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। সেই সময়ে মণ্ডূক পর্ব্বত-শিখরে উঠিয়া শব্দ করিল। ‘ওখানে নিশ্চয় জল আছে’ এই বিশ্বাসে হস্তী পর্ব্বতে আরোহণ করিল; ইত্যবসরে ভেক অবতরণ করিয়া প্রপাতে গেল এবং সেখানে থাকিয়া আবার শব্দ করিল। তাহা শুনিয়া হস্তী ভাবিল, ‘ঐ খানেই বুঝি জল আছে’ এবং প্রপাতাভিমুখে ছুটিল। কিন্তু কিয়দ্দূর গিয়াই ঊর্দ্ধপাদ ও অধঃশির হইয়া সে প্রপাতের অধোদেশে পড়িয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইল। তাহার মৃত্যু হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া লটুকা বলিল, “এতদিনে আমি শত্রুর পৃষ্ঠদেশ দেখিতে পাইলাম।” অনন্তর সে অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া হস্তীর স্কন্ধোপরি বিচরণ করিতে লাগিল এবং তাহার পর নিজের কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিল।

☞ এই জাতক ও পঞ্চতন্ত্রের (১।১৫) চটক-দম্পতীর আখ্যায়িকা প্রায় এক। পঞ্চতন্ত্রে দুষ্ট হস্তীর বধের জন্য চটকার সহায় হইয়াছিল এক কাষ্ঠকুট্ট, এক ভেক ও এক মক্ষিকা।

---

[১] প্রপাত—ভৃগুদেশ (precipice)।

ভিসপুপ্ফ-জাতক[১]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যের কোন গণ্ডগ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হইয়াছিলেন এবং তদনন্তর ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া এক পদ্মসরোবরের নিকটে বাস করিতেন। একদিন তিনি সরোবরে অবতরণ করিয়া একটা প্রস্ফুটিত পদ্মের ঘ্রাণ লইতেছিলেন। তাহা দেখিয়া এক দেবকন্যা বৃক্ষস্কন্ধবিবরে অবস্থিতা হইয়া নিম্নলিখিত গাথায় তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিয়াছিলেন :—

এ ফুল তোমায় কেহ করে নাই দান ;
তথাপি লইলে তুমি ইহার আঘ্রাণ !
এও একরূপ চৌর্য্য নাহিক সংশয় ;
গন্ধচোর হইয়াছ তুমি, মহাশয় ।

তখন বোধিসত্ত্ব বলিয়াছিলেন :—

হরি নাই, ভাঙ্গি নাই ; শুধু দূর হ'তে
পঙ্কজের গন্ধ পশে আমার নাসাতে ।
তবে কেন গন্ধচোর বল গো আমায় ?
চুরি না করিয়া চোর—এত বড় দায় !

এই সময়ে একটা লোক ঐ সরোবরে গিয়া মৃণাল খনন করিতে ও পদ্ম তুলিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "দূরে থাকিয়া ঘ্রাণ লইতেছিলাম বলিয়া আমায় তিরস্কার করিলে, আর এই লোকটাকে কিছুই বলিতেছ না।

খুঁড়িছে মৃণাল আর ছিঁড়িছে কমল !
এ হেন নিষ্ঠুরে কেন কিছু নাহি বল ?"

[১] ভিসপুপ্ফ = পদ্মফুল (ভিস = বিস)।

দেবকন্যা উক্ত ব্যক্তিকে কিছু না বলিবার কারণ বুঝাইলেন :—

মলমূত্রে লিপ্ত যথা ধাত্রীর বসন,
দুষ্কর্ম্মকারীরা পাপে দূষিত তেমন।
হেন জনে বলিবার কিছু মোর নাই ;
নীরবে দুষ্কর্ম্ম এর হেরিতেছি তাই।
পুণ্যশীল শ্রমণ তোমার মত যারা,
উপদেশ পাইবার উপযুক্ত তারা।
নিষ্পাপ,—নিয়ত যারা করে প্রযতন
কিরূপে পবিত্রভাবে যাপিবে জীবন—
অল্পমাত্র পাপ যদি তাদের চরিতে
কোন সূত্রে কোনকালে পারে প্রবেশিতে,
যত আছে গুণ তাহা আচ্ছাদন করে,
করে যথা মহামেঘ প্রদীপ্ত ভাস্করে।

দেবকন্যা-কর্ত্তৃক এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া বোধিসত্ত্ব মনের আবেগে নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন :—

প্রকৃতি আমার তুমি জান সবিশেষ ;
তাই, দেবি, কৃপা করি দিলা উপদেশ।
হেন অকার্য্যেতে রত দেখিলে আবার,
করিও আমায় যথোচিত তিরস্কার।

☞ "অদত্তাদান পাপ" এই উপদেশটী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপন্ন করিবার জন্যই বোধ হয় উল্লিখিত জাতকটী রচিত হইয়া থাকিবে। হাস্যরসোদ্দীপনে কিংবা সময়-বিশেষে শঠে শাঠ্যপ্রয়োগের উপযোগিতা-প্রদর্শনের জন্যও এই শ্রেণীর দুই একটী গল্প দেখা যায়। ফরাসী কবি Rabelaisএর গ্রন্থে দেখা যায়, এক ব্যক্তি কোন সূপকারের গৃহের বাহিরে বসিয়া সূপগন্ধ অনুভব করিতে করিতে রুটি খাইয়াছিল, এইজন্য সূপকার সূপগন্ধের মূল্য চাহিয়াছিল এবং এক বিদূষকের পরামর্শে প্রথমোক্ত ব্যক্তি সূপকারের ফলকোপরি একটা মুদ্রা কয়েকবার বাজাইয়া, শব্দের দ্বারা গন্ধের মূল্য দিয়াছিল। কথানরিৎসাগরে দেখা যায়, এক রাজা কোন গন্ধর্ব্বকে অর্থ দিতে অঙ্গীকার করিয়া গান শুনিয়াছিলেন, কিন্তু অর্থ দেন নাই, বলিয়াছিলেন, তুমি গান করিয়া আমাকে ক্ষণস্থায়ী তৃপ্তি দিয়াছ, আমিও অর্থ দিতে চাহিয়া তোমাকে ক্ষণস্থায়ী তৃপ্তি দিয়াছি।

দব্‌ভপুপ্‌ফ-জাতক

মায়াবি-নামক এক শৃগাল ভার্য্যার সহিত নদীতীরস্থ এক স্থানে বাস করিত। একদিন শৃগালী শৃগালকে বলিল, "স্বামিন্, আমার একটা বড় সাধ জন্মিয়াছে; আমার টাট্‌কা রুই মাছ খাইতে ইচ্ছা হইতেছে।" শৃগাল বলিল, "কোন চিন্তা নাই, আমি আনিয়া দিতেছি।" সে নদীর তীরে গিয়া নিজের পাগুলি লতাদ্বারা ঢাকিয়া জলের ধারে ধারে যাইতে লাগিল। ঐ সময়ে গম্ভীরচারী ও অনুতীরচারী-নামক দুইটা উদ্‌বিড়াল নদীতীরে মৎস্য অনুসন্ধান করিতেছিল। গম্ভীরচারী একটা বৃহৎ রোহিত মৎস্য দেখিয়া অতিবেগে জলমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তাহার পুচ্ছ কামড়াইয়া ধরিল। মৎস্যটা খুব বলবান্ ছিল; সে গম্ভীরচারীকে টানিয়া লইয়া চলিল। তখন গম্ভীরচারী অনুতীরচারীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মাছটা খুব বড়, ইহাতে আমাদের উভয়েরই প্রচুর আহার হইবে; অতএব শীঘ্র আসিয়া আমার সাহায্য কর।"

ইহা শুনিয়া অনুতীরচারী বলিল :—

আশ্বাস গম্ভীরচারী দিতেছি তোমায়,
দৃঢ়রূপে রাখ ধরি, যেন না পলায়।
হেলায় তুলিব মৎস্য, সুপর্ণ যেমন
বিল হতে অজগরে করে উত্তোলন।

অনন্তর দুইটা উদ্‌বিড়াল মিলিয়া রোহিত মৎস্যটাকে স্থলে টানিয়া তুলিল এবং মারিয়া ফেলিল। কিন্তু তখন উভয়েই পরস্পরকে "ভাগ কর্ দেখিন্" বলিয়া বিবাদ আরম্ভ করিল; এবং ভাগ করিতে অসমর্থ হইয়া মাছ ছাড়িয়া বসিয়া রহিল। সেই সময়ে শৃগাল সেখানে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া উদ্‌বিড়ালদ্বয় প্রত্যুদ্‌গমনপূর্ব্বক বলিল, "সৌম্য দর্ভপুষ্প, এই মৎস্যটী আমরা উভয়ে মিলিয়া ধরিয়াছি; কিন্তু ইহা ভাগ করিতে না পারায় আমাদের মধ্যে বিবাদ হইয়াছে; তুমি ইহা সমান ভাগ করিয়া দাও।"

তাহাদের কথা শুনিয়া শৃগাল নিজের ক্ষমতা কীর্ত্তন করিবার জন্য বলিল :—

বিনিশ্চয়-মহামাত্র ছিলাম রাজার,
কত শত বিবাদের করেছি বিচার।
করিব এখনি ভাগ সমান সমান ;
কলহের তোমাদের হবে অবসান।

অনন্তর শৃগাল ভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া এই গাথা বলিল :—

ন্যাজা খেয়ে, অনুতীরচারী,তুষ্ট হও ;
মুড়াটা, গম্ভীরচারী, তুমি বসি খাও।
ন্যাজা মুড়া বাদ দিয়া মাঝে যা থাকিবে,
বিচারপতির ভাগে তাহাই পড়িবে।

এইরূপে মাছটা ভাগ করিয়া শৃগাল বলিল, "তোমরা বিনা কলহে এক জন ন্যাজা ও এক জন মুড়াটা খাও।" অনন্তর সে নিজে মধ্যম খণ্ডটী মুখে কামড়াইয়া ধরিয়া চলিয়া গেল ; উদ্‌বিড়াল দুইটা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল। সহস্র মুদ্রা হারাইলে লোকের মুখ যেমন বিমর্ষ হয়, তাহাদেরও সেইরূপ হইল।

শৃগালী শৃগালকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি উপায়ে এই মাছ পাইলে ?

স্থলচর তুমি ; এই মৎস্য জলচর ;
কেমনে ধরিলে এরে, বল, প্রাণেশ্বর ?"

শৃগাল বলিল :—

বিবাদে দুর্ব্বল করে, হয় ধনক্ষয়।
বিবাদ করিয়া, প্রিয়ে, উদ্‌বিড়ালদ্বয়
হারাইল নিজ খাদ্য, আজ সে কারণ
মায়াবী রোহিত মৎস্য করিবে ভক্ষণ।
মানুষের(ও) রীতি এই ; বিবাদ করিয়া
মানুষ বিচারালয়ে যাইবে ছুটিয়া।

করেন বিচারপতি ন্যায়তঃ বিচার ;
ফল কিন্তু তাহার বড়ই চমৎকার ;
বাদী আর প্রতিবাদী সর্ব্বস্বান্ত হয় ;
রাজকোষে ঘটে শুধু ধন-উপচয়।

☞ তুং—বানরকর্ত্তৃক বিবদমান বিড়ালদ্বয়ের মধ্যে পিষ্টকবিভাগ (লা-ফন্তেন ২।৯) ; কথাসরিৎ-সাগরের পুত্রকরাজার আখ্যায়িকা। দুইটা অসুর এক জোড়া জুতা, একখানা লাঠি ও একটা ভাণ্ড লইয়া বিবাদ করিতেছিল। জুতা পায়ে দিয়া আকাশপথে যাইতে পারা যাইত, লাঠির দ্বারা যাহা মাটিতে লেখা হইত তাহা সত্য হইত ; ভাণ্ডে যখন যাহা ইচ্ছা পাওয়া যাইত। পুত্রক তাহাদিগকে বিবাদ করিতে নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমরা দৌড়াও ; যে দৌড়ে জিতিবে, সেই এই তিন দ্রব্য পাইবে।" অসুরেরা যেমন দৌড়াইল অমনি পুত্রক জুতা পরিয়া লাঠি ও ভাণ্ড লইয়া আকাশপথে চলিয়া গেলেন। তন্ত্রাখ্যায়িকায় দেখা যায়, এক তিত্তির ও এক শশক বাসস্থান লইয়া বিবাদ করিয়া বিড়ালকে মধ্যস্থ মানিয়াছিল বিড়াল বধিরতার ভান করিয়া তাহাদিগের উভয়কেই নিজের নিকটে লইয়া মারিয়া খাইয়াছিল।

মহাকপি-জাতক[১]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কপিযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্তির পর দীর্ঘায়ত-দেহ ও প্রভূতবলবীর্য্যসম্পন্ন হইয়াছিলেন। তিনি অশীতিসহস্র বানরের অধিনেতা হইয়া হিমবন্ত-প্রদেশে বাস করিতেন। তখন গঙ্গাতীরে বহুশাখাপ্রশাখাসম্পন্ন, সান্দ্রচ্ছায়, বহুপত্রযুক্ত, গিরিকূটসমুন্নত একটা আম্রবৃক্ষ (কেহ কেহ বলেন, ন্যগ্রোধ বৃক্ষ) ছিল। তাহার অতি মধুর ও দিব্যগন্ধযুক্ত রসাল ফলগুলি আয়তনে বড় বড় ঘটের মত হইত। একটি শাখার ফল স্থলে পড়িত ; এক শাখার ফল গঙ্গাজলে পড়িত ; আর দুই শাখার ফল, ইহাদের মধ্যে, বৃক্ষমূলে পড়িত। বোধিসত্ত্ব কপিযূথ সঙ্গে লইয়া ঐ

[১] জাতকমালা—২৭। ইহাতে দেবদত্তের কোন উল্লেখ নাই, এবং আম্রফলের পরিবর্ত্তে 'পরিপক্ক-তালফলাধিকতরপ্রমাণ' ন্যগ্রোধ ফলের কথা আছে।

বৃক্ষের ফল খাইবার সময়ে ভাবিয়াছিলেন, 'কোন না কোন দিন এই বৃক্ষের ফল জলে পড়িলে আমাদের বড় বিপদ্ ঘটিতে পারে।' এই জন্য তিনি, যে শাখাটী জলের উপর ছিল, তাহাতে একটী ফলও রাখিতেন না; পুষ্পোদ্গমের সময়ে, কিংবা ফলগুলি যখন কেবল কলায়প্রমাণ হইত, তখনই বানরদিগের দ্বারা হয় ভক্ষণ করাইতেন, নয় ছিঁড়িয়া ফেলাইতেন। কিন্তু এত সতর্কতার মধ্যেও একবার একটা ফল পিপীলিকা-নির্ম্মিত পত্রপুটের অন্তরালে সহস্র বানরের চক্ষু এড়াইয়া রহিয়া গেল; এবং যথাকালে পাকিয়া নদীতে পড়িল ও ভাসিয়া চলিল। বারাণসীর রাজা নদীর ঊর্দ্ধ ও অধোদেশে জাল বান্ধিয়া জলক্রীড়া করিতেছিলেন। উক্ত আম্র ফলটী ভাসিতে ভাসিতে তাঁহার ঊর্দ্ধজালে আসিয়া ঠেকিল। রাজা সমস্ত দিন জলকেলি করিয়া সন্ধ্যাকালে যখন গৃহে প্রতিগমন করিবেন, তখন কৈবর্ত্তেরা জাল তুলিতে গিয়া ঐ ফল দেখিতে পাইল এবং উহা কি ফল তাহা বুঝিতে না পারিয়া রাজাকে দেখাইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটা কি ফল?" তাহারা উত্তর দিল, "আমরা জানি না, মহারাজ।" "কাহারা জানে, বল ত?" "বনেচরেরা জানিতে পারে।" রাজা তখনই বনেচরদিগকে ডাকাইলেন; এবং তাহাদের নিকট জানিতে পারিলেন যে, উহা আম্রফল। তখন তিনি ছুরিকা-দ্বারা ফলটা কাটিলেন, অগ্রে এক টুক্‌রা বনেচরদিগকে খাওয়াইলেন এবং শেষে নিজে খাইলেন, অন্তঃপুরচারিণীদিগকে দিলেন, অমাত্যদিগকেও খাওয়াইলেন। এই আম্রফলের দিব্যরসে রাজার সমস্ত শরীরে অপূর্ব্ব তৃপ্তি সঞ্চারিত হইল। তিনি রসতৃষ্ণায় আকৃষ্ট হইয়া বনেচরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই আম্রবৃক্ষ কোথায় আছে?" তাহারা বলিল, "হিমবন্তপ্রদেশে নদীতীরে।" তখন তিনি বহু নৌসংঘাট[১] প্রস্তুত করাইলেন এবং নদী উজাইয়া চলিলেন। বনেচরেরা পথ দেখাইয়া চলিল। এইরূপে তিনি যে কতদিন চলিয়াছিলেন, তাহা

১ দুই-তিন-খানা নৌকা পাশাপাশি যুড়িলে তাহাকে 'নৌসংঘাট' বলা যাইতে পারে। ইহাতে নৌকা সহজে ডুবিতে পারে না। অথবা 'নৌসংঘাট' শব্দে 'ভেলা' বুঝাইবে কি?

নিশ্চিত বলা যায় না। যাহা হউক, ক্রমাগত যাইতে যাইতে অবশেষে তিনি সেই স্থানে উপনীত হইলেন; বনেচরেরা বলিল, "মহারাজ, ঐ সেই বৃক্ষ।" তখন রাজা নৌকাগুলি লাগাইয়া বহুলোকসহ পদব্রজে চলিলেন; বৃক্ষমূলে শয্যা প্রস্তুত করাইলেন এবং আম্রফল এবং নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া ঐ শয্যায় শয়ন করিলেন। তিনি চতুর্দ্দিকে প্রহরী রাখিলেন এবং অগ্নি জ্বালাইলেন।

এ দিকে সমস্ত লোকে নিদ্রিত হইলে মহাসত্ত্ব নিশীথকালে স্বীয় অনুচরগণসহ সেখানে উপস্থিত হইলেন। অশীতি সহস্র বানর শাখা হইতে শাখান্তরে গিয়া আম্র খাইতে লাগিল। ইহাতে রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইল; তিনি বানরদিগকে দেখিয়া লোকজনদিগকে জাগাইলেন এবং তীরন্দাজদিগকে ডাকাইয়া আদেশ দিলেন, "যাহাতে এই ফলখাদক বানরেরা পলাইতে না পারে, এই ভাবে ইহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া শরবিদ্ধ কর; কল্য আম্রের সহিত বানরমাংস খাইব।"[১] তীরন্দাজেরা "যে আজ্ঞা" বলিয়া বৃক্ষটীকে বেষ্টন করিল এবং শরসন্ধান করিয়া দাঁড়াইল। ইহা দেখিয়া বানরেরা মরণভয়ে কাঁপিতে লাগিল; এবং পলায়ন করিতে অসমর্থ হইয়া মহাসত্ত্বের নিকট গিয়া বলিল, "দেব, আমরা পলায়ন করিতে চেষ্টা করিলেই আমাদিগকে শরবিদ্ধ করিবে, এই অভিপ্রায়ে তীরন্দাজেরা এই বৃক্ষকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; এখন আমাদের উপায় কি?" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "কোন ভয় নাই, আমি তোমাদের প্রাণরক্ষা করিতেছি।"

অনুচরদিগকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া মহাসত্ত্ব, যে শাখাটী ঠিক ঋজুভাবে উঠিয়াছিল, তাহাতে আরোহণ করিলেন, যে শাখা গঙ্গাভিমুখে গিয়াছিল তাহার উপর গেলেন, এবং তাহার অগ্রভাগ হইতে এক লম্ফে শতধনু অতিক্রমপূর্ব্বক গঙ্গার অপর তীরস্থ একটা গুল্মের উপর পতিত হইলেন। সেখান হইতে নিম্নে অবতরণপূর্ব্বক তিনি শূন্যে কতদূর

[১] জাতকের আর দুই-এক অংশে বানরমাংসভক্ষণের উল্লেখ আছে। মনুর মতে কিন্তু গোধা, শল্লকী প্রভৃতি কয়েকটী প্রাণিব্যতীত পঞ্চনখ জীবের মাংস নিষিদ্ধ।

লাফাইয়া আসিয়াছেন তাহা অনুমান করিয়া লইলেন এবং একটা বেত্রলতার মূলচ্ছেদ করিয়া ও ছাল ছাড়াইয়া ভাবিলেন, 'এতটা গাছে বান্ধা থাকিবে এবং এতটা শূন্যে থাকিবে।' এইরূপে তিনি কেবল দুই অংশের মাপ লইলেন। কিন্তু যে অংশ নিজের কোমরে বান্ধা থাকিবে, তাহা ধরিতে ভুলিলেন। অনন্তর তিনি বেত হইতে উক্ত দুই মাপের সমান এক অংশ লইলেন এবং উহার একপ্রান্ত নদীতীরস্থ একটা বৃক্ষে এবং অপরপ্রান্ত নিজের কটিদেশে বান্ধিয়া বায়ুবিচ্ছিন্নমেঘবেগে শূন্যপথে শতধনু অতিক্রম করিলেন। কিন্তু নিজের কটিদেশে যতটা বান্ধা ছিল, বেত কাটিবার সময়ে তাহা ধরেন নাই বলিয়া তিনি সেই আম্রবৃক্ষের উপরে গিয়া পড়িতে পারিলেন না ; কেবল দুই হস্ত-দ্বারা দৃঢ়রূপে উহার শাখা ধরিয়া বানরদিগকে সঙ্কেত-দ্বারা বলিলেন, "তোমরা যত শীঘ্র পার আমার পিঠের উপর দিয়া এই বেতের সাহায্যে অপর পারে গিয়া নিরাপদ্ হও।" তখন সেই অশীতি সহস্র বানর মহাসত্ত্বকে বন্দনা করিয়া ও তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়া অপর পারে চলিয়া গেল। সেই সময়ে দেবদত্তও বানরযোনিতে জন্মিয়াছিল এবং ঐ দলের মধ্যেই ছিল। সে ভাবিল, 'এই আমার শত্রুর পৃষ্ঠদেশ দেখিবার (অর্থাৎ তাহাকে বিনষ্ট করিবার) উপযুক্ত সময়।' সে একটা উচ্চ শাখায় উঠিয়া মহাবেগে মহাসত্ত্বের পৃষ্ঠোপরি পতিত হইল। ইহাতে মহাসত্ত্বের হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইল, তিনি অত্যন্ত বেদনা পাইলেন। দেবদত্ত তাঁহাকে বেদনায় উন্মত্ত করিয়া চলিয়া গেল। মহাসত্ত্ব সেখানে একাকী রহিলেন।

রাজা জাগিয়াই ছিলেন। তিনি অন্যান্য বানরদিগের ও মহাসত্ত্বের সমস্ত কাণ্ড দেখিয়া শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'এই বানররাজ তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মিয়াও নিজের প্রাণকে তুচ্ছজ্ঞানপূর্ব্বক অনুচরদিগের আপন্নিবারণ করিল!' অনন্তর, রাত্রি প্রভাত হইলে, তিনি মহাসত্ত্বের উপর প্রীতিমান্ হইয়া স্থির করিলেন, 'এই কপিরাজের প্রাণবধ করা বিগর্হিত হইবে। কোন কৌশলে নামাইয়া ইহার সেবা শুশ্রূষা করিব।' তিনি নৌসংঘাট অধোগঙ্গায় সরাইয়া লইলেন, তদুপরি এক উচ্চ মঞ্চ বান্ধাইলেন এবং মহাসত্ত্বকে তাহার উপর আস্তে আস্তে নামাইলেন। তিনি

তাঁহার পৃষ্ঠদেশ কাষায় বস্ত্র-দ্বারা আবৃত করাইলেন, তাঁহাকে গঙ্গাজলে স্নান করাইলেন, শর্করামিশ্রিত জল পান করাইলেন; তাঁহার সর্ব্বশরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করাইলেন, তাঁহাকে সহস্রপাক তৈল মাখাইলেন, তাঁহার শয্যার উপর তৈলচর্ম্ম আস্তৃত করাইলেন এবং তাঁহাকে তদুপরি শয়ন করাইয়া নিজে তদপেক্ষা নিম্ন আসনে উপবেশনপূর্ব্বক বলিলেন :—

সংক্রম,[১] নিজের দেহ করিলা তারিতে
কপিগণে তুমি মহাবিপদ্ হইতে!
কি হও তা'দের তুমি, কে তা'রা তোমার,
জানিতে বাসনা বড় হয়েছে আমার।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন :—

বানরযূথের রাজা আমি, অরিন্দম!
এদের রক্ষার ভার আমার উপর;
হয়েছিল ইহাদের বিপত্তি বিষম,
সভয়ে কাঁপিতেছিল সমস্ত বানর।
তাই আমি এক লম্ফে হইলাম পার
শত সুবিস্তৃতধনুঃপ্রমাণ[২] আকাশ;
পড়িয়া অপর পারে বাঁধিনু আমার
কটিদেশে দৃঢ়রূপে বেত্রলতা-পাশ।
এ বৃক্ষে আসিতে লম্ফ দিলাম আবার;
বেগে ছুটে মেঘ যথা বায়ুর তাড়নে;
লতা ছিল ছোট, তাই ধরিনু ইহার
শাখা এক দুই হাতে আমি প্রাণপণে।
শাখা আর লতা ধরি এরূপে যখন
আকাশে ঝুলিনু আমি, শাখামৃগগণ
করিয়া প্রণাম মোরে, মম-পৃষ্ঠোপরি
গিয়াছে চলিয়া দুঃখ-সাগরকে তরি।

১ সংক্রম—(পালি সংকম) —বাঙ্গালা 'সাঁকো'।
২ ধনু=ছিলা না পরাইলে ধনুকের দণ্ড যতদূর বিস্তৃত হয় ততটা। ৪ হাত=১ ধনু।

মহাসত্ত্ব রাজাকে নানারূপ উপদেশ দিতে দিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজা অমাত্যদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আপনারা রাজোচিত সমারোহের সহিত এই কপিরাজের শরীরকৃত্য সম্পাদন করুন।" তিনি মহিলা-দিগকেও আদেশ দিলেন, "তোমরা রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া মুক্তকেশে উল্কাহস্তে লইয়া কপিরাজকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক শ্মশানে যাও।" তখন অমাত্যেরা শতশকটপূর্ণ কাষ্ঠ-দ্বারা চিতা সজ্জিত করিলেন, রাজোচিত সমারোহের সহিত মহাসত্ত্বের শরীরকৃত্য নির্ব্বাহ করিলেন এবং তাঁহার কপালাস্থি লইয়া রাজার নিকট ফিরিয়া গেলেন। রাজা মহাসত্ত্বের চিতার উপর একটা চৈত্য নির্ম্মাণ করাইয়া সেখানে দীপ জ্বালাইলেন এবং গন্ধমাল্যাদি-দ্বারা প্রেত পূজা করাইলেন। অতঃপর তিনি কপালাস্থিখানি সুবর্ণখচিত করাইলেন; তাহাও গন্ধমাল্যাদি-দ্বারা অর্চ্চিত হইল; লোকে উহা কুন্তাগ্রে তুলিয়া রাজার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। এই ভাবে সকলে বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন এবং মহাসত্ত্বের কপালাস্থি রাজদ্বারে রক্ষিত হইল। রাজার আদেশে সমস্ত নগর অলঙ্কৃত হইল; এবং তিনি সপ্তাহকাল ঐ অস্থির পূজা করিলেন। অনন্তর তিনি ঐ ধাতু[১] লইয়া তদুপরি চৈত্য নির্ম্মাণ করাইলেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, গন্ধমাল্যাদি-দ্বারা উহার পূজা করিতেন এবং বোধিসত্ত্বের উপদেশ স্মরণ করিয়া দানাদি পুণ্যানুষ্ঠান করিতেন। এইরূপে যথাধর্ম্ম রাজ্য করিয়া তিনি স্বর্গলোকপরায়ণ হইয়াছিলেন।

☞ সাঁচীর স্তূপতোরণে এই জাতকটী শিলায় উৎকীর্ণ আছে। কোন কোন শিশুপাঠ্য ইংরাজী পুস্তকে এইরূপ একটী গল্পই প্রকৃত ঘটনা বলিয়া চলিয়া আসিতেছে।

---

[১] ধাতু—relic, মহাপুরুষদিগের অস্থিনখদন্তাদি।

কচ্চানি-জাতক

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে কোন কুলপুত্র পিতার মৃত্যুর পরে মাতাকে দেবতাজ্ঞান করিয়া তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেন, মুখধোবন, দন্তকাষ্ঠসংগ্রহ, স্নান, পাদপ্রক্ষালন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যে তিনি মাতার সেবা করিতেন এবং যবাগূভক্তাদি দিয়া তাঁহার ভরণপোষণ করিতেন। একদিন তাঁহার মাতা বলিলেন, "বাবা, গৃহস্থের আরও অনেক কাজ আছে; তুমি সমজাতিকুল হইতে এক কন্যা বিবাহ কর; সেই আমার সেবা করিবে; তুমি অন্য কাজে মন দিতে পারিবে।" পুত্র বলিলেন, "মা, আমি নিজের মঙ্গল প্রত্যাশা করিয়াই তোমার সেবা করিতেছি; আর কে তোমার এমন সেবা করিবে?" "বাবা, যাহাতে বংশবৃদ্ধি হয়, তাহাও ত করিতে হইবে।" "আমার গৃহবাসে আসক্তি নাই। আমি তোমার সেবা করিব এবং তোমার মৃত্যু হইলে,[১] প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।" মাতা পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই পুত্রের মন ফিরাইতে পারিলেন না। তখন পুত্রের সম্মতি না লইয়াই তিনি সমজাতিকুল হইতে এক পাত্রী আনয়ন করিলেন। মাতার আদেশ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া কুলপুত্র এই কন্যাকে বিবাহ করিলেন।

বধূ দেখিল, তাহার স্বামী অত্যন্ত উৎসাহের সহিত মাতৃসেবা করেন; অতএব সেও যত্নের সহিত শ্বাশুড়ীর সেবা করিতে লাগিল। তাঁহার পত্নী অতি যত্নে তাঁহার মাতার সেবা করিতেছে, দেখিয়া কুলপুত্র সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি যেখানে পাইতেন, ভাল ভাল খাদ্য আনিয়া পত্নীকে দিতে লাগিলেন। ইহাতে ঐ রমণী বড় গর্ব্বিতা হইল। সে ভাবিতে লাগিল, 'আমার স্বামী যেখানে যাহা পান, ভাল ভাল খাদ্য আনিয়া আমাকেই দেন। ইনি নিশ্চয়ই মাকে তাড়াইয়া দিতে চান। যাহাতে তাড়াইবার সুযোগ পান, আমি তাহার ব্যবস্থা করিতেছি।' অনন্তর সে একদিন তাহার স্বামীকে বলিল, "আর্য্যপুত্র, আপনি বাহিরে গেলে আপনার মা আমাকে বড় গালি দেন।" কিন্তু সে ব্যক্তি ইহার কোন উত্তরই

[১] 'তুম্‌হাকং ধূমকালে।'

দিলেন না। তখন ঐ রমণী স্থির করিল, 'বুড়ীকে উত্ত্যক্ত করিয়া আমার পতির অপ্রীতিভাজন করিতে হইবে।' সে তখন হইতে বৃদ্ধাকে কোন দিন অত্যুষ্ণ, কোন দিন বা অতিশীতল, কোন দিন অতিলবণ, কোন দিন বা লবণহীন যবাগূ দিতে লাগিল। বৃদ্ধা যদি বলিত, "বৌমা, বড় গরম," বা "নুণ বড় বেশী হয়েছে," তাহা হইলে সে পাত্র পূর্ণ করিয়া শীতল জল ঢালিয়া দিত; ইহাতে বৃদ্ধা বলিত, "মা, বড় ঠাণ্ডা" বা "নুণ বড় কম হয়েছে;" তখন বধূ মহাশব্দে কন্দল করিতে প্রবৃত্ত হইত, বলিত, "এই না বলিলে, 'বড় গরম,' 'লবণ বেশী হয়েছে?' ওমা, তোমাকে যে খুসী করা ভার!" স্নানের সময়েও সে বৃদ্ধার পৃষ্ঠে খুব গরম জল ঢালিয়া দিত; বৃদ্ধা যদি বলিত, "বাছা, আমার পিঠ যে পুড়ে গেল," অমনি বৌমা কলসী পূরিয়া শীতল জল ঢালিয়া দিত। "মা, জল বড় ঠাণ্ডা," বৃদ্ধা এই কথা বলিলে, বৌমা প্রতিবেশীদিগকে ডাকিয়া বলিত, "দেখ্‌লে কাণ্ড; এই বল্‌ল কত গরম; এখন আবার কত ঠাণ্ডা বলে চেঁচাচ্ছে। কার সাধ্য, বল ত, এর মন যোগায়ে চল্‌তে পারে? এত অপমান কি সহ্য করা যায়?" বৃদ্ধা যদি বলিত, "বৌমা, আমার খাটিয়ায় অনেক ছারপোকা হইয়াছে," তাহা হইলে বৌমা বৃদ্ধার খাটিয়া বাহিরে আনিয়া তাহার উপর নিজের খাটিয়া ঝাড়িত, এবং পুনর্ব্বার উহা গৃহের মধ্যে লইয়া বলিত, "তোমার খাটিয়া ঝেড়ে এনেছি।" বৃদ্ধা দ্বিগুণিত মৎকুণের দংশনে সমস্ত রাত্রি বসিয়া কাটাইত, এবং ভোরে উঠিয়া বলিত, "মা, সমস্ত রাত্রি ছারপোকায় খেয়েছে।" বৌমা বলিত, "কাল না তোমার খাটিয়া ঝেড়েছি; তাহার আগের দিনও ঝেড়েছিলাম; তোমাকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব!" বৃদ্ধার পুত্রকে বিরূপ করিবার জন্য ঐ রমণী আরও একটী উপায় অবলম্বন করিল। সে যেখানে সেখানে কফ, কাসি, থুথু ও পাকা চুল ফেলিতে ও রাখিতে লাগিল। বৃদ্ধার পুত্র একদিন জিজ্ঞাসা করিল, "কে সমস্ত ঘর এইরূপে নোংরা করিয়াছে।" রমণী বলিল, "আর কে করবে? তোমারই মা-জননীর কীর্ত্তি। আমি এমন কালকর্ণীর সহিত একত্র বাস কর্ত্তে পার্ব্বো না; হয় একে লয়ে, নয় আমাকে লয়ে গৃহস্থালী কর।" কুলপুত্রের পত্নী এইরূপ বলিলে, তিনি তাহার

কথা বিশ্বাস করিলেন এবং ভাবিলেন যে, তাঁহার মাতারই দোষ। তিনি মাতাকে বলিলেন, "মা, তুমি বাড়ীতে প্রত্যহ ঝগড়া কর; এখান হইতে চলিয়া যাও এবং যেখানে ইচ্ছা বাস কর গিয়া।" "বেশ বলেছ, বাবা," ইহা বলিয়া বৃদ্ধা কান্দিতে কান্দিতে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে আশ্রয় লইল এবং মজুরি করিয়া দিনপাত করিতে লাগিল।

শ্বাশুড়ী প্রস্থান করিলে পুত্রবধূ গর্ভ ধারণ করিল। সে তখন পতি ও প্রতিবেশীদিগকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, "ডাইনটা যতদিন ঘরে ছিল, ততদিন আমি গর্ভধারণ পর্য্যন্ত করিতে পারি নাই; এখন আমার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে।" কিয়ৎকাল পরে সে একটী পুত্র প্রসব করিল এবং স্বামীকে বলিল, "তোমার মা যতদিন ঘরে ছিল, ততদিন আমার ছেলে হয় নাই, এখন হইয়াছে; ইহাতেই বুঝিয়া রাখ যে, সে ডাইন।" বৃদ্ধা শুনিল যে, বাড়ী ছাড়িবার পরে তাহার পৌত্র জন্মিয়াছে। সে ভাবিল, 'পৃথিবীতে নিশ্চয়ই ধর্ম্মের মরণ হইয়াছে। ধর্ম্ম যদি না মরিবে, তাহা হইলে মাকে প্রহার করিয়া ও তাড়াইয়া দিয়া লোকে কি পুত্রলাভ করিতে ও সুখে থাকিতে পারে? আমি ধর্ম্মের পিণ্ডি দিব।'[১] ইহা স্থির করিয়া সে একদিন কিছু তিলবাটা, চাউল, একটা পাক করিবার পাত্র ও একখানা হাতা লইয়া আমকশ্মশানে[২] গেল, তিনটা মানুষের মাথার খুলি দিয়া উনান তৈয়ার করিল, আগুন জ্বালিয়া জলে নামিল, ডুব দিয়া স্নান করিল, কাপড় ধুইয়া উনানের কাছে আসিল, এবং চুল খুলিয়া চাউল ধুইতে বসিল।

সে কালে বোধিসত্ত্ব দেবরাজ শক্র হইয়াছিলেন। বোধিসত্ত্বগণ অপ্রমত্তভাবে জগতের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তিনি ঐ সময়ে জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন; তিনি দেখিলেন বৃদ্ধা মনের দুঃখে, ধর্ম্ম মরিয়াছে এই বিশ্বাসে, ধর্ম্মের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। 'আজ আমার বল প্রদর্শন করিতে হইবে' এই সঙ্কল্প করিয়া বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণের বেশে, যেন রাজপথ দিয়া চলিতেছিলেন এবং বৃদ্ধাকে দেখিয়াই যেন পথ ছাড়িয়া তাহার নিকটে গেলেন, এই ভাবে দেখা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

[১] মতকভত্তং দস্সামি।

[২] যে শ্মশানে শবগুলি ফেলিয়া রাখা হয়, দগ্ধ করা হয় না।

"মা, শ্মশানে ত কেহ খাদ্য রন্ধন করে না; তুমি এখানে বসিয়া যে তিলোদন পাক করিতেছ, তাহা দিয়া কি করিবে?

বৃদ্ধা বলিল :—

যতনে করিব আমি পাক তিলোদন ;
কিন্তু না, ব্রাহ্মণ, কারো ভোজন-কারণ।
মরিয়াছে ধর্ম্ম, তার পিণ্ডদান তরে
রান্ধিতেছি আমি ইহা শ্মশান ভিতরে।

শক্র বলিলেন :—

না জানিয়া কাজ করা উচিত না হয় ;
মরেছেন ধর্ম্ম তুমি শুনিলে কোথায়?
অপার প্রভাব তাঁর, সহস্র নয়ন ;
মরণ কি ঘটে ধর্ম্মরাজের কখন?

বৃদ্ধা বলিল :—

অকাট্য প্রমাণ আমি পেয়েছি, ব্রাহ্মণ;
নিঃসন্দেহ হইয়াছে ধর্ম্মের মরণ।
তেঁই এবে ধরাধামে পাপী আছে যত,
দণ্ড পাওয়া দূরে থাক্ ভুঞ্জে সুখ কত।
বন্ধ্যা পুত্রবধূ মোর, প্রহারি আমায়,
পুত্রবতী হইয়াছে, শুন মহাশয়।
সর্ব্বময়ী কর্ত্রী সেই গৃহের এখন ;
অনাথা হইয়া আমি করিছি ভ্রমণ।

শক্র বলিলেন :—

আমি ধর্ম্ম ; এখনও রয়েছি জীবিত,
মরি নাই, এসেছি করিতে তব হিত।
পেয়েছে তনয় যেই প্রহারি তোমারে,
পুত্রসহ ভস্মীভূত করিব তাহারে।

ইহা শুনিয়া বৃদ্ধা বলিয়া উঠিল, "কি বলিলে ঠাকুর? আমার নাতির যাহাতে মরণ না হয়, তাহা করিতে হইবে।

দেবরাজ, হোক তব ইচ্ছার পূরণ ;
আমার হিতার্থ যদি হেথা আগমন
দাও বর, যেন পুত্র-পৌত্র-স্নুষাসহ
প্রীতভাবে একগৃহে থাকি অহরহ।"

তখন শক্র বলিলেন :—

ছাড় নাই ধর্ম্ম তুমি এত উৎপীড়নে,
ইচ্ছার পূরণ তব হবে সে কারণে।
দিনু বর, প্রীতভাবে তুমি অহরহ
থাকিবে একত্র পুত্রপৌত্রস্নুষাসহ।

অনন্তর শক্র দিব্যবস্ত্র-বিভূষিত নিজরূপ ধারণ করিলেন এবং আত্মানুভাববলে আকাশে আসীন হইয়া বলিলেন, "কাত্যায়নি, তোমার ভয় নাই; আমার অনুভাববলে তোমার পুত্র ও পুত্রবধূ আসিয়া পথিমধ্যেই তোমার নিকট ক্ষমা চাহিবে এবং তোমাকে লইয়া যাইবে। তুমি অপ্রমত্ত ভাবে থাকিও।" ইহা বলিয়া শক্র নিজস্থানে চলিয়া গেলেন। এ দিকে বৃদ্ধার পুত্র ও পুত্রবধূ হঠাৎ তাহার গুণগ্রাম স্মরণ করিয়া ভাবিল, 'মা এখন কোথায়?" এবং যখন গ্রামবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল যে, সেই বৃদ্ধা শ্মশানাভিমুখে গিয়াছে, তখন তাহারা মা, মা বলিতে বলিতে শ্মশানের পথে ছুটিল। পথে তাহারা বৃদ্ধার দেখা পাইয়া তাহার পাদমূলে পতিত হইল এবং কাতরভাবে বলিল, "মা, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর।" বলা বাহুল্য, বৃদ্ধা তাহাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিল এবং পৌত্রটীকে কোলে লইল। অতঃপর তাহারা অতি সম্প্রীতভাবে একত্র বাস বরিতে লাগিল।

দ্বীপি-জাতক

পূর্ব্বকালে বোধিসত্ত্ব মগধরাজ্যের এক আঢ্যকুলে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া বয়ঃপ্রাপ্তির পর বিষয়বাসনা পরিহারপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ধ্যানাভিজ্ঞা[১] উৎপাদনপূর্ব্বক দীর্ঘকাল হিমালয়ে ছিলেন; তাহার পর লবণ ও অম্লসেবনার্থ রাজগৃহে উপস্থিত হইয়া কোন গিরিব্রজে[২] পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন। সেখানে ছাগ-পালকেরা ছাগ চরাইত। একদিন একটা ছাগীকে পালের পিছনে পিছনে যাইতে দেখিয়া একটা দ্বীপী তাহাকে খাইবার অভিপ্রায়ে পর্ব্বতসঙ্কটের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়াছিল। ছাগী দ্বীপীকে দেখিয়া ভাবিল, 'আজ আমার প্রাণ বাঁচিবে না, তবে একটা উপায় আছে; ইহার সঙ্গে মিষ্টালাপ করিয়া ইহার মনটা একটু নরম করিতে পারিলে বোধ হয় নিস্তার পাইব।' ইহা স্থির করিয়া সে দূর হইতেই দ্বীপীকে অভিবাদন করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে বলিল :—

মা পাঠালেন জান্‌তে, মামা, খবর ত সব ভাল?
তোমার সুখে সুখী মোরা; কেমন আছ বল।

ইহা শুনিয়া দ্বীপী ভাবিল, 'এই দুষ্টা ছাগী আমাকে মামা বলিয়া প্রতারিত করিবার চেষ্টায় আছে। আমি যে কতই পরুষপ্রকৃতি, এ তাহা জানে না।' সে বলিল :—

এলি হেথা ল্যাজ্‌টা আমার মাড়িয়ে চার পায়;
মামা বল্‌লে এখন বুঝি মুক্তি পাওয়া যায়?

তখন ছাগী বলিল, "ও কথা বলো না, মামা।

মুখোমুখী হ'ল দেখা তোমায় আমায়;
ল্যাজ্‌টা আছে পিছন দিকে; মাড়ান কি যায়?"

[১] অভিজ্ঞা—অলৌকিক জ্ঞান বা ক্ষমতা। ইহা পঞ্চবিধ—ঋদ্ধি (আকাশমার্গে বিচরণাদি ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা) দিব্য শ্রোত্র, পরচিত্তজ্ঞান, জাতিস্মরত্ব, দিব্যচক্ষু।

দ্বীপী বলিল, "বলিস্ কি, হতভাগী? এমন যায়গাই পাওয়া যায় না, যেখানে আমার ল্যাজ নাই।

জানিস্ না কি, ল্যাজ্‌টা আমার লম্বা চৌড়া কত?
যুড়ে আছে চারটা দ্বীপ, সাগর, পর্ব্বত।
আসবার কালে এড়ালি ল্যাজ্ কেমন করে, বল্?
যেমন কর্ম্ম, তেমন এখন পাবি প্রতিফল।"

ছাগী ভাবিল, 'মিষ্ট কথায় এ দুরাত্মার মন ভিজিবে না।' অতএব সে শক্রভাব অবলম্বন করিয়া বলিল :—

মা, বাপ, ভাই, সবাই আমায় কর্‌ল সাবধান,
দুষ্টের ল্যাজ্ লম্বা বড় বিশাল প্রমাণ;
তাই এখানে এলেম উড়ে দেখিতে তোমায়;
মাড়ালেম ল্যাজ্ কেমন করে, বল ত আমায়।

দ্বীপী বলিল, "তুই যে আকাশে উড়িয়া আসিতেছিলি, তাহা আমি জানি, কিন্তু আসিবার কালে তুই আমার খাদ্য নষ্ট করিয়াছিস্।

উড়ি যখন আস্‌তেছিলি, দেখি পেয়ে ভয়
হরিণ যত ছিল হেথা চৌদিকে পালায়।
আহার আমার কর্‌লি নষ্ট আসি অকারণ;
খেয়ে তোরে পেটের জ্বালা কর্‌ব নিবারণ।"

ইহা শুনিয়া ছাগী যুক্তিখণ্ডনের আর কোন উপায় না পাইয়া মরণভয়ে বিলাপ করিতে লাগিল। সে বলিল, "দোহাই তোমার, এত নিষ্ঠুর হইও না; আমার প্রাণ রক্ষা কর।" কিন্তু ইহাতে কর্ণপাত না করিয়া দ্বীপী তাহাকে ঘাড় ভাঙ্গিয়া মারিল ও উদরস্থ করিল।

☞ এই জাতকের সহিত ঈষপ-বর্ণিত নেকড়ে বাঘ ও মেষশাবকের (The Wolf and the Lamb) কথা তুলনীয়।

কণ্হদীপায়ন[১]-জাতক

পুরাকালে বৎসরাজ্যে কৌশাম্বী নগরে কৌশাম্বিক নামে এক রাজা ছিলেন। তখন কোন নিগমগ্রামে অশীতিকোটিবিভবসম্পন্ন দুই জন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহারা পরস্পর সৌহার্দ্দসূত্রে বদ্ধ ছিলেন এবং কামনার দোষ দেখিতে পাইয়া মহাদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর দুই জনেই বিষয়বাসনা-পরিহারপূর্ব্বক গৃহত্যাগ করিলেন। কত লোকে তাহা দেখিয়া রোদন ও পরিদেবন করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের মন ফিরিল না। তাঁহারা হিমালয়ে আশ্রম নির্ম্মাণ করিলেন এবং প্রব্রজ্যা লইয়া উঞ্ছবৃত্তি-দ্বারা বন্য ফলমূল আহরণপূর্ব্বক জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা পঞ্চাশ বৎসর অতিবাহিত করিলেন; কিন্তু এত দীর্ঘ কালেও ধ্যানবল লাভ করিতে পারিলেন না।

পঞ্চাশ বৎসর অতিবাহিত হইলে তাঁহারা লবণ ও অম্লসেবনার্থ জনপদে ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে কাশীরাজ্যে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কোন নিগমগ্রামে মাণ্ডব্য নামে এক ব্যক্তি বাস করিত। তপস্বী দ্বৈপায়ন[২] যখন গৃহী ছিলেন, তখন এই ব্যক্তির সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। এখন দুই তপস্বীই ইহার নিকট গমন করিলেন। মাণ্ডব্য তাঁহাদিগকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল; তাঁহাদের জন্য পর্ণশালা প্রস্তুত করিয়া দিল এবং তাঁহাদের প্রত্যেককেই চতুর্ব্বিধ প্রত্যয়[৩] দিয়া অর্চ্চনা করিল। তাঁহারা মাণ্ডব্যের পর্ণশালায় তিন চারি বৎসর থাকিলেন; অনন্তর তাহাকে বলিয়া ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া অতিমুক্তশ্মশানে[৪] বাস করিতে লাগিলেন। এখানে দ্বৈপায়ন

১ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

২ তপস্বী দুই জনের নাম দ্বৈপায়ন ও মাণ্ডব্য। তাঁহাদের গৃহী বন্ধুর নামও মাণ্ডব্য।

৩ প্রত্যয় (পচ্চয়)—ভিক্ষুদিগের ব্যবহার্য্য দ্রব্য। ইহা চতুর্ব্বিধ—চীবর, পিণ্ডপাত, সেনাসন ও ভেসজ্জ (বস্ত্র, ভোজ্য, শয্যা ও ভৈষজ্য)।

৪ 'অতিমুক্ত' মাধবীলতার নাম। সম্ভবতঃ এই শ্মশানের নিকটে অনেক মাধবীলতা ছিল।

ইচ্ছামত কিয়ৎকাল অতিবাহনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সেই গৃহী বন্ধুর নিকট চলিয়া গেলেন; কিন্তু মাণ্ডব্য বারাণসীতেই রহিয়া গেলেন।

একদিন এক চোর নগরের মধ্যে চুরি করিয়া অপহৃত ধনরাশি লইয়া যেমন বাহির হইতেছিল, অমনি গৃহস্বামীরা চোর আসিয়াছে ইহা জানিতে পারিয়া জাগিয়া উঠিল এবং তাহারা ও নগরের প্রহরীরা চোরকে তাড়া করিল। চোর নর্দ্দমার ভিতর দিয়া নগরের বাহির হইল এবং শ্মশানে ছুটিয়া গিয়া মাণ্ডব্যের পর্ণশালাদ্বারে ধনভাণ্ড ফেলিয়া পলায়ন করিল। সেখানে ধনভাণ্ড দেখিয়া, ধনস্বামীদিগের লোকেরা "তবে রে দুষ্ট তপস্বী! তুই রাত্রিকালে চুরি করিয়া দিনমানে তপস্বী সাজিস্!" এইরূপ তর্জ্জন করিতে করিতে ও প্রহার করিতে করিতে মাণ্ডব্যকে রাজার কাছে লইয়া গেল। রাজা কিছুমাত্র অনুসন্ধান না করিয়াই আদেশ দিলেন, "যাও, ইহাকে শূলে চড়াও গিয়া।" তাহারা মাণ্ডব্যকে শ্মশানে লইয়া খদির কাষ্ঠের শূলে চাপাইল; কিন্তু ঐ শূলে তপস্বীর শরীর বিদ্ধ হইল না। তাহার পর তাহারা নিমের শূল আনিল; কিন্তু ইহাও তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিল না; শেষে লৌহ-শূল আনিল; তাহাও বিফল হইল। ইহাতে মাণ্ডব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'বোধ হয় আমার পূর্ব্বকৃত কোন পাপে এরূপ ঘটিতেছে।' এই সময়ে তিনি জাতিস্মর হইলেন; এবং সেই কারণে পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন। তিনি পূর্ব্বজন্মে কি পাপ করিয়াছিলেন? তিনি পূর্ব্বজন্মে কোবিদার-শূলে[১] একটা মক্ষিকা বিদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি নাকি পূর্ব্বজন্মে এক সূত্রধারের পুত্র ছিলেন; যেখানে তাঁহার পিতা কাঠ কাটিতেন সেখানে গিয়া তিনি একদিন একটা মাছি ধরিয়াছিলেন এবং একখানা আবলুশের কুচি লইয়া, লোকে যেমন অপরাধীকে শূলে চড়ায় সেই ভাবে তাহাকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন। এতদিনে তাঁহাকে সেই পাপের ফল ভোগ করিতে হইল। তিনি দেখিলেন, সেই পাপ হইতে মুক্তিলাভের উপায় নাই। অতএব রাজপুরুষদিগকে বলিলেন, "যদি আমাকে শূলে আরোপিত করিতে চাও, তবে আবলুশ কাঠের

[১] কোবিদার—আবলুশ।

শূল আন।” তাহারা তাহাই করিল এবং মাণ্ডব্যকে শূলে চড়াইয়া ও সেখানে প্রহরী রাখিয়া চলিয়া গেল। মাণ্ডব্যের নিকটে কে আসে, ইহা প্রহরীরা আড়াল হইতে দেখিতে লাগিল।

এদিকে দ্বৈপায়ন ভাবিলেন, ‘আমার বন্ধু মাণ্ডব্যকে অনেক দিন দেখি নাই।’ তিনি মাণ্ডব্যের নিকটে যাইবার কালে পথে শুনিলেন, তাঁহাকে সেই দিনেই শূলে আরোপণ করা হইয়াছে। তিনি মশানে গিয়া একান্তে দাঁড়াইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি অপরাধ করিয়াছিলে, ভাই?” মাণ্ডব্য বলিলেন, “কোন অপরাধই করি নাই।” “মনে ত কোন বিদ্বেষের ভাব জন্মে নাই?” “ভাই, যাহারা আমাকে ধরিয়াছে, তাহাদের, কিংবা রাজার প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ জন্মে নাই।” “যদি তাহা হয়, তবে তোমার মত পুণ্যাত্মার ছায়াতে বসিলেও আমার পরম আনন্দ হইবে।” ইহা বলিয়া দ্বৈপায়ন শূলের নিকটে বসিলেন; মাণ্ডব্যের দেহ হইতে তাঁহার গাত্রে রক্তবিন্দু পড়িতে লাগিল। তাঁহার হেমবর্ণ দেহে পড়িয়া রক্তবিন্দুগুলি যেমন শুকাইতে লাগিল, অমনি কালো কালো দাগ হইল। এই নিমিত্ত তপস্বী দ্বৈপায়ন ‘কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন’ এই আখ্যা পাইলেন। তিনি সমস্ত রাত্রি সেখানে বসিয়া রহিলেন।

পরদিন প্রহরীরা গিয়া রাজাকে এই বৃত্তান্ত জানাইল। রাজা ভাবিলেন, ‘হায়, আমি ভালরূপে না শুনিয়া এই কাজটা করিয়া ফেলিয়াছি!’ তিনি ছুটিয়া সেখানে গেলেন এবং দ্বৈপায়নকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রব্রাজক, আপনি শূলের নিকটে বসিয়া আছেন কেন?” দ্বৈপায়ন বলিলেন, “মহারাজ, আমি বসিয়া এই তপস্বীকে রক্ষা করিতেছি। বলুন ত, ইনি কি করিয়াছেন বা করেন নাই, যে জন্য আপনি এরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন?” রাজা স্বীকার করিলেন যে, তিনি অভিযোগের সত্যাসত্যতা-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন নাই। তাহা শুনিয়া কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বলিলেন, “রাজাদের কর্ত্তব্য যে, জানিয়া শুনিয়া বিচার করেন।” অতঃপর কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ‘যে গৃহী অলস ও ভোগাসক্ত, সে অসাধু’ ইত্যাদি বলিয়া রাজাকে ধর্ম্ম বুঝাইয়া দিলেন।

রাজা বুঝিতে পারিলেন যে, মাণ্ডব্য নিরপরাধ। তিনি শূল বাহির করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু লোকে বহু চেষ্টা করিয়াও শূল বাহির করিতে পারিল না। মাণ্ডব্য বলিলেন, "মহারাজ, আমি পূর্ব্বজন্মকৃত দোষে এইরূপ লাঞ্ছনা পাইতেছি, কেহই আমার শরীর হইতে শূল বাহির করিতে পারিবে না। যদি আমার প্রাণ রক্ষা করিতে চান, তবে করাত আনাইয়া আমার চর্ম্মের সমান করিয়া শূলটাকে কাটিতে বলুন।" রাজা সেইরূপ ব্যবস্থা করিলেন। শূলের যে অংশ মাণ্ডব্যের দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা ভিতরেই রহিয়া গেল। মাণ্ডব্য নাকি কোন পূর্ব্বজন্মে একটা মক্ষিকার মলদ্বারে একটা সূক্ষ্ম কাঠের কুচি প্রবেশ করাইয়াছিলেন; ঐ শলাকা মক্ষিকাটার দেহের মধ্যে রহিয়া গিয়াছিল; কিন্তু মক্ষিকাটার তখন মৃত্যু হয় নাই; সে স্বাভাবিক আয়ু ভোগ করিয়াই মরিয়াছিল। এই নিমিত্ত মাণ্ডব্যও মরিলেন না। পরে রাজা তাপসদ্বয়কে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং উভয়কেই উদ্যানে বাস করাইয়া তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে মাণ্ডব্য "অণি-মাণ্ডব্য" [১] নামে অভিহিত হইলেন।

* * * * *

☞ মাণ্ডব্যমুনির শূলারোহণের কথা মহাভারতে (আদিপর্ব্ব, ১০৭ম ও ১০৮ম অধ্যায়) দেখা যায়। লঘু পাপে গুরু দণ্ডের বিধান হইয়াছিল বলিয়া মাণ্ডব্য ধর্ম্মকে শাপ দিয়াছিলেন যে, তিনি শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্য হইবেন। এই শাপে ধর্ম্মকে বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। মাণ্ডব্য ইহাও বিধান করেন যে, চতুর্দ্দশ বর্ষের অনধিক বয়সে কেহ পাপপুণ্যের ফলভোগী হইবে না। এই আখ্যায়িকায় কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের নামের যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল, তাহা বেশ কৌতুকাবহ।

[১] অণি—সূচী বা শলাকাদির তীক্ষ্ণাগ্রভাগ; খিল।

ঘট-জাতক

(১)

পুরাকালে উত্তরাপথে কংসভোগ-নামক দেশে মহাকংস রাজত্ব করিতেন। অসিতাঞ্জন নগর তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার কংস ও উপকংস-নামক দুই পুত্র এবং দেবগর্ভা-নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। দেবগর্ভা ভূমিষ্ঠ হইলে দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা গণিয়া বলিয়াছিলেন, "এই রমণীর গর্ভজাত পুত্র কংসরাজ্য ধ্বংস করিবে।" এই ভীষণ ভবিষ্যদ্‌বাণী শুনিয়াও মহাকংস অপত্যস্নেহবশতঃ দেবগর্ভার প্রাণনাশ করিতে পারিলেন না; তিনি ভাবিলেন, 'এ সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য তাহা ইহার সহোদরেরাই করিবে।'

কালক্রমে মহাকংসের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইল; কংস রাজা ও উপকংস উপরাজ হইলেন। তাঁহারা বিবেচনা করিলেন, 'ভগিনীর প্রাণনাশ করিলে আমরা লোকসমাজে মুখ দেখাইতে পারিব না; অতএব ইহাকে পাত্রস্থা না করিয়া চিরকাল অবিবাহিতা রাখা যাউক।' ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা একটী একস্তম্ভযুক্ত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলেন এবং অনুজাকে তাহার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। নন্দগোপা-নাম্নী এক নারী তাঁহার পরিচারিকা নিযুক্ত হইল এবং তাহার স্বামী অন্ধকবিষ্ণু-নামক এক দাস কারাগৃহের প্রহরীর কার্য্য করিতে লাগিল।

তৎকালে উত্তর মথুরায়[১] মহাসাগর নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার এক পুত্রের নাম সাগর এবং অপর পুত্রের নাম উপসাগর। যখন মহাসাগরের মৃত্যু হইল, তখন সাগর রাজপদ এবং উপসাগর ঔপরাজ্য গ্রহণ করিলেন। উপসাগরের সহিত উপকংসের সৌহার্দ্দ ছিল, কারণ তাঁহারা একই আচার্য্যের গৃহে এক সঙ্গে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। উপসাগর রাজকীয় অন্তঃপুরে কোন অবৈধ ব্যবহার করায় ধরা পড়েন এবং উত্তর মথুরা হইতে পলায়নপূর্ব্বক কংসভোগে গিয়া উপকংসের শরণ লন।

১ যমুনা-তটবর্ত্তী মথুরা। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মদুরা নগরী দক্ষিণ মথুরা বলিয়া পরিগণিত।

উপকংস তাঁহাকে কংসের সহিত পরিচিত করাইয়া দিলেন; কংসও তাঁহার যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিলেন।

একদা উপসাগর রাজদর্শনে যাইবার সময়ে দেবগর্ভার সেই একস্তম্ভযুক্ত বাসভবন দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ প্রাসাদ কাহার?" অতঃপর সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া তিনি দেবগর্ভার প্রতি আসক্তচিত্ত হইলেন। দেবগর্ভাও একদিন তাঁহাকে উপকংসের সহিত রাজদর্শনে যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে?" এবং যখন নন্দগোপার মুখে জানিতে পারিলেন, তিনি মহাসাগরের পুত্র, তখন তাঁহার প্রতি অনুরক্তা হইলেন।

একদিন উপসাগর, নন্দগোপার হস্তে কিঞ্চিৎ উৎকোচ দিয়া বলিলেন, "ভগিনি, তুমি দেবগর্ভার সহিত আমার দেখা করাইয়া দিতে পার কি?" নন্দগোপা বলিল, "পারিব না কেন? সে কি আর কঠিন কাজ?" অনন্তর সে দেবগর্ভাকে এই কথা জানাইল। দেবগর্ভা পূর্ব্ব হইতেই উপসাগরের প্রতি অনুরক্তা হইয়াছিলেন; তিনি নন্দগোপার কথা শুনিয়া বলিলেন, "বেশ ত; তাঁহাকে লইয়া আসিস্।" তখন নন্দগোপা উপসাগরকে অভিজ্ঞান দান করিয়া রাত্রিকালে প্রাসাদের অভ্যন্তরে লইয়া গেল। তদবধি উপসাগর প্রতিরজনীতে দেবগর্ভার গৃহে বাস করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দিন পরে দেবগর্ভার গর্ভসঞ্চার হইল। যখন গর্ভলক্ষণসকল প্রকাশ পাইল, তখন কংস ও উপকংস, নন্দগোপার নিকট কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নন্দগোপা অভয় প্রার্থনা করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল। তাঁহারা ভাবিলেন, "ভগিনীর প্রাণনাশ অসম্ভব; এ যদি কন্যা প্রসব করে, তবে তাহাকেও বধ করিবার প্রয়োজন হইবে না; কিন্তু যদি পুত্র প্রসব করে, তবে তাহাকে বিনষ্ট করিতেই হইবে।" এই সঙ্কল্প করিয়া তাঁহারা উপসাগরের সহিত ভগিনীর বিবাহ দিলেন।

দেবগর্ভা যথাসময়ে পূর্ণগর্ভা হইয়া এক কন্যা প্রসব করিলেন। ইহাতে কংস ও উপকংস অতিমাত্র হৃষ্ট হইলেন এবং বালিকাটীর অঞ্জনাদেবী এই নাম রাখিলেন। অতঃপর তাঁহারা ভগিনী ও ভগিনীপতির গ্রাসাচ্ছাদনের

জন্য গোবর্দ্ধমান-নামক একখানি গ্রাম ভোগোত্তর দিলেন ; উপসাগর পত্নী ও দুহিতার সহিত সেখানে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে দেবগর্ভা আবার গর্ভধারণ করিলেন। ঠিক সেই দিন নন্দগোপারও গর্ভসঞ্চার হইল এবং উভয়েই যথাকালে পরিণতগর্ভা হইয়া একই দিনে সন্তান প্রসব করিলেন। দেবগর্ভার হইল পুত্র এবং নন্দগোপার হইল কন্যা। ভ্রাতারা জানিতে পারিলে পুত্রটীর প্রাণনাশ.করিবেন, এই আশঙ্কায় দেবগর্ভা গোপনে তাহাকে নন্দগোপার নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহার কন্যাটীকে নিজের কাছে আনিয়া ভ্রাতাদিগের নিকট লোক পাঠাইলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসিলেন, "পুত্র হইয়াছে, না কন্যা হইয়াছে ?" এবং যখন শুনিলেন কন্যা হইয়াছে, তখন বলিলেন, "বেশ হইয়াছে ; যত্নসহকারে ইহার লালন-পালন কর।"

ক্রমে দেবগর্ভার দশ পুত্র এবং নন্দগোপার দশ কন্যা জন্মিল। পুত্রগণ নন্দগোপাকর্ত্তৃক ও কন্যাগণ দেবগর্ভা-কর্ত্তৃক পালিত হইতে লাগিল। দেবগর্ভা, নন্দগোপা এবং তাঁহাদের স্বামীরা ব্যতীত অন্য কেহই এ রহস্য জানিতে পারিল না। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম হইল বাসুদেব, দ্বিতীয় পুত্রের বলদেব, তৃতীয়ের চন্দ্রদেব, চতুর্থের সূর্য্যদেব, পঞ্চমের অগ্নিদেব, ষষ্ঠের বরুণদেব, সপ্তমের অর্জ্জুন, অষ্টমের প্রদ্যুম্ন (পর্জন্য ?), নবমের ঘটপণ্ডিত এবং দশমের অঙ্কুর। লোকে তাঁহাদিগকে অন্ধকবিষ্ণু দাসের পুত্র বলিয়াই জানিত এবং তাঁহারা 'দাস দশভেয়ে' নামে বিদিত ছিলেন।

(২)

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে দশভেয়েরা অতি বীর্য্যবান্, বলিষ্ঠ ও নিষ্ঠুর হইলেন এবং দস্যুবৃত্তি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রাজার জন্য যে সকল উপঢৌকন প্রেরিত হইত, তাঁহারা সেগুলিও লুণ্ঠন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহাদের উপদ্রবে জ্বালাতন হইয়া লোকে রাজাঙ্গনে গিয়া বলিত, "দোহাই মহারাজ, অন্ধকবিষ্ণু দাসের পুত্র দশভেয়েরা দেশ ছারখার করিল।" রাজা অন্ধকবিষ্ণুকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তুমি ছেলেদের দিয়া লুঠ করাইতেছ কেন ?" কিন্তু তাঁহারা দস্যুবৃত্তি

ছাড়িলেন না; তাঁহাদের বিরুদ্ধে আরও দুই তিন বার অভিযোগ হইল; তখন রাজা অন্ধকবিষ্ণুকে দণ্ডের ভয় দেখাইলেন। অন্ধকবিষ্ণু মরণশঙ্কায় রাজার নিকট অভয় প্রার্থনা করিয়া বলিল, "মহারাজ, ইহারা আমার পুত্র নহে, উপসাগরের পুত্র।" অনন্তর সে রাজাকে আমূল সমস্ত রহস্য জানাইল।

অন্ধকবিষ্ণুর কথায় কংস বড় ভীত হইলেন, এবং কি উপায়ে দশভেয়েদিগকে ধরা যাইতে পারে, অমাত্যদিগকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। অমাত্যেরা বলিলেন, "এই দুরাত্মারা মল্লযোদ্ধা। আপনি নগরে মল্লযুদ্ধের ব্যবস্থা করুন। তাহারা যুদ্ধমণ্ডলে আসিলেই আমরা তাহাদিগকে ধরিয়া নিহত করিব।" এই পরামর্শানুসারে কংস চাণূর ও মুষ্টিক[১]-নামক দুই মল্লকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং ভেরী বাজাইয়া নগরে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, "সপ্তম দিনে মল্লযুদ্ধ হইবে।" অতঃপর রাজদ্বারে বৃতিবেষ্টিত যুদ্ধমণ্ডল প্রস্তুত ও সজ্জীকৃত হইল এবং যথাস্থানে জয়পতাকা বান্ধিয়া রাখা হইল।

মল্লযুদ্ধ দেখিবার জন্য সমস্ত নগরবাসী উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। তাহাদের উপবেশনার্থ চক্রের পর চক্রাকারে ক্রমোর্দ্ধভাবে আসনমঞ্চসমূহ প্রস্তুত হইল। চাণূর ও মুষ্টিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে যুদ্ধমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া গর্জ্জন, লম্ফন ও বাহুস্ফোটন আরম্ভ করিল। দশভেয়েরাও যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা আসিবার সময়ে রজকপল্লী[২] লুণ্ঠনপূর্ব্বক রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিলেন, গন্ধবণিক্‌দিগের দোকান হইতে গন্ধ, মালাকারদিগের দোকান হইতে মালা কাড়িয়া লইলেন এবং গন্ধানুলিপ্ত-দেহে মালা ধারণ করিয়া ও কর্ণে কর্ণপূর পরিয়া বুক ফুলাইয়া তর্জ্জন, গর্জ্জন, বাহুস্ফোটন ও লম্ফ ঝম্ফ করিতে করিতে যুদ্ধমণ্ডলে দেখা দিলেন।

এই সময়ে চাণূর বাহুস্ফোটন করিয়া বিচরণ করিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া বলদেব স্থির করিলেন, "আমি এ লোকটাকে হাত দিয়া

১ এই নামদ্বয় হরিবংশেও দেখা যায়। কৃষ্ণের নামান্তর 'চাণূরসূদন'।

২ রজক—যাহারা বস্ত্র রঞ্জিত করে অর্থাৎ ছোপায়। ধোপাকে সংস্কৃত ভাষায় নির্ণেজক বলা হইত।

ছুঁইব না।" তিনি হস্তিশালা হইতে এক বৃহৎ যোত্র[১] আনয়নপূর্ব্বক লম্ফন ও গর্জ্জন করিতে করিতে উহা-দ্বারা চাণূরের উদর বান্ধিয়া ফেলিলেন, দুই প্রান্ত কষিয়া ধরিয়া ভূমিতে আছাড় দিলেন এবং উর্দ্ধে তুলিয়া মস্তকোপরি ঘূর্ণন করিতে করিতে এমন বেগে নিক্ষেপ করিলেন যে, সেই মহাকায় মল্ল মণ্ডলবৃতির বাহিরে গিয়া পড়িল।

চাণূর নিহত হইলে রাজা মুষ্টিককে যুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। সেও আসন হইতে উত্থিত হইয়া লম্ফন, গর্জ্জন ও বাহুস্ফোটন আরম্ভ করিল; তখন বলদেব এক আঘাতে তাহার চক্ষু দুইটী নষ্ট করিলেন এবং অস্থিগুলি চূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সে বার বার বলিতে লাগিল, "আমি মল্ল নহি, আমি মল্ল নহি;" কিন্তু বলদেব বলিলেন, "তুমি মল্ল কি অমল্ল, তাহা আমার জানিবার প্রয়োজন নাই।" তিনি তাহার হাত দুইখানি ধরিলেন এবং তাহাকে এমন বেগে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন যে, সেই আঘাতেই তাহার প্রাণবিয়োগ হইল। অনন্তর তিনি তাহারও মৃত দেহটা মণ্ডলবৃতির বাহিরে ফেলিয়া দিলেন।

প্রাণবিয়োগের সময়ে মুষ্টিক প্রার্থনা করিয়াছিল, "আমি যেন যক্ষ হইয়া আমার নিধনকর্ত্তার মাংস খাইতে পারি।" তদনুসারে সে যক্ষযোনিতে জন্মলাভ করিয়া কালমাটি-নামক বনে বাস করিতে লাগিল।

বলদেবের কাণ্ড দেখিয়া কংস বলিয়া উঠিলেন, "দেখ কি? তোমরা এখনই দুরাচার দাস দশভেয়েদিগকে বন্ধন কর।" তখন বাসুদেব চক্রনিক্ষেপ করিয়া কংস ও উপকংসের শিরশ্ছেদ করিলেন। তদ্দর্শনে সমবেত জনসংঘ অত্যন্ত ভীত হইল এবং "রক্ষা করুন, রক্ষা করুন" বলিয়া বাসুদেবের পায়ে পড়িল।

(৩)

দশভেয়েরা মাতুলদ্বয়ের প্রাণবধ করিয়া অসিতাঞ্জন নগরে রাজত্ব গ্রহণ করিলেন, মাতাপিতাকে সেখানে লইয়া গেলেন এবং সমস্ত

[১] যোত্র বা যোক্ত্র (শকটাদির পশুবন্ধনরজ্জুবিশেষ)।

জম্বূদ্বীপের আধিপত্যলাভার্থ দিগ্‌বিজয়ে নির্গত হইলেন। তাঁহারা কিয়দ্দিনের মধ্যে কালসেন রাজার অধিকারভুক্ত অযোধ্যা নগরী অবরোধ করিলেন, উহার চতুর্দ্দিকে যে গহন বন ছিল তাহা বিনষ্ট করিলেন এবং প্রাকার-ভেদপূর্ব্বক রাজাকে বন্দী করিয়া এই রাজ্য আপনাদের করায়ত্ত করিলেন। অতঃপর তাঁহারা দ্বারাবতীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

দ্বারাবতীর একদিকে সমুদ্র, একদিকে পর্ব্বত। একটা যক্ষ না কি উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিত। সে শত্রু আসিতেছে দেখিলে গর্দ্দভবেশ-ধারণপূর্ব্বক বিকট রব করিত; অমনি সমস্ত পুরী যক্ষানুভাবে আকাশে উত্থিত হইয়া [১] সমুদ্র-মধ্যবর্ত্তী এক দ্বীপে গিয়া আশ্রয় লইত এবং শত্রুগণ প্রস্থান করিলে পুনর্ব্বার স্বস্থানে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইত। দশভেয়েরা যখন দ্বারাবতীর নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন যক্ষ তাহা জানিতে পারিয়া বিকট রব করিয়া উঠিল; পুরীও তৎক্ষণাৎ ঊর্দ্ধে উঠিয়া পূর্ব্বকথিত দ্বীপে চলিয়া গেল। তাঁহারা পুরী দেখিতে না পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন; তখন পুরী স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল। দশভেয়েরা আবার সেখানে গেলেন; কিন্তু গর্দ্দভরূপী যক্ষ আবারও তাঁহাদের উদ্যম ব্যর্থ করিল।

দ্বারাবতীর অধিকারার্থ পুনঃ পুনঃ বিফলকাম হইয়া দশভেয়েরা অবশেষে কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের শরণ লইলেন। তাঁহারা ঋষিবরের চরণ বন্দনা করিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, আমরা দ্বারাবতী অধিকার করিতে অসমর্থ হইয়াছি। আপনি দয়া করিয়া ইহার একটা উপায় বলিয়া দিন।" কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বলিলেন, "দ্বারাবতীর পরিখাপৃষ্ঠে অমুক স্থানে একটা গর্দ্দভ বিচরণ করে; সে শত্রু দেখিলেই ডাকিয়া উঠে; এবং তৎক্ষণাৎ সমস্ত পুরী ঊর্দ্ধে উঠিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যায়। তোমরা গিয়া তাহার পায়ে পড়; ইহাই তোমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির একমাত্র উপায়।" এই পরামর্শ পাইয়া দশভেয়েরা কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে প্রণাম করিলেন এবং সেই

[১] মহাভারতে দেখা যায়, শাম্বনামক দৈত্যের রাজধানী সৌভ নগর আকাশচর ছিল। শ্রীকৃষ্ণ শম্বকে নিহত করিয়া ঐ নগর জয় করেন। রাজা হরিশ্চন্দ্রের কামচারী নগরের নামও সৌভ, খপুর, প্রতিমার্গক বা ত্র্যঙ্গ।

গর্দ্দভের নিকটে গিয়া তাহার পায়ে পড়িলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "মহাশয়, আপনি ভিন্ন আমাদের আর কোন সহায় নাই। আমরা যখন এই নগর জয় করিতে আসিব, তখন আপনি দয়া করিয়া নীরব থাকিবেন।" গর্দ্দভ বলিল, "আমি নীরব থাকিতে পারিব না। তবে তোমরা যদি নিতান্তই আগমন কর, তবে তোমাদের মধ্যে চারিজন যেন প্রথমে চারিখানি বৃহৎ লৌহ লাঙ্গল লইয়া আইসে। তাহারা নগরের চারি দ্বারে অতি গভীর গর্ত্ত করিয়া চারিটী লৌহস্তম্ভ প্রোথিত করিবে এবং যখন নগর ঊর্দ্ধে উঠিতে আরম্ভ করিবে, তখন লৌহশৃঙ্খল-দ্বারা এই স্তম্ভগুলি লাঙ্গলের সহিত বান্ধিয়া ফেলিবে। তাহা হইলেই নগর আর চলিতে পারিবে না।"

দশভেয়েরা "যে আজ্ঞা" বলিয়া চলিয়া গেলেন এবং যথানির্দ্দিষ্ট আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা যখন লাঙ্গল আনিলেন এবং চতুর্দ্বারে স্তম্ভ প্রোথিত করিলেন, তখন গর্দ্দভ একবারও ডাকিল না, নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল; কিন্তু যখন সমস্ত আয়োজন শেষ হইল, তখন সে ডাকিতে আরম্ভ করিল; নগর ঊর্দ্ধে উঠিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু যাঁহারা লাঙ্গল লইয়া চতুর্দ্বারে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহারা পূর্ব্বেই লৌহ-স্তম্ভগুলিতে শিকল বান্ধিয়াছিলেন। এখন তাঁহারা শিকলগুলি লাঙ্গলের সহিত বান্ধিয়া ফেলিলেন, কাজেই নগরের ঊর্দ্ধে উঠা বন্ধ হইল। তখন দশভেয়েরা নগরে প্রবেশপূর্ব্বক রাজাকে নিহত করিলেন এবং রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন।

দশভেয়েরা এইরূপে ক্রমে সমস্ত জম্বুদ্বীপের ত্রিষষ্টি সহস্র নগরের রাজাদিগকে চক্রদ্বারা নিহত করিলেন এবং এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য দশ অংশে ভাগ করিয়া লইলেন। দ্বারাবতী তাঁহাদের সকলেরই রাজধানী হইল। রাজ্য ভাগ করিবার সময়ে ভগিনী অঞ্জনাদেবীর কথা তাঁহাদের মনে পড়ে নাই; শেষে যখন তাঁহার কথা উত্থাপিত হইল, তখন কেহ কেহ প্রস্তাব করিলেন, "এস, আমরা সমস্ত রাজ্য এগার ভাগ করিয়া লই।" ইহা শুনিয়া অঙ্কুর বলিলেন, "তাহার প্রয়োজন নাই; আমার অংশই অঞ্জনাদেবীকে দান কর; আমি কোন ব্যবসায়-বাণিজ্য

করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিব। তবে তোমরা স্ব স্ব রাজ্যে আমাকে শুল্কদান হইতে অব্যাহতি দিও।” সকলেই একবাক্যে অঙ্কুরের এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। তদবধি অঙ্কুরের অংশ অঞ্জনাদেবীর হইল এবং দ্বারাবতীতে নয় জন রাজা অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অঙ্কুর বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

(৪)

দশভেয়েদের ক্রমশঃ বহু বংশবৃদ্ধি হইল; দীর্ঘকাল পরে তাঁহাদের মাতাপিতা পরলোকগমন করিলেন। তখন মনুষ্যের পরমায়ু না কি বিংশতি সহস্র বৎসর ছিল।

অতঃপর বাসুদেবের এক প্রিয় পুত্রের প্রাণবিয়োগ হইল। বাসুদেব শোকাভিভূত হইয়া সর্ব্বকার্য্য পরিহার করিলেন এবং শয্যাপ্রান্ত ধরিয়া ভূমিতে পড়িয়া অনবরত বিলাপ করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া ঘট-পণ্ডিত ভাবিলেন, ‘আমি ব্যতীত অন্য কেহই দাদার শোকাপনোদন করিতে পারিবে না। অতএব কোন উপায়-দ্বারা ইঁহাকে সান্ত্বনা দিতে হইবে।’ অনন্তর তিনি উন্মত্তের বেশ ধারণপূর্ব্বক আকাশের দিকে অবলোকন করিয়া “আমায় একটা শশক দাও,” “আমায় একটা শশক দাও” বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে নগরে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে সমস্ত দ্বারাবতী সংক্ষুব্ধ হইল, সকলেই বলিতে লাগিল, ঘটপণ্ডিত পাগল হইয়াছেন। তখন রৌহিণেয় নামক অমাত্য বাসুদেবকে এই বৃত্তান্ত জানাইলেন।

* * * *

বাসুদেব শয্যাত্যাগপূর্ব্বক অতি শীঘ্র প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন, ঘটপণ্ডিতের নিকটে গিয়া দৃঢ়রূপে তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন এবং বলিলেন,

“উন্মত্তের বেশে তুমি ভ্রমিতেছ কেন, ভাই ?
কেবল ‘শশক’ ছাড়া মুখে অন্য কথা নাই !

কেহ কি ক'রেছে চুরি শশক তোমার? বল;
এখনি তাহারে দিব সমুচিত প্রতিফল।"

কিন্তু অগ্রজের এই কথা শুনিয়াও ঘটপণ্ডিত পুনঃ পুনঃ সেই একই কথা বলিতে লাগিলেন।

* * * *

বাসুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি শশক চাও বল।" ঘট বলিলেন,

"পৃথিবীতে দেখা যায় শশক যে সব,
সে সকল লভিবারে না চাই, কেশব।
চন্দ্রমার অঙ্কে শশ, ভালবাসি তাই;
সেই শশ আনি মোরে তুষ্ট কর, ভাই।"

ইহা শুনিয়া বাসুদেবের প্রতীতি হইল, ঘটপণ্ডিত প্রকৃতই উন্মত্ত হইয়াছেন। তিনি নিরতিশয় বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন:—

"প্রাণের অধিক তুই অনুজ আমার,
নিশ্চিত প্রাণের মায়া ত্যজিলি এবার।
চন্দ্রমণ্ডলের শশ, কে শুনেছে কবে,
প্রার্থনা করিয়া লোকে লভে এই ভবে?"

বাসুদেবের কথায় ঘটপণ্ডিত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, "দাদা, আপনি জানিতেছেন যে, কেহ যদি চন্দ্রমণ্ডলস্থ শশক প্রার্থনা করে এবং তাহা না পায়, তবে তাহার মৃত্যু অবধারিত। আপনার এই সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয়, তবে আপনিই বা মৃত পুত্রের জন্য শোক করিতেছেন কেন?"

ঘটপণ্ডিত পথে দাঁড়াইয়াই আবার বলিতে লাগিলেন, "দাদা, ইহাও ভাবিয়া দেখুন, আমি যাহা চাহিতেছি তাহার অস্তিত্ব আছে; কিন্তু আপনি যাহার জন্য শোকাতুর, তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে।"

অনন্তর ঘটপণ্ডিত নিম্নলিখিত গাথাদ্বয় বলিয়া অগ্রজকে ধর্ম্মশিক্ষা দিলেন :—

"তনয় অমর হবে, এ বর কে লভে কবে ?
সকলেই যাবে যমপুরে ;
অলভ্য লভিতে পারে, বল কেবা এ সংসারে,
মানুষে অথবা সুরাসুরে ?
যাহার শোকে কাতর হইয়াছ, নরবর,
পাইবে কি পুনঃ তারে বল ?
মন্ত্র, মূল, মহৌষধি, মণি, মুক্তা আদি নিধি,
সমস্তই এ ক্ষেত্রে বিফল।"

বাসুদেব এই সারগর্ভ বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "ভাই, এখন বুঝিলাম, তুমি সদভিপ্রায়েই পাগল সাজিয়াছিলে ; তুমি আমার শোকাপনোদনার্থই এরূপ করিয়াছিলে।

পুত্রশোক শেলসম বিঁধেছিল বুকে মম,
হয়েছিনু সেই হেতু অতীব কাতর ;
দিয়া উপদেশ হিত, সেই শেল অপনীত
করিলে হৃদয় হ'তে, হে পণ্ডিতবর !"

(৫)

অনুজকর্ত্তৃক এইরূপে বিগতশোক হইয়া বাসুদেব পুনর্ব্বার রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। ইহার বহুকাল পরে দশভ্রাতার পুত্রগণ একদিন এইরূপ মন্ত্রণা করিলেন :—"লোকে বলে, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন দিব্যচক্ষুঃসম্পন্ন। এস, একবার তাঁহার পরীক্ষা করা যাউক।" অনন্তর তাঁহারা এক কুমারকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিলেন ; সে যেন গর্ভবতী হইয়াছে ইহা দেখাইবার জন্য তাহার উদরে একটা বালিশ বান্ধিলেন ; তাহাকে লইয়া কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলুন

ত, এই নারী পুত্র কি কন্যা প্রসব করিবেন ?” তপস্বী বুঝিতে পারিলেন, দশভ্রাতাদিগের বিনাশকাল সমুপস্থিত। তিনি ধ্যানবলে নিজের পরমায়ুর আর কত অবশিষ্ট আছে তাহাও দেখিতে লাগিলেন এবং জানিলেন যে, সেই দিনই তাঁহার মৃত্যু ঘটিবে। তখন তিনি রাজপুত্রদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কুমারগণ, এই রমণীতে তোমাদের কি স্বার্থ আছে ?” কুমারেরা পীড়াপীড়ি করিয়া বলিলেন, “যাহাই থাকুক, আপনি আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিন না।” কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বলিলেন, “অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে এ ব্যক্তি একখণ্ড খদির-কাষ্ঠ প্রসব করিবে; তদ্দারা এ বাসুদেবের বংশ ধ্বংস করিবে। তোমরা ঐ কাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া তাহার ভস্ম নদীতে নিক্ষেপ করিলেও ইহার অন্যথা হইবে না।” ইহা শুনিয়া কুমারেরা বলিলেন, “তবে রে ভণ্ড তপস্বী, পুরুষে কখনও প্রসব করিতে পারে ?” অতঃপর তাঁহারা কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের গলায় ফাঁস পরাইয়া তখনই তাঁহার প্রাণবধ করিলেন। বাসুদেব কুমারদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমরা তপস্বীকে মারিলে কেন ?” কুমারেরা ইহার যে উত্তর দিলেন তাহা শুনিয়া তিনি বড় ভীত হইলেন এবং সেই নারী-বেশধারী বালকটীকে পাহারা দিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিলেন। সপ্তম দিনে সত্য সত্যই তাহার কুক্ষি হইতে একখণ্ড খদির-কাষ্ঠ নির্গত হইল! রাজা ও রাজপুত্রগণ উহা দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম নদীর জলে নিক্ষেপ করিলেন; উহা ভাসিতে ভাসিতে নদীমুখের এক পার্শ্বে তটসংলগ্ন হইল এবং সেখানে উহা হইতে এক গুচ্ছ এরক [১] তৃণ জন্মিল।

একদিন দ্বারাবতীর রাজা ও রাজপুত্রেরা সমুদ্রক্রীড়া করিবার অভিপ্রায়ে নদীমুখের নিকটে গিয়া সেখানে এক বৃহৎ মণ্ডপ প্রস্তুত করিলেন এবং তাহা সুন্দর রূপে সাজাইয়া পানভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা ক্রীড়া করিতে করিতে পরস্পরের হস্তপাদ ধরিতে লাগিলেন এবং ক্রমে দুই দলে বিভক্ত হইয়া মহা কলহ আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে এক জন কোন মুদ্গর না পাইয়া এরক বন হইতে একটা এরক-পত্র ছিঁড়িয়া

[১] এরক বা এরকা, এক প্রকার নল বা শর। মহাভারতের মুষলপর্ব্বেও এই তৃণের নাম দেখা যায়।

লইলেন; কিন্তু তিনি হস্তে লইবামাত্র উহা খদির-মুষলে পরিণত হইল! তিনি উহা-দ্বারা অনেককে প্রহার করিলেন; তখন অপর সকলেও এরক-পত্র গ্রহণ করিলেন এবং সেগুলিও তাঁহাদের হস্তে খদির-মুষলে পরিণত হইল; তাঁহারা তদ্দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিয়া বিনষ্ট হইতে লাগিলেন।

রাজকুল এইরূপে বিনষ্ট হইতেছে দেখিয়া বাসুদেব, বলদেব, অঞ্জনা-দেবী ও রাজপুরোহিত, এই চারিজন রথারোহণে পলায়ন করিলেন; অন্য সকলেই নিহত হইলেন। বাসুদেব ও তাঁহার সঙ্গীরা রথারোহণে পলায়ন করিয়া কালমাটিতে উপস্থিত হইলেন। মুষ্টিক মল্ল মরণকালীন প্রার্থনানুসারে এখানে যক্ষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। বলদেব আসিয়াছেন ইহা বুঝিয়া সে ঐ বনে মায়াবলে এক গ্রাম সৃষ্টি করিল এবং মল্লবেশ পরিধানপূর্ব্বক লম্ফন, গর্জ্জন ও বাহুস্ফোটন করিতে করিতে "কে আমার সহিত যুদ্ধ করিবে?" ইহা বলিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বলদেব বাসুদেবকে বলিলেন, "দাদা, আমি ইহার সহিত যুদ্ধ করিব।" বাসুদেব তাঁহাকে বার বার নিষেধ করিলেন; কিন্তু তিনি কিছুতেই তাহা শুনিলেন না এবং রথ হইতে অবতরণ করিয়া বাহুস্ফোটন করিতে করিতে যক্ষের নিকটে গমন করিলেন। যক্ষ তাঁহাকে মুষ্টির মধ্যে ধরিয়া ফেলিল এবং লোকে যেমন মূলা খায়, সেই ভাবে উদরস্থ করিল।

ভ্রাতার নিধন হইয়াছে জানিয়া বাসুদেব ভগিনী ও পুরোহিতকে লইয়া সমস্ত রাত্রি চলিতে লাগিলেন এবং সূর্য্যোদয়-কালে এক প্রত্যন্ত গ্রামের নিকটে উপস্থিত হইলেন। সেখানে অন্ন পাক করিয়া আনিবার নিমিত্ত তিনি ভগিনী ও পুরোহিতকে গ্রামের ভিতরে পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজে এক গুল্মের অন্তরালে শয়ন করিয়া রহিলেন। জরা নামক এক ব্যাধ গুল্ম নড়িতেছে দেখিয়া মনে করিল, এখানে বুঝি শূকর আছে। সেই জন্য সে গুল্ম লক্ষ্য করিয়া শক্তি নিক্ষেপ করিল; উহা বাসুদেবের পাদে বিদ্ধ হইল। বাসুদেব বলিলেন, "কে আমায় শক্তিবিদ্ধ করিলে হে?" তাহা শুনিয়া ব্যাধ বুঝিল, সে অজ্ঞাতসারে কোন মনুষ্যকে আহত

করিয়াছে। কাজেই সে ভয় পাইয়া পলায়নের উপক্রম করিল। তখন বাসুদেব প্রকৃতিস্থ হইয়া শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন এবং তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মাতুল, তোমার কোন ভয় নাই। তুমি আমার কাছে এস।" ইহা শুনিয়া জরা তাঁহার নিকটে গেল। বাসুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে বল ত।" সে উত্তর দিল, "প্রভু, আমার নাম জরা।" বাসুদেব ভাবিলেন, "তাই ত! প্রাচীনেরা বলিয়াছিলেন, আমি জরাকর্তৃক বিদ্ধ হইলে প্রাণত্যাগ করিব; অতএব অদ্য আমার মরণ নিশ্চয়।" অনন্তর তিনি জরাকে বলিলেন, "তুমি ভয় পাইও না, মামা। আমার ক্ষত স্থানটা বান্ধিয়া দাও।" জরা ক্ষত স্থান বান্ধিয়া দিলে বাসুদেব তাহাকে বিদায় দিলেন। কিন্তু তাহার পর ক্ষত স্থানে এমন যন্ত্রণা হইল যে, তাঁহার ভগিনী ও পুরোহিত যে খাদ্য লইয়া আসিলেন, তাহা তিনি আহার করিতে পারিলেন না। তখন তিনি এই দুই জনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "অদ্য আমার মৃত্যুর দিন। তোমরা সুখসংবৰ্দ্ধিত কোমল দেহ লইয়া কোন শ্রমসাধ্য বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে না। অতএব আমার নিকট হইতে এই বিদ্যা শিখিয়া লও।" এই বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে একটী বিদ্যা শিখাইয়া বিদায় দিলেন এবং অবিলম্বে সেই স্থানেই দেহত্যাগ করিলেন। এইরূপে এক অঞ্জনাদেবী ব্যতীত উপসাগরের সমস্ত বংশধর বিনষ্ট হইলেন।

☞ শ্রীমদ্‌ভাগবতে (দ্বাদশ স্কন্ধ), হরিবংশে এবং মহাভারতের মুষলপর্ব্বে কৃষ্ণচরিত এবং যদুবংশ-ধ্বংস-সংক্রান্ত যে বিবরণ দেখা যায়, তাহার সহিত এই জাতকের অনেক সাদৃশ্য ও প্রভেদ কৌতূহলকর। হিন্দু আখ্যায়িকায় বাসুদেব ও বলদেব ভিন্ন ভিন্ন জননীর গর্ভজাত, বৌদ্ধ জাতকে তাঁহারা সহোদর; হিন্দু আখ্যায়িকায় বলদেব অগ্রজ, বৌদ্ধ জাতকে বাসুদেব অগ্রজ; হিন্দু আখ্যায়িকায় নন্দগোপ বাসুদেবের প্রতিপালক; বৌদ্ধ জাতকে নন্দগোপা তাঁহার প্রতিপালিকা। হিন্দু আখ্যায়িকায় কৃষ্ণদ্বৈপায়নের উল্লেখ নাই, বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদ এই তিন জন শাপ দিয়াছিলেন যে, যদুকুল-ধ্বংসকারী লৌহমুষল প্রসূত হইবে। পুরাণে কংস অতি দুরাচার দৈত্য বলিয়া বর্ণিত; কিন্তু বৌদ্ধ জাতকে তিনি দয়াশীল এবং বাসুদেব প্রভৃতিই অত্যাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ-কাহিনী যে যিশু খ্রীষ্টের বহু পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, এই জাতক তাহার অন্যতম প্রমাণ। মহাকবি ভাসও কৃষ্ণচরিত বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, তিনি খ্রীষ্টের চারি-পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

দসরথ-জাতক

পুরাকালে বারাণসীতে দশরথ নামে এক মহারাজ ছিলেন। তিনি ছন্দ, দ্বেষ, মোহ, ভয়, এই চতুর্ব্বিধ অগতি পরিহার করিয়া যথাধর্ম্ম প্রজা পালন করিতেন। তাঁহার ষোড়শ সহস্র অন্তঃপুরচারিণী ছিলেন; তন্মধ্যে অগ্রমহিষীর গর্ভে দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাম পণ্ডিত; কনিষ্ঠ পুত্রের নাম লক্ষ্মণ কুমার এবং কন্যার নাম সীতাদেবী।

কালসহকারে অগ্রমহিষীর মৃত্যু হইল। দশরথ তাঁহার বিয়োগে অনেকদিন শোকাভিভূত হইয়া রহিলেন; শেষে অমাত্যদিগের পরামর্শে তদীয় ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক অপর এক পত্নীকে অগ্রমহিষীর পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন।

নবীনা মহিষীও দশরথের প্রিয়া ও মনোজ্ঞা হইলেন, কিয়দ্দিনের মধ্যে গর্ভ ধারণ করিলেন, এবং গর্ভসংস্কারাদি লাভ করিয়া যথাকালে এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই পুত্রের নাম হইল ভরত কুমার। রাজা পুত্রস্নেহের আবেগে একদিন মহিষীকে বলিলেন, "প্রিয়ে, আমি তোমায় একটী বর দিব; কি বর লইবে বল।" মহিষী বলিলেন, "মহারাজ, আপনার বর শিরোধার্য্য; কি বর চাই, তাহা এখন বলিব না।"

ক্রমে ভরত কুমারের বয়স্ সাত বৎসর হইল। তখন মহিষী একদিন দশরথের নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি আমার পুত্র জন্মিলে একটী বর দিবেন বলিয়াছিলেন; এখন সেই অঙ্গীকার পালন করুন।" রাজা বলিলেন, "কি বর চাও, বল।" "স্বামিন্, আমার পুত্রকে রাজপদ দিন।" রাজা তুড়ি দিয়া বলিলেন, "নিপাত যাও, বৃষলি; আমার প্রজ্বলিত অগ্নিস্তম্ভসম অপর দুই পুত্র বর্ত্তমান; তুমি কি তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিতে চাও যে, নিজের পুত্রকে রাজ্য দিবার কথা বলিতেছ?" মহিষী রাজার তর্জ্জনে ভীত হইয়া নিজের সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে (শ্রীগর্ভে) চলিয়া গেলেন; কিন্তু অতঃপর পুনঃপুনঃ রাজার নিকট ঐ প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। রাজা তাঁহাকে উক্ত বর

দিলেন না বটে, কিন্তু চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'রমণীগণ অকৃতজ্ঞ ও মিত্রদ্রোহী; মহিষী কোনও কূটপত্র লেখাইয়া কিংবা নিজের দুরভিসন্ধি-সাধনার্থ উৎকোচ দিয়া আমার পুত্রদিগের প্রাণবধ করাইতে পারেন।' অনন্তর তিনি প্রথম পুত্রদ্বয়কে ডাকাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন, এবং বলিলেন, "বৎসগণ, এখানে থাকিলে তোমাদের বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা। তোমরা কোনও সামন্তরাজ্যে কিংবা বনে গিয়া বাস কর। যখন আমার দেহ শ্মশানে ভস্মীভূত হইবে, তখন ফিরিয়া আসিয়া পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ করিও।" পুত্রদ্বয়কে এই কথা বলিয়া দশরথ দৈবজ্ঞ ডাকাইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "বলুন ত, আমি আর কতকাল বাঁচিব?" তাঁহারা বলিলেন, "মহারাজ, আপনি আরও দ্বাদশ বৎসর জীবিত থাকিবেন।" তাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "বৎসগণ, তোমরা দ্বাদশ বৎসরান্তে প্রত্যাগমন করিয়া রাজচ্ছত্র গ্রহণ করিও।" কুমারদ্বয় "যে আজ্ঞা" বলিয়া পিতার চরণবন্দনাপূর্ব্বক সাশ্রুনয়নে প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন। তখন সীতাদেবী বলিলেন, "আমিও সহোদরদিগের সহিত যাইব," এবং তিনিও পিতাকে প্রণাম করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহাদিগের অনুগমন করিলেন।

যখন তাঁহারা তিন জনে প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন, তখন সহস্র সহস্র নরনারী তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। তাঁহারা ইহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিলেন, এবং কিয়দ্দিন পরে হিমালয়ে প্রবেশ করিয়া কোনও উদকসম্পন্ন, সুলভফলমূল স্থানে আশ্রমনির্ম্মাণপূর্ব্বক বন্য ফলমূলে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণ কুমার ও সীতাদেবী রাম পণ্ডিতকে বলিলেন, "আপনি আমাদের পিতৃস্থানীয়; আপনি আশ্রমে অবস্থিতি করিবেন; আমরা আপনার আহারার্থ বন্য ফলাদি সংগ্রহ করিয়া আনিব।" রাম পণ্ডিত ইহাতে সম্মত হইলেন। তিনি তদবধি আশ্রমে থাকিতেন, এবং লক্ষ্মণ ও সীতা যে ফলমূল সংগ্রহ করিয়া আনিতেন, তাহা আহার করিতেন।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বন্য ফলে জীবনধারণপূর্ব্বক এইরূপে বাস করিতে লাগিলেন। এ দিকে মহারাজ দশরথ পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর

হইয়া নবমবর্ষেই দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার শরীরকৃত্য সম্পন্ন হইলে ভরত-জননী বলিলেন, "ভরতেরই মস্তকোপরি রাজচ্ছত্র ধারণ করিতে হইবে।" কিন্তু অমাত্যেরা ভরতকে রাজ্য দিলেন না; তাঁহারা বলিলেন, "যাঁহারা ছত্রের অধিপতি, তাঁহারা অরণ্যে অবস্থিতি করিতেছেন।" তখন ভরত স্থির করিলেন, 'আমি বনে গিয়া অগ্রজ রাম পণ্ডিতকে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে রাজচ্ছত্র দিব।' তিনি পঞ্চবিধ রাজচিহ্ন[১] লইয়া ও চতুরঙ্গ-বলে পরিবৃত হইয়া সেই বনে উপনীত হইলেন, এবং অবিদূরে স্কন্ধাবার-স্থাপনপূর্ব্বক লক্ষ্মণ ও সীতার অনুপস্থিতিকালে কতিপয় অমাত্যসহ আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তিনি সেখানে দেখিতে পাইলেন, রাম পণ্ডিত নিঃশঙ্কমনে পরমসুখে আশ্রমদ্বারে সুপ্রতিষ্ঠিত কাঞ্চনপ্রতিমার ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। ভরত অভিভাষণপূর্ব্বক তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন, এবং একান্তে অবস্থিত হইয়া দশরথের পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর তিনি অমাত্যদিগের সহিত রামের পাদমূলে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাম পণ্ডিত কিন্তু শোক করিলেন না; ক্রন্দনও করিলেন না; তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র ইন্দ্রিয়বিকার ঘটিল না।

ক্রন্দনানন্তর ভরত রামের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া রহিলেন। এ দিকে সায়ংকালে লক্ষ্মণ ও সীতা বন্য ফলমূল আহরণপূর্ব্বক আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। তদ্দর্শনে রাম পণ্ডিত ভাবিতে লাগিলেন, 'ইহারা তরুণবয়স্ক; এখনও আমার মত প্রজ্ঞা লাভ করে নাই; যদি অকস্মাৎ বলি যে, পিতার মৃত্যু হইয়াছে, তাহা হইলে হয় ত শোকবেগধারণে অসমর্থ হইয়া ইহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইবে; অতএব কোনও উপায়ে ইহাদিগকে জলমধ্যে অবতরণ করাইয়া এই দুঃসংবাদ শুনাইতে হইবে।' অনন্তর, পুরোবর্ত্তী এক জলাশয় দেখাইয়া তিনি বলিলেন, "তোমরা আজ বড় বিলম্ব করিয়া আসিয়াছ; আমি তোমাদিগকে তজ্জন্য দণ্ড দিতেছি— তোমরা এই জলে অবতরণ করিয়া দাঁড়াইয়া থাক।"

লক্ষ্মণ ও সীতা এই কথা শুনিবামাত্র জলে অবতরণ করিয়া রহিলেন। তখন রাম পণ্ডিত তাঁহাদিগকে উক্ত দুঃসংবাদ শুনাইলেন।

[১] খড়্গ, ছত্র, উষ্ণীষ, পাদুকা, বালব্যজন (চামর) এই পাঁচটী রাজককুদ্‌ভাণ্ড নামে অভিহিত।

লক্ষ্মণ ও সীতা পিতার বিয়োগবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মূৰ্চ্ছিত হইলেন। চেতনালাভের পর তাঁহারা আবার যখন এই কথা শুনিলেন, তখন আবার মূৰ্চ্ছিত হইলেন। এইরূপে তাঁহারা উপর্য্যুপরি তিনবার বিসংজ্ঞ হইলে অমাত্যেরা তাঁহাদিগকে উত্তোলনপূর্ব্বক স্থলে লইয়া আসিলেন; এবং সেখানে তাঁহাদের চৈতন্যলাভের পর সকলে বসিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন ভরত কুমার চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমার ভ্রাতা লক্ষ্মণ কুমার ও ভগিনী সীতাদেবী পিতার মরণসংবাদ শুনিয়া শোকবেগ-ধারণে অসমর্থ হইয়াছেন; কিন্তু রাম পণ্ডিত শোকাভিভূত হন নাই, বিলাপও করিতেছেন না! তাঁহার শোক না করিবার কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিতেছি।' অনন্তর তিনি বলিলেন :—

"বল, রাম, কোন্ বলে হ'য়ে বলীয়ান্
শোককালে শোকাতুর নহে তব প্রাণ?
পিতার বিয়োগবার্ত্তা করিলে শ্রবণ,
তথাপি না অভিভূত দুঃখে তব মন!"

রাম পণ্ডিত নিজের অশোকের কারণ বুঝাইবার জন্য বলিলেন :—

"দিবারাত্র উচ্চৈঃস্বরে করিয়া ক্রন্দন
যাহারে রক্ষিতে কেহ পারে না কখন,
তার জন্য বৃথা শোকে হয় কি কাতর
বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ, জ্ঞানবান্ নর?
* * * *
উষাকালে যাহাদের পাই দরশন
না হেরি সায়াহ্নকালে তার বহু জন;
ইহাদের(ও) বহু জন উষা না ফিরিতে
অদৃশ্য হইয়া যায় যমের কুক্ষিতে।
* * * *"

সমবেত জনগণ রাম পণ্ডিতের অনিত্যত্ব-ব্যাখ্যা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ শোকমুক্ত হইলেন। অনন্তর ভরত কুমার রামের চরণবন্দনাপূর্ব্বক

বলিলেন, "চলুন, এখন বারাণসীতে প্রতিগমন করুন।" রাম বলিলেন, "ভাই, লক্ষ্মণ ও সীতাকে লইয়া যাও, এবং ইহাদের সহিত রাজ্য শাসন কর।" "দাদা! আপনি কি করিবেন?" "ভাই, বাবা বলিয়াছিলেন, দ্বাদশ বৎসর পরে আসিয়া রাজ্য লইবে; এখন ফিরিলে তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করা হইবে। আরও তিন বৎসর যাউক; তাহার পর আমি ফিরিব।" "এত দিন কে রাজ্য করিবে?" "তুমি করিবে।" "আমি করিব না।" "তবে আমি যত দিন না ফিরি, ততদিন এই পাদুকা রাজ্য করিবে।" ইহা বলিয়া রাম নিজের তৃণনির্ম্মিত পাদুকাদ্বয় খুলিয়া ভরতের হস্তে দিলেন।

অনন্তর ভরত, লক্ষ্মণ ও সীতা ঐ পাদুকা লইয়া রামের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং সহস্র সহস্র অনুচরে পরিবৃত হইয়া বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন।

রামের পাদুকাই তিন বৎসর বারাণসীরাজ্যের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিল। বিবাদ-নিষ্পত্তিকালে অমাত্যেরা উহা সিংহাসনের উপর রাখিয়া দিতেন; যদি নিষ্পত্তি ন্যায়বিরুদ্ধ হইত, তাহা হইলে পাদুকাদ্বয় পরস্পরকে আঘাত করিত; তাহা দেখিয়া অমাত্যেরা সেই বিবাদের প্রতিবিচার করিতেন। নিষ্পত্তি ন্যায়সঙ্গত হইলে পাদুকাদ্বয় নিঃশব্দ থাকিত।

তিন বৎসর অতীত হইলে রাম পণ্ডিত অরণ্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক বারাণসীর উদ্যানে উপনীত হইলেন। কুমারদ্বয় তাঁহার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া অমাত্যগণসহ উদ্যানে গমন করিলেন এবং সীতাকে অগ্রমহিষীর পদে বরণ করিয়া উভয়ের অভিষেকক্রিয়া সম্পাদিত করিলেন। কৃতাভিষেক মহাসত্ত্ব রাম অলঙ্কৃত রথে আরোহণপূর্ব্বক পুরবাসিগণসহ নগরে প্রবেশ করিলেন, এবং পুর প্রদক্ষিণ করিয়া সুচন্দ্রক নামক প্রাসাদের উর্দ্ধতমতলে অধিরোহণ করিলেন। অতঃপর তিনি ষোড়শসহস্র বৎসর যথাধর্ম্ম রাজ্য করিয়া সুরলোকবাসীদিগের সংখ্যা-বর্দ্ধনার্থ ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

☞ দশরথ-জাতকের সহিত রামায়ণের আখ্যানের পার্থক্য ঘটিবার কারণ কি? "দসবস্‌সসহস্‌সানি সট্‌ঠিবস্‌সসতানি চ কম্বুগীবো মহাবাহু রামো রাজ্যং অকারয়ি," দশরথজাতকের এই গাথাটীর

প্রথমার্দ্ধ সংস্কৃতাকারে বাল্মীকির কাব্যে প্রায় অবিকৃতভাবে দেখা যায় (রামায়ণ, বালকাণ্ড, প্রথম সর্গ, ৯৮ম শ্লোক—দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ রামো রাজ্যমুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং প্রযাস্যতি)। কাজেই সন্দেহ জন্মে যে, জাতককার সমস্ত আখ্যানটী রামায়ণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বিকৃতি ঘটাইয়া আখ্যানটীর অপকর্ষ সম্পাদন করা তাঁহার উদ্দেশ্যবিরুদ্ধ, এ যুক্তিও নিতান্ত দুর্ব্বল নহে। তবে কি বলিতে হইবে যে, রামায়ণের শ্লোকগুলি নানাস্থানে নানাভাবে চারণাদির মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল, অতঃপর তাহাদের সঙ্কলন সম্পাদিত হয় এবং দেশভেদে আখ্যানটীর পরিবর্ত্তন ঘটে?

জয়দ্দিস-জাতকে (৫১৩) ১৭শ গাথায় রামের যে উল্লেখ আছে তাহার সহিত বাল্মীকির রামায়ণের কোন বিরোধ নাই। কিন্তু সিংহলী টীকাকার সেখানে এক অদ্ভুত পৌরাণিকী কথা বর্ণন করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাম-নামক এক মাতৃপোষক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বাণিজ্যের জন্য দণ্ডকি রাজার অধিকারস্থ কুম্ভবতী নগরে গমন করিয়াছিলেন। যখন প্রভূত বারিবর্ষণে দণ্ডকির সমস্ত রাজ্য বিনষ্ট হয়, তখন রাম মাতাপিতার গুণ স্মরণ করিয়া রক্ষা পাইয়াছিলেন। এই টীকা পাঠ করিলে মনে হয়, সিংহলদেশীয় ভিক্ষুরা সাধারণতঃ মূল রামায়ণ জানিতেন না, লোকমুখে রামের নাম ও গুণগ্রামের কথা শুনিয়াছিলেন এবং রামায়ণের কতকগুলি গাথা শিখিয়াছিলেন মাত্র। শেষে গাথাগুলি অবলম্বন করিয়া যখন জাতকের আখ্যায়িকা রচিত হয়, তখন তাঁহারা নিজ নিজ জ্ঞানানুসারে এক এক জনে উহা এক এক প্রকারে সাজাইয়াছেন।

অলম্বুসা (৫২৩) ও নলিনিকা (৫২৬) জাতকে ঋষ্যশৃঙ্গের আখ্যায়িকা দেখা যায়। মূল রামায়ণে ঋষ্যশৃঙ্গের হরিণীর গর্ভে জন্মসম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু কৃত্তিবাসের রামায়ণে তাঁহার এই অস্বাভাবিক জন্মবৃত্তান্ত কথিত হইয়াছে। কেবল ইহাই নহে; বিভাণ্ডকের ভয়ে বারবনিতাদিগের হৃৎকম্প, মোদক প্রভৃতি মিষ্টান্ন বৃক্ষের ফল ইহা বলিয়া ঋষ্যশৃঙ্গের মন ভুলান, বিভাণ্ডক আশ্রমে ফিরিলে তাঁহার নিকট ঋষ্যশৃঙ্গের আক্ষেপ এবং বারবনিতাদিগের রূপবর্ণন ইত্যাদি কৃত্তিবাসে ও জাতকে প্রায় একরূপ। কাজেই বলা যাইতে পারে যে, জাতক-বর্ণিত ঋষ্যশৃঙ্গ-জন্মবৃত্তান্ত পূর্ব্বে এদেশে কথকদিগের এবং জনসাধারণের সুবিদিত ছিল; কৃত্তিবাস ইহাই লইয়া নিজের বর্ণনার সৌষ্ঠব সাধন করিয়াছেন। ইহাতেও বোধ হয় যে রামায়ণের আখ্যায়িকাগুলি নানা স্থানে নানা আকারে প্রচলিত ছিল।

সহোদরের সহিত সহোদরার বিবাহ এ দেশে কখনও চলিত বলিয়া বোধ হয় না,—যদিও শাক্যকুলের উৎপত্তিসম্বন্ধে এইরূপ একটী প্রবাদ শুনা যাইত। ইতিহাসে আমরা কেবল মিশররাজ টলেমিদিগের মধ্যেই এই কুপ্রথার প্রচলন দেখিতে পাই। উদয়-জাতকে (৪৫৮) বৈমাত্রেয় ভগিনীকে বিবাহ করিবার কথা আছে।

বিশ্বন্তর-জাতকে (৫৪৭) ৫৪১ম গাথায় মাদ্রী বলিতেছেন, "পুরাকালে সীতাদেবী যেমন পতির সঙ্গে বনবাস করিয়াছিলেন, আমিও এখন তেমন করিতেছি।" এই উক্তির সহিত দশরথ-জাতকের বিরোধ দেখা যায়, কারণ ইহাতে বনবাসের পূর্ব্বেই রামের সহিত সীতার বিবাহ হইয়াছিল, এরূপ বুঝাইতেছে।

ভিস-জাতক

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন অশীতিকোটি বিভবসম্পন্ন মহাশাল[১] ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল মহাকাঞ্চন কুমার। তিনি কেবল হাঁটিতে শিখিয়াছেন, এমন সময়ে ব্রাহ্মণের আর একটী পুত্র জন্মিল। তাহার নাম হইল উপকাঞ্চন কুমার। এইরূপে একে একে ব্রাহ্মণের সাতটী পুত্র জন্মিল। তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান হইল একটী কন্যা; ইহার নাম কাঞ্চনদেবী।

মহাকাঞ্চন কুমার বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ববিদ্যাবিশারদ হইলেন এবং সেখান হইতে গৃহে ফিরিলেন। তখন তাঁহার মাতাপিতা তাঁহাকে গার্হস্থ্যবন্ধনে বদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, "আমাদের সমান জাতি ও কুল হইতে কন্যা আনিব এবং তোমাকে গৃহস্থরূপে প্রতিষ্ঠিত করিব।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "দেখুন, আমার গার্হস্থ্য ধর্ম্মে রুচি নাই, আমার নিকট ভবত্রয়[২] অগ্নিবৎ ভীষণ, কারাগারবৎ বাধাদায়ক, মলভূমিবৎ ন্যক্কারজনক। আমি স্বপ্নেও এত কাল মিথুনধর্ম্ম অনুভব করি নাই। আপনাদের অন্য অনেক পুত্র আছে; তাহাদিগকে গৃহস্থধর্ম্ম-পালনের জন্য আদেশ দিন।" বোধিসত্ত্বের মাতাপিতা পুনঃ পুনঃ তাঁহার সম্মতি যাচ্ঞা করিলেন, তাঁহার সখাদিগকে পাঠাইয়া তাহাদিগের দ্বারা অনুরোধ করাইলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই গৃহস্থ হইতে ইচ্ছা করিলেন না। সখারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, তুমি কি চাও, বল ত, যে কাম ভোগ করিতে ইচ্ছা কর না?" তিনি তাহাদিগকে নিজের নিষ্ক্রমণের অভিপ্রায় জানাইলেন। ইহা শুনিয়া তাঁহার মাতাপিতা অপর পুত্রদিগকে গৃহধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলিলেন,

[১] মহাসাল (বা মহাসার)। মহাশাল=যাঁহার মহাশালা (বড় বাড়ী আছে) অর্থাৎ যিনি প্রভূত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। মহাসার অর্থাৎ যিনি খুব সারবান্ বা ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। অশীতি কোটিবিভবসম্পন্ন বলিলে যখন মহাঢ্য বুঝায়, তখন মহাসাল পদটী পুনরুক্তিমাত্র।

[২] কামভব, রূপভব, অরূপভব অর্থাৎ কামলোকে, রূপলোকে ও অরূপলোকে সত্তা। অর্হৎগণেরা ভবপারগ অর্থাৎ তাঁহারা ভবসাগর পার হইয়াছেন; তাঁহাদিগের আর জন্ম হইবে না।

কিন্তু তাঁহারাও অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এমন কি কাঞ্চনদেবীও মাতাপিতার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না।

কালসহকারে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হইল। মহাকাঞ্চন পণ্ডিত তাঁহাদের ঔর্দ্ধদেহিক কৃত্য সমাপন করিলেন, মহাদানে প্রবৃত্ত হইয়া অশীতিকোটি ধন দরিদ্র ও পান্থদিগকে বিতরণ করিলেন, এবং ছয় ভাই ও ভগিনী, এক দাস, এক দাসী ও এক সখা সঙ্গে লইয়া মহাভিনিষ্ক্রমণ-পূর্ব্বক হিমবন্তে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা সেখানে এক পদ্মসরোবরের তীরে রমণীয় ভূভাগে আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং বন্য ফলমূলে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। বনে প্রবেশ করিবার কালে তাঁহারা এক এক জনে এক এক দিকে যাইতেন; কেহ কোন ফল বা পত্র দেখিলে তিনি অপর সকলকে আহ্বান করিতেন এবং নিজে যাহা দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন, তাহা বলিতে বলিতে উহা চয়ন করিতেন। ইহাতে ঐ আশ্রম পল্লীগ্রামের সাধারণ ব্যবহার্য্য কর্ম্মস্থানের ন্যায় প্রতীয়মান হইত।

এক দিন আচার্য্য মহাকাঞ্চন পণ্ডিত চিন্তা করিলেন, 'আমরা অশীতি কোটি ধন ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছি। আমাদের পক্ষে বন্য ফলের জন্য এরূপ লোভবশে বিচরণ বড়ই বিসদৃশ। এখন হইতে কেবল আমিই ফলমূল আহরণ করিব।' তিনি আশ্রমে ফিরিয়া সায়ংকালে সকলকে এক স্থানে সমবেত করিলেন এবং নিজের সঙ্কল্প জানাইয়া বলিলেন, "তোমরা এখানে থাকিয়া শ্রামণ্যধর্ম্ম পালন কর; আমি তোমাদের জন্য বন্য ফল আহরণ করিব।" ইহা শুনিয়া উপকাঞ্চন এবং অন্য সকলে বলিলেন, "আচার্য্য, আমরা আপনারই আশ্রয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছি। আপনি আশ্রমে থাকিয়া শ্রামণ্যধর্ম্ম পালন করুন; আমাদের ভগিনীও এখানে থাকুন; দাসী তাঁহার সঙ্গে রহুক; আমরা আট জনেই পালা করিয়া বন হইতে ফল আনয়ন করিব; আপনারা তিন জন বারমুক্ত থাকিবেন।" মহাসত্ত্ব ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

তখন হইতে আট জনের এক এক জন এক এক বারে ফল আনয়ন করিতে লাগিলেন। অপর সকলে স্ব স্ব ভাগ গ্রহণ করিয়া আপনাদের

বাসস্থানে যাইতেন এবং নিজ নিজ পর্ণকুটীরের মধ্যেই থাকিতেন; অকারণে সকলে এক স্থানে সমবেত হইতে পারিতেন না। আশ্রমে একটী স্থান বৃতিদ্বারা বেষ্টিত ছিল। যেদিন যাঁহার বার আসিত, তিনি ফল আহরণ করিয়া উহার মধ্যে একটা পাষাণফলকের উপর সেগুলি এগার ভাগ করিতেন, ঘণ্টা বাজাইয়া সকলকে জানাইতেন,[১] নিজের ভাগ লইয়া বাসস্থানে প্রবেশ করিতেন, অপর সকলেও সংজ্ঞা শুনিয়া নিঃশব্দে বাহির হইতেন, ধীরভাবে যথারীতি স্ব স্ব ভাগ গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব কুটীরে ফিরিয়া যাইতেন এবং উহা আহার করিয়া শ্রামণ্যধর্ম্ম পালন করিতেন। এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে তাঁহারা মৃণাল আহরণ করিয়া উহা ভোজন করিতে লাগিলেন, কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক কৃৎস্নপরিকর্ম্ম[২] করিতে লাগিলেন।

এই তপস্বীদিগের শীলতেজে শেষে শক্রভবন কম্পিত হইল। শক্র ভাবিলেন, 'ইহারা কি প্রকৃতই কামবিমুক্ত, না সাধারণ ঋষিমাত্র? ইহাদিগকে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক।' তিনি নিজের অনুভাববলে উপর্য্যুপরি তিন দিন মহাসত্ত্বের ভাগের মৃণাল অন্তর্হিত করিলেন। মহাসত্ত্ব প্রথম দিন নিজের ভাগ দেখিতে না পাইয়া ভাবিলেন, 'বোধ হয়, ভ্রমক্রমে আমার ভাগ রাখা হয় নাই।' দ্বিতীয় দিনে তাঁহার মনে হইল, 'হয়ত ইহা আমার দোষেই ঘটিয়াছে; আমি যে দোষ করিয়াছি, তাহার প্রমাণস্বরূপ, বোধ হয়, আমার ভাগে কিছু রাখে

১ 'গণ্ডি সঞ্ঞাং দত্বা,' অর্থাৎ ঘণ্টা বা কাঁসর বাজাইয়া জানাইয়া।

২ পালি 'কসিণ পরিকম্ম'। কৃৎস্ন চিত্তের একাগ্রতালাভের ও ধ্যানাভ্যাসের সহায়বিশেষ। সাধক ক্ষিতি, অপ্ ইত্যাদি কোন পদার্থ লইয়া একাগ্রচিত্তে তাহার প্রকৃতি চিন্তা করিবেন। যেমন ক্ষিতি কৃৎস্নে একটী মৃদ্‌গোলক সম্মুখে রাখিয়া ক্ষিতিরূপ ভূতের প্রকৃতি ভাবিতে হইবে, উহার ভিন্ন ভিন্ন নাম আবৃত্তি করিতে হইবে, উহা যে নিজ দেহের একটী উপাদান তাহা চিন্তা করিতে হইবে। পুনঃ পুনঃ এইরূপ চিন্তার ফলে শেষে নিমিত্ত জন্মে অর্থাৎ তখন বস্তু নয়নগোচর না হইলেও তাহার স্বরূপ মানসপটে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। দশ কৃৎস্ন যথা:—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, নীল, পীত, লোহিত, শ্বেত, আলোক ও পরিচ্ছিন্নাকাশ অর্থাৎ কোন ছিদ্রপথে আকাশের যতটুকু দেখা যায়।

নাই।' তৃতীয় দিনে তিনি ভাবিলেন, 'কি কারণে আমার ভাগ রাখে না? যদি আমি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তবে ক্ষমা প্রার্থনা করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি সায়ংকালে গণ্ডিকা বাজাইয়া সংজ্ঞা দিলেন এবং উহা শুনিয়া অন্য সকলে সমবেত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে সংজ্ঞা দিল?" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "বৎসগণ, আমিই দিয়াছি।" "আচার্য্য, আপনি কি অভিপ্রায়ে সংজ্ঞা দিয়াছেন?" "বৎসগণ, অদ্য হইতে তৃতীয় দিবসে কে ফল আহরণ করিয়াছিল?" একজন সসম্ভ্রমে উঠিয়া বলিলেন, "সে দিন আমিই ফল আনিয়াছিলাম।" "তুমি যখন ভাগ করিয়াছিলে, তখন আমার ভাগ রাখিয়াছিলে কি?" "নিশ্চয় রাখিয়াছিলাম, আচার্য্য। আমি জ্যেষ্ঠের ভাগ রাখিয়াছিলাম।" "কাল কে ফল আনিয়াছিলে, বল ত।" আর একজন সসম্ভ্রমে উঠিয়া বলিলেন, "আমি আনিয়াছিলাম।" "আমার কথা মনে ছিল কি?" "আমি আপনার জন্য জ্যেষ্ঠের ভাগ রাখিয়াছিলাম।" "আজ কে আনিয়াছ, বল।" তৃতীয় এক ব্যক্তি উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মহাসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাগ করিবার কালে আমার কথা স্মরণ ছিল কি?" "আপনার জন্য প্রধান ভাগ রাখিয়াছিলাম।" "বৎসগণ, আমি একে একে এই তিন দিন কোন ভাগ পাই নাই। প্রথম দিন ভাগ দেখিতে না পাইয়া ভাবিয়াছিলাম, হয় ত ভ্রমক্রমে উহা রাখা হয় নাই; দ্বিতীয় দিনে মনে হইল, হয় ত আমি কিছু দোষ করিয়াছি; আজ ভাবিলাম, যদি দোষ করিয়া থাকি, তবে ক্ষমা প্রার্থনা করিব। এই জন্যই গণ্ডিকা-সংজ্ঞা-দ্বারা তোমাদিগকে সমবেত করিয়াছি। তোমরা বলিতেছ, আমার জন্য মৃণালের ভাগগুলি রাখিয়া দিয়াছিলে; আমি কিন্তু কিছুই পাই নাই। কে ঐ সকল ভাগ অপহরণ করিয়া আহার করিয়াছে, তাহা জানা আবশ্যক। মৃণাল অতি তুচ্ছ বস্তু। কিন্তু যাহারা বিষয়ভোগেচ্ছা পরিহার-পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ইহাও অপহরণ করা বড় বিসদৃশ।" মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "অহো! কি ভয়ানক কাজ!" তাঁহারা সকলেই নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলেন।

* * * * *

অনন্তর বোধিসত্ত্বের কনিষ্ঠ উপকাঞ্চন কুমার আসন হইতে উত্থিত হইয়া বোধিসত্ত্বকে বন্দনা করিলেন এবং অপর সকলের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দেখাইয়া বলিলেন, "আচার্য্য, অন্যের কথা বলিতে পারি না; আমি নিজের নির্দ্দোষভাব প্রতিপন্ন করিতে পারি কি?" "নিশ্চয় পার।" তখন উপকাঞ্চন কুমার ঋষিগণের মধ্যে দাঁড়াইয়া 'আমি যদি মৃণাল খাইয়া থাকি, তবে আমি যেন এইরূপ এইরূপ হই,' এবংবিধ শপথ করিবার উদ্দেশ্যে প্রথম গাথা বলিলেন :—

"অশ্ব, গো, রজত, স্বর্ণ, ভার্য্যা মনোমত,
ধরাধামে আর প্রিয় বস্তু আছে যত,
স্ত্রীপুত্র লইয়া ভোগ করুক সে জন,
যে করিল, দ্বিজ, তব মৃণাল হরণ।" [১]

ইহা শুনিয়া ঋষিরা কাণে আঙুল দিয়া বলিলেন, "মারিষ,[২] আপনি এমন কথা বলিবেন না; আপনি অতি ভয়ানক শপথ করিয়াছেন।" বোধিসত্ত্বও বলিলেন, "বৎস, তোমার শপথ অতি ভীষণ; তুমি নিশ্চয় আমার মৃণাল খাও নাই; তুমি তোমার পত্রাসনে উপবেশন কর।" উপকাঞ্চন কুমার শপথান্তে উপবিষ্ট হইলে দ্বিতীয় ভ্রাতা উঠিয়া মহাসত্ত্বকে বন্দনা করিলেন এবং শপথ-দ্বারা আত্মশুদ্ধির জন্য দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

"মাল্য ও চন্দন, বস্ত্র বারাণসীজাত
পরুক সে, হোক তার পুত্র শত শত,
বিষয়-বাসনা তীব্র থাকে যেন তার,
মৃণাল হরিল, দ্বিজ, যে জন তোমার।"

১ এইটী এবং পরবর্ত্তী শপথগুলি স্থূল দৃষ্টিতে আশীর্ব্বাদ হইলেও প্রকৃতপক্ষে অভিশাপ; কারণ প্রিয়বস্তু যতই ভোগ করা যায়, তাহার বিপ্রয়োগে ততই দুঃখ ঘটে। এই গাথায় বস্তুকামনার নিন্দা করা হইয়াছে।

২ মারিষ—পালি 'মারিস'। বোধ হয় ইহা 'মাদৃশ' শব্দের রূপান্তর। ভো, হে ইত্যাদির ন্যায় ইহা সম্বোধনে ব্যবহৃত হইত। ভাই, মহাশয় ইত্যাদি শব্দকে (ইংরাজী worthy friend, dear sir) ইহার তুল্যার্থবোধক মনে করা যাইতে পারে।

তিনি উপবিষ্ট হইলে অপর সকলেও স্ব স্ব মনোভাব ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত প্রত্যেকে এক একটী গাথা বলিলেন :—

"কৃষিলব্ধ ধান্যে পূর্ণ হোক গৃহ তার,
ধনে, পুত্রে সর্ব্বকামে আনন্দ অপার
লভুক সে গৃহে থাকি ; আয়ু যে ফুরায়,
এ কথা তাহার যেন মনে নাহি লয় ;
চিরদিন গৃহে বাস করুক সে জন,
যে করিল, দ্বিজ, তব মৃণাল হরণ।"

"হয় যেন সে পাপিষ্ঠ ক্ষত্রিয়প্রধান,
যশস্বী, রাজাধিরাজ, মহাবলবান্,
সর্ব্বত্র পৃথিবী সেই করুক শাসন,
যে করিল, দ্বিজ, তব মৃণাল হরণ।"

"হয় যেন সে ব্রাহ্মণ, বিষয়ে আসক্ত,
নিপুণ গণিতে শুভ অশুভ মুহূর্ত্ত ;
পূজুক তাহারে মহামহারাজগণ,
যে করিল, দ্বিজ, তব মৃণাল হরণ।"

"সাঙ্গ সর্ব্ববেদে সেই হউক নিপুণ,
সকলে করুক গান তার তপোগুণ,
পূজুক তাহারে মিলি জানপদগণ,
যে করিল, দ্বিজ, তব মৃণাল হরণ।"

"সমৃদ্ধ, বাসবদত্ত গ্রাম সুবৃহৎ,
সুপ্রচুর আছে যেথা চারিটী সম্পৎ,
ভুঞ্জুক সে, বিষয়ে আসক্ত আমরণ,
যে করিল, দ্বিজ, তব মৃণাল হরণ।" [১]

[১] শক্র কিছু দান করিলে উহা যেমন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, সেইরূপ। 'আছে যেথা চারিটী সম্পৎ'—মূলে 'চতুস্‌সদং' এই বিশেষণ আছে। যেখানে বহু লোক বাস করে, প্রচুর ধান্য জন্মে এবং জল ও কাষ্ঠের অভাব নাই এইরূপ।

"হো'ক সে গ্রামণী; নর্ম্মসচিব-বেষ্টিত
হইয়া করুক নিত্য নৃত্য আর গীত;
রাজা যেন তার প্রতি বিমুখ না হন,
যে করিল, দ্বিজ, তব মৃণাল হরণ।"

"অদ্বিতীয় রাজা সসাগরা পৃথিবীর
করিয়া বিবাহ যেন সেই রমণীর
ষোড়শ সহস্র কলত্রের মধ্যে তারে
অগ্রস্থান দিয়া সদা সমাদর করে;
নারীমধ্যে সেই যেন পায় শ্রেষ্ঠাসন,
যে করিল, দ্বিজ, তব মৃণাল হরণ।"

"চৌদিকে বেষ্টন করি আছে দাসীগণ,
সে দিকে দৃক্‌পাত নাই; করয় ভক্ষণ
একাকী মধুর খাদ্য যে নির্লজ্জা নারী,
সদা বিকত্থন করে ভাগ্য আপনারি—
হয় যেন সে পাপিষ্ঠা রমণী এমন,
যে করিল, দ্বিজ, তব মৃণাল হরণ।" [১]

নয় জন এইরূপ শপথ করিলে মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, আমি অনষ্টকে নষ্ট বলিতেছি, ইহারা হয় ত এরূপ সন্দেহ করিতে পারে। অতএব আমারও শপথ করা কর্ত্তব্য। তিনি শপথ করিলেন :—

*   *   *   *   *

"অনষ্ট হয়েছে নষ্ট বলে যেই জন,
হয় যেন চরিতার্থ তার রিপুগণ;
আসক্ত বিষয়ভোগে থাকি আজীবন
হয় যেন গৃহবাসে তাহার মরণ।
সত্য এ শপথ; যদি মিথ্যা ভাব মনে,
তোমারাও এ অগতি পাবে সর্ব্বজনে।"

১ শেষের তিনটী গাথা যথাক্রমে দাস তাপসের, কাঞ্চনকুমারীর ও দাসীর।

ঋষি শপথ করিলে শক্র ভাবিলেন, 'ভয়ের কারণ নাই; আমি ইঁহাদের পরীক্ষার নিমিত্ত মৃণালগুলি অন্তর্হিত করিয়াছিলাম। ইঁহারা কাম্যবস্তুসমূহ বহির্নিক্ষিপ্ত শ্লেষ্মপিণ্ডবৎ ঘৃণার্হ মনে করিয়া এবং তাহাদের দোষ কীর্ত্তন-পূর্ব্বক শপথ করিলেন। কাম্যবস্তুগুলি এত নিন্দনীয় কেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি দৃশ্যমান দেহ পরিগ্রহ করিয়া বোধিসত্ত্বকে বন্দনপূর্ব্বক বলিলেন :—

"ছুটাছুটি করে লোকে যাহা পাইবার তরে,
দেবতা, মনুষ্য যাহা ইষ্টকান্ত মনে করে,
প্রিয় মনোহর যাহা জীবলোকে, ঋষিগণ,
হেন কাম্য বস্তু সব কর নিন্দা কি কারণ?"

মহাসত্ত্ব বলিলেন :—

"পাপে পাপ বৃদ্ধি পায়; দেহান্তে পাপীর
নিশ্চয় হইবে প্রাপ্তি নরক গভীর।
কামের এ সব দোষ করি নিরীক্ষণ,
কাম্য বস্তু প্রশংসা না করে সুধীজন।"

মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া শক্রের চিত্তোদ্বেগ জন্মিল, তিনি বলিলেন :—

"পরীক্ষিতে ঋষিদের চরিত কেমন,
মৃণাল তোমার, ঋষি, করিনু হরণ।
সরোবর-তীরে তাহা আছিল পড়িয়া,
রেখেছি নিভৃত স্থানে আমি কুড়াইয়া।
নিষ্পাপ বিশুদ্ধমতি এই ঋষিগণ;
করহ তোমার এই মৃণাল গ্রহণ।"

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন :—

"নহি মোরা নট—পাত্র ঠাট্টা তামাসার,
নহি মোরা বন্ধু কিংবা সখা হে তোমার;
কি সাহসে তবে বল, সহস্রনয়ন,
ভাবিলে ঋষিরা পরিহাসের ভাজন?"

ইহার পর শক্র ক্ষমা প্রর্থনা করিলেন এবং ঋষিদিগকে বন্দনা করিয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

☞ মহাভারতে (অনুশাসন পর্ব্ব, ৯৪ম অধ্যায়) মৃণালহরণবৃত্তান্ত-প্রসঙ্গে এইরূপ একটী আখ্যায়িকা আছে। একদা শুক্র, অঙ্গিরা, অগস্ত্য, নারদ, পর্ব্বত, ভৃগু, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, গালব, অষ্টবক্র, ভরদ্বাজ, অরুন্ধতী, বালখিল্যগণ এবং রাজর্ষি শিবি, দিলীপ, নহুষ, অম্বরীষ, যযাতি, ধুন্ধুমার ও পুরু প্রভৃতি মহাত্মারা ভগবান্ শতক্রতুর সহিত তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে কৌশিকীতীর্থে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তত্রত্য ব্রহ্মসরোবর হইতে অগস্ত্য মৃণাল উত্তোলন করিয়া তীরভূমিতে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইন্দ্র তাহা অপহরণ করেন। অগস্ত্য তাঁহার সঙ্গীদিগকে সন্দেহ করিলে তাঁহারা আত্মদোষক্ষালনার্থ একে একে শপথ করিয়াছিলেন। এই সকল শপথের মধ্যে দুই একটীতে তৎকালীন সমাজের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়—যথা "যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে চিকিৎসা-ব্যবসায় অবলম্বন, ভার্য্যার উপার্জ্জিত ধনে জীবিকানির্ব্বাহ এবং নিয়ত শ্বশুরের অন্ন ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করুক;" "সে গ্রামের অধ্যক্ষতা করুক;" "সে দান করিয়া তাহা কীর্ত্তন করুক;" "সে একাকী উপাদেয় বস্তু ভোজন করুক;" "সে নরপতির দৌত্যকার্য্য স্বীকার করুক;" "সে বেতন গ্রহণ করিয়া বিদ্যা দান করুক;" ইত্যাদি।

দসব্রাহ্মণ-জাতক

পুরাকালে কুরুরাজ্যে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে যুধিষ্ঠির-গোত্রজ কৌরব্য নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। বিদুর-নামক এক ব্যক্তি তাঁহার ধর্ম্মার্থানুশাসক ছিলেন। কৌরব্য এমন মহাদান করিতেন যে, তাহাতে সমস্ত জম্বুদ্বীপের অধিবাসী বিস্মিত হইয়াছিল।[১] কিন্তু যাহারা এই দান লাভ করিয়া ভোগ করিত, তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তিও, অন্য কিছু দূরে থাকুক, পঞ্চশীল পর্য্যন্ত পালন করিত না। তাহারা সকলেই দুঃশীল ছিল; কাজেই রাজা এত দান করিয়াও পরিতোষ লাভ করিতে পারিতেন না। অনন্তর তিনি ভাবিলেন, 'বিচারপূর্ব্বক দান করিলেই তাহা মহাফলপ্রদ হয়।' যে সকল ব্যক্তি শীলবান্, তিনি তাঁহাদিগকেই দান করিবার

[১] আক্ষরিক অনুবাদ করিলে বলিতে হয় "বিক্ষুব্ধ" হইয়াছিল।

অভিলাষী হইয়া বিদুর পণ্ডিতের সহিত মন্ত্রণা করিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং বিদুর যখন তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলেন, তখন তাঁহাকে আসনে বসাইয়া শীলবান্ ও শাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিতে বলিলেন। বিদুর বলিলেন, "মহারাজ, শীলবান্, শাস্ত্রজ্ঞ ও বীতকাম ব্রাহ্মণ দুর্লভ।"

[অতঃপর তিনি একে একে তৎকালের ব্রাহ্মণদিগের হীনবৃত্তি বর্ণনা করিতে লাগিলেন। গাথাগুলি বিদুরের উক্তি; কৌরব্য প্রত্যেক গাথা শুনিয়াই বলিতে লাগিলেন, তিনি ওরূপ ব্রাহ্মণ চান না।]

"ব্রাহ্মণ, লক্ষণভেদে, দশবিধ করি দরশন;
একে একে পরিচয় সবাকার দিতেছি, রাজন্।
শিকড়ে পূরিয়া থলি ঔষধের মোড়ক বান্ধিয়া,
স্নান করি মন্ত্র পড়ি বাড়ী বাড়ী বেড়ায় ঘুরিয়া;
বৈদ্য-ব্যবসায়ী এরা তবু বিপ্র-নামে পরিচিত!
জানি এ লক্ষণ, ভূপ, নিমন্ত্রণ করা কি বিহিত?"

"ধনীদের আগে আগে করতাল বাজাইয়া যায়;
রথশিল্পে পটু কেহ,[১] কেহ বা সংবাদ লয়ে ধায়;
পরসেবা-রত এরা তবু বিপ্র-নামে পরিচিত!
জানি এ লক্ষণ, ভূপ, নিমন্ত্রণ করা কি বিহিত?"

"কমণ্ডলু, বঙ্কদণ্ড করে লয়ে নিগমে বা গ্রামে
রাজার পশ্চাতে ছুটে, ধর্ণা দেয় ধনীদের ধামে,
স্পর্দ্ধা করে, 'ছাড়ি নাক ভিক্ষা না পাইলে কোন স্থান;
কি বা গ্রামে, কি বা বনে লভি মোরা সর্ব্বত্রই দান।'
করগ্রাহী রাজভৃত্য করাদায় না করি যেমন,
ছাড়ে না, এরাও ঠিক সেই মত করয়ে পীড়ন।
অথচ ব্রাহ্মণ নামে সমাজে ইহারা পরিচিত!
জানি এ লক্ষণ, ভূপ নিমন্ত্রণ করা কি বিহিত?"

"হস্তে, পদে দীর্ঘ নখ; মুখ আর কক্ষ রোমাবৃত;
মলে আচ্ছাদিত দন্ত; মস্তকটী ধূলি-ধূসরিত;

[১] রথকারের বৃত্তি অতি হেয় ছিল।

ধূলিভস্মে অঙ্গ মাখা— হঠাৎ দেখিলে মনে হয়,
যেন কোন কাঠুরিয়া কোথা হতে হইল উদয়।
অথচ সমাজে এরা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত!
জানি এ লক্ষণ, ভূপ, নিমন্ত্রণ করা কি বিহিত?"

"হরীতকী, আমলকী, আম, জাম, বহেড়া, পিয়াল,
দাঁতন, বদরি, বেল, লকুচের[১] ফল সুরসাল,
ইক্ষুপুট, ধূমনেত্র,[২] পদ্মমধুমিশ্রিত অঞ্জন,
এরূপ বিবিধ পণ্য বেচি যারা করে অর্থার্জ্জন,
বণিক্‌সমান তারা, তবু বিপ্র নামে পরিচিত!
জানি এ লক্ষণ, ভূপ, নিমন্ত্রণ করা কি বিহিত?"

"কৃষি ও বাণিজ্য করে, ছাগমেষ অর্থ-হেতু পালে,
কন্যা বেচে, কন্যা কেনে তনয়ের বিবাহের কালে,—
বৈশ্য বা অম্বষ্ঠসম; তবু বিপ্র নামে পরিচিত!
জানি এ লক্ষণ, ভূপ, নিমন্ত্রণ করা কি বিহিত?"

"গ্রাম্য পুরোহিত সাজি যজমানদত্ত ভোজ্য খায়;
শুভক্ষণ নির্দ্ধারিতে কত লোক সদা আসে যায়;
খাসী করে, দাগা দেয় গো-মহিষে অর্থের কারণে;
মহিষ, শূকর, ছাগ বধি মাংস বেচে সংগোপনে;
গো-ঘাতক-সম এরা, তবু বিপ্র নামে পরিচিত!
জানি এ লক্ষণ, ভূপ, নিমন্ত্রণ করা কি বিহিত?"

"অসিচর্ম্মশক্তি লয়ে বৈশ্যদের যাতায়াত-পথে
সার্থবাহগণে যারা রক্ষা করে দস্যুহস্ত হতে;
গোপ বা নিষাদ-সম— তবু বিপ্র নামে পরিচিত!
জানি এ লক্ষণ, ভূপ, নিমন্ত্রণ করা কি বিহিত?"

"অরণ্যে কুটীর বান্ধি ফাঁদ পাতি করয়ে বন্ধন
শশক-বিড়াল-গোধা- মৎস্য-কূর্ম্ম-আদি জীবগণ;

[১] লকুচ=ডহুয়া, মাদার।

[২] 'ধূমনেত্র' এক প্রকার নালিকা। আগুনে ঔষধ নিক্ষেপ করিয়া শ্বাসের সহিত তাহার ধূম টানিয়া লইবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইত।

ব্যাধবৃত্তিধারী এরা, তবু বিপ্র নামে পরিচিত !
জানি এ লক্ষণ, ভূপ, নিমন্ত্রণ করা কি বিহিত ?"

"সোমযজ্ঞ-অন্তে যবে রত্নাসনে নরপতিগণ
তীর্থজল ঢালি দেহে করে নিজ পাপ প্রক্ষালন,
আসনের নিম্নে থাকে ধনলোভে কেহ সে সময় ;
নাপিতের বৃত্তি ইহা বিচারিয়া দেখ, মহাশয়,
তথাপি সমাজে তারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত !
জানি এ লক্ষণ, ভূপ, নিমন্ত্রণ করা কি বিহিত ?"

যাহারা কেবল সমাজের ব্যবহারানুসারে ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য, এইরূপে তাহাদের প্রকৃতি প্রদর্শন করিয়া, যাঁহারা প্রকৃতই ব্রাহ্মণপদবাচ্য, বিদুর অতঃপর তাঁহাদের চরিত্র বর্ণন করিলেন :—

"শীলবান্ শাস্ত্রাভিজ্ঞ আছে, দেব, অনেক ব্রাহ্মণ
বীতকাম ; যোগ্য যারা অন্ন তব করিতে ভোজন।
একাহারী ; সুরা তারা ভ্রমেও না পরশে কখন ;
ঈদৃশ ব্রাহ্মণ, ভূপ, আনিব করিয়া নিমন্ত্রণ।"

☞ প্রকৃত ব্রাহ্মণ কাহাকে বলা যায়, ধর্ম্মপদের ব্রাহ্মণবর্গে তাহা বিবৃত আছে।

সিবি-জাতক

(১)

পুরাকালে শিবি রাজ্যে অরিষ্টপুর নগরে শিবি মহারাজ রাজত্ব করিতেন। মহাসত্ত্ব তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। লোকে তাঁহার নাম রাখিয়াছিল শিবিকুমার। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্যাশিক্ষা করেন এবং রাজধানীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পিতার নিকট বিদ্যার পরিচয় দিয়া ঔপরাজ্য লাভ করেন। কালক্রমে শিবি মহারাজের

মৃত্যু হইলে শিবিকুমার রাজা হইলেন এবং অগতিগমন[১] পরিহার করিয়া দশবিধরাজধর্ম্ম[২] প্রতিপালনপূর্ব্বক যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তিনি নগরের চতুর্দ্বারে, নগরের মধ্যে এবং প্রাসাদের দ্বারে ছয়টী দানশালা নির্ম্মাণ করাইয়া প্রতিদিন ছয় লক্ষ মুদ্রা বিতরণপূর্ব্বক মহাদান করিতেন এবং অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমায় নিজে দানশালায় গিয়া বিতরণ পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।

একদা পূর্ণিমা তিথিতে তিনি প্রাতঃকালে সমুচ্ছ্রিতশ্বেতচ্ছত্র রাজপল্যঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক নিজের দানকর্ম্মের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন, এমন কোন বাহ্য বস্তুই নাই, যাহা তিনি দান করেন নাই। তখন তাঁহার মনে হইল, 'দান করি নাই, এমন কোন বস্তু ত দেখিতে পাইতেছি না। কিন্তু কেবল বাহ্য বস্তুর দানে আমার তৃপ্তি হইতেছে না। আমার ইচ্ছা হইতেছে যে, আধ্যাত্মিক[৩] দান করি। অহো! আজ যদি আমার দানশালায় কোন যাচক উপস্থিত হইয়া বাহ্য বস্তু প্রার্থনা না করে এবং আধ্যাত্মিক বস্তুর নাম লয়! যদি কেহ আমার হৃদয়মাংস চায়, তবে শেল-দ্বারা আমি বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিব এবং লোকে যেমন নির্ম্মল জল হইতে সনাল পদ্ম উত্তোলন করে, সেইরূপে রক্তবিন্দু-স্রাবী হৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া তাহাকে দান করিব। যদি কেহ আমার দেহের মাংস চায়, লোকে যেমন বাটালি দিয়া কাঠ কাটে, আমিও সেইরূপ নিজের শরীর টুকরা টুকরা করিয়া দিব। যদি কেহ আমার রক্ত চায়, আমি তাহার মুখ, অথবা সে যে পাত্র আনিবে তাহা পূর্ণ করিয়া রক্ত দিব। যদি কেহ বলে যে, "আমার গৃহে কাজকর্ম্ম চলিতেছে না; চল, আমার দাসত্ব কর গিয়া," আমি রাজবেশ ত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইব, আপনাকে দাস বলিয়া প্রচার করিব এবং দাসত্ব করিব। যদি কেহ আমার চক্ষু দুইটী চায়, লোকে যেমন তালশাঁস বাহির করে, আমিও সেইরূপে চক্ষু দুইটী উৎপাটন করিয়া দিব।'

[১] ছন্দ, দ্বেষ, মোহ ও ভয় এই চারিটী 'অগতি' বলিয়া কথিত হয়।

[২] দশরাজধর্ম্ম যথা—দান, শীল, ত্যাগ, অক্রোধ, অবিহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জব, মার্দব, তপ, অবিরোধন।

[৩] অর্থাৎ যাহা আত্মদেহের অংশ।

এইরূপ চিন্তা করিয়া শিবিকুমার গন্ধোদকপূর্ণ ষোলটী কলসী-দ্বারা স্নান করিলেন, সর্ব্ববিধ অলঙ্কারে সজ্জিত হইলেন এবং নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত খাদ্য আহার করিয়া অলঙ্কৃত হস্তিবরের স্কন্ধে আরোহণ-পূর্ব্বক দানশালায় গমন করিলেন।

এদিকে দেবরাজ শক্র তাঁহার অধ্যাশয় জানিতে পারিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'শিবিরাজ স্থির করিয়াছেন যে, অদ্য কোন যাচক উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিলে নিজের চক্ষু উৎপাটনপূর্ব্বক তাহাকে দান করিবেন। কিন্তু তিনি কি এরূপ দুষ্কর কার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন?' এই প্রশ্নের মীমাংসার্থ শক্র জরাগ্রস্ত অন্ধব্রাহ্মণের বেশে রাজার গমনপথে এক উন্নত স্থানে দাঁড়াইলেন এবং রাজা যখন সেখান দিয়া দানশালায় যাইতেছিলেন, তখন হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক তাঁহার জয় ঘোষণা করিলেন। রাজা তাঁহার দিকে হস্তী চালাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, আপনি কি বলিলেন?" শক্র উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আপনার দানশীলতা-সম্ভূতা কীর্ত্তিঘোষণায় নিখিলভুবন পরিপূর্ণ; আমি অন্ধ, আপনি দ্বিচক্ষুষ্মান্।" অনন্তর ব্রাহ্মণ চক্ষু যাচ্ঞা করিলেন :—

"দূরদেশ হতে এ অন্ধ স্থবির আসিয়াছে, ভূপ, যাচিতে নয়ন ;
একটী নয়ন কর যদি দান একনেত্র হব আমরা দুজন।"

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'অহো! আমার কি পরম লাভ হইল! আমি এই চিন্তাই করিয়া প্রাসাদ হইতে আসিতেছি। অদ্য আমার মনোরথ পরিপূর্ণ হইবে। যাহা পূর্ব্বে দান করি নাই, আজ তাহাই দান করিব।'

* * * *

তিনি প্রফুল্লচিত্তে বলিলেন, "তুমি একটী চক্ষু চাহিতেছ; আমি তোমাকে দুইটী চক্ষুই দান করিব।" অনন্তর তিনি ভাবিলেন, 'সভায় বসিয়া চক্ষু উৎপাটন করা ভাল হইবে না।' এজন্য তিনি ব্রাহ্মণকে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং রাজাসনে উপবেশন-

পূর্ব্বক সীবক নামক বৈদ্যকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আমার চক্ষু তুলিয়া ফেল।" [১]

রাজা নাকি নিজের চক্ষু দুইটী তুলিয়া কোন ব্রাহ্মণকে দান করিবেন, এই সংবাদে অচিরে সমস্ত নগরে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। তখন সেনাপতি প্রভৃতি রাজার প্রিয়পাত্রগণ, নগরবাসী এবং অন্তঃপুর-বাসিনী সকলে সমবেত হইয়া রাজাকে বারণ করিতে লাগিলেন।

* * * *

কিন্তু রাজা বলিলেন :—

"দিব বলি পুনঃ না দিতে মনন যে করে, তাহারে ধিক্ শতবার ;
ভূমিতে পতিত পাশ উত্তোলন করি পরে সেই গলে আপনার।"

অমাত্যেরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনি কি কামনায় আপনার চক্ষু দান করিবেন?

সঙ্কল্প, নৃমণি, লভিতে কি ফল?— আয়ু, কিংবা রূপ কিংবা সুখ, বল।
শিবি দেশে তুমি রাজা সর্ব্বোত্তম, ঐশ্বর্য্যে কেহই নহে তব সম ;
পরলোক-হেতু ত্যজিবে এ সব! দিবে নিজ চক্ষু! একি বুদ্ধি তব?" [২]

ইহার উত্তরে রাজা বলিলেন,

"ধন, পুত্র, যশ, রাজত্ব, বিভব— দিব চক্ষু আমি না পেতে এ সব!
দান সাধুদের ধর্ম্ম চিরন্তন, তাই দানে তৃপ্তি পায় মোর মন।" [৩]

[১] মূলে "সোধেহি" আছে। ইহার অর্থ শোধন করা বা ঝাঁট দিয়া ফেলা। ব্রাহ্মণকে যাহা দিয়াছেন, নিজের শরীরে তাহা এখন আবর্জ্জনামাত্র, শিবিরাজের মনে, বোধ হয়, এইভাব হইয়াছিল।

[২] অর্থাৎ আপনি ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি দৃষ্টফল ত্যাগ করিয়া পরলোকে অদৃষ্ট ফললাভের আশায় চক্ষু দান করিতেছেন কেন?

[৩] এই গাথার ব্যাখ্যায় টীকাকার চরিয়পিটকের একটী গাথা তুলিয়াছেন :—

চক্ষু দুটী নয় মোর অপ্রীতিভাজন ;
নিজ দেহ দ্বেষ্য আমি ভাবি না কখন।
সর্ব্বজ্ঞতা সব চেয়ে কিন্তু প্রিয়তর ;
তাই চক্ষু দিতে আমি হই না কাতর।

মহাসত্ত্বের কথায় অমাত্যেরা নিরুত্তর হইলেন। তখন মহাসত্ত্ব সীবক বৈদ্যকে বলিলেন,

"সখা, তুমি মিত্র, সীবক আমার ;
বৈদ্যশাস্ত্রে তব আছে অধিকার।
রাখ মোর কথা, করি উৎপাটন
চক্ষু দুটী কর যাচকে অর্পণ।
করিতে এ দান হইয়াছে সাধ ;
তোমার ইহাতে নাহি অপরাধ।"

সীবক বলিলেন, "মহারাজ, বিবেচনা করিয়া দেখুন, চক্ষু দান করা বড় কঠিন কাজ।" রাজা বলিলেন, "সীবক, আমি বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি; তুমি বিলম্ব করিও না; আমার সঙ্গে বেশী কথা বলিও না।" তখন সীবক ভাবিলেন, 'আমার মত সুশিক্ষিত বৈদ্যের পক্ষে রাজার চক্ষুতে শস্ত্র প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত নহে।' তিনি নানাবিধ ঔষধ চূর্ণ করিয়া একটা নীলপদ্মের উপর ছড়াইয়া দিলেন এবং ঐ পদ্ম রাজার দক্ষিণ চক্ষুতে বুলাইতে লাগিলেন। অমনি চক্ষুর গোলক ঘূরিয়া গেল এবং দারুণ বেদনা জন্মিল। সীবক বলিলেন, "মহারাজ, ভাবিয়া দেখুন; এখনও আমি প্রতিকার করিতে পারি।" রাজা উত্তর দিলেন "না ভাই, বিলম্ব করিও না।"

সীবক আবার পদ্মটার উপর সেই গুঁড়া ছড়াইয়া রাজার চক্ষুতে বুলাইলেন; তখন চক্ষুটী কোটর হইতে বাহিরে আসিল; বেদনাও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইল।" সীবক বলিলেন, "মহারাজ, এখনও ভাবিয়া দেখুন; এখনও আমি প্রতিকার করিতে পারিব।" রাজা বলিলেন, "না; বৃথা বাক্যব্যয় করিতেছ কেন?"

সীবক তৃতীয়বারে পদ্মটায় তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধ মাখিয়া রাজার চক্ষুর নিকটে ধরিলেন; ঔষধের প্রভাবে অক্ষি-গোলক ঘূরিতে ঘূরিতে কোটর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কেবল একটী স্নায়ু-সূত্রাবলম্বনে ঝুলিতে লাগিল। এবারও সীবক বলিলেন, "নরনাথ, আরও একবার ভাবিয়া দেখুন, এখনও

প্রতিকার করা অসাধ্য নহে।” রাজা উত্তর দিলেন, “কেন বার বার প্রপঞ্চ করিতেছ?” তখন তিনি দুঃসহ বেদনা অনুভব করিতেছিলেন; ক্ষত হইতে রক্ত পড়িয়া পরিহিত বস্ত্র ভিজিয়া গিয়াছিল। রাজার অন্তঃপুরবাসিনীরা ও অমাত্যেরা তাঁহার পাদমূলে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, “মহারাজ, চক্ষু দান করিবেন না।” কিন্তু রাজা বেদনা সহ্য করিয়া সীবককে বলিলেন, “ভাই, আর বিলম্ব করিও না।” “যে আজ্ঞা, মহারাজ,” এই কথা বলিয়া সীবক বাম হস্তে রাজার চক্ষুটী ধরিলেন এবং দক্ষিণ হস্তে শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক স্নায়ুসূত্র ছেদন করিয়া রাজার হস্তে চক্ষুটী স্থাপন করিলেন। রাজা বাম চক্ষু দিয়া দক্ষিণ চক্ষুটী দেখিলেন এবং বেদনা সহ্য করিয়া ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া বলিলেন, “আসুন, ঠাকুর; আমার নিকট সর্ব্বজ্ঞতারূপ চক্ষু এই চক্ষু অপেক্ষা শতগুণে, সহস্রগুণে প্রিয়তর। ইহাতেই বুঝিবেন, আমি কি উদ্দেশ্যে এই কার্য্য করিলাম।” অনন্তর তিনি ব্রাহ্মণকে চক্ষুটী দিলেন, ব্রাহ্মণ তাহা তুলিয়া নিজের অক্ষিকোটরে স্থাপন করিলেন; দৈবানুভাববশতঃ উহা সেখানে বিকশিত নীলোৎপলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাসত্ত্ব বাম চক্ষু দিয়া সেই চক্ষু দেখিয়া ভাবিলেন, ‘অহো! আমার অক্ষিদান সার্থক হইয়াছে!’ তিনি মনে মনে পরমা প্রীতি লাভ করিয়া পুলকিত হইলেন এবং ব্রাহ্মণকে অপর চক্ষুটীও দান করিলেন। শক্র সেটীও নিজের অক্ষিকোটরে স্থাপনপূর্ব্বক রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সমবেত জনসঙ্ঘ দেখিতে পাইল যে, তিনি নগরের বাহিরে গেলেন। অনন্তর তিনি দেবনগরে প্রস্থান করিলেন।

(২)

অল্পদিনের মধ্যেই রাজার অক্ষিকোটর পূর্ণ হইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু পূরিবার কালে উহা পূর্ব্বের মত হইল না; ঊর্ণাপিণ্ড-সদৃশ একটা মাংসপিণ্ড উদ্‌গত হইয়া কোটর পূর্ণ করিল। তখন রাজার চক্ষু দুইটী চিত্রিত চক্ষুর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল, কিন্তু বেদনা দূর হইল।

আনিয়া দিবেন রাজা কুমারীর ভর্ত্তা,
একথা শুনিলি তুই বল দেখি কোথা ?”

ইহার উত্তরে বৃদ্ধা বলিল :—

“অন্যায় কিছুই আমি বলি নাই, শুন, হে ব্রাহ্মণ ;
নিন্দিলাম ব্রহ্মদত্তে, নয় তাহা কভু অকারণ।
অরক্ষিত, অসহায় তারই দোষে জানপদগণ ;
অন্যায় করের ভারে প্রজাদের হয় উৎপীড়ন।
রাত্রিকালে দস্যুগণ, উৎপীড়ক করগ্রাহী দিনে
প্রজার সর্ব্বস্ব লুঠে ; বল তারা বাঁচিবে কেমনে ?
যেমন পাপিষ্ঠ রাজা কর্ম্মচারী সব সেই মত ;
ধর্ম্মজ্ঞান নাই কারো ; সদা তারা অত্যাচারে রত।
স্ত্রীকেও দুর্ব্বহ ভাবে লোকে, হেন কষ্টের সময় ;
কুমারীর ভাগ্যে তবে পতিলাভ কি প্রকারে হয় ?”

রাজা ও পুরোহিত দেখিলেন, বৃদ্ধার কথাও যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। অতঃপর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা এক কর্ষকের স্বর শুনিতে পাইলেন। ক্ষেত্র কর্ষণ করিবার সময়ে ঐ ব্যক্তির শালিক নামে একটা বলদ লাঙ্গলের আঘাতে শুইয়া পড়িয়াছিল। ইহাতে সে রাজার উপর রোষ করিয়া বলিতেছিল,

“লাঙ্গলের ফালে বিদ্ধ হইয়া যেমন
হতভাগ্য বলীবর্দ্দ করেছে শয়ন,
রণক্ষেত্রে শক্তিবিদ্ধ হ'য়ে সে প্রকার
পতন হউক শীঘ্র পঞ্চাল-রাজার।”

পুরোহিত ইহাকে বাধা দিতে গিয়া বলিলেন,

“পঞ্চালের প্রতি তোর অকারণ রোষ ;
অভিশাপ দিস্ তাঁরে নিজে করি দোষ !”

ইহার উত্তরে কর্ষক বলিল :—

"পঞ্চালের প্রতি মোর হয় নাই রোষ অকারণ ;
সেই যে প্রকৃত দোষী, বলিতেছি, শুন, হে ব্রাহ্মণ :
অরক্ষিত, অসহায় তারই দোষে জানপদগণ ;
অন্যায় করের ভারে প্রজাদের হয় উৎপীড়ন।
রাত্রিকালে দস্যুগণ, উৎপীড়ক করগ্রাহী দিনে
প্রজার সর্ব্বস্ব লুঠে ; বল, তারা বাঁচিবে কেমনে ?
যেমন পাপিষ্ঠ রাজা, কর্ম্মচারী সব সেই মত ;
ধর্ম্মজ্ঞান নাই কারো ; সদা তারা অত্যাচারে রত।
গৃহিণী সকাল বেলা রেন্ধেছিল ভাত মোর তরে ;
রাজপুরুষেরা আসি খেয়ে গেল সব জোর ক'রে !
আবার রান্ধিতে ভাত হয়েছিল বিকাল নিশ্চয় ;
না খাইয়া সারাদিন জ্বলে পেট ক্ষুধার জ্বালায়।
কখন আনিবে ভাত, পথ পানে দেখি তাকাইয়া ;
ফালে বিন্ধি সে সময়ে বলদটা গিয়াছে মরিয়া।"

ইহার পর রাজা ও পুরোহিত আরও অগ্রসর হইয়া একটা গ্রামে বাসা লইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে একটা দুষ্ট গাই চাট মারিয়া দোগ্ধাকে দুধসুদ্ধ ধরাশায়ী করিল। লোকটা গড়াগড়ি দিতে দিতে নিম্নলিখিত গাথায় ব্রহ্মদত্তকে অভিশাপ দিল :—

"গবীপদাঘাতে অস্থি ভাঙ্গিল আমার,
দুগ্ধসহ দুগ্ধভাণ্ড হ'ল চূরমার।
নিপাতিত এইরূপে যেন রণস্থলে
অরাতির খড়্গাঘাত করয়ে পঞ্চালে।"

ইহা শুনিয়া পুরোহিত বলিলেন,

"বলদটা ফালে বিদ্ধ, দুধ ফেলে গাই ;
ইথে কেন ব্রহ্মদত্তে দোষ দাও, ভাই ?"

ইহার উত্তরে দোগ্ধা বলিল :—

"পঞ্চালই নিন্দার যোগ্য, অন্য কেহ নিন্দাভাগী নয় ;
তাহাকেই সে কারণে, নিত্য অভিশাপ দিতে হয়।
অরক্ষিত, অসহায় তারই দোষে জানপদগণ ;
অন্যায় করের ভারে প্রজাদের হয় উৎপীড়ন।
রাত্রিকালে দস্যুগণ, উৎপীড়ক করগ্রাহী দিনে
প্রজার সর্ব্বস্ব লুঠে, বল, তারা বাঁচিবে কেমনে ?
যেমন পাপিষ্ঠ রাজা, কর্ম্মচারী সব সেই মত ;
ধর্ম্মজ্ঞান নাই কারো, সদা তারা অত্যাচারে রত।
গাইটা বড়ই দুষ্ট, বনে সদা পলাইয়া যায় ;
এই জন্য এত দিন করি নাই দোহন তাহায়।
রাজার লোকের এবে তাড়া বড় দুধের কারণ ;
না পেয়ে কোথাও দুধ করিলাম ইহাকে দোহন।"

রাজা ও পুরোহিত দেখিলেন, লোকটা অন্যায় বলে নাই। তাঁহারা অতঃপর ঐ গ্রাম ত্যাগ করিয়া রাজপথ ধরিয়া নগরাভিমুখে চলিলেন। পথে একটা গ্রামে রাজস্ব-সংগ্রাহকেরা তলোয়ারের খাপ তৈয়ার করিবার জন্য একটা পাঁচরঙ্গা বাছুর[১] মারিয়া তাহার চামড়া তুলিয়া লইয়াছিল। ইহাতে গবীটা শোকাতুরা হইয়া ঘাস-জল ত্যাগ করিয়াছিল ; সে হাম্বা হাম্বা রবে কেবল ইতঃস্ততঃ ছুটাছুটি করিত। তাহার দশা দেখিয়া গ্রাম-বালকেরা রাজাকে এই বলিয়া অভিশাপ দিতেছিল :—

"হারাইয়া বৎস, গবী হাম্বারবে ধায় ;
দেখিলে দুর্দ্দশা এর বুক ফাটি যায়।
পঞ্চাল নির্ব্বংশ হোক ; শোকে তাপে যেন
শীর্ণকায়ে হা-হুতাশ করে সে এমন।"

ইহা শুনিয়া পুরোহিত বলিলেন,

"পাল হ'তে ছুটি গরু হাম্বা রবে ধায় ;
অপরাধ পঞ্চালের কি আছে তাহায় ?"

• ১ মূলে 'কবর বচ্ছং' আছে। কবর=শবল, চকরা বকরা, পাঁচরঙ্গা।

ইহার উত্তরে গ্রামবালকেরা বলিল :—

"পঞ্চালেরই অপরাধ অন্য কেহ অপরাধী নয় ;
তাহাকেই সে কারণে সদা অভিশাপ দিতে হয়।
অরক্ষিত অসহায় তারই দোষে জানপদগণ ;
অন্যায় করের ভারে প্রজাদের হয় উৎপীড়ন।
রাত্রিকালে দস্যুগণ, উৎপীড়ক করগ্রাহী দিনে
প্রজার সর্ব্বস্ব লুঠে, বল তারা বাঁচিবে কেমনে ?
যেমন পাপিষ্ঠ রাজা, কর্ম্মচারী সব সেই মত ;
ধর্ম্মজ্ঞান নাই কারো, সদা তারা অত্যাচারে রত।"

রাজা ও পুরোহিত বলিলেন, "তোমাদের কথা সত্য।" অনন্তর তাঁহারা সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। পথে একটা শুষ্ক পুষ্করিণীতে কয়েকটা কাক ভেকগুলাকে তুণ্ডে বিদ্ধ করিয়া খাইতেছিল। তাঁহারা এই স্থানে উপস্থিত হইলে বোধিসত্ত্ব নিজের অনুভাববলে একটা মণ্ডুকের দ্বারা বলাইলেন,

"কাক থাকে গ্রামে, আর আমি থাকি বনে ;
তবু তারা আজ মোরে খাইল এখানে !
সপুত্র পঞ্চাল-রাজ হোক্ রণে হত ;
শৃগালকুক্কুরে তারে খা'ক এই মত।"

ইহা শুনিয়া পুরোহিত ঐ মণ্ডুকের সহিত নিম্নলিখিত গাথায় আলাপ করিলেন :—

"ভাব কি, মণ্ডুক, রাজা পারেন রক্ষিতে
ছোট-বড় যত প্রাণী আছে এ মহীতে ?
কাকে খাবে ক্ষুদ্র জীব তোমার মতন ;
রাজার অধর্ম্ম এতে হবে কি কারণ ?"

ইহার উত্তরে মণ্ডুক বলিল :—

"ব্রহ্মচারী বট তুমি ; নাই কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞান ;
চাটুবাক্য বলি শুধু তুষিছ রাজার কাণ।

রাজ্য গেল অধঃপাতে, প্রজা করে হাহাকার;
তবু কর গুণগান তোমা সবে এ রাজার!
হইত সুরাজ্য যদি, শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা,
হ'ত যদি প্রজা সুখী, নিত্য নিত্য দিত তারা
অগ্রপিণ্ড বলিরূপে, খেয়ে তাহা কাকগণ
মাদৃশ জীবেরে খেতে চাহিত না কদাচন।"[১]

রাজা ও পুরোহিত দেখিলেন, বনবাসী তির্য্যগ্‌যোনিসম্ভূত মণ্ডুক পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে অভিশাপ দিতেছে। তাঁহারা নগরে ফিরিয়া গেলেন, যথাধর্ম্ম রাজ্যপালনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মহাসত্ত্বের উপদেশ স্মরণ করিয়া দানাদি পুণ্যানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

উন্মদন্তী-জাতক[২]

পুরাকালে শিবিরাজ্যে অরিষ্টপুর নগরে শিবি-নামক এক রাজা ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল শিবিকুমার। ঐ সময়ে সেনাপতির একটী পুত্র জন্মিয়াছিল; তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল অহিপারক। কুমারদ্বয় পরস্পরের খেলার সাথী ছিলেন। যখন তাঁহারা বড় হইয়া ক্রমে ষোড়শবর্ষে উপনীত হইলেন, তখন তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিলেন। তাঁহারা সেখান হইতে ফিরিলে রাজা বোধিসত্ত্বকে রাজ্য দান করিলেন; বোধিসত্ত্ব অহিপারককে সৈনাপত্য দিয়া যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

[১] ভূতবলিপ্রদান পঞ্চ মহাযজ্ঞের অন্যতম। এই বলি খায় বলিয়া কাকের অন্যতম নাম 'গৃহবলিভুক্'।

[২] জাতকমালায় 'উন্মাদয়ন্তী'; কথাসরিৎসাগরে 'উন্মাদিনী'।

অরিষ্টপুর নগরে অশীতিকোটি-বিভবসম্পন্ন তিরীটবৎস নামে এক শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। তাঁহার একটী পরমসুন্দরী, সৌভাগ্যবতী, সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্না কন্যা জন্মিয়াছিল। নামকরণদিবসে এই বালিকাটীর নাম রাখা হইয়াছিল উন্মাদিনী। ষোড়শবর্ষ বয়সে এই বালিকা লোকাতীত সৌন্দর্য্যবতী বিদ্যাধরীর ন্যায় প্রতীয়মান হইত। সাধারণ লোকের যে কেহ তাহাকে দর্শন করিত, সেই প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারিত না,—সুরাপানোন্মত্তের ন্যায় আত্মহারা হইত। একদিন তিরীটবৎস রাজদর্শনে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমার গৃহে একটী স্ত্রীরত্ন জন্মিয়াছে; সে সর্ব্বাংশে রাজভোগের যোগ্যা। আপনি কোন লক্ষণবিদ্ লোক-দ্বারা তাহাকে পরীক্ষা করাইয়া যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।" রাজা ইহাতে সম্মত হইয়া কয়েকজন ব্রাহ্মণ পাঠাইলেন। তাঁহারা শ্রেষ্ঠীর গৃহে গিয়া যথেষ্ট আদর-অভ্যর্থনা পাইলেন। তাঁহারা পায়স ভোজন করিতেছেন, এমন সময়ে উন্মাদিনী সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র ব্রাহ্মণেরা আত্মসংবরণে অসমর্থ হইলেন। তাঁহারা আত্মহারা হইয়া, নিজেদের ভোজন যে অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, তাহা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলেন। কেহ খাদ্যের গ্রাস হাতে লইয়া যেন উহা খাইতেছেন ভাবিয়া নিজের মাথায় তুলিয়া রাখিলেন; কেহ ঘরের মাঝখানে, কেহ বা দেওয়ালের গায়ে ছুড়িয়া ফেলিলেন। ফলতঃ সকলেই উন্মত্তের ন্যায় হইলেন। তাঁহাদের এই দশা দেখিয়া উন্মাদিনী ভাবিলেন, 'এই লোকগুলাই না কি আমি সুলক্ষণা বা অলক্ষণা তাহা নির্ণয় করিবে!' তিনি অনুচরদিগকে আদেশ দিলেন, "গলাধাক্কা দিয়া এই বেহায়াগুলাকে বাড়ীর বাহির করিয়া দাও।" এইরূপে অবমানিত হইয়া ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হইলেন; তাঁহারা রাজবাড়ীতে ফিরিয়া বলিলেন, "মহারাজ, মেয়েটা কালকর্ণী; সে আপনার পত্নী হইবার উপযুক্ত নহে।" উন্মাদিনী কালকর্ণী, এই বিশ্বাসে রাজা তাঁহাকে আনয়ন করাইলেন না। এই বৃত্তান্ত শুনিয়া উন্মাদিনী ভাবিলেন, 'কালকর্ণী মনে করিয়া রাজা আমাকে গ্রহণ করিলেন না; যাহারা কালকর্ণী, তাহারা আমার মতই হয় বটে! বেশ, যদি কখনও রাজার দেখা পাই, তখন বুঝা

যাইবে আমি কেমন কালকর্ণী।' উন্মাদিনী এইরূপে রাজার প্রতি রোষ পোষণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর উন্মাদিনীর পিতা তাঁহাকে অহিপারকের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। উন্মাদিনী পতির প্রিয়া ও মনোরমা হইলেন।

* * * *

একদা অরিস্টপুরে কার্ত্তিকোৎসব ঘোষিত হইল; নগরবাসীরা কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিন নগর সুসজ্জিত করিল। অহিপারক নিজের রক্ষণীয় স্থানে যাইবার কালে উন্মাদিনীকে বলিলেন, "ভদ্রে, অদ্য কার্ত্তিকোৎসব। রাজা নগর প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইয়া প্রথমে এই গৃহের দ্বারেই আসিবেন। তুমি তাঁহাকে দেখা দিও না। তোমাকে দেখিলে তিনি কিছুতেই আত্মসংবরণ করিতে পারিবেন না।" অহিপারক চলিয়া যাইবার সময়ে উন্মাদিনী বলিলেন, "আমার কর্ত্তব্য আমি বুঝিয়া লইব।" অনন্তর অহিপারক প্রস্থান করিলে তিনি দাসীকে আজ্ঞা দিলেন, "রাজা যখন দরজার কাছে আসিবেন, তখন আমাকে খবর দিবি।"

ক্রমে সূর্য্য অস্ত গেল, পূর্ণ চন্দ্র উদিত হইল; দেবপুরীর ন্যায় সুসজ্জিত অরিষ্টপুরের সর্ব্বদিকে দীপমালা প্রজ্বলিত হইল; রাজা সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া আজানেয়[১] অশ্ববাহিত রথে আরোহণ করিয়া অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া মহাসমারোহে নগর প্রদক্ষিণ করিতে যাত্রা করিলেন এবং সর্ব্বপ্রথমে অহিপারকের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। ঐ গৃহ মনঃশিলা-বর্ণের প্রাকার-দ্বারা বেষ্টিত, তোরণ ও অট্টালকযুক্ত, সুশোভিত ও পরম রমণীয় ছিল। দাসী রাজার আগমনসংবাদ দিলে উন্মাদিনী পুষ্পকরণ্ড হস্তে লইয়া কিন্নরীলীলায় বাতায়নের নিকটে দাঁড়াইয়া রাজার মস্তকে পুষ্প নিক্ষেপ করিলেন। রাজা উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ এমন মত্ত হইলেন যে, তাঁহার আত্মসংবরণের ক্ষমতা রহিল না, ঐ গৃহ যে অহিপারকের ইহাও

[১] আজানেয়—উৎকৃষ্ট জাতীয় (thorough bred).

তাঁহার জানিবার সাধ্য থাকিল না। তিনি সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ রমণী কে?"

*   *   *   *   *

সারথি বলিলেন "মহারাজ, ইনি মহর্দ্ধি, মহাঢ্য, মহাভাগ্যবান্ আপনার হিতকাম অমাত্য অহিপারকের পত্নী। ইঁহার নাম উন্মাদিনী।"

ইহা শুনিয়া রাজা ঐ রমণীর নামের প্রশংসা করিয়া একটী গাথা বলিলেন:—

"অহো এর মাতাপিতা, আত্মীয়স্বজন
কি সুন্দর করিয়াছে নাম নির্ব্বাচন!
একবার মাত্র মোরে দেখা দিয়া, হায়,
উন্মাদিনী করিয়াছে উন্মত্ত আমায়!"

রাজা চিত্তবৈকল্যে কম্পিত হইয়াছেন বুঝিয়া উন্মাদিনী বাতায়ন রুদ্ধ করিয়া শয়নকক্ষে চলিয়া গেলেন। এদিকে রাজা তাঁহাকে দেখিবার পর হইতেই নগর প্রদক্ষিণ করিবার ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন। তিনি সারথিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সৌম্য সুনন্দ, তুমি রথ ফিরাইয়া লও; এ উৎসব আমার সাজে না; ইহা সেনাপতি অহিপারকেরই উপযুক্ত; এ রাজ্য তাঁহার পক্ষেই শোভা পায়।" ইহা বলিয়া তিনি রথ ফিরাইয়া প্রাসাদে প্রতিগমন করিলেন এবং রাজশয্যায় শয়ন করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

*   *   *   *   *

অন্যান্য অমাত্যেরা গিয়া অহিপারককে বলিলেন, "মহাশয়, রাজা নগর প্রদক্ষিণ করিতে গিয়া আপনার গৃহদ্বার হইতেই ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং প্রাসাদে প্রবেশ করিয়াছেন।" অহিপারক গৃহে ফিরিয়া উন্মাদিনীকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্রে, তুমি রাজার সম্মুখে দেখা দিয়াছিলে কি?" উন্মাদিনী বলিলেন, "স্বামিন্, এক লম্বোদর, দীর্ঘদন্ত ব্যক্তি রথে আরোহণ করিয়া আসিয়াছিল; সে রাজা, কি রাজপুরুষ,

তাহা আমি জানি না। শুনিলাম লোকটা না কি উচ্চপদস্থ; সেই জন্য বাতায়নে দাঁড়াইয়া পুষ্প নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। সে তৎক্ষণাৎ রথ ফিরাইয়া চলিয়া গিয়াছিল।" ইহা শুনিয়া অহিপারক বলিলেন, "তুমি সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছ।"

পরদিন অহিপারক প্রাতঃকালেই রাজভবনে গমন করিলেন এবং রাজার শয়নকক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া শুনিলেন, রাজা উন্মাদিনীকে উদ্দেশ করিয়া বিলাপ করিতেছেন। তিনি বুঝিলেন, রাজা উন্মাদিনীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছেন; উন্মাদিনীকে না পাইলে তাঁহার মৃত্যু হইবে। এই জন্য তিনি স্থির করিলেন, যাহাতে রাজার এবং তাঁহার নিজের কোন অপবাদ না ঘটে, এমন কোন উপায়ে রাজার প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে। তিনি গৃহে ফিরিয়া এক দৃঢ়মন্ত্র ভৃত্যকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বাপু, অমুক যায়গায় একটা ভিতর-ফাঁপা চৈত্য গাছ আছে। তুমি কাহাকেও না জানাইয়া সূর্য্যাস্তের পর উহার মধ্যে বসিয়া থাকিবে। আমি পূজা দিবার জন্য সেখানে যাইব এবং দেবতাকে প্রণাম করিবার কালে বলিব, 'দেবরাজ, নগরে উৎসব হইতেছে, অথচ আমাদের রাজা তাহাতে যোগ না দিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন, এবং সেখানে শুইয়া শুইয়া বিলাপ করিতেছেন; ইহার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না। রাজা দেবতাদিগের একান্ত ভক্ত (বহূপকারক); তিনি প্রতিবৎসর সহস্র মুদ্রাব্যয়ে তাঁহাদের পূজা করিয়া থাকেন; কি হেতু রাজা এরূপ অসংবদ্ধ প্রলাপ করিতেছেন, দয়া করিয়া তাহা বলুন এবং রাজার প্রাণরক্ষা করুন।' আমি এইরূপ প্রার্থনা করিলে তুমি স্বর পরিবর্ত্তন করিয়া উত্তর দিবে, 'সেনাপতি, তোমাদের রাজার কোন ব্যাধি হয় নাই; তিনি তোমার ভার্য্যা উন্মাদিনীকে দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছেন; উন্মাদিনীকে লাভ করিলেই তিনি বাঁচিবেন, নচেৎ তাঁহার মরণ হইবে। যদি তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিতে চাও, তবে উন্মাদিনীকে তাঁহার হস্তে দান কর।' " অহিপারক ভৃত্যকে উত্তমরূপে এই শিক্ষা দিয়া ঐ চৈত্যে প্রেরণ করিলেন; সে গিয়া উহার কোটরে বসিয়া থাকিল। পরদিন অহিপারক সেখানে গিয়া উক্তরূপে প্রার্থনা করিলে ভৃত্য শিক্ষামত উত্তর দিল; সেনাপতি

"যে আজ্ঞা" বলিয়া দেবতাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক অমাত্যদিগকে দৈববাণী জানাইলেন এবং নগরে গিয়া রাজপ্রাসাদে আরোহণ করিয়া রাজার শয়নগৃহের দ্বারে ঘা দিলেন। রাজা চিত্তস্থৈর্য্য লাভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ওখানে?" সেনাপতি বলিলেন, "মহারাজ, আমি অহিপারক।" ইহা শুনিয়া রাজা দরজা খুলিলেন; অহিপারক কক্ষে প্রবেশ করিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,

"ভূতবলি দিয়া যবে করিলাম প্রণিপাত,
যক্ষ এক দেখা দিয়া বলে মোরে, নরনাথ,
'উন্মাদিনী-রূপে মুগ্ধ হয়েছে রাজার মন।'
তাই আমি হৃষ্টমনে করি তারে সমর্পণ।"

ইহা শুনিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সৌম্য অহিপারক, আমি যে উন্মাদিনীর রূপে মোহিত হইয়া বিলাপ করিতেছি, একথা তবে কি যক্ষেরাও জানিতে পারিয়াছে?" অহিপারক বলিলেন, "হাঁ, মহারাজ।" "অহো, আমার চরিত্রহীনতার কথা ত্রিভুবনে সকলেরই নিকট প্রকটিত হইল!" এই আক্ষেপ করিয়া রাজা নিতান্ত লজ্জিত হইলেন এবং ধর্ম্মে দৃঢ়রূপে আস্থা স্থাপনপূর্ব্বক বলিলেন,

"হইলে পুণ্যের ধ্বংস অমরত্বলাভ আমি পারিব না করিতে কখন;
আমার এ পাপকথা ত্রিভুবনে কারো কাছে থাকিবেনা নিশ্চয় গোপন।
সে রূপবতীরে যদি কর মোরে সমর্পণ, দুঃখ তব হইবেক অতি;
সে যে তব প্রাণপ্রিয়া; কেমনে সহিবে, বল, অদর্শন তার, সেনাপতি?"

[অতঃপর রাজার সহিত অহিপারকের বহুক্ষণ তর্ক-বিতর্ক হইল। রাজা ধর্ম্মনাশ-ভয়ে কিছুতেই উন্মাদিনীকে গ্রহণ করিতে চাহিলেন না, অহিপারকও নানা যুক্তি প্রয়োগ করিয়া যাহাতে তিনি উন্মাদিনীকে গ্রহণ করেন সেই চেষ্টা করিলেন। শেষে রাজা নিম্নলিখিত গাথা কয়টী বলিয়া অহিপারককে তাঁহার সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত করিলেন এবং উন্মাদিনীর সম্বন্ধে বীতরাগ হইলেন :—

"রাজা সাধু, যদি তাঁর ধর্ম্মে থাকে মন;
লোক সাধু, যদি তার থাকে প্রজ্ঞাধন।

সেও সাধু, মিত্রের যে করে না ক ক্ষতি ;
পাপপরিহার হয় সুখকর অতি।
ধার্ম্মিক, অক্রোধ যদি হন নরপতি,
প্রজারা তাঁহার রাজ্যে সুখী হয় অতি ;
দারাপুত্রজ্ঞাতিসহ জীবন কাটায়
স্ব স্ব গৃহে সুখে, যেন শীতল ছায়ায়।
না চিন্তিয়া পরিণাম হন পাপাচার,
না জানি, না শুনি নিজে করেন বিচার,
বড়ই ঘৃণার পাত্র হেন রাজগণ :
দৃষ্টান্ত দেখিয়া বুঝ ইহার কারণ।
গোগণে নদীর পারে লইবার কালে
পুঙ্গব নিজেই যদি বক্রপথে চলে,
পালের সমস্ত গরু নেতার পশ্চাতে
ঋজুপথ পরিহরি চলে বক্র পথে।
সেইরূপ লোকে যাঁরে শ্রেষ্ঠ বলি মানে
সমাজের নেতা বলি সর্ব্বলোকে জানে,
তিনি যদি হন নিজে পাপাচারে রত,
দেখি তাঁরে পাপপথে ধায় অন্য যত।
অধর্ম্মের পথে যদি চলেন নৃপতি,
রাজ্যের সর্ব্বত্র হয় অশেষ দুর্গতি।
গোগণে নদীর পারে লইবার কালে
পুঙ্গব নিজেও যদি ঋজুপথে চলে,
পালের সমস্ত গরু নেতারে দেখিয়া
উত্তীর্ণ হইয়া থাকে ঋজুপথে গিয়া।
সেইরূপ লোকে যাঁরে শ্রেষ্ঠ বলি মানে,
সমাজের নেতা বলি সর্ব্বলোকে জানে,
তিনি যদি হন নিজে পুণ্যব্রতে রত,
দেখি তাঁরে পুণ্যপথে চলে অন্য যত।
ধার্ম্মিক রাজার রাজ্যে সুখী সর্ব্বজন ;
পুণ্যপথে করে সবে সদা বিচরণ।

সকলেই ইচ্ছা করে পেতে অমরত্ব,
মেদিনী-মণ্ডলে একচ্ছত্র আধিপত্য।
তথাপি না চাই আমি এ সব লভিতে
যদি হয় অধর্ম্মের পথে বিচরিতে।
নেতা আমি, পিতা আমি, শ্রেষ্ঠাসনাসীন,
রাষ্ট্রপাল, শিবিধর্ম্মরক্ষণে প্রবীণ।
সেই সনাতন ধর্ম্ম করিয়া স্মরণ
আত্মচিত্তবশ আমি হব না কখন।"

☞ জাতকমালার (১৩) এবং কথাসরিৎসাগরেও [বেতালপঞ্চবিংশতিকা (১৭)] এই আখ্যায়িকা দেখা যায়। কথাসরিৎসাগরে রাজার নাম যশোধন, সেনাপতির নাম বলধর এবং নায়িকার নাম উন্মাদিনী। যশোধন কামানলে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি উন্মাদিনীকে গ্রহণ করেন নাই। জাতক ও কথাসরিৎসাগরের বৃত্তান্ত কল্পিত কথা; কিন্তু রাজতরঙ্গিণীতে (৪র্থ, ১৭–৩৭ শ্লোকে) দ্বিতীয় দুর্লভ প্রতাপাদিত্য নামক কাশ্মীররাজের সম্বন্ধে দেখা যায়, তিনিও কোন আঢ্য বণিক্‌পত্নীর রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন এবং তিনি অতৃপ্তকামানলে দগ্ধ হইয়া মারা যান দেখিয়া ঐ বণিক্ তাঁহাকে নিজের ভার্য্যা দান করিয়াছিলেন। জাতকের ও কথাসরিৎসাগরের কল্পিত রাজা যে ধর্ম্মনিষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন, রাজতরঙ্গিণীর প্রকৃত রাজা তাহা দেখাইতে পারেন নাই; তিনি প্রথমে অনিচ্ছার ভাব দেখাইয়াও শেষে ঐ রমণীকে মহিষীর পদে বরণ করিয়াছিলেন।

সুধাভোজন-জাতক

*　　*　　*　　*　　*

শক্রের আশা, শ্রদ্ধা, শ্রী ও হ্রী-নাম্নী চারিটী কন্যা ছিলেন। তাঁহারা একদিন প্রচুর দিব্যমাল্যগন্ধাদি লইয়া জলকেলি করিবার অভিপ্রায়ে অনবতপ্ত হ্রদে[১] গমন করিয়াছিলেন। ক্রীড়া শেষ হইলে শক্রকন্যাগণ মনঃশিলাতলে উপবেশন করিলেন। সেই মনঃশিলার শিখরদেশে কাঞ্চনগুহায় নারদ-নামক এক ব্রাহ্মণ তপস্বী বাস করিতেন। তিনি ঐ

[১] বৌদ্ধ সাহিত্যে হিমালয়স্থ সপ্ত মহাসরোবরের অন্যতম।

দিন দিবাভাগে বিশ্রাম করিবার জন্য ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন এবং সেখানে নন্দনবনস্থ চিত্রকূট শিলায় এক লতাকুঞ্জে ক্লান্তি অপনোদন-পূর্ব্বক ফিরিবার কালে আতপনিবারণার্থ একটী পারিচ্ছত্রক পুষ্প[১] লইয়া আসিতেছিলেন। শক্রকন্যাগণ নারদের হস্তে ঐ দিব্য পুষ্প দর্শন করিয়া উহা যাচ্ঞা করিলেন।

শক্রকন্যাদিগের মধ্যে বিরোধ ঘটাইবার উদ্দেশ্যে নারদ বলিলেন,—

"নাহি প্রয়োজন এ পুষ্পে আমার ; করিলাম আমি দান।
শ্রেষ্ঠা যেই জন তোমাদের মাঝে, করুক সে পরিধান।"

নারদের কথা শুনিয়া দেবকন্যারা বলিলেন,—

"তুমি, মহামুনি, সর্ব্ব জ্ঞানের আধার ;
যাকে ইচ্ছা তাকে দাও করিয়া বিচার।
তুমি যাকে দিবে পুষ্প, শুন, মহাশয়,
তাহাকেই শ্রেষ্ঠ মানি লইব নিশ্চয়।"

নারদ উত্তর করিলেন :—

"এ যুকতি ভাল নহে, লো সুন্দরি ;[২] আমি কেন এই ভার ঘাড়ে করি ?
ঘটাব কলহ, হইয়া ব্রাহ্মণ ! আমা হতে ইহা হবে না কখন।[৩]
যাও পিতৃপাশে—ভূতনাথ যিনি,[৪] মীমাংসা ইহার করিবেন তিনি।
কে উচ্চ, কে নীচ, জানা আছে তাঁর ; তাঁরি কাছে হবে উচিত বিচার।"

[নারদের কথামত শক্রকন্যাগণ পিতার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠা ইহা জানিতে চাহিলেন।]

১ সংস্কৃতসাহিত্যের 'পারিজাত'। মর্ত্ত্যলোকে এই পুষ্প এদেশে 'পালটে মান্দার' নামে পরিচিত।

২ মূলে 'সুগাত্তে' আছে। চারি জনের সঙ্গে আলাপ করিলেও নারদ এক জনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উত্তর দিতেছেন, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

৩ অতএব দেখা যাইতেছে, এই জাতকের রচনাসময়েও নারদের কলহঘটনপ্রিয়তা জনসাধারণের সুবিদিত ছিল।

৪ পালি সাহিত্যে শক্রই ভূতনাথ বা ভূতপতি নামে বর্ণিত হইয়া থাকেন।

শক্র ভাবিলেন, 'ইহারা চারি জনেই আমার কন্যা। আমি যদি বলি যে, ইহাদের মধ্যে অমুকা গুণগ্রামে শ্রেষ্ঠা, তবে অপর তিন কন্যা ক্রুদ্ধা হইবে। অতএব এ ক্ষেত্রে আমার পক্ষে কোন মীমাংসা করা অসম্ভব। ইহাদিগকে হিমালয়ে কৌশিক তাপসের নিকট প্রেরণ করা যাউক; তিনিই ইহাদের প্রশ্নের সদুত্তর দিবেন।' ইহা স্থির করিয়া শক্র বলিলেন, "দেখ তোমাদের এই বিবাদ আমি মীমাংসা করিতে পারিব না; হিমালয়ে কৌশিক-নামক এক তাপস আছেন। আমি তাঁহার নিকট আমার ভোজ্য সুধা প্রেরণ করিতেছি। তিনি অন্যকে না দিয়া কোন দ্রব্য উদরস্থ করেন না; দিবার সময়েও বিচার করিয়া যাহারা গুণবান্, তাহাদিগকেই দিয়া থাকেন। অতএব তোমাদের মধ্যে যে তাঁহার হস্ত হইতে এই সুধার অংশ পাইবে, সেই শ্রেষ্ঠা বলিয়া পরিগণিত হইবে।"

দুহিতাদিগকে এইরূপে কৌশিকের নিকট প্রেরণ করিয়া শক্র মাতলিকে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহাকে ঐ আশ্রমে পাঠাইবার অভিপ্রায়ে বলিলেন,—

"দেখিবে দক্ষিণদিকে ভাগীরথী-তীরে
হিমালয়-পার্শ্বে এক তাপস-পুঙ্গবে।
কৌশিক তাঁহার নাম; অতি ক্লিষ্ট তিনি
অভাববশতঃ খাদ্য আর পানীয়ের।
অবিলম্বে যাও সেথা, হে দেব-সারথে,
দাও গিয়া সুধা তাঁরে ভোজনের তরে।"

[এই আজ্ঞা পাইয়া মাতলি কৌশিকের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে সুধাভাণ্ড দিয়া নিজে অদৃশ্য রহিলেন।]

কৌশিক সুধা গ্রহণ করিয়া দণ্ডায়মান অবস্থাতেই জিজ্ঞাসা করিলেন:—

"কোন্ দেব, বল তুমি, অধমেরে দয়া করি করিয়াছ হেথা আগমন?
নয়ন-মানস-হর কিবা অপরূপ দ্রব্য হস্তে মোর করিলা অর্পণ?"

মাতলি উত্তর দিলেন :—

"মহেন্দ্রের আজ্ঞা পেয়ে আসিয়াছি হেথা ধেয়ে,
তব তরে, মহামুনে, সুধাভাণ্ড লয়ে ;
ভোজ্যোত্তম এই সুধা খেয়ে নাশ কর ক্ষুধা
মাতলি আমার নাম ; খাও নিঃসংশয়ে।"

ইহা শুনিয়া কৌশিক নিজে যে ব্রত পালন করেন, তাহা বুঝাইবার জন্য মাতলিকে বলিলেন,—

"একাকী ভোজন অসঙ্গত ভাবি
ব্রতোত্তম এই করেছি গ্রহণ—
ভোজ্য-অংশ কিছু না দিয়া অপরে
করিব না কভু গলাধঃকরণ।
একাকী ভোজন অতি অবিধেয়,
শুনিয়াছি আমি আর্য্যগণমুখে ;
না দিয়া অপরে আহার যে করে,
বঞ্চিত সে পাপী সর্ব্ববিধ সুখে।"

* * * * *

অতঃপর মাতলি দৃশ্যমান শরীর পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। সেই সময়ে শক্রকন্যারাও এক এক জন কৌশিকের এক এক দিকে অবস্থিতি করিলেন। শ্রী রহিলেন পূর্ব্বদিকে, আশা দক্ষিণদিকে, শ্রদ্ধা পশ্চিমদিকে এবং হ্রী উত্তরদিকে।

তখন কৌশিক আশাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—

"পূরব আকাশে শুকতারাসমা,[১] অথবা কনক-লতিকা-উপমা,
দেববালা তুমি ; নাম তব বল, নিবৃত্ত আমার কর কৌতূহল।"

[১] 'ওষধী তারবরা'। ওষধিতারা বুঝাইলে শুকতারা বুঝাইবে কি ? চন্দ্র কিন্তু ওষধিপতি।

শ্রী উত্তর দিলেন,—

"পূজ্যা নরকুলে শ্রী আমার নাম পুণ্যাত্মায় সদা করি অধিষ্ঠান ;
হয়েছে বিবাদ সুধার কারণ ; সেহেতু করেছি হেথা আগমন।
সুখী করিবারে চাই আমি যারে সর্ব্ব মনোরথ লভিতে সে পারে ;
হোতৃশ্রেষ্ঠ তুমি, মহাপ্রজ্ঞাবান্, শ্রীকে তুষ্ট কর করি সুধাদান।"

ইহা শুনিয়া কৌশিক বলিলেন,—

"সর্ব্বশিল্পপটু, পরম বিদ্বান্, পৌরুষসম্পন্ন, অতি বুদ্ধিমান্,
সেও শ্রী তোমার দয়া নাহি পায়, অশেষ কেলেশে দিন তার যায়।
এই কি তোমার সাধু-ব্যবহার ? ন্যায়ান্যায়ে তব এই কি বিচার ?
দেখি পুনঃ কোন অলস মানব, উদরসর্ব্বস্ব, নীচকুলোদ্ভব,
অতি কদাকার, প্রসাদে তোমার ভুঞ্জে নানা সুখ, ঐশ্বর্য্য অপার।
কুলীন-সন্তান দৈন্যের জ্বালায় দাস হয়ে তার(ই) চরণে লুটায়।
পণ্ডিত জনের পীড়নে নিরতা, মূঢ়া, পাত্রাপাত্র-জ্ঞান-বিরহিতা ;
ন্যায়ের মর্য্যাদা নাহি তব ঠাঁই ; তুষিতে তোমায় ইচ্ছা মোর নাই।
সুধা দূরে থাক্—উদক্, আসন, তাও, শ্রী, তোমায় দিব না কখন।"

এই কথা শুনিয়া শ্রী তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা হইলেন। অনন্তর কৌশিক আশাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"চিত্রাঙ্গদা শুক্লদতী কে তুমি, কল্যাণি,
বিমৃষ্ট-কনকময়-কুণ্ডল-ধারিণি ?
দিব্য শ্বেত দুকূলেতে গাত্র আচ্ছাদিত,
কর্ণিকার, অশোকের মঞ্জরী-লোহিত
কর্ণদ্বয়ে দুলে তব ; যাহার ছটায়
কুশাগ্নির উজ্জ্বলতা মানে পরাজয়।
যেরূপ ব্যাধের বাণে অবিদ্ধা হরিণী
চকিত নয়নে চায় বনবিহারিণী,
সেই মত দৃষ্টি তব, নাহি কি লো ভয়
একাকী ভ্রমিতে বনে ? কে তব সহায় ?"

আশা উত্তর দিলেন,—

"সহায় এখানে মোর নাহি কোন জন,
অমরাবতীতে [১] আমি লভেছি জনম,
আশা নাম ধরি আমি; সুধার আশায়
এসেছি তোমার পাশে, শুন, মহাশয়।
তাপস কৌশিক তুমি মহাপ্রজ্ঞাবান্;
সুধাদান করি রাখ আমার সম্মান।"

ইহা শুনিয়া কৌশিক বলিলেন, "শুনিতে পাই যে, তুমি যাহাকে ইচ্ছা কর, কেবল তাহারই আশা পূরণ করিয়া তাহার মনে আবার নব নব আশার উৎপাদন করিয়া থাক, কিন্তু যাহাকে অনুগ্রহ কর না, তাহাকে নিয়ত নৈরাশ্যের মধ্যেই রাখ। শেষোক্ত ব্যক্তির কার্য্যসাফল্য সম্পূর্ণরূপে তোমার সাহায্যনিরপেক্ষ।

আশার ছলনে ধন-অন্বেষণে বণিক্ বিদেশে যায়,
পণ্যপরিপূর্ণ পোতে আরোহিয়া সাগর তরিতে ধায়।
দৈবযোগে যদি মগ্ন হয় তরী ধনে-প্রাণে মারা যায়;
বাঁচিলেও প্রাণে চিরদিন তরে ধননাশে দুঃখ পায়।
আশার ছলনে কৃষীবলগণ ক্ষেত্রের কর্ষণ করে,
বপে বীজ তাহে, করে কত শ্রম শস্য লভিবার তরে।
কিন্তু কোন ঈতি [২] দেখা দেয় যদি, তা হলে ত রক্ষা নাই,—
ক্ষেত্র ছারখার; অভাগা চাষার সে আশায় পড়ে ছাই।
আশার ছলনে বিলাসী মানব তুষিতে প্রভুর মন
যায় যুদ্ধক্ষেত্রে পৌরুষ দেখাতে; বল একি বিড়ম্বন?
শত্রুর বিক্রমে ছত্রভঙ্গ শেষে; যে যাহার প্রাণ লয়ে
কপর্দ্দক মাত্র না লভি সমরে পলায় চৌদিকে ভয়ে।

[১] মূলে 'মসক্কসার' পদ আছে। পালি টীকাকারের মতে ইহার অর্থ "ত্রয়স্ত্রিংশভবন।" সংস্কৃতে এই শব্দের কোন প্রতিরূপ দেখা যায় না। সংস্কৃত "মসারক" শব্দ ইন্দ্রনীলমণি-বাচক। ইহা হইতেই কি "মসারকসালা" বা "মসক্কসার" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে?

[২] অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মূষিক, শলভ, শুকপক্ষী ও প্রত্যাসন্ন রাজা, এই ষড়্বিধ শস্যনাশক 'ঈতি' নামে উক্ত হয়।

আশার ছলনে স্বর্গলাভ-হেতু জ্ঞাতিজনে করি দান
ধনধান্য আদি সর্ব্বস্ব, বিষয়ী সংসার ছাড়িয়া যান ;
কঠোর তপস্যা করি দীর্ঘকাল মার্গদোষ-হেতু, হায়,
অশেষ দুর্গতি লভেন তাঁহারা দেহের হইলে ক্ষয়।
কুহকিনি আশে, ত্যজ সুধা-আশা ; তোমার মতন যারা,
সুধা ত দুর্লভ, আসন, উদক্— ইহাও না পায় তারা।"

এইরূপে প্রত্যাখ্যাতা হইয়া আশাও তন্মুহূর্ত্তেই অন্তর্হিতা হইলেন। তখন কৌশিক শ্রদ্ধার সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন :—

"কে তুমি গো যশস্বিনি ! আলোকিত করি রূপে
অকল্যাণকরী [১] দিকে লয়েছ আশ্রয় ?
কাঞ্চনবল্লীর সম দেহ তব অনুপম ;
কোন্ দেবী তুমি মোরে বল ত নিশ্চয়।"

ইহার উত্তরে শ্রদ্ধা বলিলেন,—

"নরকুলে পূজ্যা আমি শ্রদ্ধা এই নাম ধরি ;
পুণ্যাত্ম-হৃদয় সদা আমার সদন ;
সুধা পাইবার তরে ঘটিয়াছে যে বিবাদ,
তাহারি মীমাংসা-হেতু হেথা আগমন।
পরম পণ্ডিত তুমি মহাপ্রজ্ঞাবান্,
সুধা দিয়া রক্ষা কর আমার সম্মান।"

এই পরিচয় পাইয়া কৌশিক বলিলেন, "মনুষ্যেরা যার-তার কথায় শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়া তদনুসারে পরিচালিত হয় ; এই নিমিত্ত তাহারা কর্ত্তব্য অপেক্ষা অকর্ত্তব্যেরই অধিকতর অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। অতএব প্রকৃতপক্ষে তাহাদের এই সমস্ত পাপাচারের জন্য তোমাকেই দায়ী বলিতে হয়।

[১] পশ্চিম দিকে।

শ্রদ্ধাবশে হয় লোকে কখনও-বা পুণ্যব্রত,
দাতা, দান্ত, ত্যাগী, জিতেন্দ্রিয় ;
কভু-বা কুপথে চলি পরপরীবাদ করে,
হয় মিথ্যাবাদী, চৌর্য্যপ্রিয়।

* * * * *

তোমার প্রভাবে, শ্রদ্ধে, পরদাররসেবী নর,
পুণ্যত্যাগী, পাপপরায়ণ ;
সুধা ত দূরের কথা, জলাসন পাইবারে
অযোগ্য, যে তোমার মতন।"

এই কথা শুনিয়া শ্রদ্ধাও অন্তর্হিতা হইলেন। তখন কৌশিক উত্তর দিকে অবস্থিতা হ্রী-দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কে তুমি, কল্যাণি, হোথা ? দেবী কিংবা বিদ্যাধরী,
দাঁড়ায়ে রয়েছ রূপে চৌদিক্ উজ্জ্বল করি ?
প্রভাতে অরুণোদয়ে বিচিত্রবসন-পরা
স্মিতমুখে শোভে যেন প্রাচীদিক্ মনোহরা ;
নয়নে সলজ্জদৃষ্টি দেখি তব হয় মনে
কি যেন বলিতে ইচ্ছা করিয়াছ, বরাননে।
অথচ নীরব তুমি রহিয়াছ কি কারণ ?
বল সত্য, কি নিমিত্ত হেথা তব আগমন ?"

হ্রী উত্তর দিলেন,—

"মানবকুলের পূজ্যা হ্রী-দেবী আমার নাম,
স্পর্শে মম পূত সদা পুণ্যাত্ম-হৃদয়-ধাম।
বিবাদ সুধার হেতু ; তাহার মীমাংসা তরে
এসেছি তোমার কাছে ; কিন্তু বাক্য নাহি সরে।
নিতান্ত অক্ষমা, সুধা যাচিতে তোমার ঠাঁই ;
যাচ্ঞাসমা রমণীর নির্লজ্জতা আর নাই।"

ইহার উত্তরে কৌশিক বলিলেন,—

"সুগাত্রে, তোমার এই সুধা পাইবার
ন্যায়তঃ, ধর্ম্মতঃ আছে পূর্ণ অধিকার।
কে বলে চাহিলে শুধু সুধা পাওয়া যায়?
অযাচিত নিমন্ত্রণ করিনু তোমায়।
পাবে পূজা, খাবে সুধা কুটীরে আমার,
যার জন্য আগমন এখানে তোমার।"

শক্র ভাবিতে লাগিলেন, 'কৌশিক অন্য কাহাকেও না দিয়া হ্রীকেই যে সুধা দিলেন, ইহার অর্থ কি?' প্রকৃত কারণ জানিবার নিমিত্ত তিনি মাতলিকে পুনর্ব্বার তাঁহার আশ্রমে পাঠাইলেন।

মাতলি "যে আজ্ঞা" বলিয়া বৈজয়ন্তরথে আরোহণপূর্ব্বক যাত্রা করিলেন এবং কৌশিকের আশ্রমে গিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—

"দূত আমি, মহামুনে, শুনাই তোমারে
বাসবের আজ্ঞা যাহা; শুধান দেবেন্দ্র :—
আশা, শ্রদ্ধা, শ্রীকে তুমি লঙ্ঘন করিয়া
কি হেতু করিলা দান সুধা হ্রী-দেবীরে?"

কৌশিক উত্তর দিলেন,—

"শ্রী-দেবীর দেখি পক্ষপাত-দোষ; শ্রদ্ধার স্থিরত্ব নাই;
আশা কুহকিনী সর্ব্বস্বনাশিনী; দেই নাই সুধা তাই।
আর্য্যগুণ যত বিরাজ সতত করে হ্রী-দেবীর মনে;
তিনি ভিন্ন সুধা পাইবার যোগ্যা নাহি কেহ ত্রিভুবনে।"

অনন্তর তিনি হ্রী-দেবীর গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন :—

* * * *

"ভীষণ সমরে যবে শক্তিশরাঘাতে
কেহ মরে, কেহ ভয়ে চায় পলাইতে,

হ্রী-দেবীর শুনি বাণী, নিজপ্রাণ তুচ্ছ মানি
পলায়নপর যারা, যুঝে পুনর্ব্বার,
শত্রুহস্ত হ'তে করে নেতার উদ্ধার।
বেলা যথা রুদ্ধ করে বেগ সাগরের,
হ্রী-দেবী রোধেন দুষ্টবৃত্তি পাপীদের।
সর্ব্বলোকে আর্য্যগণ হ্রীকে পূজে অনুক্ষণ ;
বলিও একথা ইন্দ্রে, হে দেবসারথে ;
হ্রীর অনুগ্রহে সবে চলে ধর্ম্মপথে।"

* * * * *

☞ কৌশিক-কর্ত্তৃক সুধাদান-বৃত্তান্ত পাঠ করিলে শ্রীবৎসরাজার নিকট প্রাধান্যপ্রার্থী শনি ও লক্ষ্মীর, কিংবা ট্রয়-রাজপুত্র পারিশের সম্মুখে সুবর্ণ-সেব-ফলপ্রার্থিনী গ্রীক্‌দেবীত্রয়ের আবির্ভাব-কাহিনী মনে পড়ে। কিন্তু গ্রীক্‌দেবীরা রূপগর্ব্বিতা ও রূপজিগীষাপরায়ণা ; বৌদ্ধদেবীচতুষ্টয় রূপসম্বন্ধে উদাসীনা, গুণপ্রাধান্যের জন্যই লালায়িতা। হিন্দু ও গ্রীক্‌ আখ্যায়িকায় পরাজিত দেবতারা বিচারপতিদিগের চিরশত্রু হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের নানারূপ অনিষ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধদেবীগণ এরূপ নীচতা প্রদর্শন করেন নাই।

আশার সুন্দরী মূর্ত্তি দেখা যায় গ্রীক্‌-পুরাণবর্ণিত প্যাণ্ডোরার আখ্যায়িকায়। জাতককার আশাকে কুহকিনী মায়াবিনী-ভাবেই দেখিয়াছেন।

হ্রী=লজ্জা—পাপকার্য্যের বাধাদায়িনী—বিবেকদুহিতা। "ছি! আমি মানুষ হইয়া মানুষের অকার্য্য-সাধনে অগ্রসর হইতেছি" এই বুদ্ধি, বিবেচনা বা আত্মধিক্কৃতি। 'শ্রদ্ধা' এই আখ্যায়িকায় অন্ধ বিশ্বাস (credulity) বুঝাইতেছে।

মহাজনক-জাতক

[মিথিলায় জনকবংশীয় রাজারা রাজত্ব করিতেন। এই বংশের রাজা মহাজনকের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র অরিষ্টজনক রাজপদ এবং পোলজনক ঔপরাজ্য প্রাপ্ত হন। কিন্তু অরিষ্টজনক কিয়ৎকাল পরে সহোদরকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেন। ইহাতে পোলজনক বিদ্রোহী হইয়া মিথিলা আক্রমণ করেন এবং অগ্রজের প্রাণ সংহার করিয়া নিজেই রাজত্ব গ্রহণ করেন।

অরিষ্টজনকের মহিষী সসত্ত্বা ছিলেন। তিনি পলায়ন করিয়া কালচম্পানগরে এক ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে বাস করেন। সেখানে তাঁহার এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হন। এই পুত্র

যে-সে নহেন, স্বয়ং বোধিসত্ত্ব। পিতামহের নামানুসারে তাঁহারও নাম হয় 'মহাজনক'।

বয়ঃপ্রাপ্তির পর পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য মহাজনক অর্থসংগ্রহের উপায় দেখিতে লাগিলেন। মাতার নিকট হইতে কিছু অর্থ পাইয়া তিনি ধনবৃদ্ধির আশায় পণ্যভাণ্ড লইয়া পোতারোহণে সুবর্ণভূমিতে বাণিজ্য করিবার জন্য যাত্রা করিলেন; কিন্তু পথে পোতভঙ্গ হইল; তিনি অতিকষ্টে দৈবানুগ্রহে রক্ষা পাইলেন এবং মিথিলার রাজোদ্যানে উপনীত হইলেন। এদিকে পোলজনকের সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র-সন্তান ছিল না; একটী মাত্র কন্যা ছিলেন; ঐ কন্যার নাম ছিল সীবলি।]

(১)

পোলজনক যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন অমাত্যেরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মহারাজ, আপনি দেবত্ব লাভ করিলে কাহাকে রাজ্য দান করিব?" পোলজনক বলিয়াছিলেন,—

* * * * *

"সূর্য্যের উদয় যেথা, অস্ত যেথা আর,
ভিতরে, বাহিরে নিধি রয়েছে অপার।
না ভিতরে, না বাহিরে আছে বিদ্যমান
ভূগর্ভনিহিত নিধি প্রচুরপ্রমাণ।
উঠিবার স্থানে নিধি, নামিবার স্থানে,
চারি মহাশালস্তম্ভে আছে সঙ্গোপনে;
যোজনপ্রমাণ স্থানে চারিদিকে তার
ভূগর্ভে নিহিত আছে মহানিধি আর।
দন্তাগ্রে, বালাগ্রে নিধি বিজ্ঞ শুধু জানে;
কেবুকে, বৃক্ষাগ্রে নিধি—নিধি ষোল স্থানে।
এই সব নিধি যেই করিবে উদ্ধার;
অথবা দেখাবে দেহে কত শক্তি তার
সজ্য করি সে ধনুক, নোয়াইতে যারে
সহস্র পুরুষ মিলি পারে কি, না পারে;

পল্যঙ্ক-রহস্য যেই করিবে নির্ণয় ;
সীবলিকে তুষিতে বা যার সাধ্য হয়,—
হেন জনে রাজ্য মম করো সমর্পণ ;
অন্যে যেন নাহি পায় এ রাজ্য কখন।"

পোলজনকের মৃত্যু হইলে অমাত্যেরা প্রেতকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক সপ্তম দিনে সমবেত হইয়া মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন, "রাজার আদেশ এই যে, যে ব্যক্তি তাঁহার কন্যার মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই রাজ্য দিতে হইবে। দেখা যাউক, কে রাজকন্যার প্রীতিভাজন হইতে পারেন।" অনেকেই বলিলেন, "সেনাপতি মহাশয়, বোধ হয়, তাঁহার প্রিয়পাত্র।" তদনুসারে তাঁহারা সেনাপতিকে সংবাদ দিলেন। সেনাপতি রাজ্যলাভার্থ রাজদ্বারে উপনীত হইলেন এবং রাজ-কন্যার নিকট আপনার আগমন-সংবাদ পাঠাইলেন। রাজকন্যা তাঁহার আগমনের কারণ বুঝিতে পারিয়া ভাবিলেন, 'এই ব্যক্তির রাজচ্ছত্র-ধারণের উপযুক্ত ধৃতি আছে কি?' ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, "তিনি আসিতে পারেন।" এই আদেশ শুনিয়া রাজকন্যাকে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে সেনাপতি সোপানপাদমূল হইতে দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া তাঁহার নিকটে দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে আরও পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে রাজকন্যা বলিলেন, "আপনি উপরের ছাদে খুব তাড়াতাড়ি ছুটুন।" রাজকন্যা তুষ্ট হইবেন মনে করিয়া সেনাপতি লাফাইতে লাফাইতে ছুটিলেন। তখন রাজকন্যা বলিলেন, "ফিরিয়া আসুন।" সেনাপতি ছুটিয়া ফিরিয়া আসিলেন। ইহাতে রাজকন্যা বুঝিলেন যে, সেনাপতি মহাশয়ের কিছুমাত্র ধৃতি নাই। তিনি আজ্ঞা দিলেন, "আমার পা টিপিয়া দিন।" সেনাপতি তাঁহাকে তুষ্ট করিবার জন্য বসিয়া পা টিপিতে আরম্ভ করিলেন। তখন রাজকন্যা বুকে লাথি মারিয়া তাঁহাকে চীৎ করিয়া ফেলিলেন এবং দাসীদিগকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "এই অজ্ঞ, ধৃতিহীন মূর্খটাকে গলা ধরিয়া মারিতে মারিতে বাহির করিয়া দাও।" দাসীরা তাহাই করিল; লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর, সেনাপতি মহাশয়?" সেনাপতি উত্তর দিলেন, "ও কথা

আর জিজ্ঞাসা করো না, ভাই; এ রাজকন্যা মানুষী নয়।" ইহার পর ভাণ্ডাগারিক মহাশয় গেলেন এবং ঐরূপ লজ্জা পাইলেন। অনন্তর শ্রেষ্ঠী, ছত্রধর, অসিগ্রাহক প্রভৃতি কর্ম্মচারীরাও একে একে লজ্জাভাজন হইলেন। তখন প্রজারা সকলে সমবেত হইয়া বলিতে লাগিল, "রাজদুহিতাকে তুষ্ট করিতে পারে, এমন লোক ত কেহই নাই। এখন দেখ, যে ধনুতে ছিলা পরাইতে সহস্র লোক আবশ্যক, তাহাতে ছিলা পরাইতে পারে এমন কোন লোক পাওয়া যায় কি না; পাইলে তাহাকেই রাজ্য দেওয়া যাউক।" কিন্তু কেহই ঐ ধনুতে জ্যা আরোপণ করিতে পারিল না। তাহার পর প্রস্তাব হইল, যে ব্যক্তি চতুরস্র পল্যঙ্কের শিয়র নির্দ্দেশ করিতে পারিবে, তাহাকেই রাজ্য দেওয়া যাউক; কিন্তু এরূপ লোকও পাওয়া গেল না। পরিশেষে, কথা হইল, যে ষোড়শ স্থান হইতে মহানিধি উদ্ধার করিতে পারিবে, তাহাকেই রাজা করা হইবে। কিন্তু ইহাও কেহ করিতে পারিল না। তখন সকলে বলিতে লাগিল, "রাজ্য অরাজক হইলে কে প্রজাপালন করিবে? এখন কর্ত্তব্য কি?" তাহাদের কথা শুনিয়া পুরোহিত বলিলেন, "তোমাদের কোন চিন্তা নাই। এস, আমরা পুষ্পরথ[১] ছাড়িয়া দেই। পুষ্পরথের সাহায্যে যে রাজা পাওয়া যায়, তিনি সমস্ত জম্বুদ্বীপে আধিপত্য করিতে সমর্থ।" তাহারা পুরোহিতের প্রস্তাবে সম্মত করিল, সমস্ত নগর সাজাইল, মঙ্গলরথে চারিটী কুমুদশুভ্র অশ্ব যোজিত হইল, রথখানি উৎকৃষ্ট আস্তরণে আচ্ছাদিত করিল এবং উহাতে পঞ্চরাজচিহ্ন স্থাপনপূর্ব্বক, চতুর্দ্দিকে চতুরঙ্গিণী সেনা সন্নিবেশিত করিল। রাজ্যে রাজা থাকিলে রথের পুরোভাগে বাদ্যধ্বনি হয়; রাজা না থাকিলে পশ্চাতে বাদ্য করিবার নিয়ম। কাজেই পুরোহিত আদেশ

১ পালি 'ফুস্সরথ'। 'ফুস্স' = পুষ্য। 'পুষ্য' সংস্কৃত ভাষায় অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রের একটীর নাম, আবার ইহাতে পুষ্পও বুঝায়। ইহাতে বোধ হয় পুষ্যরথ ও পুষ্পরথ একই—পুষ্পাদি-দ্বারা সুসজ্জিত রথ। পুষ্প শব্দটী যে পালিতে 'ফুস্স' না হইতে পারে এমন নয়। সংস্কৃত 'পুষ্পরাগ' পালিতে 'ফুস্সরাগ' হইয়াছে। জাতকে যেখানে যেখানে ফুস্সরথের উল্লেখ আছে [দরীমুখ (৩৭৮), ন্যগ্রোধ (৩৪৫), শোণক (৫২৯)], সর্ব্বত্রই দেখা যায়, ইহার প্রধান আরোহী হইতেন পুরোহিত এবং অশ্বগণ যেন যদৃচ্ছাক্রমে চলিয়া রাজপদার্হ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইত।

দিলেন, "রথের পশ্চাতে বাদ্যধ্বনি করিতে করিতে চল।" তিনি সুবর্ণ-ভৃঙ্গারে জল লইয়া রথের যোত্র ও প্রতোদ [১] অভিষিক্ত করিলেন, এবং "যে ব্যক্তির রাজত্ব করিবার উপযোগী পুণ্য আছে, তাঁহার নিকটে যাও" বলিয়া রথ ছাড়িয়া দিলেন।

রথ রাজভবন প্রদক্ষিণপূর্ব্বক ভেরীবাদকদিগের বীথি অবলম্বন করিয়া চলিল। সেনাপতি প্রভৃতি ভাবিতে লাগিলেন, 'পুষ্পরথ বুঝি আমার নিকটে আসিল।' রথ কিন্তু তাঁহাদের সকলেরই গৃহ অতিক্রমপূর্ব্বক সমস্ত নগর প্রদক্ষিণ করিয়া পূর্ব্ব-দ্বার দিয়া নিষ্ক্রমণ করিল এবং উদ্যানাভি-মুখে চলিল। রথ অতিবেগে যাইতেছে দেখিয়া লোকে বলিল, "রথ থামাও।" পুরোহিত কিন্তু বাধা দিয়া বলিলেন, "থামাইও না; যদি প্রয়োজন হয়, তবে শত যোজন যাউক না কেন?" অনন্তর রথ উদ্যানে প্রবেশ করিল, মঙ্গলশিলাপট্ট প্রদক্ষিণ করিল এবং আরোহণোপযোগী হইয়া থামিয়া রহিল। কুমার মহাজনক তখন ক্লান্ত হইয়া ঐ শিলাপট্টে শয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পুরোহিত অমাত্য-দিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ, শিলাপট্টে এক ব্যক্তি শুইয়া আছেন। ইঁহার শ্বেতচ্ছত্রভোগোপযোগী ধৃতি আছে কি না, তাহা জানি না। যদি ইনি পুণ্যবান্ হন, তবে আমাদের দিকে দৃক্‌পাতও করিবেন না। কিন্তু যদি ইনি কোন দুর্লক্ষণযুক্ত সত্ত্ব হন, তবে ভয়ে ও ত্রাসে শয্যাত্যাগ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আমাদের দিকে তাকাইবেন। তোমরা শীঘ্র একসঙ্গে সর্ব্বপ্রকার বাদ্যধ্বনি কর।" ইহা শুনিয়া লোকে তৎক্ষণাৎ যুগপৎ বহুশত বাদ্যযন্ত্র বাজাইল; বাদ্যধ্বনি সাগরকল্লোলের ন্যায় চতুর্দ্দিক্ নিনাদিত করিল। এই শব্দ শুনিয়া মহাসত্ত্বের নিদ্রাভঙ্গ হইল; তিনি মাথার কাপড় খুলিয়া সেই জনসঙ্ঘ দেখিতে পাইলেন এবং সম্ভবতঃ শ্বেতচ্ছত্র তাঁহার নিকট উপনীত হইয়াছে, ইহা ভাবিয়া পুনর্ব্বার মাথা ঢাকিলেন এবং পাশ ফিরিয়া বামপার্শ্বে ভর দিয়া শুইয়া রহিলেন। পুরোহিত তাঁহার পায়ের কাপড় খুলিয়া লক্ষণ পরীক্ষা করিলেন। তিনি দেখিলেন, এক মহাদ্বীপ ত তুচ্ছ কথা, এই ব্যক্তি

[১] প্রতোদ=চাবুক।

চতুর্মহাদ্বীপে রাজত্ব করিতে সমর্থ। তাঁহার আদেশে পুনর্ব্বার তূর্য্যধ্বনি হইল; মহাসত্ত্ব মুখের কাপড় খুলিয়া আবার পাশ ফিরিলেন এবং দক্ষিণপার্শ্বে ভর দিয়া শুইয়া শুইয়া সেই জনসঙ্ঘকে অবলোকন করিতে লাগিলেন।

পুরোহিত জনসঙ্ঘকে আশ্বাস দিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ও অবনতদেহে বলিলেন, "প্রভু, উত্থান করুন; রাজশ্রী আপনাকে আশ্রয় করিয়াছেন।" মহাজনক কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের রাজা কোথায়?" "তিনি মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন।" "তাঁহার কি পুত্র বা ভ্রাতা নাই?" "না, প্রভু।" "বেশ, আমি রাজত্ব গ্রহণ করিব।" ইহা বলিয়া তিনি উত্থিত হইলেন এবং শিলাপট্টোপরি পর্য্যঙ্কাসনে উপবেশন করিলেন। পুরোহিতপ্রমুখ অমাত্যগণ সেখানেই তাঁহার অভিষেক সম্পাদন করিলেন। তাঁহার নাম হইল 'মহাজনক রাজা।' তিনি সেই রথবরে আরোহণপূর্ব্বক মহাসমারোহে নগরে প্রবেশ করিলেন এবং প্রাসাদে আরোহণ করিবার কালে, সেনাপতি প্রভৃতি স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন, এই আদেশ দিয়া উচ্চতম তলে উপনীত হইলেন। রাজকন্যা পূর্ব্বানুষ্ঠিত উপায়-দ্বারাই তাঁহার পরীক্ষা করিবেন এই অভিপ্রায়ে একজন ভৃত্যকে আজ্ঞা দিলেন, "যাও, রাজার নিকট গিয়া বল, সীবলি দেবী আপনাকে ডাকিতেছেন; শীঘ্র আসুন।" রাজা সুপণ্ডিত; তিনি যেন ইহা শুনিয়াও শুনিলেন না; তিনি প্রাসাদের সৌন্দর্য্য বর্ণনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "অহো কি সুন্দর!" ভৃত্য রাজাকে নিজের বক্তব্য শুনাইতে অসমর্থ হইয়া রাজকন্যাকে গিয়া বলিল, "আর্য্যে, তিনি আপনার আদেশ শুনিলেন বটে, কিন্তু কোন উত্তর না দিয়া কেবল প্রাসাদের সৌন্দর্য্যই বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তিনি আপনাকে তৃণের মতও জ্ঞান করেন না।" ইহা শুনিয়া সীবলি ভাবিলেন, 'সম্ভবতঃ এই ব্যক্তি মহানুভাব।' তিনি রাজার নিকট দ্বিতীয় বার, তৃতীয় বার ভৃত্য পাঠাইলেন; তখন রাজা নিজের ইচ্ছামত স্বাভাবিক গতিতে সিংহবৎ বিক্রম করিতে করিতে প্রাসাদে আরোহণ করিলেন। রাজা নিকটবর্ত্তী হইলে রাজকন্যা তদীয় তেজে এমন অভিভূত হইলেন যে, তিনি নিজের স্বাভাবিক স্থৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না, অগ্রসর হইয়া

হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক তাঁহাকে ধরিয়া উপরে লইয়া গেলেন। রাজা কুমারীর হস্ত ধরিয়া মহাতলে আরোহণ করিলেন এবং সমুচ্ছ্রিতশ্বেতচ্ছত্রতলে রাজপল্যঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক অমাত্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনাদের রাজা মৃত্যুকালে কোন আদেশ দিয়া গিয়াছেন কি?" অমাত্যেরা উত্তর দিলেন, "হাঁ, মহারাজ।" "কি আদেশ, বলুন ত?" "তিনি বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি সীবলি দেবীর মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতে পারিবেন, তাঁহাকে রাজ্য দিতে হইবে।" "সীবলি দেবী অগ্রসর হইয়া আমাকে হস্তালম্ব দিয়াছেন, ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে, তিনি আমার উপর প্রসন্ন হইয়াছেন। আর কোন আদেশের কথা বলুন।" "মহারাজ, তিনি বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি চতুরস্র পল্যঙ্কের শিয়রের দিক্ নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন, তাঁহাকে রাজ্য দিতে হইবে।" রাজা ভাবিলেন, 'ইহা জানা কঠিন বটে; কিন্তু উপায়প্রয়োগে জানা যাইতে পারে।' তিনি নিজের মস্তক হইতে একটী সুবর্ণ সূচী তুলিয়া উহা সীবলি দেবীর হস্তে দিয়া বলিলেন "ভদ্রে, এটী যথাস্থানে রাখিয়া দাও।" (কেহ কেহ বলেন রাজা সীবলির হস্তে খড়গ দিয়াছিলেন।) সীবলি উহা লইয়া পল্যঙ্কের শিয়রের দিকে রাখিলেন। এই উপায়ে পল্যঙ্কের কোন্ দিক্ শিয়র, রাজা তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং তিনি যেন অমাত্যদের কথা শুনিতে পান নাই, এই ভান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিলেন?" অমাত্যেরা পূর্ব্ববৎ উত্তর দিলে তিনি বলিলেন, "ইহা জানা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? এই দিক্‌টা শিয়র। রাজার অন্য কোন আদেশ থাকে ত বলুন।" "মহারাজ, একখানি ধনুক আছে; সহস্র লোকে চেষ্টা করিলেও তাহাতে ছিলা পরাইতে পারে কি না সন্দেহ। রাজা বলিয়া গিয়াছেন, যে ব্যক্তি ঐ ধনুকে ছিলা পরাইতে পারিবেন, রাজত্ব তাঁহাকে দিতে হইবে।" "বেশ, সেই ধনুক লইয়া আসুন।" অমাত্যেরা ধনুক আনয়ন করিলেন; রাজা পল্যঙ্কে উপবেশন করিয়াই, স্ত্রীলোকেরা কাপাস ধুনিবার ধনুতে যেমন ছিলা পরায়, সেইরূপ অবলীলাক্রমে উহাতে ছিলা পরাইলেন এবং তাহার পর বলিলেন, "অন্য কোন আদেশ আছে কি?" "যে ব্যক্তি ষোড়শ স্থান হইতে মহানিধি উদ্ধার করিতে পারিবেন, তাঁহাকে রাজত্ব দিতে হইবে।"

"ঐ স্থানগুলির সম্বন্ধে কোন গাথা আছে কি?" "আছে, মহারাজ," বলিয়া অমাত্যেরা 'সূর্য্যের উদয় যেথা' ইত্যাদি গাথা কয়টী বলিলেন। সেগুলি শুনিতে শুনিতেই রাজার মনে গগনতলে চন্দ্রমার ন্যায় তাহাদের অর্থ সুস্পষ্ট হইল। তিনি অমাত্যদিগকে বলিলেন, "আজ বেলা নাই; কাল নিধিগুলির উদ্ধার করিব।"

পরদিন তিনি অমাত্যদিগকে সমবেত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের রাজা প্রত্যেকবুদ্ধদিগকে[১] ভোজন করাইতেন কি?" অমাত্যেরা বলিলেন, "হাঁ, মহারাজ।" রাজা ভাবিলেন, 'গাথার সূর্য্য আকাশের সূর্য্য নয়; যাঁহারা সূর্য্যসমতেজস্বী সেই প্রত্যেকবুদ্ধদিগকেই সূর্য্য বলা হইয়াছে। মৃত রাজা প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক যেখানে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতেন, সম্ভবতঃ সেখানেই ধন নিহিত আছে।' তিনি অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রত্যেকবুদ্ধেরা আগমন করিলে রাজা প্রত্যুদ্গমন করিয়া কোথায় যাইতেন?" "অমুক স্থানে, মহারাজ;" ইহা বলিয়া অমাত্যেরা সেই স্থান নির্দ্দেশ করিলেন। তখন রাজা সেই স্থান খনন করাইয়া নিহিত ধন উদ্ধার করাইলেন এবং আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রত্যেকবুদ্ধেরা যখন প্রস্থান করিতেন, তখন রাজা অনুগমন করিয়া কোথা হইতে তাঁহাদিগকে বিদায় দিতেন?" "অমুক স্থান হইতে, মহারাজ;" ইহা বলিয়া অমাত্যেরা সেই স্থান নির্দ্দেশ করিলে রাজা সেখান হইতেও ধন উদ্ধার করাইলেন। লোকে বিস্ময়াভিভূত হইয়া সহস্র বার বাহবা দিতে দিতে বলিতে লাগিল, " 'সূর্য্যের উদয়ে নিধি' আছে শুনিয়া লোকে এতদিন সূর্য্যোদয়ের দিক্ খনন করিয়া বেড়াইতেছিল; 'সূর্য্যের অস্তে নিধি' আছে শুনিয়া সূর্য্যাস্তের দিকে খুঁড়িতেছিল; এখন কিন্তু সত্যসত্যই ধন বাহির হইল; অহো! কি আশ্চর্য্য!" অতঃপর রাজভবনের মহাদ্বারের মধ্যে গোবরাটের এক প্রান্তে ভূমি খনন করিয়া 'ভিতরের' নিধি এবং উহার বাহিরের ভূমি খনন করাইয়া 'বাহিরের' নিধি উদ্ধার করা হইল। 'না ভিতরে না বাহিরে' যে নিধির কথা ছিল, তাহা গোবরাটের তলদেশে পাওয়া গেল। রাজা মঙ্গলহস্তীতে আরোহণ করিবার কালে যেখানে

১ যিনি সম্বোধি লাভ করিয়াছেন, কিন্তু বুদ্ধের ন্যায় ধর্ম্মদেশন করেন না, তাঁহাকে প্রত্যেকবুদ্ধ বলে।

সোণার সিঁড়ি রাখা হইত, সেখান হইতে 'উঠিবার স্থানের' নিধি এবং যেখানে তিনি হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিতেন, সেখান হইতে 'নামিবার স্থানের' নিধি বাহির হইল। যেখানে অমাত্যেরা ভূতলে দাঁড়াইয়া রাজাকে প্রণাম করিতেন, সেখানে শালস্তম্ভচতুষ্টয়যুক্ত রাজপল্যঙ্ক ছিল। সেই-গুলির তলদেশ হইতে চারিটী ধনকুম্ভ উত্তোলিত হইল; ইহাই 'চারি মহাশালস্তম্ভের' নিধি। 'যোজনপ্রমাণ স্থানে চারিদিকে তার'—মহাসত্ত্ব দেখিলেন এখানে যোজন শব্দে রথের যুগ বুঝিতে হইবে। রাজপল্যঙ্কের চতুর্দ্দিকে যুগপ্রমাণ স্থানে বহু ধন নিহিত ছিল। তিনি উহা খনন করাইয়া বহু ধনপূর্ণ কুম্ভ উত্তোলন করাইলেন। দন্তাগ্রে—যেখানে মঙ্গল হস্তী দাঁড়াইত, সেখানে তাহার দন্তযুগলাভিমুখ স্থান হইতে নিধি উদ্ধৃত হইল। বালাগ্রে—যেখানে মঙ্গলাশ্ব দাঁড়াইত, সেখানে তাহার পুচ্ছাভিমুখ স্থান হইতে নিধি পাওয়া গেল। কেবুকে—'কেবুক' শব্দে জল বুঝায়—মহাসত্ত্ব মঙ্গলপুষ্করিণীর জল বাহির করাইয়া গুপ্তধন দেখাইলেন। বৃক্ষাগ্রে—উদ্যানে একটা বিশাল শালবৃক্ষ ছিল। মধ্যাহ্নকালে যতদূর পর্য্যন্ত উহার ছায়া পড়িত, মণ্ডলাকারে ততদূর খনন করাইয়া অনেক গুপ্তধন উদ্ধৃত হইল। এইরূপে ষোড়শ স্থান হইতে ধন উদ্ধার করিয়া মহাসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কোন আদেশ আছে কি?" অমাত্যেরা বলিলেন, "না, মহারাজ, আর কোন আদেশ নাই।"

মহাসত্ত্বের অলৌকিক প্রজ্ঞার পরিচয় পাইয়া প্রজাবৃন্দ পরম সন্তোষ লাভ করিল। মহাজনক উদ্ধৃত সমস্ত ধন দানে নিয়োজিত করিবার অভিপ্রায়ে নগর-মধ্যে এবং চতুর্দ্বারে পাঁচটী দানশালা নির্ম্মাণ করাইয়া মহাদানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কালচম্পানগর হইতে নিজের জননী এবং তাঁহার আশ্রয়দাতা সেই ব্রাহ্মণকে আনয়ন করিয়া তাঁহাদের মহাসৎকার করিলেন।

(২)

মহাজনক অতঃপর দশবিধ রাজধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া রাজত্ব করিতে এবং প্রত্যেকবুদ্ধদিগের উপাসনা করিতে লাগিলেন। কালক্রমে

সীবলি দেবী ধন্যপুণ্যলক্ষণ এক পুত্র প্রসব করিলেন; এই শিশুর নাম রাখা হইল দীর্ঘায়ুঃকুমার। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাজা তাঁহাকে ঔপরাজ্য দান করিলেন।

একদিন উদ্যানপাল নানাবিধ ফল ও পুষ্প আনয়ন করিলে রাজা সে সমস্ত দেখিয়া প্রীত হইয়া তাহাকে পুরস্কার দিলেন এবং বলিলেন, "সৌম্য, আমি উদ্যান দেখিব; তুমি গিয়া উহা সুসজ্জিত করিয়া রাখ।" সে "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিল এবং কিয়ৎকাল পরে আসিয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ, উদ্যান সুসজ্জিত হইয়াছে।" রাজা বহু অনুচরসহ গজারোহণে উদ্যানদ্বারে উপস্থিত হইলেন। সেখানে দুইটী ঘনশ্যাম আম্রবৃক্ষ ছিল; তন্মধ্যে একটীতে তখন ফল ছিল না, আর একটীতে বহু সুমধুর ফল ছিল। রাজা ঐ ফল এতদিন খান নাই বলিয়া অন্য কেহ উহাতে হাত দিতে সাহস পায় নাই। এখন রাজা গজস্কন্ধে বসিয়াই একটী ফল খাইলেন; উহা তাঁহার জিহ্বা স্পর্শ করিবামাত্র স্বর্গীয় ফলের ন্যায় সুমধুর বোধ হইল। রাজা ভাবিলেন, 'ফিরিবার সময় এই বৃক্ষ হইতে বহু ফল ভোজন করিব।' এদিকে, রাজা অগ্রফল গ্রহণ করিয়াছেন জানিয়া উপরাজ হইতে মাহুত পর্য্যন্ত সকলেই ঐ ফল ছিঁড়িয়া উদরসাৎ করিল; যখন ফল পাইল না, তখন যষ্টির আঘাতে ডাল-পালা ভাঙ্গিয়া তাহারা বৃক্ষটাকে নিষ্পত্র করিল। উহা ন্যাড়ামূড়ো হইয়া থাকিল; দ্বিতীয় গাছটা কিন্তু পূর্ব্বের মত মণিপর্ব্বতের ন্যায়ই বিরাজ করিতে লাগিল। রাজা উদ্যানের বাহিরে আসিয়া প্রথম গাছটার দুর্দ্দশা দেখিয়া অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?" অমাত্যেরা বলিলেন, "মহারাজ অগ্রফল গ্রহণ করিয়াছেন জানিয়া অন্য সব লোকে গাছটাকে লুঠ করিয়াছে।" "এই গাছটার ত কি পত্রের, কি বর্ণের কোন হানি হয় নাই?" "নিষ্ফল বলিয়াই এটার কোন অনিষ্ট ঘটে নাই।" এই উত্তর শুনিয়া রাজার চিত্ত ব্যাকুল হইল; তিনি ভাবিলেন, 'এই বৃক্ষটা নিষ্ফলতার জন্য পূর্ব্ববৎ শ্যামলপত্র-শোভিত রহিয়াছে; আর অপর বৃক্ষটী ফলবান্ ছিল বলিয়া নিষ্পত্র ও ভগ্নশাখ হইয়াছে। এই রাজত্বও ফলবান্ বৃক্ষসদৃশ এবং প্রব্রজ্যা নিষ্ফল বৃক্ষসদৃশ। যে সকিঞ্চন, তাহারই ভয়;

অকিঞ্চনের কোন ভয় নাই। আমিও আর ফলবান্ বৃক্ষসদৃশ হইব না; নিষ্ফল বৃক্ষসদৃশ হইব; সম্পত্তি পরিহার করিয়া নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।'

মনে মনে এই দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া মহাজনক রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন এবং দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া সেনাপতিকে ডাকাইয়া বলিলেন, "মহাসেনাপতে, আজ হইতে আমার খাদ্য আনিবার জন্য এক জন ভৃত্য এবং মুখপ্রক্ষালনের জল ও দন্তকাষ্ঠ দিবার জন্য এক জন ভৃত্য ব্যতীত আর কেহ যেন আমাকে দেখিতে পায় না; আপনি প্রাচীন বিনিশ্চয়ামাত্যদিগকে লইয়া রাজ্য শাসন করুন। আমি এখন হইতে মহাতলে থাকিয়া শ্রামণ্যধর্ম্ম পালন করিব।" অনন্তর তিনি প্রাসাদে আরোহণ করিলেন এবং নির্জনে শ্রামণ্যধর্ম্ম পালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুদিন এইরূপে অতীত হইলে প্রজারা রাজাঙ্গনে সমবেত হইল এবং মহাসত্ত্বকে দেখিতে না পাইয়া বলিতে লাগিল, "আমাদের রাজা পূর্ব্বে যেমন ছিলেন, এখন ত তেমন নাই!

* * * * * *

সার্ব্বভৌম রাজা মিথিলার।
পূর্ব্বের মতন কিছু দেখি না ত তাঁর!
না চান দেখিতে নৃত্য, না শুনেন গীতবাদ্য;
কি হয়েছে, বল ত, রাজার?
রাজপুরে হয় না এখন
তুষিতে রাজার মন পশুদের রণ।[১]
উদ্যানে না যান তিনি, না দেখেন পুষ্করিণী
যাহে কেলি করে হংসগণ;
মূকের মতন সদা— কারো সঙ্গে নাহি কথা;
না করেন রাজ্যের পালন।

* * * * *"

[১] মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের সময়ে এবং উত্তরকালে মোগলদিগের সময়ে রাজধানীতে হস্তী, ব্যাঘ্র প্রভৃতি পশুর যুদ্ধ হইত। রোম প্রভৃতি আরও অনেক নগরে পশুযুদ্ধ জনসাধারণের একটা প্রধান উৎসব ছিল।

মহাজনক প্রাসাদে অবস্থিতি করিয়া শ্রামণ্যধর্ম্মপালনে চারি মাস অতিবাহিত করিলেন; অতঃপর তাঁহার প্রব্রজ্যাগ্রহণের ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইল। রাজভবন তাঁহার নিকট লোকান্তরিক নরকের[১] ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল; তিনি ভবত্রয়কে প্রজ্বলিত অগ্নিসম দুঃখকর বলিয়া মনে করিলেন। তিনি প্রব্রজ্যাকামী হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'কবে আমি মিথিলা ত্যাগ করিয়া হিমালয়ে গমন করিব এবং সেখানে প্রব্রাজকের বেশ ধারণ করিব!'

* * * *

(৩)

যখন মহাজনকের জন্ম হয়, তখন মানুষের পরমায়ু দশ সহস্র বৎসর ছিল। তন্মধ্যে তিনি সপ্ত সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়া আয়ুষ্কালের অবশিষ্ট তিন সহস্র বৎসর প্রব্রজ্যায় অতিবাহিত করেন। উদ্যানদ্বারে আম্রবৃক্ষ দর্শন করিবার পর চারিমাস তিনি প্রাসাদে থাকিয়াই প্রব্রজ্যা-ধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন; অতঃপর তাঁহার ধারণা হইল যে, রাজবেশ অপেক্ষা প্রব্রাজিতের বেশই শ্রেষ্ঠ; তিনি প্রব্রাজক হইবার অভিপ্রায়ে ভৃত্যকে বলিলেন, "ভদ্র, তুমি কাহাকেও না জানাইয়া বাজার হইতে কয়েকখানি কাষায় বস্ত্র এবং একটা মৃৎপাত্র আনয়ন কর।" ভৃত্য তাহাই করিল। তখন রাজা নাপিত ডাকাইয়া কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডন করাইলেন, নাপিতকে বিদায় দিয়া একখানি কাষায় বস্ত্র পরিধান করিলেন, একখানি দিয়া দেহ আচ্ছাদিত করিলেন, একখানি স্কন্ধোপরি রাখিলেন, মাটির পাত্রটী থলিতে পূরিয়া উহা স্কন্ধে ঝুলাইলেন, ভিক্ষুদণ্ড হস্তে লইয়া কয়েকবার মহাতলে প্রত্যেকবুদ্ধলীলায় ইতস্ততঃ চঙ্‌ক্রমণ করিলেন; কিন্তু সেদিন প্রাসাদেই রহিলেন।

১ 'লোকান্তরিক'—চক্রবালগুলি অসীম আকাশে তিন তিনটী করিয়া সজ্জিত। ইহারা পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। মধ্যে যে ফাঁক আছে, সেখানে লোকন্তরিক নরক। প্রেতগণ এখা ন যন্ত্রণা ভোগ করে।

পরদিন সূর্য্যোদয়কালে মহাজনক প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে সীবলি দেবী রাজার অপর সপ্তশত প্রিয়া ভার্য্যাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আমরা অনেক দিন রাজাকে দেখি নাই; আজ তাঁহাকে দেখিব; তোমরা অলঙ্কার পরিয়া যথাসাধ্য স্ত্রীজাতি-সুলভ হাবভাববিলাস দেখাইয়া তাঁহার মন ভুলাইতে চেষ্টা কর।" ইহা বলিয়া তিনি ঐ সকল রমণীর সঙ্গে প্রাসাদে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পথে রাজাকে অবতরণ করিতে দেখিলেন। কিন্তু তাঁহারা রাজাকে চিনিতে পারিলেন না, ভাবিলেন রাজাকে উপদেশ দিবার জন্য কোন প্রত্যেকবুদ্ধ আসিয়াছিলেন। এই বিশ্বাসে তাঁহারা নমস্কারপূর্ব্বক এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলেন। ইত্যবসরে মহাসত্ত্ব প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন। রমণীগণ প্রাসাদে আরোহণ করিয়া দেখেন, রাজশয্যায় রাজার ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ এবং আভরণগুলি পড়িয়া আছে। তখন তাঁহারা বুঝিলেন, সিঁড়িতে যে ব্যক্তিকে দেখিয়াছিলেন, তিনি প্রত্যেকবুদ্ধ নহেন, তাঁহাদেরই প্রিয়ভর্ত্তা। তাঁহারা বলিলেন, "এস, আমরা তাঁহাকে ফিরাইয়া আনি।" তাঁহারা প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক রাজাঙ্গনে গেলেন; তাঁহাদের কেশকলাপ পৃষ্ঠোপরি আলুলায়িত হইতে লাগিল; তাঁহারা বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে বলিলেন, "মহারাজ, আপনি এরূপ কাজ কেন করিতেছেন?" তাঁহারা করুণস্বরে পরিদেবন করিতে করিতে রাজার অনুগমন করিলেন। এই সংবাদে সমস্ত নগর সংক্ষুব্ধ হইল,—"রাজা নাকি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন; এমন ধার্ম্মিক রাজা আমরা কোথায় পাইব?" এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে নগরবাসীরাও রাজার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিল।

সীবলি দেবী পরিদেবন করিয়াও রাজাকে ফিরাইতে না পারিয়া ভাবিলেন, 'একটা উপায় আছে।' তিনি মহাসেনাপতিকে ডাকাইয়া আজ্ঞা দিলেন, "বাবা, রাজা যে দিকে অগ্রসর হইতেছেন, তুমি গিয়া সেই দিকের জীর্ণ গৃহপান্থশালাদিতে অগ্নি প্রয়োগ কর এবং স্থানে স্থানে তৃণপত্রাদি একত্র করিয়া ধূম উৎপাদন কর।" মহাসেনাপতি তাহাই

করিলেন। তখন সীবলি দেবী রাজার নিকটে গিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া জানাইলেন যে, মিথিলা নগরী দগ্ধ হইতেছে।

"জ্বলিছে ভীষণ অগ্নি; কোষের প্রকোষ্ঠ সব
পুড়িতেছে; স্বর্ণ রৌপ্য সব নষ্ট হ'ল তব।
দক্ষিণ-আবর্ত্ত শঙ্খ, হীরক-হরিচন্দন,
গজদন্তাজিনতাম্রলৌহ-আদি বহুধন—
ভস্মীভূত হয় সব; এস ফিরি, নরবর;
বিপুল ঐশ্বর্য্য তব ফিরি শীঘ্র রক্ষা কর।"

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "দেবি, তুমি কি বলিতেছ? যাহার কিছু আছে, তাহারই সেই বস্তু দগ্ধ হইতে পারে; কিন্তু আমি যে অকিঞ্চন।

অকিঞ্চন যেই জন, সেই সে প্রকৃত সুখে যাপয়ে জীবন;
পুড়িছে মিথিলা পুরী; কিন্তু তাহে নাহি পুড়ে আমার কিঞ্চন।" ১

[অতঃপর সীবলি মহাজনককে ফিরাইবার জন্য আরও বহু চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।]

☞ কেহ কেহ সীবলির বিবাহ-বৃত্তান্তের সহিত Merchant of Venice-এর Portia-নাম্নী নায়িকার বিবাহ-বৃত্তান্ত তুলনা করিতে চাহেন। কিন্তু এই দুই আখ্যায়িকার মধ্যে সাদৃশ্য এত অল্প যে, তাহা দেখিয়া Shakespeareকে এ ক্ষেত্রে অধমর্ণ বলা যায় না। তাঁহার Shylock-নামক য়িহুদির রাক্ষসী প্রতিজিঘাংসা-বৃত্তি কিন্তু 'এমেসার কাজি'-নামক একটী প্রাচ্যকথায় প্রায় অবিকৃতভাবে চিত্রিত দেখা যায়।

মহানারদকাশ্যপ-জাতক

[বিদেহরাজ অঙ্গতি জনৈক আজীবকের কুশিক্ষায় আস্তিক্য বুদ্ধি হারাইয়াছিলেন এবং অমাত্যদিগের হস্তে রাজকার্য্য সমর্পণ করিয়া নিজে ইন্দ্রিয়সুখভোগে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার শীলবতী কন্যা রুজা পিতার এই অধঃপতন দেখিয়া মনে দারুণ ব্যথা পাইলেন এবং তাঁহাকে সুপথে আনিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।]

রুজা বলিলেন, "পিতঃ, আপনি সেই নগ্ন, মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ আজীবকের কথা বিশ্বাস করিবেন না; ইহলোক আছে, পরলোক আছে; সুকৃতির

১ তুং মহাভারত, শান্তি, ২২৩ অং :—

অনন্তং বত মে বিত্তং ভাব্যং মে নাস্তি কিঞ্চন; মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে কিঞ্চন দহ্যতে।

দুষ্কৃতির ফলও আছে। আমি আপনার কল্যাণ কামনা করি; আমার কথা বিশ্বাস করুন। আপনি অঘাটে লম্ফ দিয়া পড়িবেন না।” কিন্তু এত বলিয়াও তিনি পিতার ভ্রম অপনোদন করিতে পারিলেন না। রাজা তাঁহার মধুর বচন শুনিয়া তুষ্ট হইলেন মাত্র; কারণ মাতা-পিতা প্রিয় পুত্রকন্যার কথা শুনিতে ভালবাসেন; কিন্তু তাঁহারা স্ব স্ব বিশ্বাস পরিহার করেন না। নগরবাসীরা বলাবলি করিতে লাগিল, “রাজকন্যা রুজা না কি ধর্ম্মদেশন-দ্বারা পিতাকে মিথ্যাদৃষ্টি হইতে উদ্ধার করিবেন।” সকলেই একবাক্যে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, “পণ্ডিতা রাজকন্যা তাঁহার পিতার মিথ্যা বিশ্বাস অপনোদনপূর্ব্বক আমাদিগকে স্বস্তিভাজন করিবেন।” এই আশ্বাসে নগরবাসীরা সন্তোষ লাভ করিল।

পিতাকে প্রবুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়াও রুজা নিরুৎসাহ হইলেন না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে কোন উপায়েই হউক, পিতাকে স্বস্তিভাজন করিবেন। তিনি মস্তকে অঞ্জলি তুলিয়া দশদিকে নমস্কারপূর্ব্বক বলিলেন, “এ জগতে এমন অনেক ধার্ম্মিক শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ এবং লোকপালগণ ও মহাব্রহ্মগণ[১] আছেন, যাঁহাদের অনুভাববলে লোকস্থিতি ও লোকরক্ষা সম্পাদিত হইতেছে। তাঁহারা আসিয়া স্বীয় অনুভাবের প্রভাবে আমার পিতার ভ্রম অপনোদন করুন। আমার পিতার কোন গুণ না থাকিলেও তাঁহারা আমার গুণের, আমার বলের, আমার সত্যের প্রভাবে তাঁহার মিথ্যাদৃষ্টি অপনোদনপূর্ব্বক সর্ব্বলোকের কল্যাণসাধন করুন।” রুজা প্রণাম করিতে করিতে বার বার এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব একজন মহাব্রহ্মা হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল নারদ। বোধিসত্ত্বগণ মৈত্রীভাবযুক্ত, কারুণ্যপূর্ণ ও মহর্দ্ধি-সম্পন্ন। এই কারণে, কাহারা সুকৃতিবান্, কাহারা দুষ্ক্রিয়াশীল, ইহা দেখিবার জন্য তাঁহারা সময়ে সময়ে জীবলোক অবলোকন করিয়া থাকেন। উক্ত দিন নারদ বোধিসত্ত্ব ভূলোক অবলোকন করিবার

১ বৌদ্ধেরা ব্রহ্মলোকের অধিপতিকে মহাব্রহ্মা বা ব্রহ্মা সহাম্পতি বলেন। প্রত্যেক চক্রবালে এক জন মহাব্রহ্মা। চক্রবাল অসংখ্য; কাজেই মহাব্রহ্মাও অসংখ্য। শাক্যমুনি না কি বোধিসত্ত্বরূপে চারি জন্মে মহাব্রহ্মা হইয়াছিলেন।

সময়ে দেখিতে পাইলেন, রাজকন্যা রুজা পিতার মিথ্যাদৃষ্টি অপনোদন করিবার নিমিত্ত লোকপালক দেবতাদিগকে প্রণাম করিতেছেন। তিনি ভাবিলেন, 'আমি ভিন্ন আর কেহই এই রাজার ভ্রম নিরাকরণ করিতে পারিবে না। অতএব আমি আজ রাজকন্যাকে সাহায্য করিব এবং সানুচর রাজাকে স্বস্তিভাজন করিয়া ফিরিয়া আসিব।' অনন্তর তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'কি বেশে নরলোকে যাওয়া ভাল?' তিনি দেখিলেন যে, প্রব্রাজকেরা মানুষের প্রিয়পাত্র; লোকে প্রব্রাজকদিগকে ভক্তি করে, তাহাদের কথাও শুনে; এই কারণে প্রব্রাজকের বেশে গমন করিলেই ভাল হয়। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি মনোহর হেমবর্ণ মানবদেহ ধারণ করিলেন, মস্তকোপরি সুন্দর জটামণ্ডল বন্ধন করিলেন, জটাভ্যন্তরে একটী সুবর্ণসূচী রাখিলেন, পৃষ্ঠ ও পশ্চাৎ উভয়তঃই রক্তবর্ণ চীবর পরিধান করিলেন, এক স্কন্ধে সুবর্ণতারকখচিত রজতজালবেষ্টিত অজিন রাখিলেন, মুক্তাগ্রথিত শিক্যায় সুবর্ণময় ভিক্ষাভাজন স্থাপন করিলেন, তিন স্থানে বক্র সুবর্ণকাচ[১] স্কন্ধে লইলেন, মুক্তাগ্রথিত শিক্যায় প্রবালনির্ম্মিত কমণ্ডলু রাখিলেন এবং এইরূপ ঋষিবেশ ধারণ করিয়া চন্দ্রমার ন্যায় গগনতলে বিরাজ করিতে করিতে আকাশপথেই অলঙ্কৃত চন্দ্রকপ্রাসাদের উচ্চতমতলে প্রবেশপূর্ব্বক রাজার পুরোভাগে আকাশে অবস্থিত হইলেন।

রাজা নারদকে দেখিয়া ব্রহ্মতেজে অভিভূত হইলেন এবং আসনে উপবিষ্ট থাকিতে অসমর্থ হইয়া অবতরণপূর্ব্বক ভূতলে দণ্ডায়মান হইয়া আগন্তুক কে, কোন্ গোত্রজ এবং কোথা হইতে আসিলেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

নারদ ভাবিলেন, 'এই রাজা পরলোক মানেন না; অতএব ইঁহাকে পরলোকের কথাই বলিব।' তিনি উত্তর দিলেন,

"আসিয়াছি দেবলোক হ'তে অবতরি,
চন্দ্রবৎ উদ্ভাসিত করিয়া শর্ব্বরী।
নাম, গোত্র জিজ্ঞাসিলে? করহ শ্রবণ,
কাশ্যপ গোত্রজ আমি নারদ ব্রাহ্মণ।"

১ কাচ=বাঁক।

রাজা ভাবিলেন, 'ইঁহাকে পরলোকের কথা শেষে জিজ্ঞাসা করিব; কি কারণে ইনি এত ঋদ্ধি লাভ করিয়াছেন, অগ্রে তাহাই জিজ্ঞাসা করা যাউক।' তিনি বলিলেন,

"আকাশে গমন তব, আকাশে আসন ;
দেখিয়া বিস্ময়ে মোর অভিভূত মন।
বুঝিতে না পারি আমি এ যে কি ব্যাপার ;
কি হেতু এমন ঋদ্ধি হইল তোমার?"

নারদ বলিলেন,

"সত্য, ধর্ম্ম, ত্যাগ আর ইন্দ্রিয় দমন—
পূর্ব্বজন্মে এ সকল ব্রতসম্পাদন
করিয়াছি সাবধানে ; তাহারই প্রভাবে
মনোজব, কামগতি [১] হইয়াছি এবে।"

রাজা মিথ্যাধর্ম্মপরবশ হইয়াছিলেন ; কাজেই, নারদ এরূপ উত্তর দিলেও, পরলোক যে আছে, ইহা তিনি বিশ্বাস করিলেন না। তিনি বলিলেন, "পুণ্যের কি তবে কোন পুরস্কার আছে ?

* * * * *

জিজ্ঞাসি, নারদ, আমি একটী বিষয় ;
মিথ্যা বুলি ভুলা'য়ো না যেন হে আমায়।
দেবলোক, পরলোক, পিতৃলোক আছে,
এ কথা শুনিতে পাই অনেকের কাছে।
সত্য, কি অলীক এই লোকের বিশ্বাস ?
সদুত্তর দিয়া কর সংশয় নিরাস।"

নারদ বলিলেন,

"দেব-পিতৃ-পরলোক প্রকৃতই আছে ;
মিথ্যা নয়; শুন যাহা অনেকের কাছে।

[১] মনোজব—মনের ন্যায় দ্রুতগমনশীল। কামগতি—ইচ্ছাধীন-গতি, যেখানে ইচ্ছা গমন করিতে সমর্থ।

কামাসক্ত মূঢ়গণ মোহের কারণ
কি যে পরলোক, তাহা বুঝে না কখন।”

ইহা শুনিয়া রাজা পরিহাস করিয়া বলিলেন,

“সত্যই, নারদ, যদি করহ বিশ্বাস,
মৃত্যু-অন্তে করে নর পরলোকে বাস,
দাও পঞ্চশত মুদ্রা এ জন্মে আমাকে;
সহস্র তোমায় দিব গিয়া পরলোকে।”

তখন মহাসত্ত্ব সভামধ্যে রাজাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন,

“দাতা, শীলবান্ বলি তোমায়, বিদেহপতি, যদি জানিতাম,
পঞ্চশত মুদ্রা আমি দ্বিধা নাহি করি মনে এখনি দিতাম।
নিষ্ঠুর, পামর তুমি; হইবে নিরয়গামী দেহ-অবসানে;
সহস্র মুদ্রার তরে তাগাদা করিবে কে হে গিয়া সেই স্থানে?
অলস, কুকর্ম্মরত, দয়াহীন, পাপব্রত যদি কেহ হয়,
ইহলোকে পণ্ডিতেরা হেন অধমর্ণে কি হে কভু ঋণ দেয়?
দিলে ঋণ পরিশোধ করিবে না, মহারাজ, কভু সেই জন;
বৃদ্ধি ত দূরের কথা, ফিরি না আসিবে তার গৃহে মূলধন।
দাতা, উপার্জ্জনক্ষম, অনলস, শীলবান্ যদি কেহ হয়,
সাদরে আহ্বান করি সকলে প্রসন্নচিত্তে ঋণ তারে দেয়।
ঋণের সাহায্যে সেই উৎপাদি প্রচুর ধন, বিনা তাগাদায়
করে ঋণ পরিশোধ। হেন জনে অবিশ্বাস করা কি হে যায়?”

নারদকর্ত্তৃক এইরূপে ভৎর্সিত হইয়া রাজা তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন। সমবেত লোকেরা কিন্তু অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া বলাবলি করিতে লাগিল, “এই দেবর্ষি মহর্দ্ধি। ইনি নিশ্চয় রাজার মিথ্যাদৃষ্টি অপনোদন করিবেন।” সমস্ত নগরে সকলের মুখেই এই কথা শুনা যাইতে লাগিল। মহাসত্ত্বের অনুভাববলে সপ্তযোজনব্যাপী মিথিলানগরে এমন কেহই রহিল না, যে তাঁহার ধর্ম্মদেশন শুনিতে পাইল না। তিনি ভাবিলেন, ‘এই রাজা মিথ্যাদৃষ্টিতে অতি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। নরকের ভয় দেখাইয়া ইঁহার ভয়োৎপাদনপূর্ব্বক এই মহাভ্রম অপনোদন করিতে হইবে; পরে

দেবলোকের কথা বলিয়া ইঁহাকে আশ্বস্ত করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আপনি যদি এই ভ্রমাত্মক বিশ্বাস পরিত্যাগ না করেন, তবে নরকে গিয়া যে অনন্ত দুঃখ ভোগ করিবেন তাহা শ্রবণ করুন।"

[অনন্তর তিনি একে একে কতকগুলি নরকের নাম করিয়া এবং ঐ সকল নরকে পাপীরা যে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করে তাহা বর্ণনা করিয়া রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, বলুন ত, কিরূপে ঈদৃশ ভীষণ স্থানে গিয়া আমি আপনার কাছে আমার প্রাপ্য চাহিব ?"]

মহাসত্ত্বের মুখে নরকের বর্ণনা শুনিয়া রাজার হৃদয়ে মহাসংবেগ জন্মিল; তিনি মহাসত্ত্বের সাহায্যেই পরিত্রাণ পাইবার আশায় বলিলেন,

"বলিলে নারদ, যাহা, শুনি সে সকল
মহাভয়ে মন মোর হইল বিকল।
কাঁপিতেছি তাই আমি, কাঁপে হে যেমন
তরু, যবে করে কেহ তাহারে ছেদন।
হয়েছে বিলুপ্ত সংজ্ঞা, দিগ্‌ভ্রম আমার;
সাধ্য নাই ভালমন্দ করিতে বিচার।
উত্তাপক্লিষ্টের পক্ষে সলিল যেমন,
অথবা অর্ণববক্ষে ভগ্নপোত নাবিকের
পক্ষে যথা হয় দ্বীপ রক্ষিতে জীবন;
কিংবা ঘোর অন্ধকার নিরাকরণের তরে
প্রদীপ(ই) যেমন হয় প্রকৃত সাধন,
সেইরূপ হও তুমি আমার শরণ।
কি অর্থ, কি ধর্ম্ম তুমি বুঝাও আমায়;
অতীতে করেছি আমি বহুপাপ, হায় !
দেখাও শুদ্ধির মার্গ, যাহা অনুসরি
ত্যজি দেহ আমি যেন নরকে না পড়ি।"

[তখন, রাজাকে শুদ্ধিমার্গ বুঝাইবার অভিপ্রায়ে মহাসত্ত্ব, যে সকল রাজা পুরাকালে সম্যগ্‌রূপে জীবনের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের উদাহরণ দেখাইলেন এবং বলিলেন :—]

* * * * * *

"ধৃতরাষ্ট্র, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, উশীনর,
শিবি ও অষ্টক এই রাজা ছয়জন, [১]
আরও বহু ভূমিপাল শ্রমণব্রাহ্মণে সেবি
দেহান্তে দেবেন্দ্রধামে করিলা গমন।
তুমিও, বিদেহনাথ, ছাড় অধর্ম্মের পথ,
ধর্ম্মপথে সাবধানে কর বিচরণ;
মর্ত্ত্যধাম পরিহরি যাবে অবলীলাক্রমে
যেখানে আছেন শক্র সহ দেবগণ।
কি প্রাসাদে, কি নগরে অন্নাদির পাত্রহস্তে
করুক ঘোষণা, ভূপ, তব ভৃত্যগণ,
'কে ক্ষুধার্ত্ত? কে তৃষ্ণার্ত্ত? কে নগ্ন? বিচিত্র বস্ত্র
পরিবে কে? চায় কে বা মাল্য বিলেপন?
কোন্ পান্থ চায় ছত্র, উৎকৃষ্ট পাদুকা কিংবা,
পরিলে যা' পায়ে ব্যথা কভু নাহি হয়?'—
প্রভাতে, সন্ধ্যায় এই ঘোষণা করিয়া তারা
প্রত্যহ করুক দান যে জন যা' চায়।
ভৃত্য-অশ্ব-গো প্রভৃতি হবে যবে জরাজীর্ণ,
খাটা'ও না সে সকলে পূর্ব্বের মতন;
কর তুমি সুব্যবস্থা তাদের পোষণ তরে;
খেটেছে তাহারা, বল ছিল যতক্ষণ।"

এইরূপে দানকথা ও শীলকথা শুনাইয়া মহাসত্ত্ব বিবেচনা করিলেন যে, রাজার দেহকে একখানি রথের সঙ্গে উপমিত করিয়া বর্ণনা করিলে তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হইবে। এইজন্য সর্ব্বকামপ্রদ রথের উপমাপ্রয়োগপূর্ব্বক তিনি আবার ধর্ম্মদেশন করিলেন :—

"দেহ তব রথোপম, শুন, নরবর,
আলস্য-জড়তা-হীন; [২] তাই লঘুগতি।

[১] নিমি-জাতকেও ইঁহাদের কয়েকজনের নাম আছে।

[২] 'বিগতথীনমিদ্ধতায় সলহুক।' থীন=স্ত্যান। মিদ্ধ ও স্ত্যান প্রায় একার্থবাচক।

সারথি ইহার মন; অবিহিংসা-দ্বারা
হইয়াছে সুগঠিত অক্ষ এ রথের।
দানরূপ আবরণে থাকে ইহা ঢাকা।
সুসংযত পাদক্ষেপ চক্রনেমি এর;
সুসংযত হস্তক্ষেপ ঝালর সুন্দর,
উদরসংযম নাভি; বাক্যের সংযম
নিবারে ঘর্ঘর শব্দ চক্রযুগলের।

*   *   *   *

*   *   *   *

সদাচাররূপ অশ্বগণে যুতি মন
চালায় এ রথ সদা দমরূপ পথে।
কুমার্গ—তৃষ্ণা ও লোভ; সন্মার্গ—সংযম।
রূপ-রস-স্পর্শ-শব্দাত্মক কাম্য যত,
তাহাদের অভিমুখে যেতে চায় রথ,
প্রতোদের যষ্টি হোক্ প্রজ্ঞা তব, ভূপ;
তাহার তাড়নে একে চালাও সুপথে।
বিবেক(ই) সারথি হোক্ এই দেহরথে!
করিলে প্রশান্ত চিত্তে দৃঢ়ধৃতিসহ
এ রথে গমন, ভূপ, নরকে পতন
কভু নাহি হয়; ইহা সর্ব্বকামপ্রদ।[১]

১ কায়রথের-বর্ণনার সহিত কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় বল্লীর নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি তুলনীয়:—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহু র্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ॥
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাশুচিঃ।
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি॥

মহারাজ, আপনি আমাকে শুদ্ধিমার্গ দেখাইতে বলিয়াছিলেন—যাহা অনুসরণ করিলে আপনার যেন নরক প্রাপ্তি না ঘটে। আমি নানা পর্য্যায়ে তাহা দেখাইলাম।" এইরূপে রাজার নিকটে ধর্ম্মদেশন করিয়া নারদ তাঁহার মিথ্যাদৃষ্টি দূর করিলেন এবং তাঁহাকে শীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া বলিলেন, "এখন হইতে আপনি পাপমিত্র পরিহার করিয়া কল্যাণ-মিত্রের সংসর্গে থাকুন এবং নিত্য অপ্রমত্তভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করুন।" রাজাকে, রাজপুরুষদিগকে এবং রাজান্তঃপুরচারিণীগণকে এইরূপ উপদেশ দিয়া এবং রাজদুহিতার গুণের প্রশংসা করিয়া নারদ তাঁহাদের সম্মুখেই মহানুভাববলে ব্রহ্মলোকে প্রতিগমন করিলেন।

মহাউম্মাগ্‌গ-জাতক

[বুদ্ধদেবের প্রজ্ঞা যেমন মহিয়সী ও বিশ্বব্যাপিনী, তেমনই রসবতী, প্রত্যুৎপন্না, সুতীক্ষ্ণা ও বিরুদ্ধবাদখণ্ডনকুশলা। কেবল অন্তিম জন্মে নহে, পূর্ব্বেও তিনি এইরূপ প্রজ্ঞাবান্ ছিলেন, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহার অতীত এক জন্মের কথা এই জাতকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ঐ জন্মে তাঁহার নাম ছিল মহৌষধ কুমার। তিনি মিথিলার সন্নিহিত পূর্ব্বযবমধ্যক-নামক গ্রামের শ্রীবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠীর পুত্র। মিথিলারাজ নানা সময়ে নানা প্রকারে মহৌষধের বুদ্ধি পরীক্ষা করেন, এবং প্রতিবারেই তিনি সেই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পণ্ডিতসমাজে শ্রেষ্ঠাসন প্রাপ্ত হন।

উম্মাগ্‌গ (উন্মার্গ) শব্দটীর অর্থ ভূগর্ভে খাত বর্ত্ম বা সুরঙ্গ (tunnel)। মহৌষধ একটী বৃহৎ সুরঙ্গ খনন করাইয়া সেই পথে উত্তরপঞ্চাল রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, আখ্যায়িকার এই অংশ লইয়া ইহার নাম উম্মাগ্‌গ-জাতক হইয়াছে। ইহাতে ন্যূনাধিক সার্দ্ধশত ভিন্ন ভিন্ন কথা একসূত্রে গ্রথিত আছে, এজন্য ইহাকে একখানি স্বতন্ত্র কথাকোষ বলিলেও চলে।]

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ ভূয়ো ন জায়তে॥
বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥

মহৌষধের বাল্যকালের কথা

(১)

পূর্ব্বযবমধ্যক গ্রামবাসী এক ব্যক্তি বৃষ্টি পড়িলে চাষ করিবে এই অভিপ্রায়ে গ্রামান্তর হইতে কয়েকটা বলদ আনিয়াছিল। পরদিন সে একটা বলদের পিঠে চড়িয়া সবগুলাকে মাঠে চরাইতে লইয়া গেল এবং ক্লান্ত হইয়া অবতরণপূর্ব্বক এক স্থানে বসিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। এই অবসরে এক চোর আসিয়া গরুগুলি লইয়া পলায়ন করিল। এ দিকে ঐ ব্যক্তির ঘুম ভাঙ্গিল ; সে গরু দেখিতে না পাইয়া নানা দিকে খুঁজিতে লাগিল এবং চোর পলাইয়া যাইতেছে দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিল। সে চোরকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই আমার গরু লয়ে কোথায় যাচ্ছিস্।" চোর বলিল, "বা রে! আমার গরু, আমার যেখানে ইচ্ছা, লয়ে যাচ্ছি।" এই দুইজনের বিবাদ শুনিয়া বহু লোক সমবেত হইল। যখন তাহারা মহৌষধের ক্রীড়াশালার দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল, তখন মহৌষধ তাহাদের দুই জনকেই ডাকাইলেন। তাহাদের আকার-প্রকার দেখিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন, কে চোর, কে সাধু। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার বুঝিয়াও তিনি তাহাদের বিবাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যাহার গরু, সে বলিল, "আমি এই গরু কটা অমুক গ্রামের অমুকের নিকট হইতে কিনে ঘরে রেখেছিলাম ; আজ মাঠে চরাইতে এসেছিলাম ; সেখানে আমি ঘুমাচ্ছিলাম দেখে এ ব্যাটা চুরি করে পলাচ্ছিল। আমি চারি দিকে খুঁজে ব্যাটাকে দেখ্‌তে পেলুম এবং পিছনে পিছনে ছুটে ধরে ফেল্লুম। আমি যে গরু কটা কিনেছি, অমুক গ্রামের লোকে তা জানে।" চোর বলিল, "এগুলা আমার নিজেরই পালের গরু। এ লোকটা মিছে কথা বল্‌ছে।" তখন মহৌষধ পণ্ডিত বলিলেন, "আমি তোমাদের বিবাদের ন্যায্য বিচার করিতেছি। আমার বিচার মানিবে ত?" উভয়েই বলিল, "মান্‌ব।" সমবেত লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে মহৌষধ পণ্ডিত প্রথমে চোরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই গরুগুলাকে

আজ কি খাওয়াইয়াছ, ও কি পান করাইয়াছ ?” সে বলিল, “আমি ইহাদিগকে যাউ পান করাইয়াছি এবং তিলের খোল ও মাষকলাই খাওয়াইয়াছি।” অনন্তর গো-স্বামীকে ঐ প্রশ্ন করিলে সে উত্তর দিল, “আমি গরীব লোক ; যাউ ও খোল কোথা পাব। আমি ঘাস খাওয়াইয়াছি।” তখন মহৌষধ পণ্ডিত সমবেত লোকদিগকে তাহাদের কথা বুঝাইয়া দিয়া কতকগুলি পিয়ঙ্গুপত্র আনাইলেন এবং সেগুলি উদূখলে কুটিয়া ও জলে গুলিয়া গরুগুলাকে পান করাইলেন। ইহাতে গরুগুলা তৃণ বমন করিয়া ফেলিল। তখন উপস্থিত ব্যক্তি-দিগকে ইহা দেখিতে বলিয়া তিনি চোরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন বল্, তুই চোর কি না।” সে উত্তর দিল, “আমিই চোর।” “তবে এখন হইতে আর এমন কাজ করিস্ না।” কিন্তু বোধিসত্ত্বের অনুচরেরা তাহাকে দূরে লইয়া গিয়া লাথি, কিল, চড়ে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিল। অতঃপর বোধিসত্ত্ব তাহাকে সম্বোধন করিয়া পঞ্চশীল ব্যাখ্যা করিলেন এবং উপদেশ দিতে লাগিলেন, “দুষ্কর্ম্মের প্রত্যক্ষফল তোমার পক্ষে এত দুঃখজনক হইল ; পরকালে নরকযন্ত্রণাদি আরও কত মহাদুঃখ তোমার অদৃষ্টে আছে। তুমি এখন হইতে এরূপ দুষ্কর্ম্ম ত্যাগ কর।”

(২)

এক রমণী মুখ ধুইবার জন্য তাহার পুত্রকে লইয়া মহৌষধের পুষ্করিণীতে গিয়াছিল। সে পুত্রটীকে স্নান করাইয়া নিজের শাড়ীর উপর বসাইয়া রাখিল এবং মুখ ধুইয়া স্নানের জন্য পুষ্করিণীর মধ্যে অবতরণ করিল। সেই সময়ে এক যক্ষী ছেলেটীকে লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে নারীবেশে সেখানে গিয়া বলিল, “সই, খাসা ছেলেটী ত ? ছেলেটী কি তোমার ?” “হাঁ, মা।” “ছেলেটীকে দুধ দিব কি ?” “দাও।” তখন যক্ষী ছেলেটীকে তুলিয়া একটু খেলা দিল এবং তাহার পরেই তাহাকে লইয়া পলাইতে উদ্যত হইল। ইহা দেখিয়া সেই নারী ছুটিয়া গিয়া যক্ষীকে ধরিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, “আমার ছেলে কোথায় লয়ে যাচ্ছ ?”

যক্ষী বলিল, “তুমি ছেলে কোথায় পেলে? এ ছেলে ত আমার।” তাহারা দুইজনে এইরূপ কলহ করিতে করিতে মহৌষধের ক্রীড়াশালার দ্বারে উপস্থিত হইল। তাহা শুনিয়া মহৌষধ উভয়কে ডাকাইলেন এবং ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিয়া যে যাহা বলিল শুনিলেন। তিনি যক্ষীর রক্তবর্ণ ও নির্নিমেষ চক্ষু দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, সে মানবী নহে; তথাপি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমি বিচার করিলে তাহা তোমরা মানিবে ত?” তাহারা উভয়েই সম্মত হইল। তখন তিনি ভূমিতে একটা রেখা আঁকিয়া তাহার উপর ছেলেটীকে বসাইলেন, এবং যক্ষীর দ্বারা উহার হাত দুখানি ও মাতার দ্বারা পা দুখানি ধরাইয়া বলিলেন, “বেশ করিয়া ধরিয়া টান; যে ছেলেটীকে টানিয়া রেখার বাহিরে লইতে পারিবে, তাহাকেই আমরা ইহার গর্ভধারিণী বলিয়া জানিব।” তাহারা দুইজনেই টানিতে আরম্ভ করিল; ছেলেটী যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিল। ইহাতে মাতার বুক যেন ফাটিয়া গেল; সে ছেলেটীকে ছাড়িয়া দিয়া কান্দিতে লাগিল। তখন বোধিসত্ত্ব উপস্থিত জনসমূহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ছেলের সম্বন্ধে কাহার হৃদয় বেশী স্নেহপ্রবণ, মায়ের না অপরের?” সকলেই বলিল, “মায়ের।” “তবে বল দেখি, এ ছেলেটীর মা কে?—যে ইহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে, না যে ইহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে?” “যে ছাড়িয়া দিয়াছে।” “এই ছেলেধরা মেয়ে মানুষটীকে তোমরা জান কি?” “না, আমরা ইহাকে জানি না। “এ যক্ষী; ছেলেটীকে খাইবার জন্য ধরিয়াছে।” “এ যে যক্ষী, তাহা আপনি কিরূপে বুঝিলেন?” “দেখ না, ইহার চক্ষুতে পলক ফিরে না; ইহার চক্ষু দুইটী কেমন রক্তবর্ণ। ইহার শরীরের ছায়া পড়ে নাই; অধিকন্তু এ কেমন নির্ভয় ও কেমন নিষ্ঠুর!” অনন্তর তিনি যক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বল, তুমি কে? “প্রভু, আমি যক্ষী।” “ছেলেটাকে ধরিয়াছিলে কেন?” “খাইবার জন্য।” “অয়ি মূঢ়ে, পূর্ব্বে পাপ করিয়াছিলে বলিয়া যক্ষী হইয়া জন্মিয়াছ; তথাপি এখনও আবার পাপ করিতেছ! অহো, তুমি কি মূর্খ, তুমি কি অন্ধ!” এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া বোধিসত্ত্ব যক্ষীকে পঞ্চশীলে স্থাপনপূর্ব্বক বিদায় দিলেন; বালকটীর গর্ভধারিণী “আপনি চিরজীবী

হউন” এই আশীর্ব্বাদ করিয়া বোধিসত্ত্বের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে ছেলেটীকে লইয়া প্রস্থান করিল।

☞ বাইবেলের পূর্ব্ব খণ্ডে (1 Kings 3) য়িহুদীরাজ সোলায়মানের সম্বন্ধেও এইরূপ একটী আখ্যায়িকা আছে। সোলায়মান বালকটীকে দুই খণ্ড করিয়া বিবদমান রমণীদ্বয়কে এক এক খণ্ড দিবার প্রস্তাব করিলে যে প্রকৃত গর্ভধারিণী নয় সে ইহাতে সম্মতিজ্ঞাপন করিয়াছিল; কিন্তু যে প্রকৃত গর্ভধারিণী সে বলিয়াছিল, “কাটিবেন না; আমার প্রতিদ্বন্দ্বিনীই বাছাকে লইয়া যাউক।”

(৩)

এক ব্যক্তি না কি বামন ছিল বলিয়া ‘গোল’ এবং কৃষ্ণবর্ণ ছিল বলিয়া কাল, এইরূপে গোলকাল নামে অভিহিত হইয়াছিল। সে সাত বৎসর এক গৃহস্থের বাড়ীতে খাটিয়া এক স্ত্রী লাভ করিয়াছিল। ঐ রমণীর নাম ছিল দীর্ঘতালা। একদিন গোলকাল দীর্ঘতালাকে বলিল, “ভদ্রে, কিছু পিষ্টক ও খাদ্য পাক কর; বাপমায়ের সঙ্গে দেখা করিতে যাইব?” দীর্ঘতালা বলিল, “তোমার বাপমায়ে কি প্রয়োজন?” সে পিষ্টকাদি প্রস্তুত করিতে অসম্মত হইল; কিন্তু গোলকাল একে একে তিনবার অনুরোধ করিলে সে কিছু পিষ্টক প্রস্তুত করিল। অনন্তর কিছু পাথেয় ও উপঢৌকন সঙ্গে লইয়া গোলকাল স্ত্রীর সঙ্গে যাত্রা করিল এবং চলিতে চলিতে এক নদীর তীরে উপস্থিত হইল। নদীটা অগভীর ছিল; কিন্তু তাহারা জলের ভয়ে উহা পার হইতে সাহস করিল না, কূলে দাঁড়াইয়া রহিল। ঐ সময়ে দীর্ঘপৃষ্ঠ-নামক এক দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি ঐ নদীর ধার দিয়া যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া গোলকাল ও তাহার ভার্য্যা জিজ্ঞাসা করিল, “ভাই, এই নদী গভীর, কি অগভীর?” তাহারা জল দেখিলে ভয় পায়, ইহা বুঝিয়া দীর্ঘপৃষ্ঠ বলিল, “এ নদী খুব গভীর; ইহার জলে অনেক ভয়ানক মাছ আছে।” “তুমি, ভাই, কিরূপে যাবে?” “এই নদীতে যে সকল শিশুমার, মকর প্রভৃতি থাকে, তাহাদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। কাজেই তাহারা আমার কোন ক্ষতি করে না।” “তবে, ভাই, দয়া করিয়া আমাদিগকেও লইয়া যাও।” “এ আর বেশী কথা কি?” ইহাতে অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া তাহারা দীর্ঘপৃষ্ঠকে খাদ্য দিল; সে ভোজন শেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,

"কাহাকে প্রথমে লইয়া যাইব ?" "তোমার সইকে প্রথমে পার করাও; তাহার পরে আমায় লয়ে যাবে।" "বেশ কথা।" ইহা বলিয়া দীর্ঘপৃষ্ঠ দীর্ঘতালাকে স্কন্ধে তুলিয়া, পাথেয় ও উপহারাদি সমস্ত হাতে লইল এবং নদীতে অবতরণ করিয়া কিয়দ্দূর যাইবার পর বসিয়া পড়িল ও পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর দিয়া চলিতে লাগিল। গোলকাল তীরে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, 'নদীটা সত্য সতই খুব গভীর; দীর্ঘপৃষ্ঠেরই যখন এই দশা, তখন আমি ত ইহা কিছুতেই পার হইতে পারিতাম না।' এদিকে দীর্ঘপৃষ্ঠ নদীর মধ্যভাগে গিয়া দীর্ঘতালাকে বলিল, "ভদ্রে, আমি তোমার ভরণপোষণ করিব; তুমি উৎকৃষ্ট বস্ত্রালঙ্কার পরিয়া দাসদাসীপরিবৃতা হইয়া থাকিবে। ঐ বামনটা তোমায় কি সুখ দিতে পারিবে? আমি যাহা বলি, তাহাই কর।" এই কথায় দীর্ঘতালা আপনার স্বামীর প্রতি স্নেহশূন্যা হইল এবং তৎক্ষণাৎ দীর্ঘপৃষ্ঠের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া বলিল, "নাথ, তুমি যদি আমায় কখনও ত্যাগ না কর, তবে যাহা বলিলে, তাহাই করিব।" অনন্তর উভয়ে অপর পারে উত্তীর্ণ হইয়া আমোদ প্রমোদে প্রবৃত্ত হইল; এবং "তুমি ওখানেই থাক," গোলকালকে এই কথা বলিয়া তাহার সমক্ষেই পিষ্টকাদি আহার করিয়া প্রস্থান করিল। ইহা দেখিয়া গোলকাল চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ইহারা বুঝি দুইজনে মিলিয়া আমায় ফেলিয়া পলাইল।" অনন্তর সে অপর পারের অভিমুখে ছুটিয়া একটু নামিয়া ভয়ে ফিরিল; কিন্তু শেষে অত্যন্ত ক্রোধবশতঃ, হয় মরিব, নয় বাঁচিব, এই স্থির করিয়া এক লম্ফে নদীগর্ভে পড়িল। পড়িয়া দেখে, নদী অগভীর। সে নদী পার হইয়া তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়া দীর্ঘপৃষ্ঠকে ধরিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "তবে রে ব্যাটা চোর! তুই আমার স্ত্রীকে লয়ে কোথায় যাচ্ছিস্।" সে উত্তর দিল, "ভাল রে পাজি বামনবীর! তোর স্ত্রী কোত্থেকে এল? এ ত আমার স্ত্রী।" সে গোলকালের গলা ধরিয়া পাক দিতে দিতে তাহাকে ফেলিয়া দিল। গোলকাল দীর্ঘতালার হাত ধরিয়া বলিল, "থাম, যাও কোথায়? তুমি আমার স্ত্রী; গৃহস্থের বাড়ীতে সাত বৎসর খেটে তোমায় পেয়েছি।" এইরূপ কলহ করিতে করিতে তাহারা

মহৌষধের ক্রীড়াগারের দ্বারে উপস্থিত হইল। চারিদিক্ হইতে বিস্তর লোক আসিয়া জুটিল। মহৌষধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত গোল হইতেছে কেন?" তিনি দুই জন পুরুষকেই ডাকাইয়া তাহাদের বচন-প্রতিবচন শুনিলেন এবং উভয়েই তাঁহার বিচার মানিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিলে প্রথমে দীর্ঘপৃষ্ঠকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?" সে উত্তর করিল, "আমার নাম দীর্ঘপৃষ্ঠ।" "তোমার স্ত্রীর নাম কি?" সে দীর্ঘতালার নাম জানিত না, কাজেই অন্য একটা নাম বলিল। "তোমার মাবাপের নাম কি?" "অমুক অমুক নাম।" "তোমার স্ত্রীর মাতাপিতার নাম কি?" সে ইহাও জানিত না, কাজেই যাহা মুখে আসিল, বলিল। বোধিসত্ত্ব দীর্ঘপৃষ্ঠের ভাষা যথাকথিতভাবে লিপিবদ্ধ করাইয়া তাহাকে সে স্থান হইতে অপনীত করাইলেন এবং অপর ব্যক্তিকে ডাকাইয়া পূর্ব্ববৎ সকলের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। সে যথাযথ জানিত, কাজেই প্রকৃত উত্তর দিল। তখন বোধিসত্ত্ব তাহাকেও সে স্থান হইতে অপনীত করাইয়া দীর্ঘতালাকে ডাকাইলেন এবং তাহাকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। সে নিজের নাম বলিল। ইহার পর তিনি তাহার স্বামীর নাম জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু সে দীর্ঘপৃষ্ঠের নাম জানিত না বলিয়া অন্য একটা নাম বলিল। "তোমার মাতাপিতার নাম কি?" সে মাতাপিতার প্রকৃত নাম বলিল। "তোমার স্বামীর মাতাপিতার নাম বল ত?" সে প্রলাপ বকিতে বকিতে যা তা নাম দিল। তখন তিনি উক্ত দুই জন পুরুষকে ডাকাইয়া উপস্থিত জনসমূহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই রমণী যাহা বলিতেছে, তাহার সহিত দীর্ঘপৃষ্ঠের কথার মিল আছে, না গোলকালের কথার মিল আছে?" সকলেই উত্তর দিল, "গোলকালের।" ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "গোলকালই ইহার স্বামী, অপর ব্যক্তি চোর।" অনন্তর তিনি দীর্ঘপৃষ্ঠের দ্বারা স্বীকার করাইলেন যে, সেই প্রকৃত চোর।

(৪)

একদিন মহৌষধের বুদ্ধিপরীক্ষার্থ রাজা যবমধ্যক গ্রামবাসীদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমার দোলায় ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা হইয়াছে; এখানে

যে বালুকার পুরাতন যোত্র ছিল তাহা ছিন্ন হইয়াছে; তোমরা বালুকা-দ্বারা একটী যোত্র পাকাইয়া পাঠাইয়া দিবে; না দিলে তোমাদের সহস্র মুদ্রা দণ্ড হইবে।" গ্রামবাসীরা নিরুপায় হইয়া মহৌষধকে জানাইল; মহৌষধ চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, প্রতিসমস্যা-দ্বারা এই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। তিনি গ্রামবাসীদিগকে আশ্বাস দিলেন এবং বচনকুশল দুই তিন জন লোক ডাকাইয়া বলিলেন, "তোমরা রাজার নিকট যাও; বল গিয়া, 'মহারাজ, গ্রামবাসীরা বুঝিতে পারিতেছে না যে, ঐ যোত্র কি পরিমাণে স্থূল বা সূক্ষ্ম হইবে; দয়া করিয়া পুরাতন বালুকা-যোত্রের বিতস্তি-প্রমাণ, অন্ততঃ চতুরঙ্গুলি প্রমাণ পাঠাইতে আজ্ঞা হউক; উহা দেখিয়া তাহারা প্রয়োজনমত স্থূল বা সূক্ষ্ম যোত্র পাকাইবে।' 'আমার বাড়ীতে কখনও বালুকার যোত্র ছিল না,' রাজা এই কথা বলিলে, তোমরা বলিবে, 'মহারাজ, আপনি যদি বালুকার যোত্র প্রস্তুত করিতে না পারেন, তবে যবমধ্যক-বাসীরা কিরূপে পারিবে?'" লোক কয়টী মহৌষধের উপদেশ মত রাজার নিকট গিয়া ঐ কথা বলিল। রাজা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এই প্রতিসমস্যা বাহির করিয়াছে?" এবং যখন শুনিলেন উহা মহৌষধ পণ্ডিতের কাণ্ড, তখন তিনি তুষ্ট হইলেন।

(৫)

আর একদিন আদেশ হইল, রাজা জলকেলি করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন; পূর্ব্ব যবমধ্যকগ্রামবাসীরা পঞ্চবিধ পদ্ম-বিভূষিত একটী পুষ্করিণী প্রেরণ করুক; নচেৎ তাহাদের সহস্র মুদ্রা দণ্ড হইবে। গ্রামবাসীরা মহৌষধকে এই নূতন বিপদের কথা জানাইল। তিনি দেখিলেন, এখানেও প্রতি-সমস্যার প্রয়োজন। তিনি কতিপয় বাক্‌পটু লোক ডাকাইয়া বলিলেন, "তোমরা (বহুক্ষণ) জলকেলি করিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিবে; আর্দ্রকেশে, আর্দ্রবস্ত্রে, পঙ্কবিলিপ্তদেহে যোত্রদণ্ডলোষ্ট্রাদি হস্তে লইয়া রাজদ্বারে যাইবে; তোমরা যে দ্বারদেশে রহিয়াছ, রাজাকে সেই সংবাদ দিবে, তিনি অনুমতি দিলে রাজভবনে প্রবেশ করিবে এবং বলিবে, 'মহারাজ পূর্ব্ব যবমধ্যগ্রামবাসীদিগকে একটী পুষ্করিণী পাঠাইতে আদেশ করিয়া-

ছিলেন; আমরা তদনুসারে আপনার উপযুক্ত একটী বৃহৎ পুষ্করিণী লইয়া আসিতেছিলাম; কিন্তু সে চিরকাল বনে বাস করিয়াছে; নগর দেখিয়া,—রাজধানীর প্রাকার, পরিখা, অট্টালিকাদি বিলোকন করিয়া, এমন ভয় পাইল ও ত্রস্ত হইল যে, যোত্র ছিন্ন করিয়া পলায়নপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বনেই চলিয়া গেল। আমরা লোষ্ট্র-দণ্ডাদি-দ্বারা প্রহার করিয়াও তাহাকে ফিরাইতে পারিলাম না। আপনি না কি বন হইতে একটা পুষ্করিণী আনাইয়াছিলেন; যদি আমাদিগকে সেই পুরাণ পুষ্করিণীটা দিবার আজ্ঞা করেন, তবে তাহার সহিত আমাদের পুষ্করিণীটাকে যুড়িয়া আনিতে পারি।' এই কথা শুনিয়া রাজা বলিবেন, 'আমি পূর্ব্বে কখনও বন হইতে কোন পুষ্করিণী আনি নাই, কোন পুষ্করিণীকে যুড়িয়া আনিবার জন্যও কখনও পুষ্করিণী পাঠাই নাই।' তখন তোমরা বলিবে, 'তবে যবমধ্যগ্রামকবাসীরাই বা কিরূপে পুষ্করিণী পাঠাইবে?' "[১] ঐ লোকগুলা মহৌষধের উপদেশ মত কার্য্য করিল; তিনি যে এই প্রতিসমস্যা উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা জানিয়া রাজা সন্তুষ্ট হইলেন।

মহৌষধের পত্নীনির্ব্বাচন

[মহৌষধের বয়স্ যখন ষোল বৎসর, তখন তিনি রাজার একজন সভাপণ্ডিত হইলেন। রাজমহিষী উডুম্বরা দেবী তাঁহাকে কনিষ্ঠসোদরের মত ভালবাসিতেন। তিনি মহৌষধের বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইলেন; মহৌষধ বলিলেন, আপনি ব্যস্ত হইবেন না; আমি নিজেই পাত্রী পছন্দ করিয়া আনিতেছি।]

মহৌষধ বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া দরজি[২] সাজিলেন, একাকী নগরের উত্তর দ্বার দিয়া বাহির হইলেন এবং উত্তরযবমধ্যক গ্রামে গমন করিলেন।

[১] প্রবাদ আছে, একবার বর্দ্ধমানের রাজা কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, বর্দ্ধমানে একটা পুষ্করিণীর বিবাহ হইবে; তদুপলক্ষে কৃষ্ণনগরের পুষ্করিণীদিগের নিমন্ত্রণ রহিল; তাহারা যেন যথাসময়ে বর্দ্ধমানে গিয়া বিবাহোৎসবে যোগ দেয়। কৃষ্ণচন্দ্র কি উত্তর দিবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া গোপাল ভাঁড়কে জিজ্ঞাসা করিলেন। গোপাল ভাঁড় উত্তর দিলেন, "আপনি লিখিয়া দিন, আমার রাজ্যের পুষ্করিণীরা অন্যহস্তলিখিত পত্রমাত্র পাইয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা অমর্য্যাদাকর বলিয়া মনে করে; কিন্তু বর্দ্ধমানের কোন পুষ্করিণী স্বয়ং আসিয়া নিমন্ত্রণ করিলে, তাহারা বিবাহোৎসব দেখিতে যাইবে।"

[২] তুন্নবায়=দরজি (তুন্ন=সূচী)।

তখন উক্ত গ্রামে এক প্রাচীন জীর্ণধন শ্রেষ্ঠিপরিবার বাস করিত। এই বংশে অমরা দেবী-নাম্নী এক পরমসুন্দরী, সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না ও পুণ্যবতী কন্যা ছিলেন। তিনি ঐ দিন প্রাতঃকালেই যবাগূ পাক করিয়া উহা পিতার কর্ষণস্থানে লইবার নিমিত্ত গৃহ হইতে বাহির হইয়া মহাসত্ত্ব যে পথে যাইতেছিলেন, সেই পথে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'কন্যাটী সুলক্ষণা; যদি ইহার বিবাহ না হইয়া থাকে, তবে এ আমার পাদচারিকা হইবার উপযুক্তা।' অমরা দেবীও মহাসত্ত্বকে দেখিয়া ভাবিলেন, 'এইরূপ পুরুষের গৃহিণী হইতে পারিলে আমি পিতৃকুলের জন্য একটা সুব্যবস্থা করিতে পারি।' মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এই কুমারী বিবাহিতা, বা অবিবাহিতা, তাহা জানি না। হস্তমুদ্রা-দ্বারা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি। এ যদি বুদ্ধিমতী হয়, তবে আমার প্রশ্ন বুঝিতে পারিবে।' তিনি দূরে থাকিয়াই হস্তমুষ্টি করিলেন। অমরা বুঝিলেন যে, তিনি বিবাহিতা, কি অবিবাহিতা, পথিক ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তিনি নিজের মুষ্টি খুলিয়া দেখাইলেন। তখন মহাসত্ত্ব তাঁহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি, ভদ্রে।" অমরা বলিলেন, "স্বামিন্, যাহা পূর্ব্বে হয় নাই, পরে হইবে না, এখনও নাই, আমার সেই নাম।" "ভদ্রে, জগতে অমর বলিয়া কিছু নাই; তোমার নাম বোধ হয়, অমরা।" "তাই বটে, স্বামিন্।" "তুমি কাহার জন্য যবাগূ লইয়া যাইতেছ।" "পূর্ব্ব-দেবতার জন্য।"[১] "মাতাপিতাকেই পূর্ব্বদেবতা বলা যায়। বোধ হয়, তোমার পিতার জন্য এই যবাগূ লইয়া যাইতেছ।" "হাঁ, স্বামিন্।" "তোমার পিতা কি করেন?" "তিনি এককে দুই করেন।" "একের দ্বিধাকরণকে কর্ষণ বলা যায়। তোমার পিতা কৃষিকর্ম্ম করেন, ভদ্রে?" "হাঁ, মহাশয়।" "তিনি এখন কোথায় চাষ করিতেছেন?" "যেখানে একবার গেলে কেহ আর ফিরে না।" "যেখানে একবার গেলে কেহ আর প্রত্যাগমন করে না, তাহা ত শ্মশান। তোমার পিতা, তবে, শ্মশানের নিকটে চাষ করিতেছেন?" "হাঁ, মহাশয়।" "তুমি আজই (ফিরিয়া) আসিবে ত?" "যদি আসে, তবে আসিব না; যদি না আসে, তবে

[১] পূর্ব্বদেবতা বলিলে সংস্কৃত ভাষায় 'অসুর' বুঝায়, পিতৃগণকেও বুঝায়।

আসিব।” “বোধ হয়, ভদ্রে, তোমার পিতা নদীতীরে চাষ করিতেছেন। নদীতে বান আসিলে তুমি ফিরিবে না; বান না আসিলে ফিরিবে।” “তাহাই বটে।” এইরূপ আলাপের পর অমরা মহাসত্ত্বকে যবাগূ পান করিতে অনুরোধ করিলেন। এ অনুরোধ রক্ষা না করা অমঙ্গল-সূচক হইবে মনে করিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন "দাও; পান করিব।” অমরা তখন যবাগূর ঘট নামাইলেন। মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, ‘যদি পাত্র না ধুইয়া এবং আমাকে হাত ধুইবার জল না দিয়া যবাগূ দেয়, তবে এখানেই ইহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব।’ অমরা পাত্র হইতে জল লইয়া তাঁহাকে হাত ধুইতে দিলেন, শূন্য পাত্রটী তাঁহার হাতে না রাখিয়া মাটির উপর রাখিয়া দিলেন, এবং ঘটটা আলোড়ন করিয়া তাহা হইতে যবাগূ ঢালিয়া পাত্রটী পূর্ণ করিলেন। উহাতে অন্নের ভাগ অতি অল্প ছিল। মহাসত্ত্ব বলিলেন, “ভদ্রে, তোমার যবাগূ ত বড় ঘন।” অমরা বলিলেন, “মহাশয়, আমরা জল পাই নাই।” “বটে, ক্ষেতে বুঝি জলের অভাব হইয়াছিল?” “তাহাই বটে।” অনন্তর পিতার জন্য কিছু যবাগূ রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ তিনি বোধিসত্ত্বকে দিলেন; বোধিসত্ত্ব উহা পান করিয়া মুখপ্রক্ষালনপূর্ব্বক বলিলেন, “ভদ্রে, আমি তোমাদের বাড়ী যাইব। আমাকে পথ বলিয়া দাও।” “বেশ; বলিতেছি, শুনুন।

ছাতু আর আমানির দোকান দুটা আছে;
তার পর ফুটেছে ফুল কোবিদার গাছে!
যে হাতে খায় ভাত লোকে, সেই দিকে যাও;
যে হাতে খায় না কেহ, সে দিক্ ছেড়ে দাও।
যবমধ্যক গাঁয়ে যেতে গুপ্ত পথ এই;
ঘটে আছে বুদ্ধি যার, জান্‌তে পারে সেই।” [১]

[১] অর্থাৎ আপনি প্রথমে একখানি ছাতুর দোকান, তাহার পর একখানা আমানির দোকান, তাহার পর আরও অগ্রসর হইলে একটী পুষ্পিত কোবিদার বৃক্ষ দেখিতে পাইবেন; সেখান হইতে দক্ষিণ দিকে গেলে (বাম দিকে নয়) যবমধ্যক গ্রামে পৌছিবেন।

অমরা যে পথ নির্দ্দেশ করিলেন, সেই পথে চলিয়া বোধিসত্ত্ব তাঁহার পিতৃগৃহে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া অমরার মাতা আসন দিলেন এবং তাঁহার জন্য যবাগূ পরিবেষণ করিবেন কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মা, আমার কনিষ্ঠা ভগিনী অমরা আমাকে কিছু যবাগূ পান করাইয়াছেন।" অমরার মাতা বুঝিলেন যে, বোধিসত্ত্ব তাঁহার কন্যাকে পাইবার জন্য আসিয়াছেন। এই শ্রেষ্ঠিপরিবার যে দুর্দ্দশাপন্ন, ইহা জানিয়াও মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মা, আমি দরজি; কোন কাপড় সেলাই করাইবেন কি?" ঐ রমণী উত্তর দিলেন, "সেলাই করাইবার জিনিষ ত আছে; কিন্তু সেলাইয়ের মজুরী দিবার পয়সা নাই।" "মজুরীর দরকার নাই, মা। কি সেলাই করিতে হইবে, আনুন।" রমণী তখন বহু জীর্ণবস্ত্র আনয়ন করিতে লাগিলেন। তিনি এক একখান বস্ত্র আনেন, আর বোধিসত্ত্ব নিমিষের মধ্যে তাহা সেলাই করেন। যাঁহারা প্রজ্ঞাবান্, তাঁহাদের সকল কাজই সুসিদ্ধ হয়। বোধিসত্ত্ব সমস্ত কাপড় সেলাই করিয়া বলিলেন, "মা, আপনি এই রাস্তার লোকদিগকে খবর দিন।" রমণী সমস্ত গ্রামবাসীদিগকে এই আগন্তুক দরজির কথা জানাইলেন। বোধিসত্ত্ব কাপড় সেলাই করিয়া একদিনেই সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন করিলেন। অমরার মাতা প্রাতরাশের ভাত পাক করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইলেন এবং সায়ংকালে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, কি পরিমাণ অন্নব্যঞ্জন পাক করিব?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "এ বাড়ীতে যে কয়জন লোক খায়, তাহাদের সকলের উপযুক্ত পাক করুন।" ইহাতে ঐ রমণী প্রচুর সূপব্যঞ্জন ও অন্ন পাক করিলেন। এদিকে অমরা দেবী সন্ধ্যাকালে মাথায় কাঠের আঁটি ও কাঁখে পাতার বোঝা লইয়া বন হইতে ফিরিলেন এবং সামনের দরজার কাছে কাঠের আঁটি ফেলিয়া পিছনের দরজা দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পিতা একটু রাত্রি হইলে ফিরিলেন। মহাসত্ত্ব নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত দ্রব্য-দ্বারা ভোজন শেষ করিলেন; অমরা মাতাপিতাকে খাওয়াইলেন; শেষে নিজে আহার করিয়া প্রথমে মাতাপিতার, পরে মহাসত্ত্বের পা ধুইয়া দিলেন। মহাসত্ত্ব কয়েকদিন সেখানে অবস্থিতি করিয়া অমরাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

একদিন অমরার প্রকৃতি বুঝিবার জন্য মহাসত্ব বলিলেন, "ভদ্রে, তুমি অর্দ্ধনালি চাউল লইয়া তাহাদ্বারা আমার জন্য যাউ, পিঠা ও ভাত পাক কর।" অমরা "যে আজ্ঞা" বলিয়া সম্মত হইলেন। তিনি চাউল কুটিয়া গোটা চাউলগুলি দিয়া যাউ, মাঝারি চাউল দিয়া ভাত এবং ক্ষুদগুলি দিয়া পিঠা প্রস্তুত করিলেন এবং তদনুরূপ ব্যঞ্জন রান্ধিয়া মহাসত্বকে সব্যঞ্জন যবাগূ খাইতে দিলেন। যবাগূ মুখে দিবামাত্র উহার সুস্বাদে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইল; কিন্তু অমরাকে পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি বলিলেন, "ভদ্রে, পাক করিতে জান না; আমার চাউলগুলা নষ্ট করিলে কেন, বল ত?" ইহা বলিয়া তিনি থু থু করিয়া নিষ্ঠীবনের সহিত ভূমিতে যবাগূ ফেলিয়া দিলেন। অমরা কিন্তু ইহাতে ক্রুদ্ধ হইলেন না; তিনি বলিলেন, "যদি যাউ ভাল না হইয়া থাকে, তবে, প্রভু, আপনি পিঠা খাউন।" তিনি মহাসত্বকে পিঠা খাইতে দিলেন; মহাসত্ব পিঠা মুখে দিয়াও ঐ কাণ্ড করিলেন; ভাত মুখে দিয়া তাহাও ছ্যা ছ্যা করিয়া ফেলিয়া দিলেন, ক্রোধের ভাব দেখাইয়া "পাক করিতে জান না, তবে কেন আমার দ্রব্য নষ্ট করিলে?" ইহা বলিতে বলিতে তিনি ঐ যাউ, পিঠা ও ভাত এক সঙ্গে চট্‌কাইয়া অমরার শরীরে আপাদমস্তক মাখাইয়া দিলেন এবং তাঁহাকে দরজার কাছে বসিয়া থাকিতে বলিলেন। ইহাতেও অমরার ক্রোধ হইল না; তিনি "যে আজ্ঞা" বলিয়া বসিয়া রহিলেন। ইহাতে মহাসত্ব বুঝিলেন যে, অমরার মনে অহঙ্কারের লেশ নাই। তিনি বলিলেন, "ভদ্রে, এদিকে এস।" এই আদেশ একবারমাত্র শুনিয়াই অমরা তাঁহার কাছে গেলেন।

মহাসত্ব যখন ঐ গ্রামে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার নিকটে তাম্বূল-স্থবিকার মধ্যে এক সহস্র কার্ষাপণ ও একখানি শাড়ী ছিল। এখন তিনি শাড়ীখানি বাহির করিয়া অমরার হাতে দিয়া বলিলেন, "ভদ্রে, তোমার সখী-দিগের সঙ্গে স্নান করিয়া এই শাড়ী পরিয়া এস।" অমরা তাহাই করিলেন। মহাসত্ব ঐ গ্রামে যে ধন অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে যে ধন আনয়ন করিয়াছিলেন, সমস্ত অমরার মাতাপিতাকে দান করিলেন এবং তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া অমরাকে সঙ্গে লইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন।

বেস্‌সন্তর-জাতক

[জাতককারের মতে এই জন্মে বেস্‌স (বৈশ্য)-বীথিতে প্রসূত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধিসত্ত্বের নাম বেস্‌সন্তর। কিন্তু জাতকমালায় 'বিশ্বন্তর' এই নাম দেওয়া হইয়াছে! যিনি বিশ্বকে ত্রাণ করেন, এই অর্থে, 'বিশ্বম্ভর' শব্দের অনুকরণে 'বিশ্বন্তর' শব্দটী অসিদ্ধ নয়।

বৌদ্ধদিগের নিকট বিশ্বন্তর-জাতক অতি পবিত্র, কারণ এই জন্মের পরে মাত্র আর একবার বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তদনন্তর তাঁহাকে আর জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয় নাই; তিনি সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়া মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন।

বিশ্বন্তর দানপারমিতা পূর্ণ করেন। তাঁহার আখ্যায়িকা পাঠ করিলে দানবীর হরিশ্চন্দ্রের কথা মনে পড়ে। বিশ্বন্তর-মহাজাতকে ৭৮৬টী গাথা আছে।

বিশ্বন্তর শিবিদেশের রাজপুত্র। তাঁহার পিতার নাম সঞ্জয়, মাতার নাম পৃষতী, পত্নীর নাম মাদ্রী, পুত্রের নাম জালীকুমার এবং কন্যার নাম কৃষ্ণাজিনা। তাঁহার অতিদানবশতঃ শিবির অধিবাসীরা রাজ্য ছারখার হইল মনে করিয়া সঞ্জয়ের নিকট অভিযোগ করে এবং প্রজার মনস্তুষ্টি-সাধনের জন্য সঞ্জয় তাঁহার নির্ব্বাসনের আজ্ঞা দেন। জালী ও কৃষ্ণা তখনও শৈশব অতিক্রম করে নাই।]

মাদ্রীর বনবাস

(১)

পিতার মুখে নির্ব্বাসনাজ্ঞা শুনিয়া বিশ্বন্তর মাদ্রীর ভবনে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,

"পুত্রগণে ক'রো স্নেহ; শ্বশ্রূ ও শ্বশুরে
ভক্তিভরে ক'রো সেবা; ভর্ত্তা যিনি তব
হইবেন অতঃপর, পরিচর্য্যা তাঁর
করিও যতনে, মাদ্রি, কায়ে, বাক্যে, মনে।
এ রাজ্য হইতে আমি করিলে প্রস্থান
যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত না হয়ে কোন জন

চান তব ভর্ত্তা হ'তে, ভর্ত্তা মনোমত
নিজেই খুঁজিয়া লবে। বিরহে আমার
না যেন শুকায়ে যায় ও বরাঙ্গ তব।" [১]

মাদ্রী ভাবিলেন, 'বিশ্বন্তর এরূপ কথা বলিতেছেন কেন?' তিনি বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, আপনি আমাকে এরূপ নীতিবিরুদ্ধ কথা বলিতেছেন কেন?" বিশ্বন্তর বলিলেন, "ভদ্রে, শিবিরাজ্যের লোকে ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিতেছে। আমি অদ্য হইতে তৃতীয় দিনে নগর হইতে নিষ্ক্রমণ করিব।

শ্বাপদসঙ্কুল ঘোর অরণ্যে আমায়
যাইতে হইবে, প্রিয়ে। সেই মহাবনে
একাকী থাকিয়া আমি জীবিত যে রব,
এ আশা দুরাশা মাত্র, এই মনে লয়।"

সর্ব্বাঙ্গশোভনা মাদ্রী বলিলা তখন,
"হেন অসঙ্গত কথা বল কি কারণ?
বলিলে, শুনিলে কিংবা প্রস্তাব এমন
হয় লোকে পাপভাক্, নিন্দার ভাজন।
একাকী যাইবে তুমি—এত ধর্ম্ম নয়
আমি যাব সঙ্গে তব, বলিনু নিশ্চয়।
যে পথে তোমার গতি, আমারও সে পথ;
ভুঞ্জিব সম্পদে সুখ, বিপদে বিপদ্।
বলে যদি কেহ মোরে, 'ঘটিবে মরণ
তব সঙ্গে করি যদি অরণ্যে গমন;
কিন্তু জীবনের হানি হবে না আমার,
করি যদি পরিত্যাগ সংসর্গ তোমার,'
মরণই মাগিব আমি, বাঁচিতে না চাই,
যদি সদা সঙ্গে তব থাকিতে না পাই।

[১] ইতিহাসেও দেখা যায় বুদ্ধদেবের সময়ে প্রব্রাজকপত্নী ইচ্ছা করিলে পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারিতেন। সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করিলে অনেকে যশোধরার পাণিপ্রার্থী হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি একপত্নীত্ব ধর্ম্মই রক্ষা করিয়াছিলেন [চন্দ্রকিন্নর-জাতক (৪৮৫)]।

চিতানল প্রজ্বালিত করিয়া তাহায়
পুড়িয়া মরণ ভাল ; ছাড়িয়া তোমায়
জীবন ধারণ, প্রভো, অসাধ্য আমার ;
জীবনে-মরণে দাসী সঙ্গিনী তোমার।”

[বনযাত্রার পূর্ব্বদিন মাতা ও পিতাকে প্রণাম করিবার জন্য বিশ্বন্তর সন্ধ্যার পর তাঁহাদের প্রাসাদে গমন করিলেন। মাদ্রীদেবীও শ্বশুর ও শ্বশ্রূর অনুমতি লইবার অভিপ্রায়ে তাঁহার অনুগামিনী হইলেন।

পৃষতী মাদ্রীকে পুত্রকন্যা লইয়া রাজধানীতেই অবস্থিতি করিতে বলিলেন।]

বিশ্বন্তর বলিলেন,

“দেখি যদি ইচ্ছা নাই, দাসীকেও, মাতঃ,
না চায় আমার প্রাণ লয়ে যেতে বনে।
ইচ্ছা যদি হয়, মাদ্রী পারেন যাইতে
সঙ্গে মোর বনবাসে ; ইচ্ছা না থাকিলে
করুন স্বচ্ছন্দে তিনি অবস্থিতি হেথা।”

[অতঃপর সঞ্জয়ও মাদ্রীকে গৃহে থাকিতে অনুরোধ করিলেন ; এবং তাঁহাকে বনগমন হইতে নিরস্ত করিবার জন্য বনে যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হয় ও ভয়ের কারণ আছে সমস্ত শুনাইলেন।]

ইহার উত্তরে মাদ্রী বলিলেন :—

“ভয়ের কারণ
আছে যত মহারণ্যে, শুনিলাম সব।
সকল(ই) সহিব আমি অম্লানবদনে ;
যাইব পতির সঙ্গে, রথিবর আমি।
* * * *
কত কষ্ট পায়, হায়, বিধবা যে নারী !
করিতে তাহাকে হয় বার বার স্নান,
অগ্নিপরিচর্য্যা আর, ত্রিসন্ধ্যা প্রত্যহ।
এহেতু, হে রথিবর, যাব আমি বনে।

কত কষ্ট পায়, হায়, বিধবা যে নারী!
উচ্ছিষ্ট খাইতে তার যোগ্য যেই নয়,
সেও চেষ্টা করে তারে ইচ্ছার বিরুদ্ধে,
হইতে নিজের সঙ্গে ব্যভিচারে রতা!
এ হেতু, হে রথিবর, যাব আমি বনে।

কত কষ্ট পায়, হায়, বিধবা যে নারী!
থাকে যদি জ্ঞাতিকুলে ঐশ্বর্য্য অপার,
সুবর্ণরজত-পাত্রে গৃহ আভাময়,
তথাপি সোদর, সখী, সকলেই তারে
সতত গঞ্জনা দেয় বিধবা বলিয়া।
এ হেতু, হে রথিবর, যাব আমি বনে।

নগ্না জলহীনা নদী; নগ্ন সেই দেশ
শাসন করিতে যেথা নাই কোন রাজা;
থাকে যদি বিধবার ভ্রাতা দশজন,
তবু সে অনাথা, নগ্না, সহায়বিহীনা।
অহো কি বা দুর্ব্বিষহ বৈধব্য যন্ত্রণা!
এ হেতু, হে রথিবর, যাব আমি বনে।

ধ্বজ হয় নির্দ্দেশক রথের যেমন,[১]
ধূমে বুঝা যায় যথা অস্তিত্ব অগ্নির,
রাজাই রাজ্যের যথা পরিচয়-স্থান,
স্বামীর নামেতে তথা স্ত্রীকে জানা যায়।

*   *   *   *

যে নারী সমানভাবে অম্লান বদনে
পতির সঙ্গিনী হয়, ভাবি আপনাকে
সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবতী, দারিদ্র্যে দরিদ্রা,[২]
নিশ্চয় সে করে কর্ম্ম অতীব দুষ্কর;
করেন দেবতাগণ প্রশংসা তাহার।

১ ধ্বজচিহ্ন দেখিয়া রথ কাহার তাহা জানিতে পারা যায়; যেমন কপিধ্বজ, মীনকেতন ইত্যাদি।

২ তু° — আর্ত্তার্ত্তে মুদিতে হৃষ্টা প্রোষিতে মলিনা কৃশা, মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা।

পরিয়া কাষায় বস্ত্র পতিসহ সদা
বিচরিব বনে আমি ; বিশ্বন্তর বিনা
চাই না করিতে, প্রভো, আধিপত্য আমি
অখণ্ড এ ভূমণ্ডলে ; চাই না পাইতে
নানারত্নগর্ভা এই সাগর-অম্বরা
বসুধার আধিপত্য বিশ্বন্তর বিনা।"

তাঁহারা সমস্ত রাত্রি এইরূপ কথোপকথন করিলেন ; ক্রমে প্রভাত হইল, সূর্য্য উঠিল ; লোকে মহাসত্ত্বের চতুঃসৈন্ধবযুক্ত রথ আনয়ন করিয়া রাজদ্বারে রাখিল। মাদ্রী শ্বশুর ও শ্বশ্রূকে প্রণাম করিলেন, অন্যান্য রমণীদিগকে সম্ভাষণ করিয়া তাহাদের নিকটও বিদায় লইলেন এবং পুত্র ও কন্যা লইয়া বিশ্বন্তরের অগ্রেই গিয়া রথে উঠিলেন।

জূজকের কথা

(২)

[বনে যাইবার পথে বিশ্বন্তর যাচকদিগকে নিজের রথখানি পর্য্যন্ত দান করিয়া গিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি ও মাদ্রী পুত্রকন্যা লইয়া পদব্রজেই সুদূরবর্ত্তী বঙ্কগিরি-নামক শৈলে গমন করিলেন এবং সেখানে চতুরস্রনামক একটী মনোরম সরোবরের তীরে এক আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন।

মাদ্রী প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠিতেন, স্বামী ও পুত্রকন্যার জন্য খাদ্য ও পানীয় রাখিয়া-দিতেন, তাঁহাদের মুখ প্রক্ষালনের জন্য জল আনিয়া দিতেন, সমস্ত আশ্রম সম্মার্জ্জন করিতেন, পুত্রকন্যাকে স্বামীর নিকটে রাখিয়া করণ্ড, খনিত্র ও অঙ্কুশ লইয়া বনে প্রবেশ করিতেন এবং সায়ংকালে আশ্রমে ফিরিতেন। তাঁহার অনুরোধে বিশ্বন্তরকে আশ্রমেই থাকিতে হইত। এইরূপে সাত মাস অতিবাহিত হইলে বিশ্বন্তরের দানব্রত উদযাপনের এক ভীষণ অবসর দেখা দিল।]

তৎকালে কলিঙ্গরাজ্যে দুর্নিবিষ্ট-নামক ব্রাহ্মণগ্রামে জূজক নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিত। সে ভিক্ষাচর্য্যা-দ্বারা একশত কার্ষাপণ সঞ্চয় করিয়াছিল এবং উহা কোন ব্রাহ্মণপরিবারের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া পুনর্ব্বার ধনার্জ্জনের জন্য বিদেশে গিয়াছিল। তাহার ফিরিতে বিলম্ব

হইয়াছিল; এদিকে সেই ব্রাহ্মণপরিবার গচ্ছিত ধন ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছিল। জূজক যখন ফিরিয়া গিয়া তাহাদিগের নিকট ন্যস্ত ধন চাহিল, তখন তাহারা উহা প্রত্যর্পণ করিতে অসমর্থ হইয়া উহার বিনিময়ে তাহাকে অমিত্রতাপনা-নাম্নী কন্যাকে সম্প্রদান করিল। জূজক অমিত্রতাপনাকে লইয়া কলিঙ্গরাজ্যের দুর্নিবিষ্ট ব্রাহ্মণগ্রামে বাস করিতে লাগিল। অমিত্রতাপনা সম্যগ্‌রূপে জূজকের পরিচর্য্যায় রতা হইল। তত্রত্য ব্রাহ্মণযুবকগণ তাহার পাতিব্রত্য দেখিয়া স্ব স্ব ভার্য্যাকে এই বলিয়া ধিক্কার দিতে লাগিল, "দেখ ত, ঐ রমণী নিজের বৃদ্ধ পতির কিরূপ সেবা করে! আর আমাদের পরিচর্য্যা করিবার কালে তোমাদের কত ত্রুটি হয়!" এইরূপে ভৎ'সিত হইয়া ব্রাহ্মণপত্নীগণ অমিত্রতাপনাকে গ্রাম হইতে দূর করিবার চক্রান্ত করিল। তাহারা নদীতীরে সমবেত হইয়া তাহাকে ধিক্কার দিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা বলিল,

"অমিত্রা জননী তোর ; পিতাও অমিত্র বটে, বুঝেছি আমরা ;
তাই হেন তরুণীরে বৃদ্ধের সেবার তরে দিয়াছে তাহারা।
জ্ঞাতিবন্ধুগণ তোর নিশ্চয় গোপনে বসি করি কুমন্ত্রণা
সেবিতে বৃদ্ধকে, হায়, করিয়াছে সম্প্রদান যুবতী ললনা।
এ নব যৌবনে তুই সেবি বৃদ্ধ পতি, বল্, কি সুখে আছিস্?
মরণ(ও) যে এর চেয়ে শতগুণে ভাল তোর। কেন না মরিস্?
মাতাপিতা তোর বুঝি কোথাও না ভাল বর খুঁজিয়া পাইল?
এ নব যৌবন, রূপ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পায়ে তাই ঢালি দিল!
শাস্ত্রবিৎ, শীলবান্, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ— এমন ব্রাহ্মণে
নিশ্চয় বলিয়াছিলি কটু বাক্য কোন দিন, এবে সে কারণে
এ নব যৌবনে তুই জরাজীর্ণ পতি লাভ করিলি রে, হায়!
জীবনে কি সুখ, বল্? ভাবিলে দুর্দ্দশা তোর বুক ফেটে যায়।"

প্রতিবেশিনীদিগের এই পরিহাস শুনিয়া অমিত্রতাপনা জলের কলসী লইয়া কান্দিতে কান্দিতে গৃহে ফিরিল। জূজক তাহাকে কান্দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল,

"যাব না নদীতে আর জল আনিবার তরে ;
তুমি বুড়া বলি মোরে স্ত্রীরা উপহাস করে।"

জূজক বলিল,

"ক'রো না আমার সেবা ; আনিও না জল আর ;
আমিই আনিব জল ; কর ক্রোধ পরিহার।"

ব্রাহ্মণী বলিল,

"যে কুলে জন্মেছি আমি, সে কুলে রমণীগণ
করায় না পতিদ্বারা কভু জল আনয়ন।
তুমিও, ব্রাহ্মণ, যদি কর নীচ কাজ হেন,
তিলেক তোমার ঘরে রব না নিশ্চয় জেন।
দাস কিংবা দাসী যদি আনিয়া না দিতে পার,
নিশ্চয় তোমার সঙ্গে তিলেক না রব আর।"

জূজক বলিল,

"নাই বিদ্যা ঘটে, নাই ধন-ধান্য ঘরে ;
পূরাব বাসনা তব,বল, কি প্রকারে ?
দাস কিংবা দাসী আমি কিরূপে আনিব ?
নিজেই তোমার সেবা এখন করিব।
খাটিতে তোমায়, প্রিয়ে, না হইবে আর ;
থাক বসি ঘরে ; কর ক্রোধ পরিহার।"

ব্রাহ্মণী বলিল,

"শুন, বলি, যাহা আমি করেছি শ্রবণ ;—
রাজা বিশ্বন্তর নাকি আছেন এখন
বঙ্কগিরি-মধ্যে করি আশ্রম নির্ম্মাণ ;
তাঁহারই নিকটে গিয়া চাও তুমি দান।
মাগ গিয়া দাস কিংবা দাসী এক জন ;
করিবেন রাজা তব প্রার্থনা পূরণ।"

জূজক বলিল,

"জীর্ণ ও দুর্ব্বল আমি ; দুর্গম সুদীর্ঘ পথ ;
যাইতে সেখানে, প্রিয়ে, সাধ্য মোর নাই।
ক'রো না বিলাপ—দুঃখ ; ত্যজ ক্রোধ ; আমি নিজে
হব রত তব পরিচর্য্যায় সদাই।"

ব্রাহ্মণী বলিল,

"সংগ্রামে না গিয়া, যুদ্ধ কিছুই না করি,
পরাজয় মানে যেই, ভীরু তারে বলি।
তুমিও, ব্রাহ্মণ, কোন চেষ্টা না করিয়া
মানিতেছ পরাজয় 'অসাধ্য' বলিয়া!
দাস কিংবা দাসী যদি আনিতে না পার,
নিশ্চয় তোমার ঘরে না রহিব আর।
করিব অপ্রিয় কার্য্য তোমার সতত;
ভে'বে দেখ, তা'তে তব দুঃখ হবে কত।"

[জূজক গত্যন্তর না দেখিয়া বিশ্বন্তরের নিকটে যাইতে সম্মত হইল এবং ব্রাহ্মণীকে পাথেয় প্রস্তুত করিতে বলিল।]

ব্রাহ্মণী তাড়াতাড়ি পাথেয় প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মণকে জানাইল। এ দিকে ব্রাহ্মণ গৃহের যে যে অংশ ভাঙ্গাচূরা ছিল, সেগুলি মেরামত করিয়া সুরক্ষিত করিল, দরজাটা মেরামত করিয়া বেশ শক্ত করিল; কলসী কলসী জল আনিয়া সমস্ত পাত্র পূর্ণ করিয়া রাখিল, এবং অবিলম্বে তপস্বীর বেশ ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণীকে বলিল, "ভদ্রে, এখন হইতে তুমি অসময়ে ঘরের বাহির হইও না; আমি যত দিন না ফিরি, খুব সাবধান হইয়া থাকিবে।" এই উপদেশ দিয়া সে পাদুকা পরিধান করিল, পাথেয়ের থলিটা কাঁধে ঝুলাইল এবং অমিত্রতাপনাকে প্রদক্ষিণ করিয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে যাত্রা করিল।

[জূজক পথে বহু কষ্ট পাইয়াছিল। অবশেষে লোকের নিকট পথ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে এক দিন সায়ংকালে চতুরস্র পুষ্করিণীর নিকট উপস্থিত হইল। সে ভাবিল,]

'আজ অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হইয়াছে; মাদ্রী এ সময় নিশ্চয় অরণ্য হইতে আশ্রমে ফিরিয়াছেন। স্ত্রীলোকেরা নানা বিঘ্ন ঘটায়; কাল যখন তিনি আবার বনে যাইবেন, তখন আমি আশ্রমে গিয়া বিশ্বন্তরের নিকট তাঁহার পুত্র ও কন্যাকে যাচ্ঞা করিব, এবং তাঁহার ফিরিবার

পূর্ব্বেই তাহাদিগকে লইয়া প্রস্থান কবিব।' ইহা স্থির করিয়া সে একটা শৈলের উপর উঠিয়া একটু ভাল স্থান দেখিয়া সেখানে শয়ন করিল।

সেই রাত্রিতে মাদ্রী স্বপ্ন দেখিলেন যে, একটা লোক যেন দুইখানি কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া তর্জ্জন করিতে করিতে আসিয়াছে। তাহার কর্ণদ্বয়ে রক্তবর্ণের মালা; হস্তে আয়ুধ। সে পর্ণশালায় প্রবেশপূর্ব্বক মাদ্রীর জটা ধরিয়া টানিতে টানিতে যেন তাঁহাকে ভূতলে উত্তান করিয়া ফেলিল; মাদ্রী চীৎকার করিতে লাগিলেন; সে যেন তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া তাঁহার চক্ষু দুইটী উৎপাটন করিল, বাহু দুইখানি ছেদন করিল এবং তাঁহার বক্ষঃস্থল চিরিয়া নিঃসৃত রক্তধারা এবং হৃদয়মাংস লইয়া চলিয়া গেল। নিদ্রাভঙ্গের পর মাদ্রী ভীতত্রস্তভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'হায়, কি দুঃস্বপ্ন দেখিলাম! বিশ্বন্তর ব্যতীত অন্য কেহই এ স্বপ্নের কারণ বলিতে পারিবেন না; তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।' অনন্তর তিনি গিয়া মহাসত্ত্বের দ্বারে আঘাত করিলেন। মহাসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?" মাদ্রী বলিলেন, "প্রভো, আমি মাদ্রী।" "ভদ্রে, আমরা যে ব্রত অনুষ্ঠান করিতেছি, তাহা ভঙ্গ করিয়া অকালে আসিলে কেন?" "প্রভো, একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি; (তাহারই ফল জানিবার জন্য আসিয়াছি)।" "বল ত, কি দুঃস্বপ্ন দেখিলে।" মাদ্রী যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা আনুপূর্ব্বিক বলিলেন। বিশ্বন্তর এই স্বপ্নের তাৎপর্য্য বুঝিয়া ভাবিলেন, 'আমার দানপারমিতা পূর্ণ হইবে; কাল একজন যাচক আসিয়া আমার পুত্র ও কন্যাকে যাচ্ঞা করিবে। এখন মাদ্রীকে আশ্বাস দিয়া বিদায় করা যাউক।' তিনি বলিলেন "ভদ্রে, দুঃশয়ন ও দুর্ভোজনবশতঃ বোধ হয় তোমার চিত্ত ব্যাকুলিত হইয়াছে; তুমি ভয় করিও না।" মাদ্রীকে এইরূপে ভুলাইয়া ও আশ্বাস দিয়া তিনি বিদায় দিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে মাদ্রী সমস্ত প্রাতঃকর্ত্তব্য সম্পাদনপূর্ব্বক পুত্র ও কন্যাকে আলিঙ্গন করিয়া ও তাহাদিগের মস্তক চুম্বন করিয়া বলিলেন, "আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি; তোমরা আজ একটু সাবধান থাকিও।" তিনি মহাসত্ত্বের তত্ত্বাবধানে শিশু দুইটীকে রাখিবার কালেও বলিলেন,

"প্রভো, ইহাদের দিকে দৃষ্টি রাখিবেন।" অনন্তর ঝুড়ি প্রভৃতি লইয়া চক্ষুর জল পুঁছিতে পুছিতে তিনি ফলমূলাহরণের জন্য বনে প্রবেশ করিলেন।

এ দিকে জূজক ভাবিল, 'এতক্ষণ বোধ হয় মাদ্রী আশ্রম হইতে চলিয়া গিয়াছেন।' সে পর্ব্বতসানু হইতে অবতরণ করিয়া একপদী পথে আশ্রমাভিমুখে অগ্রসর হইল। মহাসত্ত্ব পর্ণশালা হইতে বাহির হইয়া একখানা পাষাণফলকে সুবর্ণপ্রতিমার ন্যায় উপবেশন করিয়া ভাবিতেছিলেন, 'এখনই যাচক উপস্থিত হইবে।' ফলতঃ সুরাসক্ত ব্যক্তি সুরাপিপাসু হইয়া যেমন কোন্ পথে সুরা আসিবে, তাহা দেখিতে থাকে, তিনিও সেইরূপ যাচকের আগমনমার্গ অবলোকন করিতেছিলেন। শিশু দুইটী তখন তাঁহার পাদমূলে ক্রীড়া করিতেছিল। পথের দিকে অবলোকনপূর্ব্বক মহাসত্ত্ব ব্রাহ্মণকে আসিতে দেখিয়া, এই সাত মাস তিনি যে দানরূপ ভার নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, তাহাই যেন পুনর্ব্বার স্কন্ধে লইয়া বলিলেন, "আসিতে আজ্ঞা হউক, ব্রাহ্মণ।" অনন্তর তিনি প্রীতমনে জালীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

"উঠিয়া দাঁড়াও, বৎস। আসিলেন বুঝি
ব্রাহ্মণ এখানে কেহ। দেখিয়া ইঁহাকে
জাগে আজ মনে পূর্ব্ব দানের বৃত্তান্ত ;
হইতেছে পুলকিত সর্ব্বাঙ্গ আনন্দে।"

ইহা শুনিয়া আগন্তুকের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের জন্য জালী আসন হইতে উঠিয়া তাহার প্রত্যুদ্গমন করিল এবং নিজে তাহার পুটুলি বহন করিতে চাহিল। তাহাকে দেখিয়া জূজক ভাবিল, 'এই ছেলেটাই বোধ হয় বিশ্বন্তরের পুত্র জালীকুমার; প্রথমেই ইহাকে পরুষবাক্য বলিব।' সে "দূর হ, দূর হ" বলিয়া আঙ্গুলে তুড়ি দিতে লাগিল। কুমার ভাবিল, 'লোকটা অতি পরুষস্বভাব।' সে তাহার দেহে পুরুষের অষ্টাদশ দোষ[১] দেখিতে পাইল। এ দিকে জূজক বোধিসত্ত্বের নিকটে গিয়া প্রীতিসম্ভাষণ করিল :—

[১] এই দোষগুলি ২৭৫-২৭৬ম পৃষ্ঠে বর্ণিত হইবে।

"কুশল ত, প্রভো তব ? শারীরিক মানসিক
কোনরূপ অসুখ ত নাই ?
করেন ত উঞ্ছ-দ্বারা জীবন যাপন হেথা ?
ফল-মূল পান ত সদাই ?
দংশমশকাদি কীট, সরীসৃপগণ আর
তত বেশী নাই ত এখানে ?
ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ কভু করে না ত উপদ্রব
আপনার এ ভীষণ বনে ?"

বোধিসত্ত্ব তাহাকে প্রতিসম্ভাষণ করিলেন :—

"কুশল, ব্রাহ্মণ, মোর ; শারীরিক মানসিক
কোনরূপ অনাময় নাই ;
উঞ্ছদ্বারা করি আমি জীবন যাপন হেথা ;
ফল-মূল সুপ্রচুর পাই।
দংশমশকাদি কীট, সরীসৃপগণ আর
নাই হেথা বলিলেই চলে ;
শ্বাপদ-সঙ্কুল বনে বাস করি এত দিন
জানি না ক হিংসা কারে বলে।
সপ্তমাস এই বনে যাপিলাম মহাদুঃখে
অতিথি না পেয়ে কোন কালে ;
দেবকল্প ব্রাহ্মণের পাইলাম দরশন
অহো আজ কি সৌভাগ্যবলে !
হস্তে শোভে বংশদণ্ড, অগ্ন্যাধান, কমণ্ডলু ;
দেখি তব এ পবিত্র বেশ
এত দিন পরে আজ পাইনু পরমা প্রীতি ;
উপজিল আনন্দ অশেষ।"

ইহা বলিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এই ব্রাহ্মণ বিনা কারণে এই মহারণ্যে আগমন করেন নাই ; অতএব বিলম্ব না করিয়া ইঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করা যাউক।' তিনি বলিলেন,

"কি উদ্দেশ্যে—কি কারণ হেথা আগমন,
জিজ্ঞাসি তোমায় আমি; বল, হে ব্রাহ্মণ।"

জূজক বলিল :—

"মহানদ অবিরত করি বারি দান
কখন(ও) না হয়, ভূপ, যথা ক্ষীয়মাণ,
যাচকেরা তোমাকেও ভাবে সেই মত;
ভাবে তারা হবে না ক কভু প্রত্যাখ্যাত।
তব পুত্র-কন্যা আমি এসেছি যাচিতে;
দাও শিশু দুটী তুমি আমায় তুষিতে।"

লোকে প্রসারিত হস্তে সহস্রমুদ্রাপূর্ণা স্থবিকা পাইলে যেমন আনন্দিত হয়, জূজকের প্রার্থনা শুনিয়া বিশ্বন্তরও সেইরূপ আনন্দিত হইলেন। তিনি পর্ব্বতপাদ উন্নাদিত করিয়া বলিলেন :—

"অকম্পিত চিত্তে দিনু এই শিশুদ্বয়;
করিলাম প্রভু এবে এদের তোমায়।
গিয়াছেন প্রাতে বনে রাজার নন্দিনী;
সায়াহ্নে সংগ্রহি উঞ্ছ ফিরিবেন তিনি।
এক রাত্রি বাস হেথা করহ, ব্রাহ্মণ;
শিশু দুটী লয়ে প্রাতে করিবে গমন।
মাদ্রী আসি শিশুদ্বয়ে করাবেন স্নান;
করিবেন ইহাদের মস্তক আঘ্রাণ;
বিবিধ ফুলের মালা দিয়া সুশোভন
সাজাবেন পুত্র-কন্যা মনের মতন।"

জূজক বলিল :—

"থাকিতে না চাই হেথা; প্রস্থানই ভাল মনে করি, রথিবর;
পাছে কোন বিঘ্ন ঘটে, এ হেতু প্রস্থান আমি করিব সত্বর।
নারী নয় দানশীলা; দাতা, অথা, উভয়ের(ই) প্রতিকূলে যায়;
জানে মন্ত্র, যা'র বলে নিশ্চিত অর্থের মধ্যে অনর্থ ঘটায়।"•

বিশ্বন্তর বলিলেন,

"পতিব্রতা ভার্য্যা মোর ; দেখিতে তাঁহারে কিন্তু যদি তুমি না চাও, ব্রাহ্মণ,
ল'য়ে এই শিশুদ্বয়ে পিতামহে ইহাদের এক বার করাও দর্শন।
হেরি এ মধুরভাষী শিশু দুটী পিতা মোর পাইবেন আনন্দ অপার ;
নিশ্চয় প্রফুল্লচিত্তে সুপ্রচুর ধন তিনি দিবেন তোমায় পুরস্কার।"

জূজক বলিল,

"পাই ভয়, রাজপুত্র, চোর বলি রাজা পাছে সর্ব্বস্ব আমার কাড়ি লন ;
দেন দণ্ড, দাসরূপে বিক্রয় করেন মোরে, কিংবা মোরে করেন নিধন !
যাবে ধন, যাবে দাস ; তখন দুর্দ্দশা মম কি হইবে দেখ ভাবি মনে ;
রিক্তহস্ত দেখি মোরে গৃহিণী ধিক্কার দিবে ; গৃহে আমি তিষ্ঠিব কেমনে ?"

এদিকে জূজকের পরুষবাক্য শুনিয়া শিশু দুইটী প্রথমে পর্ণশালার পশ্চাদ্‌ভাগে পলাইয়া গেল এবং সেখান হইতে আবার পলাইয়া একটা নিবিড় গুল্মের মধ্যে লুকাইয়া রহিল। কিন্তু এখানেও তাহারা বেশীক্ষণ থাকিতে পারিল না ; তাহারা আশঙ্কা করিতে লাগিল, জূজক বুঝি আসিয়া তাহাদিগকে ধরিল। তাহারা কান্দিতে কান্দিতে নানাদিকে ছুটিতে লাগিল, সেই চতুরস্র পুষ্করিণীর তীরে গিয়া বল্কলচীবর কষিয়া বান্ধিয়া জলে নামিল এবং পদ্মের পাতা দিয়া মাথা ঢাকিয়া জলের মধ্যে লুকাইয়া রহিল।

জূজক শিশু দুইটীকে দেখিতে না পাইয়া বোধিসত্ত্বকে গালি দিতে লাগিল। সে বলিল, "অহে বিশ্বন্তর, তুমি এখনই আমাকে শিশু দুইটী দিলে ; কিন্তু আমি যেমন বলিলাম, আমি জেতুত্তরে যাইব না, শিশু দুইটীকে লইয়া ব্রাহ্মণীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিব, অমনি তুমি ইঙ্গিত করিয়া তাহাদিগকে সরাইলে ; আর, কিছুই যেন জান না, এই ভাবে বসিয়া রহিলে ! বুঝিলাম, এ ভূভারতে তোমার মত মিথ্যাবাদী দ্বিতীয়টী নাই।" জূজকের ভর্ৎসনায় মহাসত্ত্ব কম্পিত হইলেন ; ভাবিলেন, 'তাঁহার পুত্রকন্যা বুঝি পলায়ন করিয়াছে।' তিনি বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, তোমার চিন্তার কারণ নাই। আমি শিশু দুইটীকে আনিয়া দিতেছি।" অনন্তর আসন ত্যাগ করিয়া তিনি প্রথমে পর্ণশালার পৃষ্ঠভাগে গেলেন, বুঝিলেন যে তাহারা সেখান হইতে নিবিড় গুল্মে প্রবেশ করিয়াছে। সেখানে গিয়া পদচিহ্ন

দেখিয়া তিনি পুষ্করিণীর তীরে উপস্থিত হইলেন এবং স্থির করিলেন যে তাহারা জলে নামিয়া রহিয়াছে। তখন তিনি "বৎস জালী, বৎস জালী" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন; কুমার পিতার স্বর শুনিতে পাইয়া ভাবিল, 'ব্রাহ্মণ আমাকে লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করুক; আমি পিতার আদেশের বিরুদ্ধে যাইব না।' সে মাথা তুলিয়া ও পদ্মের পাতাগুলি সরাইয়া জল হইতে উপরে উঠিল এবং মহাসত্ত্বের দক্ষিণ পাদমূলে পড়িয়া তাঁহার গুল্‌ফ ধরিয়া কান্দিতে লাগিল। মহাসত্ত্ব বলিলেন, "বৎস, তোমার ভগিনী কোথায়?" জালী বলিল, "বাবা, প্রাণিমাত্রই ভয় উপস্থিত হইলে আপন আপন প্রাণ বাঁচাইতে চেষ্টা করে।" মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'অঙ্গীকারানুসারে আমাকে দুইটী শিশুই দিতে হইবে।' তিনি "বৎসে কৃষ্ণে" বলিয়া ডাকিলেন। ইহা শুনিয়া কৃষ্ণাও ভাবিল, 'আমি পিতার আদেশের বিরুদ্ধে চলিব না।' সে জল হইতে উঠিয়া মহাসত্ত্বের পাদমূলে পতিত হইল এবং দৃঢ়রূপে তাঁহার গুল্‌ফ ধরিয়া কান্দিতে লাগিল। শিশু দুইটীর অশ্রুবিন্দু-গুলি মহাসত্ত্বের প্রফুল্লপদ্মসঙ্কাশ পাদপৃষ্ঠে এবং তাঁহার অশ্রুবিন্দুগুলি তাহাদের সুবর্ণফলকোপম পৃষ্ঠোপরি পড়িতে লাগিল। মহাসত্ত্ব শিশুদ্বয়কে উঠাইয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "বৎস জালী, তুমি কি জান না যে, দান করিয়াই আমি পরম পরিতোষ লাভ করি? তুমি আমার মনোরথ পূর্ণ কর।" অনন্তর, লোকে যেমন গরুর মূল্য নির্দ্ধারণ করে, তিনিও সেইরূপে শিশু দুইটীর মূল্য নির্দ্ধারণ করিলেন। তিনি পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস জালী, তুমি যদি দাসত্বমুক্ত হইতে চাও, তবে ব্রাহ্মণকে এক সহস্র নিষ্ক দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিবে। তোমার ভগিনী সুন্দরী; যদি কোন নীচজাতীয় লোক ব্রাহ্মণকে অর্থ দিয়া ইহাকে দাসত্বমুক্ত করে, তবে ইহার জাতিনাশ হইবে। এইজন্য তোমার ভগিনী দাসত্বমুক্ত হইতে চাহিলে ব্রাহ্মণকে যেন এক শত দাস, এক শত দাসী, এক শত হস্তী, এক শত অশ্ব, এক শত বৃষ এবং এক শত নিষ্ক দেয়।" এইরূপে তিনি শিশু দুইটীর মূল্য নির্দ্দেশ করিলেন, তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া আশ্রমে লইয়া গেলেন এবং কমণ্ডলুতে জল লইয়া বলিলেন, "এস, ব্রাহ্মণ।" অনন্তর তিনি সর্ব্বজ্ঞতালাভের জন্য প্রার্থনা করিয়া ভূমিতে জল

নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "সর্ব্বজ্ঞতালাভ আমার পক্ষে শত গুণে, সহস্র গুণে, শতসহস্র গুণে প্রিয়তর।" এই বাক্যে পৃথিবী নিনাদিত করিয়া তিনি ব্রাহ্মণকে প্রিয় পুত্র ও কন্যা দান করিলেন।

'আমার দান সুন্দররূপে (অকুণ্ঠিতচিত্তে) প্রদত্ত হইয়াছে,' ইহা ভাবিয়া মহাসত্ত্ব প্রীতি লাভ করিলেন এবং শিশুদ্বয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। জূজক বনগুল্মে প্রবেশ করিয়া দাঁত দিয়া একটা লতা কাটিয়া আনিল; উহা দিয়া কুমারের দক্ষিণ হস্তের সহিত কুমারীর বাম হস্ত বন্ধন করিল এবং তাহাদিগকে ঐ লতারই এক প্রান্ত দিয়া আঘাত করিতে করিতে লইয়া চলিল।

কুমার ও কুমারীর দেহে যে যে স্থানে আঘাত লাগিল, সেই সেই স্থানেই চর্ম্ম ছিঁড়িয়া গেল ও রক্ত বাহির হইল। প্রহারের কালে তাহারা ভয় পাইয়া পিঠাপিঠি হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। অতঃপর, এক বিষম স্থান দিয়া যাইবার কালে ব্রাহ্মণের পদস্খলন হইল এবং সে আছাড় খাইল। অমনি শিশু দুইটার কোমল হস্ত হইতে সেই কঠিন লতাপাশ খুলিয়া গেল; তাহারা কান্দিতে কান্দিতে গিয়া মহাসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হইল এবং বলিতে লাগিল,

"মা নাই আশ্রমে এবে; তবু বাবা তুমি
দিতেছ এ ব্রাহ্মণকে আমা দুই জনে!
যাবৎ না আশ্রমে মা আসিবেন ফিরি,
আমা দুই জনে, বাবা, দিও না ক তুমি।
তার পর যাহা ইচ্ছা করুক ব্রাহ্মণ;—
বেচুক অথবা প্রাণ বধুক মোদের।
কাকের পায়ের মত পা দু'খানা ওর;[১]
নখগুলি আধা-ভাঙ্গা; ঝুলে নানা স্থানে
লোলমাংস পিণ্ডাকারে শরীরে উহার;
উত্তরোষ্ঠ ঢাকিয়াছে অধরোষ্ঠখানি;

[১] এই গাথা কয়টীতে অষ্টাদশবিধ পুরুষদোষ বর্ণিত হইয়াছে। মূলে জূজককে 'বলঙ্কপাদ' বলা হইয়াছে। 'বল'—কাক; জূজকের পায়ের নখ গুলি লম্বা লম্বা ও আঁকা বাঁকা, এইরূপ ভাব গ্রহণ করিতে হইবে। টীকাকার ইহার অর্থ দিয়াছেন 'পত্থারিতপাদ'—অর্থাৎ যাহার পা খুব চওড়া।

মুখ হ'তে লালাস্রোত হতেছে বাহির ;
শূকরের দন্তবৎ লম্বা লম্বা দাঁত ;
নাকটা গিয়াছে যেন ভেঙ্গে মাঝখানে ;
কলসীর মত মোটা উদর উহার ;
পিঠ বাঁকা,—কেহ যেন দিয়াছে ভাঙ্গিয়া—
এক চক্ষু ছোট ওর, এক চক্ষু বড় ;
লাল দাড়ি, কটা চুল, লোলচর্ম্ম দেহে ;
দেখা যায় তা'র 'পরি তিলক বহুল ;
পিঙ্গল, ত্রিভঙ্গ—কটিস্কন্ধপৃষ্ঠে বাঁকা ;
বিকলাঙ্গ, অতিদীর্ঘ, পরুষস্বভাব
ব্রাহ্মণ অজিনবাসা অহো কি ভীষণ !
রাক্ষসের মত মূর্ত্তি দেখি ভয় পায়।
বল কি মানুষ ওরে, কিংবা যক্ষ ঘোর,
মাংসভুক্, রক্তপায়ী ? আসি গ্রাম হ'তে
এই মহাবনে ধন যাচে তব ঠাঁই !
তব পুত্রকন্যা দুটী এমন পিশাচে
যাবে লয়ে ; তুমি তাহা দেখিবে বসিয়া !"

কুমার ভগিনীর সঙ্গে যখন এইরূপ পরিদেবন করিতেছিল, তখনই জূজক আসিয়া আবার তাহাদিগকে ধরিল এবং প্রহার করিতে করিতে লইয়া চলিল।

পুত্রকন্যার জন্য মহাসত্ত্ব মহাশোক অনুভব করিলেন, তাঁহার হৃদয়মাংস উষ্ণ হইল; তিনি সিংহধৃত গজের ন্যায়,—রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন; কিছুতেই প্রকৃতিস্থ হইতে পারিলেন না। তিনি অশ্রুপূর্ণনেত্রে পর্ণশালায় প্রবেশ করিয়া করুণ বিলাপ করিতে লাগিলেন।

'ঐ ব্রাহ্মণ আমার সন্তানদিগকে দারুণ প্রহার করিতেছে,' ইহা ভাবিয়া তিনি শোকসংবরণ করিতে পারিলেন না; ভাবিলেন, 'অনুধাবন করিয়া ব্রাহ্মণের প্রাণসংহারপূর্ব্বক পুত্রকন্যাকে আশ্রমে ফিরাইয়া আনি।' কিন্তু ইহার পরেই তিনি চিন্তা করিলেন, 'পুত্রকন্যার এইরূপ পীড়ন

দেখিয়া দুঃখে অভিভূত হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ দান করিয়া দত্তবস্তুর জন্য অনুতাপ সাধুদিগের ধর্ম্মবিরুদ্ধ।'

এ দিকে জূজক শিশু দুইটীকে প্রহার করিতে করিতে লইয়া চলিল। তখন কুমার বিলাপ করিতে লাগিল :—

"বুঝিলাম, সত্য সেই প্রবাদ-বচন,
লোকমুখে যাহা আমি করেছি শ্রবণ :—
মা যাহার নাই, পিতা সেই অভাগার
থেকেও না-থাকাবৎ,—নামমাত্র সার।"

জূজক আবারও এক বিষম স্থানে স্খলিতপদ হইয়া পড়িয়া গেল; কুমার ও কুমারী তাহার করধৃত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পলায়ন করিল এবং আহত কুক্কুটের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে একছুটে বিশ্বন্তরের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

জূজক তাড়াতাড়ি উঠিয়া সেই লতা ও দণ্ড হস্তে লইয়া প্রলয়াগ্নিসদৃশ ক্রোধাগ্নি উদ্গিরণ করিতে করিতে সেখানে গেল এবং "তোরা ত বেশ পলায়নবিদ্যা শিখিয়াছিস্" বলিয়া পুনর্ব্বার তাহাদের হাত বান্ধিয়া লইয়া গেল।

শিশু দুইটী এইভাবে বিলাপ করিতে করিতে ও কাঁপিতে কাঁপিতে জূজকের সঙ্গে যাইতেছে, ইহা দেখিয়া মহাসত্ত্ব আবার মহাশোকাভিভূত হইলেন; তাঁহার হৃৎপিণ্ড উষ্ণ হইল; নিঃশ্বাসবেগের তুলনায় নাসারন্ধ্র অপ্রশস্ত বলিয়া মুখ দিয়া নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চলিতে লাগিল; চক্ষু হইতে রক্তবিন্দুকল্প অশ্রুবিন্দু ঝরিতে লাগিল। তিনি বুঝিলেন যে, এরূপ দুঃখ স্নেহদোষজ; ইহার অন্য কোন কারণ নাই; অতএব স্নেহ না করিয়া মধ্যস্থের ন্যায় থাকাই যুক্তিসঙ্গত। এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি নিজের জ্ঞানবলে তাদৃশ শোকশল্যও হৃদয় হইতে উৎপাটনপূর্ব্বক প্রকৃতিস্থভাবে বসিয়া রহিলেন।

[এ দিকে দেবতাদিগের অনুভাববলে জূজকের বিষম দিগ্ভ্রম ঘটিল। সে মনে করিল কলিঙ্গদেশে যাইতেছে, কিন্তু পথ চলিতে চলিতে শেষে উপস্থিত হইল গিয়া শিবিরাজ্যে! রাজা সঞ্জয় জালীকুমার ও কৃষ্ণাজিনাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন;

এবং তাহাদের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়া ও জূজককে প্রভূত নিষ্ক্রয় দিয়া তাহাদিগকে দাসত্বমুক্ত করিলেন। তিনি জূজকের বাসার্থ একটী সপ্তভূমিক প্রাসাদও দান করিলেন। সে উৎকৃষ্ট খাদ্য আহার করিয়া মহার্হ শয্যায় শয়ন করিল; কিন্তু এ সুখ দীর্ঘকাল ভোগ করিতে পারিল না। প্রমাণাতিরিক্ত আহার করায় তাহার উদরভঙ্গ হইল; সে শিবিরাজ্যেই প্রাণত্যাগ করিল। রাজা তাহার শবসৎকারান্তে নগরে ভেরীবাদন-দ্বারা তাহার জ্ঞাতিবন্ধু প্রভৃতি কোন দায়াদ আছে কি না জানিতে চাহিলেন; কিন্তু কাহাকেও পাইলেন না। কাজেই তাহার ধন আবার তাঁহারই কোষস্থ হইল।

অতঃপর দেবতাদিগের অনুগ্রহে শিবিবাসীদিগের মন পরিবর্তিত হইল এবং সঞ্জয় বিশ্বন্তর ও মাদ্রীকে রাজধানীতে লইয়া গেলেন।]

☞ জাতকবর্ণিত জূজকই আমাদের শৈশবপরিচিত "জুজু"—যাহার নামে এখনও দুরন্ত ছেলেমেয়েরা এত ভয় পায়। ইহাতেই বুঝা যায় জাতকের আখ্যায়িকাগুলি প্রাচীনকালে এ দেশের আবালবৃদ্ধ সকলেরই কত সুপরিচিত ছিল।

পরিশিষ্ট

[অনেক জাতকের প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে বুদ্ধদেবের সমকালীন কোন কোন ঐতিহাসিক ঘটনা, কোথাও সংক্ষেপে, কোথাও সবিস্তরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এ সকল অংশ কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়াই লিপিবদ্ধ হইয়াছিল ; বৌদ্ধেরা যে স্বীয় ধর্ম্মের মাহাত্ম্য-প্রতিপাদনার্থ কোন কোন অংশ অতিরঞ্জিত করিয়াছেন, তাহাতেও বোধ হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যে সকল কিংবদন্তী অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের অতি-প্রাকৃত অংশ বর্জ্জন করিলে তমসাচ্ছন্ন অতীত যুগের অনেক সত্য ঘটনার কিছু-না-কিছু আভাস পাওয়া যাইতে পারে। এই কারণে এখানে কয়েকটী জাতকের প্রত্যুৎপন্ন বস্তু মুদ্রিত হইল।]

(১) দেবদত্তের বিদ্রোহ

[বিরোচন-জাতক—(১৪৩)]

দেবদত্ত শাস্তার নিকট পাঁচটী নূতন নিয়মের প্রবর্ত্তন প্রার্থনা করিয়াছিলেন ;[১] কিন্তু তাঁহার সে প্রার্থনা পূর্ণ হয় নাই। তখন তিনি বৌদ্ধসঙ্ঘ উচ্ছিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হন। অগ্রশ্রাবক-দ্বয়ের[২] পঞ্চশত সার্দ্ধবিহারিক[৩] ছিল। তাহারা অতি অল্পদিন পূর্ব্বে প্রব্রজ্যা লইয়াছিল বলিয়া তখনও ধর্ম্মে ও বিনয়ে ব্যুৎপন্ন হইতে পারে নাই। দেবদত্ত তাহাদিগকে ভুলাইয়া গয়শিরে লইয়া যান এবং একই সীমার মধ্যে স্বতন্ত্র এক সঙ্ঘ গঠন করেন। অনন্তর শাস্তা যখন দেখিলেন, সেই পঞ্চশত ভিক্ষুর জ্ঞান-পরিপাক-কাল উপস্থিত হইয়াছে, তখন তিনি অগ্রশ্রাবক-দ্বয়কে গয়শিরে পাঠাইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া দেবদত্ত সন্তুষ্ট হইয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ধর্ম্মদেশন করিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'আমি বুদ্ধের মতই উপদেশ দিতেছি।' ইহার পর তিনি নিজেই যেন বুদ্ধ, এই ভাব দেখাইয়া তিনি বলিলেন, "মহাত্মন্ সারীপুত্র, এই

[১] ভিক্ষুরা আমিষ ভক্ষণ করিতে পারিবেন না, শ্মশানাদিতে পরিত্যক্ত জীর্ণবস্ত্র মাত্র পরিধান করিবেন ইত্যাদি।

[২] সারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন বুদ্ধদেবের অগ্রশ্রাবক বলিয়া গণ্য ছিলেন।

[৩] স্থবিরদিগের শিষ্যগণ এই নামে অভিহিত হইত। তাহারা স্থবিরদিগের সঙ্গে একই বিহারে বাস করিত।

ভিক্ষুসঙ্ঘ এখনও অলস বা নিদ্রালু হয় নাই। ইহাদিগকে বলিবার জন্য আপনি কোন ধর্ম্মকথা ভাবিয়া দেখুন; আমার পিঠ ব্যথা করিতেছে; আমি একটু শয়ন করিব।" ইহা বলিয়া দেবদত্ত নিদ্রিত হইলেন। তখন অগ্রশ্রাবক-দ্বয় সেই পঞ্চশত ভিক্ষুকে ধর্ম্মকথা শুনাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগকে মার্গফলগুলি বুঝাইয়া দিলেন এবং সকলকে সঙ্গে লইয়া বেণুবনে[১] প্রতিগমন করিলেন। বিহার শূন্য দেখিয়া কোকালিক[২] দেবদত্তের নিকট গমন করিয়া বলিলেন, "ওগো দেবদত্ত! অগ্রশ্রাবক দুইজন তোমার দল ভাঙ্গিয়া বিহার শূন্য করিয়া গিয়াছেন; আর তুমি নিদ্রা যাইতেছ!" ইহা বলিয়া কোকালিক দেবদত্তের উত্তরাসঙ্গ খুলিয়া, লোকে যেমন ভিত্তির মধ্যে কীলক প্রোথিত করে, সেইরূপ সবলে পাষ্ণি-দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। তাহাতে দেবদত্তের মুখ দিয়া রক্ত বাহির হইল এবং তদবধি তিনি এই আঘাতজনিত পীড়ায় কষ্ট পাইতে লাগিলেন।

(২) দেবদত্ত-কর্ত্তৃক শাস্তার প্রাণবধের চেষ্টা

[(ক) খণ্ডহাল-জাতক—(৫৪২)]

বিম্বিসারের প্রাণবধ করাইয়া দেবদত্ত অজাতশত্রুর নিকটে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনার মনোরথ ত সিদ্ধ হইয়াছে; আমার মনোরথ কিন্তু এখনও পূর্ণ হয় নাই।" অজাতশত্রু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি মনোরথ, ভদন্ত?" "আমি দশবলকে[৩] বধ করাইয়া স্বয়ং বুদ্ধ হইব।" "ইহার জন্য আমাকে কি করিতে হইবে?" "আপনি কতকগুলি তীরন্দাজ সমবেত করুন।" "বেশ, তাহাই করিতেছি" বলিয়া অজাতশত্রু পঞ্চশত অক্ষণবেধী[৪] ধানুষ্ক সমবেত করাইলেন,

[১] রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী একটী উদ্যান। বিম্বিসার ইহা বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে দান করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব সময়ে সময়ে এখানে অবস্থিতি করিতেন।

[২] দেবদত্তের একজন অনুচর। ইনি দেবদত্তের বিদ্রোহের প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন।

[৩] গৌতম বুদ্ধের একটী উপাধি। তাঁহার স্থানাস্থান জ্ঞান, সর্ব্বত্রগামিপ্রতিপদাজ্ঞান, অনেকধাতু-নানাধাতুজ্ঞান ইত্যাদি দশবিধ বল ছিল। অথবা তাঁহার দেহে দশটা হস্তীর বল ছিল। শাস্তা, সুগত, তথাগত প্রভৃতি বুদ্ধের আরও অনেক উপাধি আছে।

[৪] অক্ষণ=বিদ্যুৎ। অক্ষণবেধী=যে বিদ্যুদ্‌বেগে অর্থাৎ নিমিষের মধ্যে বেধ করিতে পারে। কিন্তু অন্য কোথাও 'অক্ষণ' শব্দের এই অর্থে প্রয়োগ দেখা যায় না। 'অক্ষণবেধী' বলিলে সচরাচর কিন্তু যাহারা দূর হইতে অব্যর্থসন্ধানে বেধ করিতে পারে, তাহাদিগকে বুঝায়। কেহ কেহ অনুমান করেন, 'অক্ষিবেধী' শব্দই লিপিকারের দোষে 'অক্ষণবেধী' হইয়াছে। অক্ষি—চক্ষু, চাঁদমারী (bull's eye)। শরনিক্ষেপ-কৌশলসম্বন্ধে সরভঙ্গজাতক (৫২২) দ্রষ্টব্য।

তাহাদের মধ্য হইতে একত্রিশ জন বাছিয়া লইলেন এবং "যাও, স্থবির যে আদেশ দিবেন, তাহা পালন কর গিয়া" ইহা বলিয়া তাহাদিগকে দেবদত্তের নিকট পাঠাইলেন। দেবদত্ত এই একত্রিশ জনের নেতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শুন বাপু; শ্রমণ গৌতম গৃধ্রকূটে থাকেন; তিনি প্রতিদিন অমুক সময়ে দিবাবিহার-স্থানে চঙ্ক্রমণ করেন; তুমি সেখানে গিয়া বিষদিগ্ধ শল্যে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার প্রাণান্ত করিবে এবং অমুক পথে ফিরিয়া আসিবে।" ইহা বলিয়া তিনি ঐ লোকটাকে পাঠাইয়া দিলেন এবং যে পথে তাহার ফিরিবার কথা, সেই পথে দুইজন তীরন্দাজ স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন, "তোমরা যে পথে থাকিবে, সেই পথে একজন লোক আসিতে দেখিবে। তাহাকে বধ করিয়া তোমরা অমুক পথে ফিরিবে।" শেষোক্ত পথে তিনি চারিজন তীরন্দাজ রাখিলেন এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন, "তোমরা যে পথে থাকিবে, সেই পথে দুই জন লোক ফিরিয়া আসিতেছে দেখিবে। তোমরা তাহাদিগকে বধ করিয়া অমুক পথে ফিরিবে।" ইহাদের যে পথে ফিরিবার কথা, সেই পথে তিনি আটজন তীরন্দাজ পাঠাইলেন এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন, "তোমরা যে পথে থাকিবে, সেই পথে দেখিতে পাইবে চারিজন লোক ফিরিয়া আসিতেছে। তোমরা তাহাদিগকে বধ করিয়া অমুক পথে ফিরিবে।" পরিশেষে তিনি শেষোক্ত পথে ষোলজন তীরন্দাজ স্থাপন করিলেন এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন, "তোমরা যে পথে থাকিবে, সেখানে দেখিতে পাইবে, আটজন লোক ফিরিয়া আসিতেছে। তোমরা তাহাদিগকে বধ করিয়া অমুক পথে ফিরিবে।" (জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, দেবদত্ত এরূপ ব্যবস্থা করিলেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, ইহা কেবল তাঁহার আত্মদুষ্কৃতি গোপন করিবার জন্য।)

তীরন্দাজদিগের নেতা বামপার্শ্বে খড়্গ এবং পৃষ্ঠে তূণীর বন্ধন করিল এবং মেষশৃঙ্গনির্ম্মিত বৃহৎ কার্ম্মুক লইয়া তথাগতের নিকটে গমন করিল। তাঁহাকে বিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে সে কার্ম্মুক সজ্য করিয়া তাহাতে শর সন্ধান করিল; কিন্তু জ্যা আকর্ষণ করিয়াও শর নিক্ষেপ করিতে পারিল না; তাহার সর্ব্বাঙ্গ স্তম্ভিত হইল—তাহার দেহখানি যেন যন্ত্রে নিষ্পেষিত হইয়াছে, এইরূপ বোধ করিতে লাগিল। সে নিজেই মরণভয়ে ভীত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাকে দেখিয়া শাস্তা মধুরস্বরে বলিলেন, "ভয় নাই; এখানে এস।" লোকটা তখনই অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিয়া শাস্তার পাদমূলে পড়িল, এবং বলিতে লাগিল, "ভগবন্, আমি পাপবশে বালকের ন্যায়, মূঢ়ের ন্যায়, দুষ্কর্ম্মার ন্যায় অভিভূত হইয়াছি। আমি আপনার মহিমা জানিতাম না; অজ্ঞানান্ধ দুর্মতি দেবদত্তের কথা শুনিয়া আপনার প্রাণান্ত করিবার জন্য আসিয়াছিলাম। আপনি

আমাকে ক্ষমা করুন।” শাস্তা তাহাকে ক্ষমা করিলে সে একান্তে উপবেশন করিল। তখন শাস্তা তাহাকে সত্যসমূহ বুঝাইয়া দিলেন; সে স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইল। শাস্তা তাহাকে বলিলেন, “ভদ্র, দেবদত্ত তোমাকে যে পথে ফিরিতে বলিয়াছেন, তুমি তাহা পরিহার করিয়া অন্য পথে ফিরিয়া যাও।”

তাহাকে বিদায় দিয়া শাস্তা চঙ্ক্রমণ হইতে অবতরণপূর্ব্বক একটা বৃক্ষের মূলে উপবিষ্ট হইলেন। এদিকে ঐ ধনুর্গ্রহ ফিরিতেছে না দেখিয়া তাহাকে বধ করিবার জন্য যে দুই জন প্রথমে আদিষ্ট হইয়াছিল, তাহারা ভাবিল, ‘লোকটা আসিতে এত বিলম্ব করিতেছে কেন?’ তাহারা ঐ পথে আরও অগ্রসর হইয়া শাস্তাকে দেখিতে পাইল এবং তাঁহার নিকটে গিয়া নমস্কারপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিল। শাস্তা তাহাদিগকেও সত্যসমূহ বুঝাইয়া দিয়া স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন এবং বিদায় দিবার কালে বলিয়া দিলেন, “দেবদত্ত তোমাদিগকে যে পথে ফিরিতে বলিয়াছেন, তোমরা তাহা পরিহার করিয়া অন্য পথে যাও।” অন্য যাহারা শাস্তার নিকটে উপস্থিত হইল, তাহারাও এইরূপে সত্যব্যাখ্যা শুনিয়া স্রোতাপত্তিফল লাভ করিল এবং মার্গান্তরে প্রতিগমন করিতে আদিষ্ট হইল।

প্রথমে যে ধনুর্গ্রহ গিয়াছিল, সে দেবদত্তের নিকটে ফিরিয়া বলিল, “ভদন্ত দেবদত্ত, আমি সম্যক্‌সম্বুদ্ধের জীবনান্ত করিতে অসমর্থ হইয়াছি। সেই ভগবান্ মহানুভাব ও মহর্দ্ধিসম্পন্ন।” অন্য সকলেও দেখিল, সম্যক্‌সম্বুদ্ধের কৃপাতেই তাহাদের প্রাণরক্ষা হইয়াছে। এই নিমিত্ত সেই একত্রিশ জন ধনুর্গ্রহই শাস্তার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল এবং অচিরে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইল।

(খ) পাষাণ নিক্ষেপ করিয়া ও মত্তহস্তী প্রেরণ করিয়া শাস্তার প্রাণনাশের চেষ্টা

[চুল্লহংস-জাতক (৫৩৩)]

দেবদত্ত শাস্তার প্রাণবধার্থ ধানুষ্কদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; ইহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রথমে এই দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল, সে ফিরিয়া গিয়া বলিল, “ভদন্ত, আমি ভগবানের প্রাণবধ করিতে পারিব না; তিনি মহর্দ্ধি ও মহানুভাব।” দেবদত্ত বলিলেন, “দরকার নাই; তুমি শ্রমণ গৌতমের প্রাণবধ

নাই করিলে। আমি নিজেই গিয়া তাঁহার জীবনান্ত করিব।” তখন পশ্চিম দিকে গৃধ্রকূটের ছায়া পড়িয়াছিল, এবং শাস্তা ঐ ছায়ায় পা-চারি করিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া দেবদত্ত গৃধ্রকূটের শিখরে আরোহণ করিল, এবং এমন বেগে এক খণ্ড শিলা ফেলিয়া দিল যে, বোধ হইল উহা কোন যন্ত্রের সাহায্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। দেবদত্ত মনে করিলেন যে, সেই শিলার আঘাতেই শ্রমণ গৌতমের জীবনান্ত হইবে। কিন্তু ঐ সময়ে দুইটী পর্ব্বতশৃঙ্গ পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইয়া সেই শিলার গতি রোধ করিল; কেবল একটা টুকরা ঊর্দ্ধে ছুটিয়া পুনর্ব্বার অধোদিকে গিয়া ভগবানের পাদে আঘাত করিল। আহত স্থান হইতে রক্ত বাহির হইল, ভগবান্ অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। অনন্তর জীবক শস্ত্র দ্বারা ক্ষতস্থান চিরিলেন, কুরক্ত বাহির করিলেন, পচা মাংস তুলিয়া ফেলিলেন এবং ঔষধের প্রলেপ লাগাইলেন। ইহাতে শাস্তা নীরোগ হইলেন; তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের ন্যায় ভিক্ষুসঙ্ঘপরিবৃত হইয়া আবার মহতী বুদ্ধলীলায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দেবদত্ত ভাবিলেন, ‘শ্রমণ গৌতমের অলৌকিক বিভূতিসম্পন্ন কলেবর অবলোকন করিলে প্রকৃতই কোন মানুষ (শত্রুভাবে) তাঁহার সমীপে যাইতে পারে না। রাজার নালাগিরি নামক একটা অতি উগ্রস্বভাব দুষ্ট হস্তী আছে; বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের যে কি মাহাত্ম্য, সে কিছু তাহা জানে না। সেই হাতীটাই শ্রমণ গৌতমের প্রাণবধ করিবে।’ ইহা ভাবিয়া দেবদত্ত রাজাকে তাঁহার অভিসন্ধি জানাইলেন। রাজা এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন এবং মাহুতকে ডাকাইয়া বলিলেন, “ভদ্র, কাল নালাগিরিকে মাতাল করিবে এবং শ্রমণ গৌতম যে পথে যাতায়াত করেন, প্রাতঃকালে তাহাকে সেই পথে ছাড়িয়া দিবে।” দেবদত্ত মাহুতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “অন্যান্য দিনে হাতীটা কি পরিমাণ মদ খায়?” মাহুত বলিল, “আট ঘট।” “কাল ইহাকে ষোল ঘট পান করাইবে এবং যাহাতে শ্রমণ গৌতমের অভিমুখে ছুটে, তাহার ব্যবস্থা করিবে।” মাহুত “যে আজ্ঞা” বলিয়া সম্মতি জানাইল।

এদিকে রাজা ভেরীবাদন-দ্বারা ঘোষণা করাইলেন, “কাল নালাগিরিকে মাতাল করিয়া নগরের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। নগরবাসীরা যেন প্রাতঃকালেই স্ব স্ব কার্য্য শেষ করে এবং রাস্তায় বাহির না হয়।” দেবদত্তও রাজভবন হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক হস্তিশালায় গিয়া হস্তিপালকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “আমার কথা শুন; আমি উচ্চস্থানীয়কে নিম্নস্থানীয় করিতে পারি; যদি তোমরা ভাল চাও, তবে প্রাতঃকালেই নালাগিরিকে ষোল ঘট তীক্ষ্ণসুরা পান করাইবে; শ্রমণ গৌতম যখন বাহির হইবেন, তখন অঙ্কুশে বিদ্ধ করিয়া হাতীটাকে ক্রুদ্ধ করিবে; সে হস্তিশালা ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়িলে, যে পথে শ্রমণ গৌতম আসিবেন, সেই পথে তাহাকে

তাড়াইয়া লইয়া যাইবে। এইরূপে তোমাদিগকে শ্রমণ গৌতমের প্রাণনাশ করিতে হইবে।" হস্তিপালকেরা "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইল।

এই ষড়যন্ত্র অচিরে সমস্ত নগরবাসীর কর্ণগোচর হইল। যে সকল উপাসক বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের প্রতি অনুরক্ত, তাহারা শাস্তার নিকটে গিয়া বলিল, "ভদন্ত, দেবদত্ত রাজার সঙ্গে যোগ দিয়া, কাল আপনি যে পথে যাইবেন, সেই পথে নালাগিরিকে ছাড়িয়া দেওয়াইবে। কাল আপনি ভিক্ষাচর্য্যার জন্য নগরে প্রবেশ করিবেন না; এখানেই থাকিবেন; আমরা বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘের খাদ্য বিহারেই আনিয়া দিব।" "আমি কাল ভিক্ষার জন্য নগরে প্রবেশ করিব," শাস্তা একথা না বলিয়া উত্তর দিলেন, "কাল আমি একটী অলৌকিক ঘটনা দেখাইব। আমি নালাগিরিকে দমন করিব, তীর্থিকদিগকে মর্দ্দিত করিব; রাজগৃহে ভিক্ষাচর্য্যা না করিয়াই ভিক্ষুসঙ্ঘসহ নগর হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক বেণুবনে যাইব। রাজগৃহবাসীরা প্রচুর ভক্ষ্যপাত্র লইয়া সেখানে উপস্থিত হইবে; এইরূপে বিহারেই উৎকৃষ্ট খাদ্যের ব্যবস্থা হইবে।" শাস্তা উক্তরূপে উপাসকদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। উপাসকেরা মনে করিল, তথাগত তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। তাহারা ভক্ষ্যপাত্র লইয়া যাত্রা করিল এবং ভাবিল, বিহারে গিয়াই ভক্ষ্য দান করিব।

ক্রমে রাত্রি হইল; শাস্তা প্রথম যামে ধর্ম্মদেশন করিলেন; দ্বিতীয় যামে দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা করিলেন। শেষ যামের প্রথম ভাগে সিংহশয্যায়[১] শয়ন করিলেন; দ্বিতীয় ভাগে ফলসমাপত্তির আনন্দ ভোগ করিলেন, তৃতীয় ভাগে মহাকরুণার্দ্র হইয়া ধ্যানস্থ হইলেন এবং তাঁহার বান্ধবদিগের মধ্যে কে কে বৌদ্ধশাসনে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত হইয়াছেন তাহা চিন্তা করিলেন। তিনি দেখিলেন, নালাগিরিকে দমন করিলে চতুরশীতি সহস্র জীব সদ্ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে। অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইল; তিনি শরীরকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক আয়ুষ্মান্ আনন্দকে[২] সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আনন্দ, রাজগৃহের চতুর্দ্দিকে যে অষ্টাদশ বিহার আছে, তাহাদের সমস্ত ভিক্ষুকে বল, আজ আমার সঙ্গে রাজগৃহে প্রবেশ করিতে হইবে।" স্থবির ভিক্ষুদিগকে এই আদেশ জানাইলেন; সমস্ত ভিক্ষু বেণুবনে সমবেত হইলেন। শাস্তা এই মহাভিক্ষুসঙ্ঘ-পরিবৃত হইয়া রাজগৃহে প্রবেশ করিলেন।

হস্তিপালেরা যেরূপ আদিষ্ট হইয়াছিল, সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিল। এই কাণ্ড দেখিবার জন্য বহুলোক সমবেত হইল। যাহাদের চিত্ত বুদ্ধশাসনে প্রসন্ন হইয়াছিল,

[১] অর্থাৎ দক্ষিণ পার্শ্বে ভর দিয়া।

[২] বুদ্ধের পিতৃব্যপুত্র এবং তাঁহার একজন পরম ভক্ত। বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পর ইঁহারই সাহায্যে সূত্রপিটক সংগৃহীত হইয়াছিল।

তাহারা ভাবিল, 'আজ বুদ্ধনাগের সহিত পশুনাগের সংগ্রাম হইবে; অনুপম বুদ্ধ-লীলায় পশুনাগের দমন হইবে, ইহা আমরা দেখিতে পাইব।' তাহারা প্রাসাদ, হর্ম্ম্য ও গৃহের ছাদে আরোহণ করিয়া অবস্থিতি করিল। যাহারা বুদ্ধশাসনে শ্রদ্ধাহীন, সেই মিথ্যাদৃষ্টিকেরা ভাবিল 'নালাগিরি চণ্ডস্বভাব ও অতি নিষ্ঠুর; সে বুদ্ধের গুণ জানে না; সে আজ শ্রমণ গৌতমের হেমবর্ণ দেহ বিধ্বস্ত করিয়া তাঁহার জীবনান্ত করিবে। আমরা আজ আমাদের শত্রুর পৃষ্ঠ দেখিতে পাইব (অর্থাৎ আজ আমাদের শত্রুর নাশ হইবে)।' এই বিশ্বাসে তাহারাও প্রাসাদাদির উপরে উঠিয়া দেখিতে লাগিল।

ভগবান্ অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া নালাগিরি জনসমূহের ভয়োৎপাদনপূর্ব্বক গৃহসকল ধ্বংস করিতে করিতে, শকটসমূহ চূর্ণবিচূর্ণ করিতে করিতে শুণ্ড তুলিয়া, কর্ণ ও পুচ্ছ তুলিয়া পতনশীল সর্ব্বসংহারক পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইল। তাহা দেখিয়া ভিক্ষুরা বলিলেন, "ঐ নালাগিরি চণ্ড, পরুষ ও মনুষ্যঘাতক; ও এই পথেই ছুটিয়া আসিতেছে; ও নিশ্চয় যুদ্ধাদির মাহাত্ম্য জানে না। অতএব, হে ভগবন্ আপনি ফিরুন; হে সুগত আপনি ফিরুন।" শাস্তা বলিলেন, "কোন ভয় নাই, ভিক্ষুগণ। নালাগিরিকে দমন করিবার জন্য যে বল আবশ্যক, তাহা আমার আছে।" আয়ুষ্মান্ সারিপুত্র শাস্তার নিকট প্রার্থনা করিলেন, "ভদন্ত, পিতার সেবার জন্য যদি কোন কার্য্য করিতে হয়, তবে সে ভার জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপরই পড়ে। আমি নালাগিরিকে দমন করিতেছি।" শাস্তা তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "সারিপুত্র, বুদ্ধের বল একপ্রকার; শ্রাবকের বল অন্যপ্রকার। তুমি বিরত হও।" অতঃপর অশীতি মহাস্থবিরদিগের প্রায় সকলেই সারিপুত্রের ন্যায় ঐরূপ প্রার্থনা জানাইলেন; কিন্তু শাস্তা তাঁহাদের সকলকেই নিবৃত্ত করিলেন।

কিন্তু শাস্তার প্রতি আয়ুষ্মান্ আনন্দের অপরিসীম স্নেহ ছিল। তিনি শাস্তার এই সঙ্কল্প সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া ভাবিলেন, 'হস্তীটা প্রথমে আমাকে মারুক।' তিনি তথাগতকে রক্ষা করিবার জন্য আত্মজীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইলেন এবং তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাহা দেখিয়া শাস্তা বলিলেন, "সরিয়া যাও, আনন্দ; আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিও না।" আনন্দ বলিলেন, "ভদন্ত, ঐ হস্তী চণ্ড, পরুষ, মনুষ্যঘাতী, প্রলয়াগ্নিকল্প; ও প্রথমে আমাকে মারুক; তাহার পর আপনার নিকট আসুক।" শাস্তা আনন্দকে তিন বার সরিয়া যাইতে বলিলেন; কিন্তু আনন্দ পূর্ব্ববৎ তাঁহার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া রহিলেন, সেখান হইতে প্রতিবর্ত্তন করিলেন না। তখন ভগবান্ তাঁহাকে ঋদ্ধিবলেই সরাইয়া ভিক্ষুদিগের মধ্যে স্থাপন করিলেন।

এই সময়ে এক নারী নালাগিরিকে দেখিয়া মরণভয়ে এমন ভীত হইল যে, পলাইবার কালে অঙ্কস্থিত পুত্রটীকে নালাগিরি ও তথাগতের মধ্যবর্ত্তী পথে ফেলিয়া রাখিয়া গেল। নালাগিরি ঐ নারীকে তাড়া করিয়া যাইতেছিল; সে এখন ছেলেটীর কাছে গিয়া উপস্থিত হইল; ছেলেটী মহা চীৎকার করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া শাস্তা নালাগিরিকে মৈত্রীভাবে স্পন্দিত করিয়া সুমধুর ব্রহ্মস্বরে বলিলেন, "ভো নালাগিরে, তোমাকে যে ষোড়শ ঘট সুরাপান করাইয়া মত্ত করিয়াছে, তাহা আমাকে বধ করাইবার জন্য, অন্য কাহারও বধের জন্য নহে। তুমি ছুটাছুটি করিয়া অকারণে ক্লান্ত হইও না; আমার দিকে অগ্রসর হও।"

শাস্তার বচন শুনিয়া নালাগিরি চক্ষু উন্মীলনপূর্ব্বক তাঁহার রূপশ্রীসম্পন্ন দেহ অবলোকন করিল; অমনি তাহার মনে বড় উদ্বেগ জন্মিল; বুদ্ধের তেজে সুরামত্ততা অন্তর্হিত হইল; সে শুণ্ড অবনত করিয়া কর্ণ সঞ্চালন করিতে করিতে শাস্তার পাদমূলে পতিত হইল। তখন শাস্তা বলিলেন, "নালাগিরে, তুমি পশুযোনিজ বারণ; আমি বুদ্ধ বারণ; এখন হইতে তুমি আর চণ্ড, পরুষ ও মনুষ্যঘাতক হইও না; চিত্তে মৈত্রীভাব পোষণ কর।" এই উপদেশ দিয়া তিনি দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া নালাগিরির কুম্ভে বুলাইতে বুলাইতে আবার বলিলেন,

"এ কুঞ্জরে আক্রমণ করিও না, হে কুঞ্জর;
এ কুঞ্জরে আক্রমিলে পাবে দুঃখ ভয়ঙ্কর।
বধ যদি এ কুঞ্জরে, মৃত্যু তব হবে যবে,
পরলোকে গিয়া তুমি দুর্গতি দারুণ পাবে।
হয়ো না কখনো মত্ত, প্রমত্ত হয়ো না আর;
প্রমত্ত যে, কোনকালে সুগতি হয় না তার।
সেই কর্ম্ম ইহলোকে কর তুমি অনুষ্ঠান,
যার বলে পরলোকে লভিবে উত্তম স্থান।

নালাগিরির সর্ব্বশরীর প্রীতিবিস্ফুরিত হইল; সে যদি তির্য্যগ্‌যোনিজ না হইত, তবে ঐ সময়েই স্রোতাপত্তিফল লাভ করিতে পারিত। দর্শকবৃন্দ এই অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া বিস্ময়ে কোলাহল করিতে লাগিল, করতালি দিতে লাগিল এবং সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া নালাগিরির উপর এত আভরণ নিক্ষেপ করিল যে, তাহাতে ঐ হস্তীর সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত হইল। এই কারণে উক্ত সময় হইতে নালাগিরি "ধনপাল" এই আখ্যা পাইল।

ধনপালকের সমাগমে ঐ সময়ে চতুরশীতি সহস্র জীব নির্ব্বাণামৃত পান করিল। শাস্তা ধনপালককে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন; সে শুণ্ডদ্বারা ভগবানের পদরজ গ্রহণ করিয়া তাহা নিজের মস্তকে বিকিরণ করিল; অবনতদেহে প্রতিবর্ত্তনপূর্ব্বক যতক্ষণ পর্য্যন্ত দশবলকে দেখা গেল, এক স্থানে অবস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিল। অতঃপর সে প্রতিগমনপূর্ব্বক হস্তিশালায় প্রবেশ করিল এবং তখন হইতে এমন শান্তশিষ্ট হইল যে, আর কাহারও কোন অনিষ্ট করিল না।

শাস্তা নিজের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া আদেশ দিলেন, যে ব্যক্তি ধনপালের উপর যে ধন নিক্ষেপ করিয়াছে, সেই ধন তাহারই হইবে। তিনি ভাবিলেন, 'আমি অদ্য এক দুষ্কর অলৌকিক কার্য্য করিয়াছি। এই নগরে এখন পিণ্ডচর্য্যা করা বিসদৃশ হইবে।' এইজন্য, তীর্থিকদিগের মর্দ্দনের পর তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘ-পরিবৃত হইয়া রণজয়ী রাজার ন্যায় নগর হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক বেণুবনে চলিয়া গেলেন। নগরবাসীরাও বহু অন্নপানীয় লইয়া বিহারে গিয়া মহাদানে প্রবৃত্ত হইল।

(গ) দেবদত্তের নিরয়গমন

[সমুদ্দবাণিজ-জাতক (৪৬৬)]

যখন অগ্রশাবকদ্বয় দেবদত্তের কতকগুলি শিষ্য লইয়া প্রতিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তখন তিনি শোক সহ্য করিতে না পারিয়া মুখ হইতে উষ্ণরক্ত বমন করিয়াছিলেন। কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া তিনি তথাগতের গুণ স্মরণপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি এই নয় মাস তথাগতের অনর্থ কামনা করিতেছি; কিন্তু শাস্তার মনে আমার সম্বন্ধে কোন পাপচিন্তা নাই; অশীতি মহাস্থবিরও আমার সম্বন্ধে কোন বিদ্বেষ পোষণ করেন না। আমি স্বকৃতকর্ম্মের ফলে এখন অসহায় হইলাম। শাস্তা নিজে, মহাস্থবিরগণ, জ্ঞাতিশ্রেষ্ঠ স্থবির রাহুল, শাক্যরাজগণ সকলেই আমাকে বর্জ্জন করিয়াছেন। শাস্তা যাহাতে আমাকে ক্ষমা করেন, এখন গিয়া তাহার উপায় দেখি।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি অনুচরদিগকে ইঙ্গিত করিলেন; তিনি একখানা মঞ্চে উঠিলেন; অনুচরেরা উহা বহন করিয়া প্রত্যহ রাত্রিকালে যাইতে লাগিল। এইরূপে কিয়দ্দিন পরে তিনি কোশল রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। স্থবির আনন্দ শাস্তাকে সংবাদ দিলেন, "দেবদত্ত নাকি আপনার নিকট ক্ষমা পাইবার আশায় আসিতেছেন।" শাস্তা বলিলেন, "আনন্দ, দেবদত্ত আমার দর্শনলাভ করিতে পারিবে না।" অতঃপর দেবদত্ত শ্রাবস্তী নগরে পৌঁছিলে আনন্দ আবার শাস্তাকে

একথা জানাইলেন। ভগবান্ পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন, এবারও তাহাই বলিলেন। দেবদত্ত যখন জেতবনদ্বারে জেতবনের পুষ্করিণীর সমীপে উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার পাপের ফলভোগ করিবার সময় আসিল। তাঁহার শরীরে দাহ জন্মিল; স্নান করিয়া জলপান করিবেন এই অভিপ্রায়ে তিনি বলিলেন, "ভদ্রগণ, মঞ্চ অবতারণ কর, আমি জলপান করিব।" কিন্তু তিনি অবতরণপূর্ব্বক যেমন ভূমিতে পদস্থাপন করিলেন, অমনি তাঁহার স্বস্তিলাভের পূর্ব্বেই এই বিশাল ধরাতল বিদীর্ণ হইল, এবং অবীচি হইতে ভীষণ জ্বালা উত্থিত হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল। তিনি দেখিলেন তাঁহার ফলভোগ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; তিনি তথাগতের গুণ স্মরণপূর্ব্বক বলিলেন,

"সুগত, পুরুষোত্তম, দেবের প্রধান, পুণ্যচিহ্ন দেহে যাঁর সহস্রপ্রমাণ,
সর্ব্বদর্শী, নরদম্য-সারথি,[১] ভগবান্; লইনু শরণ তাঁর সপি দেহ, প্রাণ।"

কিন্তু এই গাথায় বুদ্ধের শরণ লইবার কালেই তিনি অবীচিতে পতিত হইলেন। পঞ্চশত ব্যক্তি সপরিবারে তাঁহার সেবা করিত। তাহারাও তদীয় পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক দশবলের নিন্দা করিয়াছিল এবং তাঁহাকে গালি দিয়াছিল; এজন্য তাহারাও অবীচিতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইল। দেবদত্ত এইরূপে পঞ্চশত কুল সঙ্গে লইয়া অবীচিতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

অজাতশত্রুর জন্ম

[থুস-জাতক (৩৩৮)]

অজাতশত্রুর জননী কোশলরাজের কন্যা। প্রবাদ আছে, অজাতশত্রু যখন গর্ভে ছিলেন, তখন তাঁহার জননীর প্রবল সাধ জন্মিয়াছিল যে, মহারাজ বিম্বিসারের দক্ষিণ জানুর রক্ত পান করিবেন।[২] পরিচারিকাগণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাহাদিগকে এই উৎকট বাসনার কথা জানাইয়াছিলেন। যখন বিম্বিসার ইহা জানিতে পারিলেন, তখন তিনি দৈবজ্ঞ ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহিষীর নাকি এইরূপ দোহদ

[১] মনুষ্য দম্য অর্থাৎ বলীবর্দ্দস্বরূপ; একমাত্র বুদ্ধই তাহার সারথি, অর্থাৎ তাহাকে সংযত রাখিতে পারেন।

[২] তিব্বতদেশীয় বৌদ্ধগল্পে জীবকের আখ্যায়িকাতেও এই অস্বাভাবিক সাধের উল্লেখ দেখা যায়।

জন্মিয়াছে ; ইহার পরিণাম কি, বলুন।” দৈবজ্ঞেরা উত্তর দিলেন, “মহারাজ, দেবীর গর্ভজাত সন্তান আপনার প্রাণবধ করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিবে।” রাজা ভাবিলেন, ‘আমার পুত্র যদি আমাকেই মারিয়া রাজ্য গ্রহণ করে, তাহাতে দুঃখ কি ?” তিনি শস্ত্রদ্বারা দক্ষিণ জানু চিরিয়া সুবর্ণ-পাত্রে রক্ত ধারণ করিলেন এবং দেবীকে উহা পান করাইলেন।

কিন্তু রাজ্ঞী ভাবিলেন, ‘যদি আমার গর্ভজাত পুত্র পিতৃহত্যা করিয়া রাজ্য গ্রহণ করে, তবে সে পুত্রে আমার প্রয়োজন নাই।’ এই কারণে তিনি গর্ভপাত করিবার জন্য কুক্ষি মর্দ্দন করাইতে ও কুক্ষিতে ঔষধ প্রয়োগপূর্ব্বক স্বেদ দেওয়াইতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া রাজা তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, “ভদ্রে, লোকে বলিতেছে আমার পুত্র নাকি আমার প্রাণসংহার করিয়া রাজ্য লইবে। তাহাতে ক্ষতি কি ? আমি ত অজর ও অমর হইয়া আসি নাই। আমাকে পুত্রমুখ দেখিতে দাও এখন হইতে গর্ভপাতনের জন্য আর কখনও ওরূপ অবৈধ চেষ্টা করিও না।” কিন্তু রাজ্ঞী নিজের সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না। তিনি তাহার পর উদ্যানে গিয়া কুক্ষি মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। অতঃপর রাজা ইহাও জানিতে পারিলেন এবং রাজ্ঞীর উদ্যানগমন বারণ করিলেন।

যথাকালে রাজ্ঞী পূর্ণগর্ভা হইয়া পুত্র প্রসব করিলেন। জন্মিবার পূর্ব্বেই কুমার পিতৃশত্রু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন, এজন্য নামকরণদিবসে তাঁহার নাম রাখা হইল অজাতশত্রু।[১] তিনি কুমারোচিত আদর-যত্নের সহিত পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

[অজাতশত্রু কর্ত্তৃক বিম্বিসারের প্রাণবধ এবং তদনন্তর তাঁহার অনুতাপ ও বুদ্ধশাসনে প্রবেশ, এই সমস্ত বৃত্তান্ত সঞ্জীব-জাতকের প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে বর্ণিত হইয়াছে (৮৩ম পৃষ্ঠ)।]

(খ) অজাতশত্রুর সহিত কোশলরাজ প্রসেনজিতের বিবাদ

[বড্ঢকিসূকর-জাতক (২৮৩)]

শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে ধনুর্গ্রহ তিষ্য নামক এক স্থবিরকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। রাজা প্রসেনজিতের পিতা মহাকোশল যখন রাজা

১ পালি সাহিত্যে আরও কোন কোন শব্দের এইরূপ বিচিত্র ব্যাখ্যা দেখা যায়। যেমন, হিন্দুদিগের পুরন্দর (শত্রুদুর্গবিনাশক ইন্দ্র), বৌদ্ধদিগের পুরিন্দদ, কেননা তিনি পূর্ব্বজন্মে পুরীতে পুরীতে বহু দান করিয়াছিলেন।

বিম্বিসারের সহিত নিজের দুহিতা কোশলদেবীর বিবাহ দেন, তখন কন্যার স্নানচূর্ণের [১] ব্যয়নির্ব্বাহার্থ লক্ষমুদ্রা আয়ের কাশীগ্রাম যৌতুক দান করিয়াছিলেন। অজাতশত্রু যখন পিতৃহত্যা করেন, তখন কোশলদেবীও শোকাভিভূতা হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। এই সমস্ত দুর্ঘটনার পর কোশলরাজ ভাবিলেন, 'অজাতশত্রু তাহার পিতার প্রাণনাশ করিল, আমার ভগিনীও পতিশোকে প্রাণত্যাগ করিলেন; যে পিতৃহন্তা ও চোর, তাহাকে কাশীগ্রাম কেন দিব?' এইরূপ স্থির করিয়া তিনি অজাতশত্রুকে কাশীগ্রাম হইতে বঞ্চিত করিলেন। তদবধি এই গ্রাম লইয়া উভয় রাজার মধ্যে সময়ে সময়ে যুদ্ধ হইতে লাগিল। অজাতশত্রু তরুণবয়স্ক ও সমর্থ; পক্ষান্তরে প্রসেনজিৎ অতিবৃদ্ধ; কাজেই প্রসেনজিৎ পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইলেন; মহাকোশলের অধিবাসীরাও শত্রুকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইতে লাগিল।

একদিন প্রসেনজিৎ অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি ক্রমাগতই পরাস্ত হইতেছি; এখন কর্ত্তব্য কি?" তাঁহারা বলিলেন, "মহারাজ, শুনিয়াছি আর্য্যেরা মন্ত্রকুশল; অতএব জেতবনে গিয়া তাঁহারা এ সম্বন্ধে কি বলেন শুনিলে ভাল হয়।" ইহা শুনিয়া রাজা চরদিগকে আজ্ঞা দিলেন, "তোমরা গিয়া যথাসময়ে ভিক্ষুদিগের কথা শুনিয়া আইস।" চরেরা এই আজ্ঞামত কাজ করিবার জন্য তখনই প্রস্থান করিল।

এই সময়ে বিহারের নিকটে এক পর্ণকুটীরে উপ্ত ও ধনুর্গ্রহ তিষ্য নামক দুই জন বৃদ্ধ স্থবির বাস করিতেন। ধনুর্গ্রহ তিষ্য রাত্রির প্রথম ও মধ্যম যামে ঘুমাইয়াছিলেন। তিনি শেষ যামে প্রবুদ্ধ হইয়া কয়েকখানি কাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া আগুন জ্বালিলেন এবং তাহার নিকটে বসিয়া বলিলেন, "ভদন্ত উপ্ত স্থবির!" উপ্ত বলিলেন, "কি, ভদন্ত তিষ্য স্থবির?" "আপনি কি ঘুমাইতেছেন না?" "না ঘুমাইয়া কি করিব?" "উঠিয়া বসুন।" উপ্ত উঠিয়া বসিলেন। তখন তিষ্য বলিতে লাগিলেন, "দেখুন, এই লম্বোদর কোশল-রাজ পূর্ণ অন্নভাণ্ড পচাইয়া ফেলিতেছে। কিরূপে যুদ্ধ করিতে হয়, সে তাহার বিন্দুবিসর্গও জানে না। সে কেবল পরাজিতই হইতেছে এবং অর্থ দিয়া নিষ্কৃতি পাইতেছে।" "তাহাকে এখন কি করিতে বলেন?" এই প্রশ্নের সময়ে রাজার চরেরা কুটীরের পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া স্থবিরদ্বয়ের কথা শুনিতে লাগিল।

ধনুর্গ্রহ তিষ্য স্থবির যুদ্ধের কথা আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, "ভদন্ত, ব্যূহভেদে যুদ্ধ তিন প্রকার—পদ্মব্যূহ, চক্রব্যূহ, শকটব্যূহ। অজাতশত্রুকে ধরিবার ইচ্ছা থাকিলে কোশলবাসীদিগকে অমুক পর্ব্বতের অভ্যন্তরে দুইটা গিরিদুর্গে সৈন্য

[১] স্নানার্থ সুগন্ধ জল এবং স্নানান্তে ব্যবহারার্থ সুগন্ধি চূর্ণ (cosmetic powder) এই সমস্ত দ্রব্যের ব্যয়নির্ব্বাহের নিমিত্ত

রাখিতে হইবে, প্রথমে দেখাইতে হইবে যেন তাহারা নিতান্ত দুর্ব্বল ; পরে শত্রুরা যখন পর্ব্বতের ভিতর প্রবেশ করিবে, তখন গিরিবত্ম রুদ্ধ করিতে হইবে, গিরিদুর্গ হইতে সৈন্যগণ উল্লম্ফন ও সিংহনাদ করিতে করিতে বাহির হইবে এবং পুরঃ পশ্চাৎ উভয় দিক্ হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে। এরূপ করিলে স্থলে পতিত মৎস্য কিংবা মুষ্টিমধ্যগত মণ্ডূকশাবক ধরা যেরূপ সহজ, শত্রুকেও সেইরূপ অনায়াসে ও অল্পসময়ের মধ্যে ধরা যাইবে।"

চরেরা ফিরিয়া গিয়া রাজাকে এই কথা জানাইল। অতঃপর রাজা রণভেরী বাজাইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন, শকটব্যূহ রচনা করিয়া অজাতশত্রুকে আক্রমণ করিলেন এবং তাঁহাকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করিয়া আনিলেন। কিন্তু শেষে সন্ধি স্থাপিত হইল। কোশলরাজ ভাগিনেয়ের সহিত নিজের কন্যা বজ্রকুমারীর বিবাহ দিলেন,[১] এবং স্নানাগারের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ সেই কাশীগ্রামই পুনর্ব্বার যৌতুক দিয়া কন্যাকে স্বামিগৃহে প্রেরণ করিলেন।

প্রসেনজিতের সিংহাসনচ্যুতি ও মৃত্যু ; কপিলবস্তুর ধ্বংস

[ভদ্দসাল-জাতক (৪৬৫)]

শ্রাবস্তী নগরে অনাথপিণ্ডদের গৃহে নিয়ত পঞ্চশত ভিক্ষুর ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। বিশাখার এবং কোশলরাজের ভবনেও এইরূপ ভিক্ষুভোজন হইত। কিন্তু রাজভবনে নানারূপ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত ভোজ্য প্রদত্ত হইলেও পরিবেষণকারীরা ভিক্ষুদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখিত না; সেই জন্য ভিক্ষুরা রাজভবনে বসিয়া আহার করিতেন না; সেখানে ভক্ত গ্রহণ করিয়া অনাথপিণ্ডদের, বিশাখার বা অন্য কোন শ্রদ্ধাবান্ উপাসকের গৃহে গিয়া ভোজন করিতেন।

একদিন রাজার নিকট বহু ভোজ্যাপহার আসিয়াছিল। তিনি উহা ভিক্ষুদিগকে দিবার জন্য ভক্তগৃহে[২] প্রেরণ করিলেন। ভৃত্যেরা আসিয়া বলিল, "দেব, ভক্তগৃহে কোন ভিক্ষু নাই।" "তাঁহারা কোথায় গেলেন?" "তাঁহারা স্ব স্ব প্রিয় উপাসকের গৃহে বসিয়া ভোজন করেন।" ইহা শুনিয়া রাজা প্রাতরাশগ্রহণান্তে শাস্তার নিকটে

১ মাতুলকন্যাকে বিবাহ করা ক্ষত্রিয় রাজকুলে দোষাবহ বলিয়া গণ্য হইত না। অসিলক্ষণ-জাতকে (১২৬) এবং মৃদুপাণি-জাতকেও (২৬২) এইরূপ বিবাহের উল্লেখ দেখা যায়।

২ যেখানে বসিয়া ভিক্ষুদিগের আহার করিবার ব্যবস্থা ছিল।

গিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, উৎকৃষ্ট ভোজন কাহাকে বলা যায়?" শাস্তা বলিলেন, প্রীতিসহকারে প্রদত্ত দ্রব্যের ভোজনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। লোকে যদি প্রীতির সহিত কাঞ্জিক দান করে, তাহাও মধুর হয়।" "ভদন্ত, কীদৃশ লোকের সহিত ভিক্ষুদিগের প্রীতি জন্মে?" "হয় স্ব স্ব জ্ঞাতিজনের সহিত, নয় শাক্যকুলের সহিত।" তখন রাজা ভাবিলেন, 'আমি একটী শাক্যকন্যা আনিয়া তাহাকে অগ্রমহিষী করিব; তাহা হইলে ভিক্ষুরা আমাকে জ্ঞাতিসদৃশ মনে করিয়া আমার প্রতি প্রীতিমান্ হইবেন।'

অনন্তর তিনি উঠিয়া গৃহে ফিরিলেন এবং দূতমুখে কপিলবস্তুতে সংবাদ পাঠাইলেন, "আপনারা আমাকে একটী কন্যা দান করুন; আমি আপনাদের সঙ্গে বিবাহসম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা করি।" দূতদিগের কথা শুনিয়া শাক্যগণ সমবেত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "আমরা কোশলরাজের আজ্ঞাধীন স্থানে বাস করি; তাঁহাকে কন্যা দান না করিলে, তিনি জাতক্রোধ হইবেন; কিন্তু দান করিলেও আমাদের কুলাচার ভঙ্গ হইবে। এ অবস্থায় কর্ত্তব্য কি?" ইহা শুনিয়া মহানাম-নামক শাক্য উত্তর দিলেন, "কোন চিন্তা নাই; আমার কন্যা বাসভখত্তিয়া নাগমুণ্ডানাম্নী দাসীর গর্ভে জন্মিয়াছে। তাহার বয়স্ এখন ষোল বৎসর; সে পরমসুন্দরী, সুলক্ষণসম্পন্না এবং পিতৃধারায় ক্ষত্রিয়কন্যা। তাহাকেই শাক্য-কন্যা বলিয়া প্রসেনজিতের নিকটে প্রেরণ করিব।" "ইহা অতি উত্তম প্রস্তাব" বলিয়া সকল শাক্যই সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন এবং দূতদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আমরা কন্যাদান করিতেছি, আপনারা এখনই তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিতে পারেন।" দূতেরা ভাবিলেন, "এই শাক্যেরা জাতিসম্বন্ধে অত্যন্ত অভিমানী। যে ইহাদের কুলজাত নহে, এমন কন্যাকেও হয় ত ইহারা আত্মকুলজা বলিয়া দান করিতে পারে; অতএব ইহাদের সঙ্গে একাসনে বসিয়া আহার করে, এমন কন্যা গ্রহণ করিতে হইবে।" তাঁহারা বলিলেন, "বেশ, গ্রহণ করিয়া যাইতেছি; কিন্তু যিনি আপনাদের সহিত একাসনে আহার করেন, এমন কন্যা গ্রহণ করিব।" শাক্যগণ দূতদিগের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং কি করিবেন, আবার তাহা মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। মহানামা বলিলেন, "তোমরা চিন্তা করিও না; আমি ইহার উপায় করিয়া দিতেছি। আমি যখন ভোজনে বসিব, তখন তোমরা বাসভখত্তিয়াকে অলঙ্কার পরাইয়া আমার নিকট আনিবে এবং আমি একগ্রাস মুখে দিবামাত্র একখানা পত্র দেখাইয়া বলিবে, "দেব, অমুক রাজা পত্র পাঠাইয়াছেন; তিনি কি বলিতেছেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক এখনই তাহা শুনিতে আজ্ঞা হয়।" সকলে এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। মহানামা যখন ভোজনে বসিলেন, তখন তাহারা কুমারীকে অলঙ্কার পরাইল। মহানামা বলিলেন, "আমার মেয়েকে আন, সে আমার সঙ্গে আহার করুক।" তাহারা বলিল, "তিনি

অলঙ্কার পরিলেই আসিবেন।" অনন্তর একটু বিলম্ব করিয়া তাহারা কুমারীকে মহানামার নিকট লইয়া গেল। তিনি পিতার সঙ্গে আহার করিবেন ভাবিয়া সেই ভোজনপাত্রে হাত দিলেন। মহানামা তাঁহার সঙ্গে একগ্রাস তুলিয়া মুখে দিলেন এবং যেমন দ্বিতীয় গ্রাস গ্রহণের জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন, অমনি কয়েক ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে একখানা পত্র ধরিয়া বলিল, "দেব, অমুক রাজা পত্র পাঠাইয়াছেন; তিনি কি বলিয়াছেন শুনিতে আজ্ঞা হউক।" তখন "মা, তুমি খাও" বলিয়া মহানামা দক্ষিণ হস্ত পাত্রে রাখিয়াই বামহস্তে পত্রখানি লইলেন এবং উহা পড়িতে লাগিলেন। পত্রে কি লেখা আছে, মহানামা যেন তাহাই দেখিতে লাগিলেন; এদিকে বাসভখত্তিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভোজন শেষ হইলে মহানামা হস্ত ও মুখ প্রক্ষালন করিলেন। দূতেরা ভিতরের ব্যাপার জানিতে পারিলেন না; তাঁহাদের ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিল যে, বাসভখত্তিয়া মহানামার কন্যা।

মহানামা কন্যাকে মহাসমারোহে প্রেরণ করিলেন। দূতগণ তাঁহাকে শ্রাবস্তীতে লইয়া রাজাকে বলিলেন, "এই কুমারী সৎকুলজাতা; ইনি মহানামার কন্যা।" রাজা তুষ্ট হইয়া সমস্ত নগর সুসজ্জিত করাইলেন এবং বাসভখত্তিয়াকে রত্নরাশির মধ্যে বসাইয়া অগ্রমহিষীর পদে অভিষিক্ত করিলেন। বাসভখত্তিয়া রাজার প্রিয়া ও চিত্ততোষিণী হইলেন। অচিরে তাঁহার গর্ভসঞ্চার হইল; গর্ভরক্ষার্থ যে যে কার্য্য আবশ্যক, রাজার আদেশে সমস্ত সম্পাদিত হইল; বাসভখত্তিয়া দশ মাস পরে এক সুবর্ণবর্ণ পুত্র প্রসব করিলেন। এই কুমারের নামকরণ-দিবসে রাজা নিজের পিতামহীর নিকট লোক পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "শাক্যরাজকন্যা বাসভখত্তিয়া একটী পুত্র প্রসব করিয়াছেন; ইহার কি নাম রাখা হইবে?" যে অমাত্য এই কথা জানিবার জন্য গিয়াছিলেন তিনি একটু বধির ছিলেন। রাজপিতামহী তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলেন, "বাসবখত্তিয়ার যখন পুত্র হয় নাই, তখনই তিনি সকলের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন; এখন তিনি রাজার আরও বল্লভা হইবেন।" বধির অমাত্য 'বল্লভা' শব্দটী ভালরূপে শুনিতে পারিলেন না; তিনি ভাবিলেন রাজপিতামহী বুঝি 'বিডূড়ভ' এই নাম উচ্চারণ করিয়াছেন। অতএব তিনি রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, কুমারের 'বিডূড়ভ' এই নাম রাখুন।" রাজা ভাবিলেন, ইহা বুঝি তাঁহার কুলদত্ত কোন প্রাচীন নাম; অতএব কুমারের বিডূড়ভ নামই রাখা হইল।[১]

অতঃপর কুমার পদোচিত আদর-যত্নের সহিত লালিত-পালিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার বয়স্ যখন সাত বৎসর, তখন অন্য রাজপুত্রদিগের মাতামহকুল হইতে কৃত্রিম

[১] পালি 'বিড়ূড়ভ'; সংস্কৃত 'বিরূঢক'।

হস্তী, অশ্ব ইত্যাদি ক্রীড়নক উপহার-স্বরূপ আসিতে দেখিয়া তিনি একদিন বাসভ-খত্তিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, অন্তের মাতামহালয় হইতে কত উপহার আসিয়া থাকে; আমাকে ত কেহ কিছু পাঠায় না। তোমার কি মা বাপ নাই?" বাসভ-খত্তিয়া বলিলেন, "বৎস, তোমার মাতামহবংশ শাক্যদিগের রাজা। তাঁহারা দূরে থাকেন বলিয়া কিছু পাঠাইতে পারেন না।" ইহার পর বিড়ূড়ভের বয়স্ যখন যোল বৎসর হইল, তখন তিনি একদিন তাঁহার মাতাকে বলিলেন, "আমার একবার মাতা-মহালয় দেখিতে ইচ্ছা হয়।" বাসভখত্তিয়া বলিলেন, "না, বৎস, সেখানে গিয়া কি করিবে?" কিন্তু তিনি নিষেধ করিলেও কুমার পুনঃ পুনঃ এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন বাসভখত্তিয়া অগত্যা সম্মতি দিলেন—বলিলেন, "তবে যাও।"

তখন বিড়ূড়ভ পিতার অনুমতি লইয়া মহাসমারোহে যাত্রা করিলেন। বাসভখত্তিয়া মহানামাকে অগ্রেই পত্রদ্বারা জানাইলেন, "আমি এখানে বেশ সুখে আছি। আমার গুরুজন যেন ইহাকে কোন গুপ্তকথা না বলেন।" বিড়ূড়ভের আগমনসংবাদ পাইয়া শাক্যগণ অল্পবয়স্ক কুমারদিগকে জনপদে পাঠাইয়া দিলেন, কেননা শাক্যবংশীয় কেহই তাঁহাকে প্রণাম করিতে পারিবেন না।

এদিকে বিড়ূড়ভ কপিলবস্তুতে পৌঁছিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য শাক্যগণ সংস্থাগারে সমবেত হইলেন। সেখানে লোকে, ইনি আপনার মাতামহ, ইনি আপনার মাতুল, এই বলিয়া সকলের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিল। তিনি বিচরণ করিয়া একে একে তাঁহাদিগের সকলকে প্রণাম করিলেন। প্রণাম করিতে করিতে তাঁহার পৃষ্ঠে ব্যথা হইল। কিন্তু কেহই তাঁহাকে প্রণাম করিল না। ইহাতে বিস্মিত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে প্রণাম করিতে পারে, এমন কেহ কি নাই?" শাক্যগণ বলিলেন, "বৎস, যাহারা তোমার কনিষ্ঠ, তাহারা জনপদে গিয়াছে।" অনন্তর তাঁহারা অতি যত্নের সহিত বিড়ূড়ভের আহারাদির ব্যবস্থা করিলেন।

বিড়ূড়ভ কপিলবস্তুতে কয়েকদিন বাস করিয়া মহাসমারোহে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অনন্তর এক দাসী, তিনি সংস্থাগারে যে ফলকাসনে বসিয়াছিলেন, তাহা দুগ্ধমিশ্রিত জলে ধৌত করিতে গিয়া রূঢ়ভাবে বলিল, "বাসভখত্তিয়া দাসীর পুত্র এই আসনে বসিয়াছিল।" বিড়ূড়ভের একজন অনুচর ভ্রমক্রমে একখানা অস্ত্র ফেলিয়া গিয়াছিল। সে উহা লইতে গিয়া, দাসী বিড়ূড়ভের প্রতি অবজ্ঞাসূচক যে কথা বলিয়াছিল তাহা শুনিতে পাইল। সে জিজ্ঞাসা করিয়া প্রকৃত রহস্য জানিতে পাইল—শুনিল যে, বাসভখত্তিয়া মহানামার ঔরসে এক দাসীর গর্ভে জন্মিয়াছেন। সে গিয়া সৈনিকপুরুষ-দিগকে এই কথা বলিল। তখন, "বাসভখত্তিয়া নাকি দাসীকন্যা" এই কথা লইয়া

মহাকোলাহল হইল। তাহা শুনিয়া কুমার প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'ইহারা আমি যে আসনে বসিয়াছিলাম তাহা ক্ষীরোদকে ধৌত করুক; আমি রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহাদের গলরক্তে আবার এই আসন ধৌত করিব।'

বিড়ূড়ভ শ্রাবস্তীতে ফিরিলে অমাত্যেরা রাজাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল। তাঁহাকে দাসীকন্যা দিয়াছেন বলিয়া রাজা শাক্যদিগের প্রতি জাতক্রোধ হইলেন। তিনি বাসভখত্তিয়া ও কুমারকে যে ধনাদি দান করিতেন, তাহা রহিত করিলেন; দাসদাসীদিগকে লোকে যাহা দেয়, কেবল তাহাই দেওয়াইতে লাগিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে শাস্তা রাজভবনে গিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। রাজা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন; "ভদন্ত, আপনার জ্ঞাতিরা, শুনিলাম, আমাকে দাসীকন্যা দান করিয়াছেন। কাজেই আমি ইঁহাকে এবং ইঁহার পুত্রকে যে বৃত্তি দিতাম, তাহা বন্ধ করিয়াছি; দাসদাসীরা যাহা পাইবার উপযুক্ত, কেবল তাহাই দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছি।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "মহারাজ, শাক্যেরা অন্যায় কাজ করিয়াছেন; কন্যাদান করিতে হইলে সজাতীয়া কন্যা দান করাই কর্ত্তব্য। তবে একটা কথা বলিবার আছে। বাসভখত্তিয়া ক্ষত্রিয়ের ঔরসজাতা এবং ক্ষত্রিয়ের গৃহে মহিষীপদে অভিষিক্তা। বিড়ূড়ভও ক্ষত্রিয়রাজের ঔরস পুত্র। মাতৃগোত্রে কি আসিয়া যায়? পিতৃগোত্রই আভিজাত্যের প্রমাণ, ইহা ভাবিয়া প্রাচীন পণ্ডিতেরা এক দরিদ্রা কাষ্ঠহারিণীকে মহিষীপদে বরণ করিয়াছিলেন এবং তাহার গর্ভজাত পুত্র দ্বাদশযোজনবিস্তৃত বারাণসী নগরে রাজপদ লাভ করিয়া কাষ্ঠবাহন রাজা নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।" ইহা বলিয়া শাস্তা রাজাকে কাষ্ঠহারি-জাতক (৫ম পৃষ্ঠ) শুনাইলেন। রাজা ধর্ম্মকথা শুনিয়া চিত্ত-প্রসাদ লাভ করিলেন এবং পিতৃগোত্রই আভিজাত্যের প্রমাণ, ইহা বুঝিতে পারিয়া বাসভখত্তিয়া ও তাঁহার পুত্রের জন্য পূর্ব্ববৎ বৃত্তিপ্রভৃতির ব্যবস্থা করিলেন।

কোশলরাজের সেনাপতির নাম ছিল বন্ধুল। তাঁহার স্ত্রী মল্লিকা বন্ধ্যা ছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি পিত্রালয়ে গিয়া থাক।" অনন্তর তিনি মল্লিকাকে কুশীনগরে পাঠাইয়া দিলেন। মল্লিকা ভাবিলেন, "শাস্তাকে দেখিয়া যাইব।" তিনি জেতবনে প্রবেশ করিয়া তথাগতকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্টা হইলেন। তখন তথাগত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথায় যাইতেছ?" "আমার স্বামী আমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইতেছেন।" "কেন?" "আমি বন্ধ্যা বলিয়া।" "যদি ইহাই কারণ হয়, তবে তোমার গমনের প্রয়োজন নাই; তুমি ফির।" এই কথায় অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া মল্লিকা শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক পতিগৃহে ফিরিলেন। বন্ধুল জিজ্ঞাসিলেন, "ফিরিলে যে?" "দশবল আমাকে ফিরিতে বলিয়াছেন।" বন্ধুল বলিলেন, "তথাগত,

বোধ হয়, ইহার কোন সঙ্গত কারণ দেখিতে পাইয়াছেন,।" অনন্তর মল্লিকা অচিরে গর্ভধারণ করিলেন; তাঁহার দোহদ জন্মিল; তিনি স্বামীকে বলিলেন, "আমার দোহদ জন্মিয়াছে।" "কি দোহদ?" "আমার ইচ্ছা হইতেছে, যে মঙ্গলপুষ্করিণীর জলে বৈশালীর গণরাজদিগের অভিষেক হইয়া থাকে, তাহাতে অবতরণ করিয়া স্নান করি ও জল খাই।" সেনাপতি "তাহাই হইবে" বলিয়া সহস্র ধনুর তুল্যবল এক ধনু গ্রহণ করিলেন, মল্লিকাকে রথে তুলিয়া শ্রাবস্তী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং রথ চালাইয়া বৈশালীতে প্রবেশ করিলেন।

এই সময়ে লিচ্ছবিদিগের অর্থধর্ম্মানুশাসক মহালি[১] নামক এক অন্ধ ব্যক্তি নগর-দ্বার সমীপে বাস করিতেন। তিনি বন্ধুলসেনাপতির সহিত একই আচার্য্যগৃহে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। দ্বারের গোবরাটে যখন বন্ধুলের রথ প্রতিহত হইল, তখন সেই শব্দ শুনিয়া তিনি বলিলেন, "এ শব্দ বন্ধুল মল্লের রথের। আজ লিচ্ছবিদিগের মহাভয়ের কারণ উপস্থিত হইয়াছে।"

মঙ্গলপুষ্করিণীর ভিতরে-বাহিরে বলবান্ প্রহরী থাকিত; উহার উপরে লৌহজাল বিস্তৃত থাকিত; এই জন্য তাহাতে পাখীটা পর্য্যন্ত যাইতে পারিত না। সেনাপতি রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক খড়্গাঘাতে রক্ষীদিগকে দূর করিয়া দিলেন, লৌহজাল ছেদন করিলেন, ভিতরে গিয়া ভার্য্যাকে স্নান ও জল পান করাইলেন, স্বয়ং স্নান করিয়া মল্লিকাকে রথে তুলিলেন এবং নগর হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক রাজপথে উপস্থিত হইলেন। এদিকে রক্ষকেরা গিয়া লিচ্ছবিদিগকে এই সংবাদ দিল। লিচ্ছবিরাজেরা শুনিয়া অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে পঞ্চশত ব্যক্তি পঞ্চশত রথে আরোহণ করিয়া বন্ধুলমল্লকে ধরিবার জন্য বাহির হইলেন। তাঁহারা প্রথমে মহালিকে এই কথা জানাইলেন; মহালি বলিলেন, "তোমরা যাইও না; বন্ধুল একাই তোমাদের সকলকে বধ করিবেন।" তাঁহারা বলিলেন, "আমরা যাইবই যাইব।" "যদি একান্তই যাও, তবে যেখানে দেখিবে একটা চক্রের নাভি পর্য্যন্ত মৃত্তিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সেই স্থান হইতে ফিরিবে। যদি তাহা না কর, তবে যেখানে গিয়া সম্মুখে বজ্রধ্বনির ন্যায় ধ্বনি শুনিবে, সেখান হইতে ফিরিবে; যদি তাহাও না কর, তবে যেখানে তোমাদের রথের ধুরে ছিদ্র দেখিতে পাইবে, সেখান হইতে ফিরিবে; ইহার পর আর অগ্রসর হইও না।" তাঁহারা মহালির কথামত প্রতিবর্ত্তন না করিয়া বন্ধুলের অনুধাবনই করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া মল্লিকা বলিলেন, "স্বামিন্, অনেকগুলি রথ দেখা যাইতেছে।" বন্ধুল বলিলেন, "বেশ, যখন সবগুলি একখানা রথের ন্যায়

[১] অথবা 'মহালিচ্ছবি।'

দেখা যাইবে তখন জানাইবে।" অনন্তর যখন শ্রেণীবদ্ধ রথগুলি একখানা রথের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল, তখন মল্লিকা বলিলেন, "স্বামিন্ কেবল একখানা রথের অগ্রভাগ দেখা যাইতেছে।" "তবে তুমি অশ্বরশ্মি ধর।" ইহা বলিয়া তিনি মল্লিকার হস্তে রশ্মি দিলেন এবং নিজে রথে দাঁড়াইয়া ধনুকে জ্যা আরোপণ করিলেন; অমনি তাহার রথচক্র নাভি পর্য্যন্ত মৃত্তিকায় প্রোথিত হইল। লিচ্ছবিরা সেখানে গিয়া উহা দেখিতে পাইলেন, কিন্তু প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। বন্ধুল কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া ধনুকে টঙ্কার দিলেন; উহা বজ্রধ্বনির ন্যায় শ্রুত হইল; কিন্তু লিচ্ছবিরা সেখান হইতেও ফিরিলেন না, অনুধাবন করিয়াই চলিলেন। অনন্তর বন্ধুল রথে দাঁড়াইয়া একটা শর নিক্ষেপ করিলেন; উহা সেই পঞ্চশত রথের অগ্রভাগ বেধ করিল, এবং ঐ পঞ্চশত রাজার প্রত্যেকের দেহে যে অংশে কটিবন্ধ-গ্রন্থি ছিল, সেই অংশ বেধ করিয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করিল। কিন্তু রাজারা যে বিদ্ধ হইয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না; তাহারা "তিষ্ঠ" "তিষ্ঠ" বলিয়া অনুধাবন করিয়াই চলিলেন। বন্ধুল রথ থামাইয়া বলিলেন, "তোমরা মৃত; মৃতের সহিত আমার যুদ্ধ হইতে পারে না।" "কি! আমাদের মত লোকে মৃত! এ নূতন কথা বটে।" "বিশ্বাস না হয়, তোমাদের মধ্যে যে সর্ব্বাগ্রে আছ, তাহার কটিবন্ধ খোল।" অগ্রবর্ত্তী ব্যক্তি তাহাই করিলেন এবং খুলিবামাত্র প্রাণত্যাগ করিয়া পতিত হইলেন। তখন বন্ধুল বলিলেন, "তোমাদের সকলেরই এই দশা; এখন স্ব স্ব গৃহে গিয়া যেরূপ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য তাহা কর, দারাপুত্রকে উপদেশ দাও এবং বর্ম্মাদি খোল।" লিচ্ছবিরাজেরা এই ভাবে প্রাণত্যাগ করিলেন।[১]

অতঃপর বন্ধুল মল্লিকাকে লইয়া শ্রাবস্তীতে ফিরিলেন। মল্লিকা একে একে ষোল বার যমজ পুত্র প্রসব করিলেন। এই কুমারেরা সকলেই বলবান্ ও সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ হইলেন। ইঁহাদের প্রত্যেকের এক সহস্র অনুচর ছিল; ইঁহারা যখন পিতার সহিত রাজভবনে যাইতেন, তখন ইঁহাদের দ্বারাই রাজাঙ্গন পূর্ণ হইত। একদিন একটা মিথ্যা মকদ্দমায় পরাজিত হইয়া কয়েক জন লোক বন্ধুলকে দেখিবামাত্র মহাচীৎকার

[১] ইংরাজী অনুবাদক এই প্রসঙ্গের অনুরূপ দুইটী আখ্যায়িকা দিয়াছেন। প্রথমটীতে দেখা যায়, ঘাতক এমন কৌশলে এক ব্যক্তির শিরশ্ছেদ করিয়াছিল যে, হত ব্যক্তি তাহা বুঝিতে পারে নাই। অনন্তর সে যেমন নস্য গ্রহণ করিল, অমনি হাঁচি দিতে গিয়া তাহার মাথাটা পড়িয়া গেল। দ্বিতীয় আখ্যায়িকায় আছে যে, বিবাদ করিতে করিতে একজন এমন কৌশলে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে তরবারি দিয়া দ্বিখণ্ডিত করিল যে, সে তখনও বসিয়া কলহ করিতে লাগিল। অনন্তর সে যেমন যাইবার জন্য উঠিতে চেষ্টা করিল, অমনি তাহার শরীরের দুই খণ্ড দুই দিকে পড়িয়া গেল।

করিতে করিতে জানাইল যে, বিচারকেরা মিথ্যা অভিযোগকারীদিগের পক্ষপাতী হইয়াছেন। তখন বন্ধুল বিচারগৃহে গিয়া তথ্যানুসন্ধান করিলেন, এবং যাহার ধন তাহাকেই দেওয়াইলেন। ইহাতে সমবেত লোকে মহাশব্দে তাঁহাকে সাধুকার দিতে লাগিল। রাজা ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া এত তুষ্ট হইলেন যে, অন্য সকল অমাত্যকে দূর করিয়া বন্ধুলকেই বিনিশ্চয়ের ক্ষমতা দিলেন। বন্ধুল তদবধি বিনাপক্ষপাতে বিচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে ভূতপূর্ব্ব বিচারকদিগের উৎকোচলাভের পথ রুদ্ধ হইল; তাঁহাদের আয় কমিয়া গেল। তাঁহারা বন্ধুলের বিরুদ্ধে রাজার মন ভাঙ্গাইতে প্রবৃত্ত হইলেন—বলিতে লাগিলেন, "বন্ধুল নিজেই রাজপদগ্রহণের অভিসন্ধি করিয়াছেন। রাজা তাঁহাদের কথা বিশ্বাস করিলেন, কিছুতেই নিজের চিত্তকে সন্দেহবিমুক্ত করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, 'বন্ধুলকে যদি এখানেই বধ করি, তবে লোকে আমার নিন্দা করিবে।' এজন্য তিনি কতকগুলি লোক নিযুক্ত করিয়া প্রত্যন্ত প্রদেশে উপদ্রব ঘটাইলেন এবং বন্ধুলকে ডাকাইয়া বলিলেন, "শুনিতেছি, প্রত্যন্তে নাকি বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে; তুমি তোমার পুত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া সেখানে যাও এবং দস্যুদিগকে ধরিয়া আন।" তিনি বন্ধুলের সঙ্গে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আরও মহাযোধ পাঠাইলেন এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন, "ইহার এবং ইহার বত্রিশ জন পুত্রের মাথা কাটিয়া আনিবে।" বন্ধুল প্রত্যন্তে যাইতেছেন শুনিয়াই রাজা যে সকল দস্যু নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারা পলায়ন করিল। বন্ধুল প্রত্যন্তবাসীদিগকে স্ব স্ব বাসস্থানে পুনঃ স্থাপিত করিয়া এবং তাহাদিগকে নির্ভয় করিয়া প্রতিগমন করিলেন। অনন্তর, তিনি যখন রাজধানীর অদূরে উপস্থিত হইলেন, তখন সেই মহাযোধগণ তাঁহার এবং তদীয় দ্বাত্রিংশ পুত্রের শিরশ্ছেদ করিল।

সেই দিন মল্লিকা অগ্রশ্রাবকদ্বয়প্রমুখ পঞ্চশত ভিক্ষু নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বাহ্ণেই তাঁহার নিকট পত্র আসিল যে, স্বামীর ও পুত্রদিগের শিরশ্ছেদ হইয়াছে। কিন্তু এই দুঃসংবাদ পাইয়াও তিনি কাহাকেও কিছু বলিলেন না; তিনি পত্রখানি কটিদেশে রাখিয়া ভিক্ষুদিগের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরিচারিকা ভিক্ষুদিগকে ভাত দিবার পর ঘৃতের কলসী আনিবার কালে উহা স্থবিরদিগের সম্মুখে ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া ধর্ম্মসেনাপতি [১] বলিলেন, "চিন্তার কারণ নাই; যাহা ভঙ্গুর তাহাই ভাঙ্গিয়াছে।" তখন মল্লিকা কটিদেশ হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া বলিলেন, "লোকে আমাকে এই পত্রে জানাইয়াছে যে, আজ আমার বত্রিশটী পুত্রের

[১] সারিপুত্রকে 'ধর্ম্মসেনাপতি' বলা হইত।

ও স্বামীর শিরশ্ছেদ হইয়াছে। যখন ইহা শুনিয়াও শোকগ্রস্ত হই নাই, তখন ঘৃতকলসী ভাঙ্গিয়াছে বলিয়া চিন্তিত হইব কেন?" তখন ধর্ম্মসেনাপতি সূত্রনিপাত হইতে, "অনিমিত্ত অজ্ঞাত" ইত্যাদি গাথাগুলি বলিয়া আসন হইতে উত্থিত হইলেন [১] এবং ধর্ম্মদেশনপূর্ব্বক বিহারে প্রতিগমন করিলেন। মল্লিকাও পুত্রবধূদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তোমাদের নিরপরাধ পতিরা স্ব স্ব পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল পাইয়াছে; অতএব শোক করিও না; রাজার উপরেও যেন তোমাদের মনে বিদ্বেষভাব না জন্মে।" রাজার চরেরা ইহা শুনিয়া, তাহারা যে নিরপরাধ, রাজাকে এ কথা জানাইল। ইহাতে অনুতপ্ত হইয়া রাজা মল্লিকার গৃহে গমন করিলেন এবং তাঁহার ও তদীয় পুত্রবধূদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মল্লিকাকে বর দিতে চহিলেন। মল্লিকা বলিলেন, "মহারাজ যখন বর দিতে চাহিলেন, তখন উহা গ্রহণই করিলাম।" অনন্তর রাজা চলিয়া গেলে তিনি প্রেতপিণ্ড দান করিলেন এবং স্নানান্তে রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি বর দিতে চাহিয়াছেন; আমার অন্য বরে প্রয়োজন নাই; আমি এবং আমার বত্রিশটী পুত্রবধূ স্ব স্ব পিত্রালয়ে যাইতে পারি, এই অনুমতি দিন।" রাজা ইহাতে সম্মতি দিলেন। মল্লিকা পুত্রবধূদিগকে স্ব স্ব পিতৃগৃহে প্রেরণ করিলেন এবং নিজে কুশীনগরে নিজের পিত্রালয়ে গেলেন। অতঃপর রাজা বন্ধুলের ভাগিনেয় দীর্ঘ কারায়ণকে [২] সৈনাপত্য প্রদান করিলেন। 'এই রাজা আমার মাতুলকে বধ করিয়াছেন' ভাবিয়া দীর্ঘ কারায়ণ রাজার দোষ অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

নিরপরাধ বন্ধুলের প্রাণসংহারের পর রাজা অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন; তাঁহার চিত্তে শান্তি ছিল না; রাজ্যে সুখ ছিল না। তখন শাস্তা শাক্যদিগের উড়ুম্পনামক নগরের নিকটে বাস করিতেছিলেন। রাজা সেখানে গিয়া উদ্যানের অনতিদূরে স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন, অল্পমাত্র অনুচর সঙ্গে লইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিবার জন্য বিহারে গমন করিলেন এবং কারায়ণের হস্তে পঞ্চরাজচিহ্ন দিয়া একাকী গন্ধকুটীরে প্রবেশ করিলেন।

[১] সূত্রনিপাত, মহাবর্গ, ৫৭৪। ইহা শল্যসূত্র নামে বিদিত। ইহার প্রথম গাথা এই:—

অনিমিত্তং অনঞ্ঞাতং মচ্চানং ইধ জীবিতং। কসিরং চ পরিত্তং চ তং চ দুক্খেন সঞ্ঞুত্তং॥ (মরণশীল জীবের ইহজীবন নিমিত্তহীন, অজ্ঞাত, ক্লেশদায়ক, ক্ষণস্থায়ী ও দুঃখসঙ্কুল। নিমিত্তহীন অর্থাৎ যাহার উপর আমাদের কোনরূপ ক্ষমতা প্রয়োগের শক্তি নাই)।

[২] উদীচ্য বৌদ্ধ-সাহিত্যে ইঁহার নাম দীর্ঘ চারায়ণ।

রাজা গন্ধকুটীরে প্রবেশ করিলে কারায়ণ রাজচিহ্নগুলি লইয়া বিড়ূড়ভকে রাজা করিলেন এবং প্রসেনজিতের জন্য কেবল একটী অশ্ব এবং একজন পরিচারিকা রাখিয়া শ্রাবস্তীতে চলিয়া গেলেন।

প্রসেনজিৎ শাস্তার সহিত প্রিয়সংলপন-পূর্ব্বক স্কন্ধাবারে ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার সেনা চলিয়া গিয়াছে। তিনি সেই পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন এবং ভাগিনেয়কে [১] আনয়ন করিয়া বিড়ূড়ভকে বন্দী করিবেন, এই উদ্দেশ্যে রাজগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি রাত্রিকালে রাজগৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নগরদ্বার রুদ্ধ হইয়াছে; কাজেই বহিঃস্থ একটা গৃহে শয়ন করিলেন এবং বাতাতপ-ক্লান্তবশতঃ রাত্রিকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে, "কোশলনরেন্দ্র অনাথ অবস্থায় দেহত্যাগ করিয়াছেন" বলিয়া পরিচারিকা ক্রন্দন করিয়া উঠিল। লোকে অজাতশত্রুকে এই সংবাদ দিল। তিনি মহাসমারোহে মাতুলের শরীরকৃত্য সম্পাদন করিলেন।

বিড়ূড়ভ রাজ্যলাভ করিয়া পূর্ব্বশত্রুতা স্মরণপূর্ব্বক শাক্যকুল নির্ম্মূল করিবার অভিপ্রায়ে মহতী সেনাসহ কপিলবস্তুর দিকে যাত্রা করিলেন। ঐ দিন প্রত্যূষকালে শাস্তা ত্রিভুবন পর্য্যবলোকন করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার জ্ঞাতিকুল বিনষ্ট হইতে যাইতেছে। তিনি স্থির করিলেন যে, জ্ঞাতিজনের প্রতি দয়া প্রদর্শন অবশ্যকর্ত্তব্য। তিনি পূর্ব্বাহ্নে ভিক্ষায় বাহির হইলেন, ভিক্ষাচর্য্যান্তে গন্ধকুটীরে গিয়া সিংহশয্যায় শয়ন করিলেন এবং সায়াহ্নকালে আকাশপথে কপিলবস্তুতে গিয়া একটা স্বল্পচ্ছায় বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। ইহার অনতিদূরে বিড়ূড়ভের রাজ্যের সীমায় একটা সান্দ্রচ্ছায় প্রকাণ্ড ন্যগ্রোধ বৃক্ষ ছিল। বিড়ূড়ভ শাস্তাকে দেখিয়া তাঁহার নিকটে গেলেন এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, এই গরমের সময় কি কারণে স্বল্পচ্ছায় বৃক্ষটার মূলে বসিয়া আছেন; চলুন, ঐ সান্দ্রচ্ছায় বৃক্ষের মূলে বসুন গিয়া।" শাস্তা বলিলেন, "কোন প্রয়োজন নাই, মহারাজ। জ্ঞাতিজনের ছায়াই সর্ব্বাপেক্ষা শীতল।" বিড়ূড়ভ ভাবিলেন, 'শাস্তা জ্ঞাতিগণের রক্ষার্থ আগমন করিয়াছেন।' তিনি শাস্তাকে প্রণাম করিয়া শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া গেলেন। শাস্তাও আকাশপথে জেতবনে প্রতিগমন করিলেন। কিন্তু বিড়ূড়ভ শাক্যদিগের অপরাধ ভুলিতে পারিলেন না। তিনি দ্বিতীয় বার অভিযানে বাহির হইলেন; কিন্তু সেবারেও শাস্তাকে সেখানে দেখিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার তৃতীয় বারের চেষ্টাও এইরূপ বিফল হইল। কিন্তু যখন তিনি

[১] অজাতশত্রুকে।

চতুর্থ বার যুদ্ধযাত্রা করিলেন, তখন শাস্তা শাক্যদিগের পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম বিচারপূর্ব্বক দেখিলেন, তাঁহারা নদীতে বিষ প্রক্ষেপ করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, কিছুতেই তাহার ফল এড়াইতে পারিবেন না। এইজন্য তিনি চতুর্থবারে কপিলবস্তুতে গেলেন না। রাজা বিড়ূড়ভ স্তন্যপায়ী শিশুপর্য্যন্ত সমস্ত শাক্যের প্রাণসংহারপূর্ব্বক তাঁহাদের গলরক্তে সেই ফলকাসন ধৌত করাইলেন; এবং এইরূপে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিয়া শ্রাবস্তীতে ফিরিলেন।

মৌদ্‌গল্যায়নের পরিনির্ব্বাণলাভ

[সরভঙ্গ-জাতক (৫২২)]

তথাগত যখন জেতবনে ছিলেন, সেই সময়ে সারিপুত্র পরিনির্ব্বাণলাভার্থে তাঁহার অনুমতি লইয়া নালগ্রামে গমন করিয়াছিলেন এবং সেখানে যে প্রকোষ্ঠে তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, সেই প্রকোষ্ঠেই দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিনির্ব্বাণপ্রাপ্তির সংবাদ পাইয়া শাস্তা রাজগৃহে গমনপূর্ব্বক বেণুবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ঐ সময়ে স্থবির মহামৌদ্‌গল্যায়ন ঋষিগিরির পার্শ্বে কালশিলায় বাস করিতেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি ঋদ্ধিবলের পরা কাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কখনও কখনও দেবলোকে ও নরকে ভিক্ষাচর্য্যা করিতে যাইতেন। দেবলোকে বুদ্ধশ্রাবকদিগের মহৈশ্বর্য্য এবং নরকে তীর্থিকদিগের মহাদুঃখ দেখিয়া তিনি নরলোকে ফিরিয়া বলিতেন, "অমুক উপাসক ও অমুক উপাসিকা অমুক দেবলোকে জন্মান্তর লাভ করিয়া মহাসুখ ভোগ করিতেছেন, তীর্থিক শ্রাবকদিগের অমুক পুরুষ ও অমুক স্ত্রী অমুক নরকে জন্মিয়াছেন।" এই সমস্ত শুনিয়া লোকে বুদ্ধশাসনে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া তীর্থিকদিগের সংসর্গ পরিহার করিল। ইহাতে বুদ্ধশ্রাবকদিগের সম্মান বৃদ্ধি হইল এবং তীর্থিকদিগের সম্মান কমিয়া গেল। কাজেই তীর্থিকেরা স্থবিরের উপর জাতক্রোধ হইল। তাহারা ভাবিল, 'এই লোকটা যতদিন জীবিত থাকিবে, ততদিন আমাদের ভক্তদিগকে ভাঙ্গাইয়া লইবে; আমাদের মানপ্রতিপত্তি হ্রাস হইবে। অতএব ইহাকে বধ করাইতে হইবে।' একজন দস্যু শ্রমণদিগকে ভিক্ষাচর্য্যার সময়ে রক্ষা করিত। তীর্থিকেরা স্থবিরের প্রাণসংহারার্থ এই লোকটাকে সহস্র মুদ্রা দিল। সে স্থবিরের প্রাণ বধ করিব, এই অঙ্গীকার করিয়া বহু অনুচরসহ কালশিলায় গমন করিল। তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া স্থবির ঋদ্ধিবলে উৎপতনপূর্ব্বক সেখান হইতে চলিয়া

গেলেন। দস্যুরা স্থবিরকে দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া গেল; কিন্তু এই উদ্দেশ্যে উপর্য্যুপরি ছয় দিন সেখানে গমন করিল। স্থবিরও পূর্ব্ববৎ ঋদ্ধিবলে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আত্মরক্ষা করিলেন। সপ্তম দিবসে কিন্তু স্থবিরের পূর্ব্বজন্মকৃত যথাকালফলপ্রদ পাপকর্ম্ম অবসর লাভ করিল। তিনি না কি পূর্ব্বে ভার্য্যার কথায় মাতাপিতাকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে যানে আরোহণ করাইয়া বনে লইয়া গিয়াছিলেন এবং যেন দস্যুরা আক্রমণ করিয়াছে এইরূপ দেখাইয়া বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে প্রহার করিয়াছিলেন। তাঁহারা দৃষ্টিক্ষীণতাবশতঃ লোক চিনিতে পারেন নাই। তাঁহাদের পুত্রই যে এই দারুণ প্রহার করিতেছে ইহা জানিতে না পারিয়া তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন যে, প্রকৃতই দস্যুরা তাঁহাদিগকে মারিতেছে। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "বৎস, দস্যুরা আমাদিগকে মারিয়া ফেলিল। তুমি পলাইয়া যাও।" তাঁহাদের এই পরিদেবন শুনিয়া পুত্র ভাবিয়াছিলেন, 'হায়, আমি কি অন্যায় কাজ করিতেছি! আমি ইঁহাদিগকে প্রহার করিতেছি; অথচ ইঁহারা আমারই মরণশঙ্কায় শোক করিতেছেন!' অতঃপর তিনি মাতাপিতাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন এবং দস্যুরা পলায়ন করিয়াছে এইরূপ বুঝাইয়া তাঁহাদের হাত পা টিপিতে টিপিতে বলিয়াছিলেন, "ভয় নাই, মা; ভয় নাই, বাবা; দস্যুরা পলাইয়া গিয়াছে।" অতঃপর তিনি তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার স্বগৃহে লইয়া গিয়াছিলেন।

এতদিন এই পাপফল প্রসবের অবসর না পাইয়া ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় অপ্রকট ছিল; এখন ইহা স্থবিরের অন্তিম শরীরকে [১] গ্রহণ করিল; ইহার সংসর্গে তিনি আর আকাশে উৎপতন করিতে পারিলেন না। যে ঋদ্ধি এক সময়ে নন্দ ও উপনন্দকে [২] দমন করিয়াছিল, যাহার প্রভাবে বৈজয়ন্ত পর্য্যন্ত কম্পিত হইত, তাহা আজ কর্ম্মবশে এমনই দুর্ব্বল হইল। দস্যুরা তাঁহার অস্থিগুলি পলালপিষ্টকের ন্যায় চূর্ণবিচূর্ণ করিল, এবং তিনি মরিয়াছেন এই বিশ্বাসে দলবল সহ প্রস্থান করিল। স্থবির সংজ্ঞালাভ করিয়া ধ্যানরূপ আচ্ছাদন-দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিলেন এবং উৎপতনপূর্ব্বক শাস্তার নিকটে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, আমার আয়ুঃসংস্কার শেষ হইয়াছে; অনুমতি দিন যে, আমি পরিনির্ব্বাণ লাভ করি।" শাস্তার অনুমোদন পাইয়া স্থবির সেইখানেই পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন; অমনি ষড়্‌বিধ দেবলোকে মহাকোলাহল উত্থিত হইল; "আমাদের আচার্য্য না কি পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন, ইহা বলিতে বলিতে সকলে দিব্যগন্ধমাল্যধূপাদি এবং নানাবিধ কাষ্ঠ লইয়া উপস্থিত

[১] অন্তিম শরীর, কেননা ইহাই তাঁহার শেষ জন্ম।

[২] নন্দ ও উপনন্দ দুইজন নাগরাজ।

হইল ; চন্দন কাষ্ঠ ও একোনশত রত্ন-দ্বারা চিতা সজ্জিত করিল ; শাস্তা স্বয়ং স্থবিরের পার্শ্বে থাকিয়া চিতায় তাঁহার শব নিক্ষেপ করাইলেন। শ্মশানের সমন্তাৎ যোজন-ব্যাপী স্থানে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল ; দেবতাদিগের সঙ্গে মনুষ্যেরা এবং মনুষ্যদিগের সঙ্গে দেবতারা মিশিয়া এক সপ্তাহ এই দাহোৎসব সম্পন্ন করিলেন। শাস্তা স্থবিরের ধাতু সংগ্রহ করাইয়া বেণুবনদ্বারকোষ্ঠকের নিকটে তদুপরি এক চৈত্য নির্ম্মাণ করাইলেন।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	পাদটীকা	'উদ'	উদক
৩	পাদটীকা (২য়)	তাবৎকালিক	তাবকালিক
৪৮	পাদটীকা (২য়)	বাসমতা	বাসমতী
৫৫	২৪	থাকিত না	থাকিবে না
৭৮	১৭	এবারকার,	এবারকার
৯	১	সুবর্ণহংস	সুবণ্ণহংস
	১৯	ব্যাধ, পুনরুজ্জীবক	ব্যাঘ্র-পুনরুজ্জীবক
	২৩	বা বার	বার বার
	১	দ্বীপি	দীপি
	পাদটীকা	শবকে	শাবকে
	১৩, ১৯	মণ্ডুকের	মণ্ডূকের
	১৬	সাথা	সাথী
২২৪	৬	উদক্	উদক
২৩০	১৮	করিল	হইল
,,	১৯	যোজিত হইল	যোজন করিল
২৪০	১৯	মহানারদ-কাশ্যপ	মহানারদকস্সপ
২৪৩	১৭	বুলি	বলি
২৪৪	২১	তুষ্ণীভাব	তুষ্ণীম্ভাব
২৪৮	১০, ১৮, ২০	মহাউম্মাগগ্গ	মহাউম্মগগ্গ
২৬০	১	মহাসত্ত্ব	মহাসত্ত্ব
২৬৮	২২	করিতে একদিন	করিতে সে একদিন
২৭২	২৬	অথা	অর্থী
২৮৫	১৩	যুদ্ধাদির	বুদ্ধাদির